সুনান
ইবনে মাজা
চতুর্থ খণ্ড

সুনান ইবনে মাজা

চতুর্থ খণ্ড

মূল ঃ আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)

(জ. ২১৫হি./৮৩০ খৃ.; মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫ খৃ.)

অনুবাদ ঃ **মুহাম্মদ মূসা**

বি. কম. (অনার্স) ; এম. কম ; এম. এম.

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ISBN-984-840-000-1 Set

আঃ প্রঃ ২৯৩

১ম প্রকাশ

শাওয়াল	১৪২৩
পৌষ	১৪০৯
ডিসেম্বর	২০০২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২১৮.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سنن ابن ماجه -এর বাংলা অনুবাদ

SUNANE IBN MAJA-4th Volume. Published by A Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price: Taka 218.00 Only.

অনুবাদকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে সুনান ইবনে মাজার চতুর্থ খণ্ডের মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হলো এবং পূর্ণ গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় চার খণ্ডে শেষ হলো। মুসলিম উম্মাহ্‌র এই সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কাছে মোনাজাত করি তিনি এই উম্মাতকে মুশরিক, ইহূদী-খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রজাল থেকে রক্ষা করুন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং তাদেরকে সাহায্য করুন। পরিতাপের বিষয়, যে মুসলিম দেশই ইসলামী জীবন কাঠামোতে ফিরে যেতে উদ্যোগী হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেই চলছে ধ্বংসাত্মক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। এদের সাথে যোগ দিচ্ছে মুসলমান নামধারী তথাকথিত মুসলিম শাসকগোষ্ঠী। এদের সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন ঃ "আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে অধিক ভয় করছি পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের। অরিচেই আমার উম্মাতের কোন কোন গোত্র বা সম্প্রদায় প্রতীমা পূজায় লিপ্ত হবে এবং আমার উম্মাতের কতক সম্প্রদায় মুশরিক পৌত্তলিকদের সাথে যোগ দিবে" (হাদীস নং ৩৯৫২)।

আজকে মুসলিম উম্মাহ্‌র সবচেয়ে মারাত্মক সংকট বা সমস্যা হলো তাদের এই "পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দ"। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার পথে আজ এরাই সর্বপ্রধান বাধা। এই পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দই মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্যের কারণ। এরা দেশের প্রশাসন ও সশস্ত্র শক্তিকে নিজ দেশের নিরস্ত্র জনগণকে দমন করার জন্য ব্যবহার করে। ফলে বহিঃশক্তির সাথে কখনো সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

মুসলমানদেরকে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলে পাক (স)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, তদনুযায়ী জীবন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং সার্বিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলতে সুসংগঠিতভাবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। হাদীসের এই কিতাবখানি এই পর্যায়ে একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। আল্লাহ আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ মূসা

গ্রাম ঃ শৌলা, পোষ্ট ঃ কালাইয়া

থানা ঃ বাউফল, জিলা ঃ পটুয়াখালী।

তারিখ ঃ ১ শাওয়াল ১৪২২ হি.

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ২৯

কিতাবুল আতইমা

(আহার ও তার শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৩০

কিতাবুল আশরিবা

(পানীয় ও পানপাত্র)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৩১

কিতাবুত তিব্ব

(চিকিৎসা)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৩২
কিতাবুল লিবাস
(পোশাক-পরিচ্ছদ)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৩৩

কিতাবুল আদাব

(শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৩৪
কিতাবুদ দাওয়াত
(দোয়া)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৩৫
কিতাবু তাবীরির রুয়া
(স্বপ্নের ব্যাখ্যা)

অধ্যায় ঃ ৩৬
কিতাবুল ফিতান
(কলহ-বিপর্যয়)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৩৭
কিতাবুয যুহ্‌দ
(পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি)

অনুচ্ছেদ

শব্দসংক্ষেপ

অনু.	=	অনুবাদক
(আ)	=	আলাইহিস সালাম
আ	=	মুসনাদে ইমাম আহ্‌মাদ
ই	=	সুনান ইবনে মাজা
খ.	=	খণ্ড
খৃ.	=	খৃষ্টাব্দ
জ.	=	জন্মসাল
তি	=	জামে আত-তিরমিযী
দা	=	সুনান আবু দাঊদ
দার	=	সুনান আদ-দারিমী
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
না	=	সুনান নাসাঈ (আল-মুজতাবা)
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বু	=	সহীহ আল-বুখারী
মা	=	মুওয়াত্তা ইমাম মালেক
মু	=	সহীহ মুসলিম
মৃ.	=	মৃত্যুসাল
(র)	=	রাহিমাহুল্লাহু
(রা)	=	রাদিয়াল্লাহু আনহু
(স)	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা.	=	সম্পাদক
হি.	=	হিজরী সাল

أنَا = أَخْبَرَنَا

ثَنَا = حَدَّثَنَا

ح = تَحْوِيْلُ الاِسْنَادِ

জযম = ْ

তাশদীদযুক্ত যের = ّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ২৯

كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ

(আহার ও তার শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ اِطْعَامِ الطَّعَامِ

অপরকে আহার করানো।

٣٢٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ وَقِيْلَ قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثًا فَجِئْتُ فِى النَّاسِ لِاَنْظُرَ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ اَنْ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلاَمَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ .

৩২৫১। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে মক্কা থেকে) মদীনায় এলেন তখন লোকেরা তাঁর নিকট যেতে লাগলো এবং বলাবলি হতে লাগলো ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল এসেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এসেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এসেছেন (তিনবার)। আমিও লোকজনের সাথে (তাঁকে) দেখতে গেলাম। আমি তাঁর মুখমণ্ডল উত্তমরূপে দেখার পর বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর নয়। সর্বপ্রথম তাঁর মুখে আমার শোনা কথা এই যে, তিনি বললেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক

বহাল রাখো এবং লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা নামায পড়ো, শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো।

٣٢٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ مُوسٰى حُدَّثْنَا عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَكُونُوا اِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৩২৫২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সালামের ব্যাপক প্রসার করো, খাদ্য দান করো এবং ভাই ভাই হয়ে সদ্ভাবে থাকো, যেমন মহামহিম আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন।

٣٢٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

৩২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন ঃ দরিদ্রদেরকে তোমার খাদ্যদান এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ

একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট।

٣٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْاَسَدِيُّ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنْبَاَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ .

৩২৫৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট, দুইজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

٣٢٥٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ قَهْرَمَانُ اٰلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ وَاِنَّ طَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الثَّلاَثَةَ وَالْاَرْبَعَةَ وَاِنَّ طَعَامَ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ .

৩২৫৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, দুইজনের খাবার তিন বা চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং চারজনের খাবার পাঁচ অথবা ছয়জনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ الْمُؤْمِنِ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায়।

٣٢٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৩২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায়।

٣٢٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ .

৩২৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাফের ব্যক্তি সাতটি পাকস্থলী পূর্তি করে খায় এবং মুমিন ব্যক্তি এক পাকস্থলী পূর্তি করে খায়।

٣٢٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৩২৫৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত পাকস্থলীতে খায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ النَّهْىِ عَنْ يُعَابُ الطَّعَامُ

খাদ্যে দোষারোপ করা নিষেধ।

٣٢٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنْ رَضِيَهُ اَكَلَهُ وَاِلاَّ تَرَكَهُ .

৩২৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও খাদ্যসামগ্রীর ত্রুটি ধরতেন না। পছন্দ হলে তিনি আহার করতেন, অন্যথায় রেখে দিতেন।

٣٢٥٩(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ نُخَالِفُ فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ .

৩২৫৯(১)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা-আবু মুআবিয়া-আমাশ-আবু ইয়াহ্ইয়া-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الْوَضُوْءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

আহার করার পূর্বে উযু করা।

٣٢٦٠- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُكْثِرَ اللّٰهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ اِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَاِذَا رُفِعَ .

৩২৬০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার ঘরে বরকত আসুক, সে যেন সকালের আহার গ্রহণের সময় উযু করে এবং আহার শেষেও উযু করে।[১]

٣٢٦١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَزَرِىُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ الْمَكِّىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَاُتِىَ بِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اٰتِيكَ بِوَضُوْءٍ قَالَ اُرِيْدُ الصَّلاَةَ .

৩২৬১। আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বর্ণিত। তিনি পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসলে তাঁর জন্য খাবার পেশ করা হলো। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আপনার জন্য উযুর পানি নিয়ে আসবো না? তিনি বলেন ঃ আমি কি নামায পড়তে চাচ্ছি?

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْاَكْلِ مُتَّكِئًا

হেলান দিয়ে খাদ্যগ্রহণ শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

٣٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا .

---

১. এখানে উযুর অর্থ আহারের পূর্বে ও পরে দুই হাত উত্তমরূপে ধৌত করা (অনুবাদক)।

৩২৬২। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কখনও হেলান দিয়ে আহার করি না।

٣٢٦٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا اَبِيْ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ اَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً فَجَثٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ يَاْكُلُ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا .

৩২৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বকরী হাদিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাঁটু উচু করে বসে আহার করছিলেন। এক বেদুঈন বললো, এটা কি ধরনের বসা! তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে অনুগ্রহপরায়ণ ও বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হিংসুক ও অহংকারী বানাননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

আহার গ্রহণের সময় বিসমিল্লাহ বলা।

٣٢٦٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ طَعَامًا فِيْ سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَاَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ لَكَفَاكُمْ فَاِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِنْ نَسِيَ اَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ اَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ اَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ .

৩২৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবীসহ আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে সমস্ত খাদ্য দুই গ্রাসে শেষ করে ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করতো, তবে এই খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। অতএব তোমাদের যে কেউ আহার গ্রহণকালে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। সে যদি আহার গ্রহণের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলেঃ 'বিসমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহী" (খাদ্যের প্রারম্ভে এবং শেষেও বিসমিল্লাহ)।

٣٢٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اٰكُلُ سَمِّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

৩২৬৫। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আহাররত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْاَكْلِ بِالْيَمِيْنِ

ডান হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ।

٣٢٦٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِيَاْكُلْ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِه وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِه وَلْيَاْخُذْ بِيَمِيْنِه وَلْيُعْطِ بِيَمِيْنِه فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بِشِمَالِه وَيُعْطِىْ بِشِمَالِه وَيَاْخُذُ بِشِمَالِه .

৩২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে আহার করে, ডান হাতে পান করে, ডান হাতে গ্রহণ করে এবং ডান হাতে দান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে গ্রহণ করে।

٣٢٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا فِىْ حِجْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ .

৩২৬৭। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালনাধীন ছিলাম। আহার গ্রহণের সময় আমার হাত পাত্রের যত্রতত্র চলে যেতো। তিনি আমাকে বলেন ঃ এই ছেলে! আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করো, ডান হাতে আহার করো এবং তোমার নিকটের খাদ্য থেকে খাও।

٣٢٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَاْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِالشِّمَالِ .

৩২৬৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা বাম হাতে আহার করো না। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ لَعْقِ الْاَصَابِعِ

আংগুলসমূহ চেটে খাওয়া।

٣٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْاَلُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ اَرَاَيْتَ حَدِيْثَ عَطَاءٍ لاَ يَمْسَحْ اَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا عَمَّنْ هُوَ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَامَ فَاِنَّهُ حَدَّثْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ اَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا وَاِنَّمَا لَقِىَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِىْ سَنَةٍ جَاوَرَ فِيْهَا بِمَكَّةَ .

৩২৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন নিজে হাত চেটে খাওয়ার অথবা (অপরকে) চেটে খাওয়ানের পূর্বে তা না মোছে। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি উমার ইবনে কায়েসকে আমর ইবনে দীনারের নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি ঃ আপনার মতে আতা (র)-এর হাদীস "তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার অথবা চেটে খাওয়ানোর পূর্বে তা না মোছে", কোন্ সাহাবী থেকে বর্ণিত? তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে। উমার ইবনে কায়েস (র) বলেন, আতা (র) আমাদের নিকট এ হাদীস জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, জাবির (রা) আমাদের নিকট আসার পূর্বেই আমরা তা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আতার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে মুখস্ত করেছি। আতা (র) তো জাবির (রা)-র সাথে তার মক্কায় যাওয়ার বছর সাক্ষাত করেন।[২]

---

২. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।

٣٢٧٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنْبَانَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَمْسَحْ اَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

৩২৭০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার পূর্বে তা না মোছে। কারণ তার জানা নাই যে, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

পাত্র পরিষ্কার করা।

٣٢٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا اَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ جَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِىْ اُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَاكُلُ فِىْ قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ .

৩২৭১। উম্মু আসিম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস নুবাইশা (রা) আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। তখন আমরা একটি বড় পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি আমাদের বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আহার করার পর আহারের পাত্র চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য পাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করে।

٣٢٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِىْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ وَنَحْنُ نَاكُلُ فِىْ قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ ثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ .

৩২৭২। আবুল ইয়ামান (র) বলেন, আমার দাদী থেকে হুযাইল গোত্রের নুবাইশা আল-খায়ের (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুবাইশা আমাদের নিকট এলেন। আমরা তখন আমাদের একটি পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য ঐ পাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ الْاَكْلِ مِمَّا يَلِيْكَ

নিকটের খাদ্য থেকে গ্রহণ।

٣٢٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَاكُلْ مِمَّا يَلِيْهِ وَلاَ يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسِه .

৩২৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আহারের দস্তরখান বিছানো হলে যে কেউ তার নিকটের খাবার থেকে যেন আহার করে এবং নিজ সংগীর নিকটেরগুলো না নেয়।

٣٢٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى السَّوِيَّةِ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ اَبِيْهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِجَفْنَةٍ كَثِيْرَةِ الثَّرِيْدِ وَالْوَدَكِ فَاَقْبَلْنَا نَاكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ يَدِىْ فِىْ نَوَاحِيْهَا فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَانَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ اُتِيْنَا بِطَبَقٍ فِيْهِ اَلْوَانٌ مِنَ الرُّطَبِ فَجَالَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الطَّبَقِ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَانَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ .

৩২৭৪। ইকরাশ ইবনে যুআইব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচুর সারীদ (গোশতের ঝোলে ভিজানো রুটি) ও চর্বি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে তা আহার করতে লাগলাম। আমার হাত পাত্রের মধ্যে যত্রতত্র সঞ্চালিত হতে থাকলে তিনি বলেন ঃ হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে নিয়ে খাও। কারণ গোটা পাত্রে একই খাদ্য রয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য বিভিন্ন রকমের তাজা খেজুর ভর্তি আর একটি বড় পাত্র আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত পাত্রের সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলো এবং তিনি বললেন ঃ হে ইকরাশ! পাত্রের যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। কারণ তাতে বিভিন্ন কিছিমের খাবার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذِرْوَةِ الثَّرِيْدِ

সারীদ-এর উপরাংশ থেকে খাওয়া নিষেধ।

٣٢٧٥-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِيْ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ الْيَحْصُبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا .

৩২৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি পাত্র আনা হলে তিনি বলেন ঃ এর চারপাশ থেকে খাও এবং উপরাংশ রেখে দাও, তাহলে তাতে বরকত লাভ করা যাবে।

٣٢٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ أَبِيْ قَسِيْمَةَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِ الثَّرِيْدِ فَقَالَ كُلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَاعْفُوْا رَأْسَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيْهَا مِنْ فَوْقِهَا .

৩২৭৬। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারীদের উপরাংশ স্পর্শ করে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তার চারপাশ থেকে আহার করো এবং তার উপরাংশ অবশিষ্ট রাখো। কারণ এর উপরের দিক থেকেই বরকত আসে।

٣٢٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوْا مِنْ حَافَتِهِ وَذَرُوْا وَسَطَهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهِ .

৩২৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খাদ্যদ্রব্য এনে রাখা হলে তার চারপাশ থেকে খাও এবং মধ্যভাগ রেখে দাও। কারণ এর মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ اللُّقْمَةِ اِذَا سَقَطَتْ

খাবারের গ্রাস নিচে পড়ে গেলে।

٣٢٧٨- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى اِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ اَذًى فَاَكَلَهَا فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِيْنُ فَقِيْلَ اَصْلَحَ اللّٰهُ الْاَمِيْرَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ الدَّهَاقِيْنَ يَتَغَامَزُوْنَ مِنْ اَخْذِكَ اللُّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هٰذَا الطَّعَامُ قَالَ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ لاَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِهٰذِهِ الْاَعَاجِمِ اِنَّا كُنَّا نَاْمُرُ اَحَدَنَا اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ اَنْ يَّاْخُذَهَا فَيُمِيْطَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ اَذًى وَيَاْكُلَهَا وَلاَ يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ .

৩২৭৮। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা তিনি সকালের খাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার একটি গ্রাস নিচে পড়ে গেলো। তিনি তা তুলে নিয়ে তার ময়লা দূর করে আহার করেন। এতে অনারব কৃষকরা চোখ টিপাটিপি করতে লাগলো। বলা হলো, আল্লাহ নেতাকে কল্যাণের সাথে রাখুন। এসব কৃষক নিচে পতিত খাবার তুলে নেয়ায় আপনার প্রতি চোখ টিপাটিপি করছে। তিনি বলেন, এসব অনারবের কারণে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রুত কথা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমাদের মধ্যে কারো খাবারের গ্রাস পড়ে গেলে তাকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, সে যেন তা তুলে নিয়ে তার ময়লা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।

٣٢٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ اَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْاَذٰى وَلْيَاْكُلْهَا .

৩২৭৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো হাত থেকে খাবারের গ্রাস পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে যে ময়লা লেগেছে তা দূর করে খেয়ে নেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ فَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ

অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের প্রাধান্য।

٣٢٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ وَاِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৩২৮০। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতায় পৌছেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কেবল ইমরান কন্যা মরিয়ম এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া এই পূর্ণতায় পৌছতে পেরেছিলেন। আর নারী সমাজের উপর আয়েশার মর্যাদা তদ্রুপ, যেমন অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের (ঝোলে ভিজানো রুটির) মর্যাদা।

٣٢٨١- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৩২৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নারী সমাজের উপর আয়েশার এমন মর্যাদা রয়েছে যেমন অন্যান্য সকল প্রকারের খাদ্যের উপর রয়েছে সারীদের প্রাধান্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

আহারের পর হাত পরিষ্কার করা।

٣٢٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِىُّ اَبُو الْحَارِثِ الْمُرَادِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ يَحْىٰ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا زَمَانَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَلِيْلٌ مَا نَجِدُ الطَّعَامَ فَاِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ

لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ الاَّ اَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَاَقْدَامُنَا ثُمَّ نُصَلِّىْ وَلاَ نَتَوَضَّأُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ غَرِيْبٌ لَيْسَ الاَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ .

৩২৮২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খাদ্য খুব কমই পেতাম। আমরা যখন তা পেতাম তখন আমদের নিকট তোয়ালে থাকতো না, হাতের তালু, বাহু ও পায়ের পাতা ব্যতীত। অতঃপর আমরা নামায পড়তাম এবং (আহারশেষে) উযু করতাম না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ مَا يُقَالُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

আহারশেষে যে দোয়া পড়তে হয়।

٣٢٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ رِيَاحِ ابْنِ عَبِيْدَةَ عَنْ مَوْلًى لِاَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا اَكَلَ طَعَامًا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৩২৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার শেষ করে বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমীন" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন)।

٣٢٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ اَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا .

৩২৮৪। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাবার অথবা তাঁর সামনের খাবার তুলে রাখার পর তিনি বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, অসংখ্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পবিত্র ও প্রাচুর্যময় সত্তার জন্য। তিনি সবার জন্য যথেষ্ট, তিনি কখনও পৃথক হন না। তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না, আমাদের রব)।

٣٢٨٥- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩২৮৫। সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আহার করে সে যেন বলে, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানী হাযা ওয়া রাযাকনীহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে আমার শক্তি ও জোর ব্যতীত আহার করিয়েছেন ও রিযিক দান করেছেন), তাহলে তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

একত্রে আহার করা।

٣٢٨٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَاكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ .

৩২৮৬। ওয়াহ্শী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বলেন ঃ তোমরা হয়ত পৃথক পৃথকভাবে আহার করো। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমরা একত্রে আহার করো এবং আহারকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের খাদ্যে তোমাদের জন্য বরকত দেয়া হবে।

٣٢٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَهْرَمَانُ اٰلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ

قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا فَانَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ .

৩২৮৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা একত্রে আহার করো এবং বিচ্ছিন্নভাবে করো না। কারণ বরকত থাকে সমষ্টির সাথে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ النَّفْخِ فِى الطَّعَامِ

খাদ্যে ফুঁ দেয়া।

৩২৮৮-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْفُخُ فِىْ طَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ وَلاَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ .

৩২৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ اِذَا اَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

কারো খাদেম তার খাদ্য নিয়ে এলে তা থেকে তাকে কিছু দেওয়া।

৩২৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَاْكُلْ مَعَهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ .

৩২৮৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম তার জন্য খাবার এনে উপস্থিত করলে সে যেন তাকে নিজের সাথে বসায় এবং নিজের সাথে খাওয়ায়। সে যদি তাকে নিজের সাথে বসাতে না চায়, তবে খাবার থেকে যেন তাকে দেয়।

٣٢٩٠- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحَدُكُمْ قَرَّبَ اِلَيْهِ مَمْلُوْكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَاْكُلْ مَعَهُ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَاْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِيْ يَدِهِ .

৩২৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো ক্রীতদাস তার সামনে আহার পরিবেশন করে, যা রান্না করার কষ্ট ও গরম সে সহ্য করেছে, তখন সে যেন তাকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। সে যদি তা না করে, তাহলে একটি গ্রাস তুলে যেন তার হাতে দেয়।

٣٢٩١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ خَادِمُ اَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ اَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَاِنَّهُ هُوَ الَّذِيْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ .

৩২৯১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাদ্য নিয়ে আসে, তখন সে তাকে যেন নিজের সাথে বসায় অথবা খাদ্য থেকে তাকেও খেতে দেয়। কারণ সে খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে গিয়ে গরম ও ধোঁয়া সহ্য করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ الْاَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

খাঞ্চা ও দস্তরখানে আহার করা।[৩]

٣٢٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِي الْفُرَاتِ الْاِسْكَافِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا اَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُّجَةٍ قَالَ فَعَلَامَ كَانُوْا يَاْكُلُوْنَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ .

৩২৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন উঁচু জিনিসের উপর থালা রেখে আহার করেননি। কাতাদা (র) বলেন, তাহলে তারা কিসের উপর রেখে খেতেন? তিনি (আনাস) বলেন, দস্তরখানের উপর রেখে।

৩. ঘরের মেঝেতে যে পাটি, কাপড়, চামড়া বা প্লাস্টিকের ক্লোথ লেছে তার উপর আহার্যাদি এনে রাখা হয় এবং যার উপর বসে আহার করা হয় তাকে বলে দস্তরখান (অনুবাদক)।

٣٢٩٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَحْرٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ عَلٰى خِوَانٍ حَتّٰى مَاتَ

৩২৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত কখনও খাঞ্চা ভরে আহার করতে দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرْفَعَ وَاَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

খাদ্যসামগ্রী তুলে না নেয়া পর্যন্ত উঠে যাওয়া এবং সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ।

٣٢٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُنِيْرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتّٰى يُرْفَعَ .

৩২৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যসামগ্রী তুলে নেয়ার পূর্বে উঠে যেতে (সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত) নিষেধ করেছেন।

٣٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْبَانَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ يَحْيَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلاَ يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتّٰى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَهُ وَاِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَاِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسٰى اَنْ يَكُوْنَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ .

৩২৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দস্তরখান বিছানো হলে তা পুনরায় তুলে না নেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেন উঠে না যায় এবং সে আহারে পরিতৃপ্ত হলেও হাত গুটিয়ে না নেয়, যতক্ষণ না অন্য সকলের আহার গ্রহণ শেষ হয়। (একান্তই যদি ওঠার প্রয়োজন হয় তবে) সে যেন ওজরখাহি করে। কারণ সে হাত গুটিয়ে নিলে তার সাথের লোক লজ্জিত হবে এবং হয়ত তার আরও খাদ্যের প্রয়োজন থাকতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ

আহারের উচ্ছিষ্ট হাত থেকে পরিষ্কার না করে রাত কাটানো।

٣٢٩٦- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيْمٍ الْجَمَّالُ ثَنِى الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لاَ يَلُوْمَنَّ امْرُؤٌ اِلاَّ نَفْسَهُ يَبِيْتُ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ .

৩২৯৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! যে ব্যক্তি আহারের তেলচিটে হাতে নিয়ে (হাত পরিষ্কার না করে) রাত কাটায়, সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।

٣٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَامَ اَحَدُكُمْ وَفِىْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَاَصَابَهُ شَىْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ .

৩২৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হাতে তেলচিটে নিয়ে ঘুমালো, তা ধুয়ে পরিষ্কার করলো না, এমতাবস্থায় সে কোন অনিষ্টের শিকার হলে এজন্য যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ عَرَضِ الطَّعَامِ

আহার পরিবেশন করা।

٣٢٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعُرِضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لاَ نَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لاَ تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا

৩২৯৮। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাদ্যদ্রব্য আনা হলো। তা আমাদের সামনে পরিবেশন করা হলে আমরা বললাম, আমাদের ক্ষুধা নেই। তখন তিনি বলেন ঃ মিথ্যা ও ক্ষুধা একত্র করো না (পেটে ক্ষুধা রেখে খেতে অস্বীকার করো না)।

٣٢٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَيَالَهْفَ نَفْسِىْ هَلاَّ كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩২৯৯। আবদুল আশহাল গোত্রের আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি সকালের আহার করছিলেন। তিনি বলেন ঃ এগিয়ে আসো এবং খাও। আমি বললাম, আমি রোযাদার। আফসোস আমার জন্য, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহারে অংশগ্রহণ করতাম!

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ الْاَكْلِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদের ভিতরে আহার করা।

٣٣٠٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِىِّ يَقُوْلُ كُنَّا نَاْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ .

৩৩০০। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায্ই আয-যুবাইদী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদে বসে রুটি ও গোশত আহার করতাম।[৪]

---

৪. মসজিদের মধ্যে পানাহার করায় কোন দোষ নেই, বিশেষত পথিক, মুসাফির ও সাময়িকভাবে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকদের জন্য। তবে মসজিদ যেন নোংরা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا

দাঁড়ানো অবস্থায় আহার করা।

٣٣٠١- حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَاْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِيْ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ .

৩৩০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হাঁটা অবস্থায় আহার করেছি এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছি।[৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ الدُّبَّاءِ

লাউ।

٣٣٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَنْبَاَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقَرْعَ .

৩৩০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউয়ের তরকারী পছন্দ করতেন।

٣٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِيْ اُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيْهِ رُطَبٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ اَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيْبًا اِلٰى مَوْلًى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يَاْكُلُ قَالَ فَدَعَانِيْ لِاٰكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ ثَرِيْدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ فَاِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَجَعَلْتُ اَجْمَعُهُ

---

৫. দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা এবং আহার করা সম্পর্কে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের হাদীস রয়েছে। নায্যাল থেকে বর্ণিত আছে যে, "কূফা মসজিদের দরজায় হযরত আলী (রা)-এর নিকট পানি আনা হলো। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন, অতঃপর বললেন, কোন কোন লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করা পছন্দ করে না। তেছমরা আমাকে যেরূপ করতে দেখলে, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদ্রূপ করতে দেখেছি" (বুখারী, আবু দাউদ)। আবদুল্লাহ ইবনে অছব্বাস (রা) বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসড়ল্লাম দাড়ানো অবস্থায় ঝমঝমের পানি পান করেছেন" ।ছবুখারী, তিরমিযী)।

فَأُدْنِيهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ اِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ اٰخِرِهِ .

৩৩০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মু সুলাইম (রা) আমাকে এক টুকরি তাজা খেজুরসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। কিন্তু আমি তাঁকে পেলাম না। তিনি তাঁর নিকটস্থ এক মুক্তদাসের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সে তাঁকে আহার গ্রহণের দাওয়াত করেছিল এবং তার জন্য খাবার তৈরি করেছিল। আমি তাঁর নিকট আসলাম, তখন তিনি আহার করছিলেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে তাঁর সাথে আহার করার জন্য ডাকলেন। রাবী বলেন, সে তাঁর জন্য গোশত ও লাউ দিয়ে ছারীদ তৈরি করেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি লাউ খুব পছন্দ করেন। তাই আমি লাউয়ের টুকরাগুলো একত্র করে তাঁর সামনে দিতে থাকলাম। আমরা আহার শেষ করলে পর তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং আমি তাঁর সামনে টুকরিটি রাখলাম। তিনি খেজুর আহার করতে লাগলেন এবং অন্যদেরও দিতে থাকলেন, এভাবে তা দিতে দিতে শেষ করে অবসর হলেন।

٣٣٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هٰذِهِ الدُّبَّاءِ فَقُلْتُ اَىُّ شَىْءٍ هٰذَا قَالَ هٰذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ طَعَامَنَا .

৩৩০৪। হাকীম ইবনে জাবির (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে লাউয়ের তরকারী ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? তিনি বলেন ঃ এটা লাউ তরকারী। আমরা তা দিয়ে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ اللَّحْمِ

গোশত।

٣٣٠٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ ابْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِىُّ حَدَّثَنِىْ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىُّ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ مَشْجَعَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ طَعَامِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَاَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ .

৩৩০৫। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াবাসী ও বেহেশতবাসীদের খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হলো গোশত।

٣٣٠٦- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ اَبِيْ مَشْجَعَةَ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مَا دُعِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى لَحْمٍ قَطُّ اِلاَّ اَجَابَ وَلاَ اُهْدِيَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ اِلاَّ قَبِلَهُ .

৩৩০৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই গোশত খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়েছে তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন এবং যখনই তাকে গোশত উপঢৌকন দেয়া হয়েছে, তিনি তা কবুল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ اَطَايِبِ اللَّحْمِ

(দেহের) কোন্ অংশের গোশত অপেক্ষাকৃত উত্তম।

٣٣٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا .

৩৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত আনা হলো। তাঁকে রানের গোশত দেয়া হলো এবং এটাই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি তা চুষে চুষে খেলেন।

٣٣٠٨- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ مِنْ فَهْمٍ (قَالَ وَاَظُنُّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ) اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُوْرًا اَوْ بَعِيْرًا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالْقَوْمُ يُلْقُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّحْمَ يَقُوْلُ اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ .

৩৩০৮। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) ইবনুয যুবাইর (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাদের জন্য একটি উট যবেহ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন লোকেরা তাঁর জন্য গোশত ঢালছিলো ঃ গোশতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম হচ্ছে পাছার (রানের) গোশত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ الشِّوَاءِ

ভুনা গোশত।

٣٣٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا اَعْلَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى شَاةً سَمِيْطًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৩০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহামহিম আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনও আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন বলে আমি জানি না।

٣٣١٠- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ وَلاَ حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ .

৩৩১০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে কখনও খাওয়ার পর অবশিষ্ট ভুনা গোশত তুলে রাখা হয়নি (কারণ এই গোশতের পরিমাণ কম হতো এবং অভ্যাগত অধিক হওয়ায় তা অবশিষ্ট থাকতো না) এবং তাঁর জন্য কখনো মোটা বিছানা বহন করা হতো না।

٣٣١١- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ ابْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْجَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ لَحْمًا قَدْ شُوِيَ فَمَسَحْنَا اَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّيْ وَلَمْ نَتَوَضَّأْ .

৩৩১১। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনুল জায্ই আয-যুবাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে বসে ভুনা গোশত খেয়েছি, অতঃপর কাঁকরে হাত মুছে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি, কিন্তু (গোশত খাওয়ার কারণে পুনরায়) উযু করিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ الْقَدِيْدِ

গোশতের শুটকি।

٣٣١٢- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ فَقَالَ لَهُ هَوِّنْ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ لَسْتُ بِمَلِكٍ اِنَّمَا اَنَا ابْنُ امْرَاَةٍ تَاْكُلُ الْقَدِيْدَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِسْمَاعِيْلُ وَحْدَهُ وَصَلَهُ .

৩৩১২। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। তিনি লোকটির সাথে কথা বলেন। তার কাঁধের গোশত (ভয়ে) কাঁপছিল। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি শান্ত হও, স্বাভাবিক হও। কারণ আমি কোন রাজা-বাদশা নই, বরং আমি শুকনো গোশত খেয়ে জীবনধারিণী এক মহিলার পুত্র।

٣٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَاْكُلُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْاَضَاحِىِّ .

৩৩১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাগলের পায়া তুলে রাখতাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর পনের দিন পরও তা খেতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

কলিজা ও প্লীহা।

٣٣١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَاَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَاَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ .

৩৩১৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব ও দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু'টি হলো মাছ ও টিড্ডি এবং দুই প্রকারে রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ الْمِلْحِ

লবণ।

٣٣١٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ اَبِىْ عِيْسٰى عَنْ رَجُلٍ (أُرَاهُ مُوْسٰى) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ اِدَامِكُمُ الْمِلْحُ .

৩৩১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের তরকারীর নেতা (প্রধান উপকরণ) হলো লবণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ الْاِئْتِدَامِ بِالْخَلِّ

সির্কা দিয়ে রুটি খাওয়া।

٣٣١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِيِّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

৩৩১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সির্কা (টক ও ঝাঁজযুক্ত) পানীয় উত্তম তরকারী।

٣٣١٧- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

৩৩১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সির্কা উত্তম তরকারী।

٣٣١٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَذَانَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ وَاَنَا عِنْدَهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِى الْخَلِّ فَاِنَّهُ كَانَ اِدَامَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيْهِ خَلٌّ .

৩৩১৮। উম্মু সাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-র নিকট আসলেন। আমি তখন তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ সকালের নাস্তা আছে কি? তিনি বলেন, আমদের নিকট রুটি, খেজুর ও সির্কা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সির্কা উত্তম তরকারী। হে আল্লাহ! সির্কায় বরকত দান করুন, কারণ তা ছিল আমার পূর্বকালের নবীগণের তরকারী। যে ঘরে সির্কা আছে সে ঘরে কখনও তরকারীর অভাব হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ الزَّيْتِ

যায়তূন তৈল।

٣٣١٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِئْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ .

৩৩১৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাইতূন তৈল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখো। কারণ তা বরকতপূর্ণ গাছ থেকে নির্গত হয়।

٣٣٢٠- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَاِنَّهُ مُبَارَكٌ .

৩৩২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যায়তূন তৈল খাও এবং তা দেহে মাখো। কারণ তা বরকতপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ اللَّبَنِ

দুধ।

٣٣٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ الرَّاسِبِيِّ حَدَّثَتْنِى مَوْلاَتِى اُمُّ سَالِمٍ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِلَبَنٍ قَالَ بَرَكَةٌ اَوْ بَرَكَتَانِ .

৩৩২১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুধ আনা হলে তিনি বলতেন ঃ এক অথবা দুই বরকত।

٣٣٢٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَاِنِّىْ لاَ اَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اِلاَّ اللَّبَنُ .

৩৩২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে আহার করান তখন সে যেন বলে, “আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়ারযুকনা খাইরাম মিনহু” (হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও উত্তম রিযিক দান করুন)। আর আল্লাহ যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে, “আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু” (হে আল্লাহ! এই দুধে আমাদের বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও বাড়িয়ে দিন)। কারণ আমি জানি না যে, দুধ ছাড়া এমন কোন জিনিস আছে কিনা যা একইসঙ্গে আহার ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ الْحَلْوَاءِ

হালুয়া বা মিষ্টি দ্রব্য।

٣٣٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

৩৩২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালুয়া ও মধু পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يَجْمَعَانِ

শসা ও তাজা খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া।

٣٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أُمِّىْ تُعَالِجُنِىْ لِلسُّمْنَةِ تُرِيْدُ اَنْ تُدْخِلَنِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى اَكَلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ كَاَحْسَنِ سِمْنَةٍ .

৩৩২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসারে পাঠাতে চাচ্ছিলেন বিধায় আমর দৈহিক পরিপুষ্টির জন্য চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু তা কোন উপকারে আসলো না। অবশেষে আমি তাজা খেজুরের সাথে শসা মিশিয়ে খেলাম এবং উত্তমরূপে দৈহিক পরিপুষ্টি লাভ করলাম।

٣٣٢٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ .

৩৩২৫। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজা খেজুরের সাথে শসা মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

٣٣٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالاَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْوَلِيْدِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِّيْخِ .

৩৩২৬। সাহ্ল ইব্নে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুর তরমুজের সাথে মিশিয়ে আহার করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ التَّمْرِ

খেজুর।

٣٣٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِى الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ .

৩৩২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই সেই ঘরের বাসিন্দাগণ অভুক্ত।

٣٣٢٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ كَالْبَيْتِ لاَ طَعَامَ فِيْهِ .

৩৩২৮। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে তাঁর দাদী সালমা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই, সেই ঘর খাদ্যশূন্য ঘরের ন্যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ اِذَا اُتِىَ بِاَوَّلِ الثَّمَرَةِ

যখন (মৌসুমের) প্রথম ফল আসে।

٣٣٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنِىْ سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اُتِىَ بِاَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَفِىْ ثِمَارِنَا وَفِىْ مُدِّنَا وَفِىْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ اَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْوِلْدَانِ .

৩৩২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মৌসুমের প্রথম ফল উপস্থিত করা হলে তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া ফী সিমারিনা ওয়া ফী মুদ্দিনা ওয়া ফী সাইনা বারাকাতান মাআ বারাকাতিন" (হে আল্লাহ! আমাদের বরকত দান করুন আমাদের শহরে, আমাদের ফলে, আমাদের মুদ্দ-এ ও আমাদের সা-এ, বরকতের উপর বরকত)। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত শিশুদের তা খেতে দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ اَكْلِ الْبَلْحِ بِالتَّمْرِ

ভিজা ও শুষ্ক খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া।

٣٣٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا الْبَلْحَ بِالتَّمْرِ كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيْدِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُوْلُ بَقِىَ ابْنُ اٰدَمَ حَتّٰى اَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيْدِ .

৩৩৩০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তাজা খেজুর শুকনা খেজুরের সাথে মিশিয়ে খাও, পুরাতন খেজুর নতুন খেজুরের সাথে মিশিয়ে খাও। কারণ তাতে শয়তান রাগান্বিত হয় এবং বলে, আদম-সন্তান জীবিত রইলো, এমনকি পুরাতন ফল নুতন ফলের সাথে আহার করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ النَّهْىِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

একাধিক খেজুর একত্রে মুখে দেওয়া নিষেধ।

٣٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ اَصْحَابَهُ .

৩৩৩১। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন নিজ সাথীদের অনুমতি ব্যতিরেকে একত্রে দুইটি খেজুর মুখে না দেয়।

٣٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى اَبِى بَكْرٍ (وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْثُهُ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ يَعْنِىْ فِى التَّمْرِ .

৩৩৩২। আবু বাক্‌র (রা)-এর মুক্তদাস সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতেন এবং তাঁর কথাবার্তা তার ভালো লাগতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি খেজুর একসাথে মুখে দিতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ تَفْتِيْشِ التَّمْرِ

ভালো খেজুর বেছে বেছে খাওয়া।

٣٣٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِمَتْرٍ عَتِيْقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ .

৩৩৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তাঁর সামনে পুরাতন খেজুর পেশ করা হলে তিনি ভালো খেজুর খোঁজ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

মাখনের সাথে খেজুর খাওয়া।

٣٣٣٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمُ ابْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَىْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالاَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيْفَةً لَنَا صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْىَ فِىْ بَيْتِنَا وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ ﷺ .

৩৩৩৪। সুলাইম গোত্রের বুসর-এর দুই পুত্রের সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন। আমরা তাঁর বসার জন্য আমাদের একটি চাদর পেতে দিলাম। পানি ছিটিয়ে আমরা তা তাঁর জন্য নরম করে দিলাম। তিনি তার উপর বসলেন। তখন আমাদের ঘরে মহামহিম আল্লাহ তাঁর উপর ওহী নাযিল করলেন। আমরা তাঁর সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম। তিনি মাখন পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ 88

بَابُ الْحُوَّارٰى

ময়দা।

٣٣٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَاَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ هَلْ رَاَيْتَ النَّقِىَّ قَالَ مَا رَاَيْتُ النَّقِىَّ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاخِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا رَاَيْتُ مُنْخُلاً حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَاْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا بَقِىَ ثَرَّيْنَاهُ .

৩৩৩৫। আবদুল আযীয ইবনে আবু হাযিম (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমি সাহ্ল ইবনে সাদ (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ময়দা দেখেছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ময়দা দেখিনি। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকদের কি চালুনি ছিল? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত চালুনিও দেখিনি। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আপনারা চালুনি ছাড়া কিভাবে যব খেতেন? তিনি বলেন, হাঁ (আমরা তা গুড়া করে) তাতে ফুঁ দিতাম এবং যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেতো এবং যা অবশিষ্ট থাকতো তা পানিতে ভিজাতাম।

٣٣٣٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَخْبَرَنِىْ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ اَنَّ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّ اَيْمَنَ اَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيْقًا فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَغِيْفًا فَقَالَ مَا هٰذَا قَالَتْ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِاَرْضِنَا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيْفًا فَقَالَ رُدِّيْهِ فِيْهِ ثُمَّ اعْجِنِيْهِ .

৩৩৩৬। উম্মু আইমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আটা ছেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রুটি তৈরি করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? তিনি বলেন, এটা আমাদের এলাকার খাবার। আমি আপনার জন্য এই খাবার তৈরি করতে আগ্রহী হলাম। তিনি বলেন ঃ এর মধ্যে ভুষি ঢেলে দাও, তারপর ছেনে নাও।

٣٣٣٧-حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو الْجَمَاهِرِ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ بَشِيْرٍ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِيْفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ مِنْ عَيْنَيْهِ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ .

৩৩৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক চোখেও (কখনও) ময়দার রুটি দেখননি, এমনকি এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ الرِّقَاقِ

পাতলা রুটি (চাপাতি)।

٣٣٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ الرَّمْلِيُّ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ زَارَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ اُبَيْنًا يَعْنِيْ قَرْيَةً (اَظُنُّهُ قَالَ يُنَا) فَاَتَوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الْاُوَلِ فَبَكٰى وَقَالَ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا بِعَيْنِهِ قَطُّ .

৩৩৩৮। ইবনে আতা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আতা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তার এলাকা অর্থাৎ উবাইনায় (ইউনা) যান। লোকেরা তার জন্য মিহি রুটি পরিবেশন করলে তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এরূপ রুটি দেখেননি।

٣٣٣٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا نَاْتِيْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (قَالَ اِسْحَاقَ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ وَخِوَانُهُ مَوْضُوْعٌ) فَقَالَ يَوْمًا كُلُوْا فَمَا اَعْلَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا بِعَيْنِهِ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلاَ شَاةً سَمِيْطًا قَطُّ .

৩৩৩৯। কাতাদা (র) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট যেতাম। ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ তার রুটি প্রস্তুতকারী দাঁড়ানো থাকতো। আর দারিমীর বর্ণনায় আছে ঃ তার খাঞ্চা বিছানো থাকতো। একদিন তিনি বলেন, তোমরা আহার করো। আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বচক্ষে মিহি রুটি এবং আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন কি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ الْفَالُوْذَجِ

ফালূদা।

٣٣٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ اَبُو الْحَارِثِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوْذَجِ اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الْفَالُوْذَجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا الْفَالُوْذَجُ قَالَ يَخْلِطُوْنَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيْعًا فَشَهَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِذٰلِكَ شَهْقَةً .

৩৩৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমরা ফালূদার নাম শুনতে পাই, যখন জিবরীল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আপনার উম্মাত অনেক দেশের উপর বিজয়ী হবে এবং অঢেল সম্পদ তাদের হস্তগত হবে, এমনকি তারা ফালূদা খাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ঃ ফালূদা কি? তিনি বলেন ঃ তারা ঘী ও মধু একত্রে মিশাবে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্নার মত আওয়াজ করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمَنِ

ঘীর সাথে ভূষিযুক্ত রুটি।

٣٣٤١- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى السِّنَانِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

ذَاتَ يَوْمٍ وَدِدْتُ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنٍ نَاْكُلُهَا قَالَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهٖ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَيِّ شَىْءٍ كَانَ هٰذَا السَّمْنُ قَالَ فِىْ عُكَّةِ ضَبٍّ فَاَبٰى اَنْ يَّاْكُلَهُ .

৩৩৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলেন ঃ আহা! আমার নিকট যদি ঘী মিশ্রিত সাদা মিহি আটার রুটি থাকতো, আমরা তা আহার করতাম। রাবী বলেন, একথা শুনে এক আনসার সাহাবী অনুরূপ রুটি তৈরি করে তাঁর নিকট নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই ঘী কিসের মধ্যে ছিল? সাহাবী বলেন, গুই সাপের চামড়ার তৈরী পাত্রের মধ্যে। রাবী বলেন, তিনি তা আহার করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

٣٣٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزَةً وَضَعَتْ فِيْهَا شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ ثُمَّ قَالَتِ اذْهَبْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادْعُهُ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اُمِّىْ تَدْعُوْكَ قَالَ فَقَامَ وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ قُوْمُوْا قَال فَسَبَقْتُهُمْ اِلَيْهَا فَاَخْبَرْتُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَاتِىْ مَا صَنَعْتِ فَقَالَتْ اِنَّمَا صَنَعْتُهُ لَكَ وَحْدَكَ فَقَالَ هَاتِيْهِ فَقَالَ يَا اَنَسُ اَدْخِلْ عَلَىَّ عَشْرَةً عَشْرَةً قَالَ فَمَا زِلْتُ اُدْخِلُ عَلَيْهِ عَشْرَةً عَشْرَةً فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَكَانُوْا ثَمَانِيْنَ .

৩৩৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রুটি তৈরি করলেন এবং তাতে কিছু ঘী ঢেলে দিলেন। অতঃপর তিনি (আমাকে) বলেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও এবং তাঁকে দাওয়াত দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার মা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন। রাবী বলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সাথের লোকদের বললেন ঃ "তোমরাও ওঠো"। রাবী বলেন, আমি তাদের আগেই বাড়ী পৌঁছে মাকে এ খবর জানালাম। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বলেন ঃ তুমি যা তৈরি করেছো, তা নিয়ে এসো। মা বলেন, আমি তো মাত্র আপনার একার পরিমাণ খাবার তৈরি করেছি। তিনি বলেন ঃ তাই দাও। তিনি আরও বলেন ঃ হে আনাস! দশজন দশজন করে আমার কাছে ভেতরে পাঠাও। তিনি বলেন, আমি দশজন দশজন করে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকি। তারা সবাই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হলেন, আর তারা ছিলেন আশিজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ

গমের রুটি।

٣٣٤٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৩৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও পরপর তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি, এ অবস্থায় মহামহিম আল্লাহ তাঁকে তুলে নেন (ইনতিকাল করেন)।

٣٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتّٰى تُوُفِّيَ ﷺ .

৩৩৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবার কখনও একাধারে তিন দিন পেট ভরে আটার রুটি খেতে পাননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ خُبْزِ الشَّعِيْرِ

যবের রুটি।

٣٣٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِيْ بَيْتِيْ مِنْ شَيْءٍ يَاكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِيْ رَفٍّ لِيْ فَاَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ .

৩৩৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমার ঘরে আমার আলমিরায় রক্ষিত যবের সামান্য আটা ব্যতীত কোন প্রাণীর আহার করার মত আর কিছুই ছিলো না। আমি তা থেকে আহারের ব্যবস্থা করতে থাকলাম। এভাবে অনেক দিন চলে গেলো। অবশেষে একদিন আমি তা ওজন করলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেলো।

٣٣٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ حَتّٰى قُبِضَ .

৩৩৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যগণ কখনও যবের রুটি পেট ভরে আহার করেননি।

٣٣٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَاَهْلُهُ لاَ يَجِدُوْنَ الْعَشَاءَ وكَانَ عَامَّةَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيْرِ .

৩৩৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধারে কয়েক রাত অভুক্ত অবস্থায় কেটো যেতো এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরও রাতের আহার জুটতো না। অধিকাংশ সময় তাদের রুটি হতো যবের তৈরী।

٣٣٤٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ (وكَانَ يُعَدُّ مِنَ الْاَبْدَالِ) ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ لَبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّوْفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوْفَ وَقَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشِعًا وَلَبِسَ خَشِنًا فَقِيْلَ لِلْحَسَنِ مَا الْبَشِعُ قَالَ غَلِيْظُ الشَّعِيْرِ مَا كَانَ يُسِيْغُهُ اِلاَّ بِجُرْعَةِ مَاءٍ .

৩৩৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমী বস্ত্র ও সাধারণ জুতা পরিধান করতেন। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাদহীন খাবার খেতেন এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করতেন। হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'স্বাদহীন'-এর অর্থ কি? তিনি বলেন, মোটা যবের রুটি। তিনি তা এক ঢোক পানি ব্যতীত গলাধঃকরণ করতে পারতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ الْاقْتِصَادِ فِى الْاَكْلِ وكَرَاهَةِ الشَّبْعِ

পরিমিত আহার উত্তম এবং ভুরিভোজ খারাপ।

٣٣٤٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى أُمِّى عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيْكَرِبَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَلأَ اٰدَمِىٌّ وِعَاءً شَرًّا مِّنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْاٰدَمِىِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَاِنْ غَلَبَتِ الْاٰدَمِىَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ .

৩৩৪৯। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ পেটের চাইতে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। (যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য উঠানো কোন ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়)। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয়, তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।

٣٣٥٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ يَحْىٰ عَنْ يَحْىَ الْبَكَّاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا فَاِنَّ اَطْوَلَكُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُكُمْ شِبَعًا فِىْ دَارِ الدُّنْيَا .

৩৩৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঢেকুর তোললে তিনি বলেনঃ তুমি আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর প্রতিরোধ করো। কারণ যারা পার্থিব জীবনে ভুরিভোজ করে তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত।

٣٣٥١-حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِىُّ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ وَاُكْرِهَ عَلٰى طَعَامٍ يَاْكُلُهُ فَقَالَ حَسْبِىْ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا اَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৩৫১। আতিয়্যা ইবনে আমের আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান (রা)-র নিকট শুনেছি যে, তাকে আহার করতে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বলতেন, আমার জন্য যথেষ্ট যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়াতে যেসব লোক ভুরিভোজ করে, তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ مِنَ الْاِسْرَافِ اَنْ تَاْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْتَ

তোমার যখন যা খেতে ইচ্ছা হয় তখন তাই খাওয়া অপচয়।

٣٣٥٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ كَثِيْرِ ابْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالُوْا ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ نُوْحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ السَّرَفِ اَنْ تَاْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ .

৩৩৫২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই তোমার যা খেতে লোভ জাগে, তখনই তা খাওয়াই (যথেচ্ছ আহার) হলো অপচয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِلْقَاءِ الطَّعَامِ

খাদ্যদ্রব্য ফেলে দেয়া নিষেধ।

٣٣٥٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ ثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِىُّ ثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ فَرَاٰى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَاَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ اَكَلَهَا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَكْرِمِىْ كَرِيْمًا فَاِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتْ اِلَيْهِمْ .

৩৩৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ঘরে প্রবেশ করে এক টুকরা রুটি পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি তা তুলে নিয়ে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে আহার করলেন এবং বলেন ঃ হে আয়েশা! সম্মান করো সম্মানিতের (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের)। কারণ কোন জাতির নিকট থেকে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক উঠে গেলে তা পুনরায় তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوْعِ

দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٣٣٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

৩৩৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল-জূ ফাইন্নাহু বিসাদ-দাজীউ ওয়া আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাতে ফাইন্নাহা বিসাতিল-বিতানাহ ("হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ তা (মানুষের) নিকৃষ্ট সাথী এবং আমি আপনার নিকট আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রতারণা থেকে। কারণ তা গোপন চারিত্রিক দোষ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ

রাতের আহার পরিত্যাগ।

٣٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ الْمَخْزُوْمِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْعُوا الْعِشَاءَ وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَاِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ .

৩৩৫৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের আহার ত্যাগ করো না, যদিও তা এক মুঠো খেজুরও হয়। কারণ রাতের আহার ত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ الضِّيَافَةِ

লোকদের দাওয়াত করা।

٣٣٥٦- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ اَسْرَعُ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِىْ يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ اِلٰى سَنَامِ الْبَعِيْرِ .

৩৩৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে মেহমানের ভিড় লেগে থাকে সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুততর গতিতে কল্যাণ প্রবেশ করে।

٣٣٥٧- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نُهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ اَسْرَعُ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِىْ يُؤْكَلُ فِيْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ اِلٰى سَنَامِ الْبَعِيْرِ .

৩৩৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে (মেহমানদের) আহার করানো হয়, সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান চুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ প্রবেশ করে।

٣٣٥٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَّخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِه اِلٰى بَابِ الدَّارِ .

৩৩৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিদায়ের প্রাক্কালে মেহমানের সাথে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সুন্নাত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ اِذَا رَاَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا رَجَعَ

দাওয়াতের স্থানে খারাপ কিছু দেখলে মেহমান সেখান থেকে ফিরে আসবে।

٣٣٥٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَاٰى فِى الْبَيْتِ تَصَاوِيْرَ فَرَجَعَ .

৩৩৫৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহার তৈরি করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরের ভেতর ছবি দেখতে পেয়ে ফিরে গেলেন।

٣٣٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَزَرِىُّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ ثَنَا سَفِيْنَةُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَجُلاً اَضَافَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَاَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى عِضَادَتَىِ الْبَابِ فَرَاٰى قِرَامًا فِىْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْ فَقُلْ لَهُ مَا رَجَعَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ اَنْ اَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا .

৩৩৬০। সাফীনা আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর মেহমান হলো। তিনি তার জন্য আহার তৈরি করলেন। ফাতিমা (রা) বলেন, আমরা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দাওয়াত করতাম তবে তিনিও আমাদের সাথে আহার করতেন। অতএব তারা তাঁকেও দাওয়াত করলেন এবং তিনি আসলেন। তিনি ঘরের দরজার চৌকাঠে হাত রেখে ঘরের এক কোণে পাতলা নকশাযুক্ত কাপড় দেখতে পেয়ে ফিরে গেলেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে বলেন, আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করুন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিলো? তিনি বলেন ঃ এ রকম সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা আমার জন্য শোভা পায় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمَنِ وَاللَّحْمِ

গোশত ও ঘী একত্রে মিশিয়ে খাওয়া।

٣٣٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَرْحَبِىُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلٰى مَائِدَتِه فَاَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِه فَلَقِمَ لُقْمَةً ثُمَّ ثَنّٰى بِاُخْرٰى ثُمَّ قَالَ اِنِّيْ لَاَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّيْ خَرَجْتُ اِلَى السُّوْقِ اَطْلُبُ السَّمِيْنَ لَاَشْتَرِيَهُ فَوَجَدْتُّهُ غَالِيًا فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ مِنَ الْمَهْزُوْلِ وَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ سَمْنًا فَاَرَدْتُّ اَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِيْ عَظْمًا عَظْمًا فَقَالَ عُمَرُ مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ اِلاَّ اَكَلَ اَحَدَهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالْاٰخَرِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ خُذْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِيْ اِلاَّ فَعَلْتُ ذٰلِكَ قَالَ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ .

৩৩৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি আহাররত অবস্থায় উমার (রা) তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে আহারের মজলিসে মধ্যখানে জায়গা করে দিলেন। তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাবারের পাত্রে হাত দিলেন এবং এক গ্রাস তুলে নিলেন, অতঃপর দ্বিতীয় গ্রাস তুলে নিয়ে বলেন ঃ আমি তৈলাক্ত জিনিসের স্বাদ পাচ্ছি এবং তা গোশতের চর্বি নয়। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি মোটা গোশত ক্রয়ের উদ্দেশে বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার চড়া দাম দেখে এক দিরহামের শীর্ণকায় পশুর গোশত ক্রয় করে এবং এক দিরহামের ঘী ক্রয় করে তা ঐ গোশতের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। আমি চাচ্ছিলাম যে, পরিবারের সকলের ভাগে অন্তত একটি করে হাড় পড়ুক। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘী ও গোশত একত্রে উপস্থিত করা হলে, তিনি তার একটি আহার করতেন এবং অন্যটি দান-খয়রাত করতেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আহার করুন। পুনরায় কখনও ঘী ও গোশত একত্র হলে আমিও তাই করবো। উমার (রা) বলেন, আমি কখনও খাবো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ مَنْ طَبَخَ فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ

তরকারী রান্না করলে ঝোল বেশী রাখবে।

٣٣٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَاغْتَرِفْ لِجِيْرَانِكَ مِنْهَا .

৩৩৬২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে ঝোল বেশী দিও এবং তোমার প্রতিবেশীদের পর্যন্ত তা পৌঁছিও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ اَكْلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

রসুন, পিঁয়াজ ও এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী খাওয়া।

٣٣٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَاْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ اُرَاهُمَا اِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا الثُّوْمُ وَهٰذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ اَرَى الرَّجُلَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُوْجَدُ رِيْحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتّٰى يُخْرَجَ بِهِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ كَانَ اٰكِلَهُمَا لاَ بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا .

৩৩৬৩। মাদান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামুরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর দিন খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করেন, অতঃপর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা দুই প্রকারের গাছ খাও, আমি তা নিকৃষ্ট জ্ঞান করি। তা হলো রসুন ও পিঁয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেখেছি যে, এক ব্যক্তির মুখ থেকে তার দুর্গন্ধ নির্গত হলে তার হাত ধরে আল-বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেওয়া হয়। অতএব তোমাদের কেউ যদি তা খেতেই চায়, তবে সে যেন তা রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে দেয়।

٣٣٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ اَيُّوْبَ قَالَتْ صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُوْلِ فَلَمْ يَاْكُلْ وَقَالَ اِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُوْذِىَ صَاحِبِىْ .

৩৩৬৪। উম্মু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলাম এবং তাতে কিছু শাক-সব্জিও ছিল। তিনি তা ত্যাগ করে বলেন ঃ আমি আমার সাথীকে (জিবরীল) কষ্ট দেয়া পছন্দ করি না।

٣٣٦٥- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا اَبُوْ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عِمْرَانَ الْحَجْرِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ نَفَرًا اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيْحَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ اَلَمْ اَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اَكْلِ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الاِنْسَانُ .

৩৩৬৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি তাদের থেকে দুর্গন্ধ অনুভব করেন। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের এই বৃক্ষ খেতে নিষেধ করিনি? মানুষ যেসব জিনিসে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সেসব জিনিসে কষ্ট পান।

٣٣٦٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَصْحَابِهِ لاَ تَاْكُلُوا الْبَصَلَ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً النِّيْءَ .

৩৩৬৬। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা পিঁয়াজ খেও না। অতঃপর তিনি আস্তে বলেন ঃ কাঁচা পিঁয়াজ (النِّيْءُ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

بَابُ اَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

পনীর ও ঘী খাওয়া।

٣٣٦٧- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّىُّ ثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلاَلُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ .

৩৩৬৭। সালমান আল-ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘী, পনীর ও বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

بَابُ اَكْلِ الثِّمَارِ

ফল খাওয়া।

٣٣٦٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ ﷺ عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ فَدَعَانِىْ فَقَالَ خُذْ هٰذَا الْعُنْقُوْدَ فَاَبْلِغْهُ اُمَّكَ فَاَكَلْتُهُ قَبْلَ اَنْ اُبْلِغَهُ اِيَّاهَا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِىْ مَا فَعَلَ الْعُنْقُوْدُ هَلْ اَبْلَغْتَهُ اُمَّكَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَسَمَّانِىْ غُدَرَ .

৩৩৬৮। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তায়েফ থেকে আংগুরের উপঢৌকন এলো। তিনি আমাকে ডেকে বলেন ঃ এই আংগুরের গুচ্ছ তুমি লও এবং তোমার মাকে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু আমার মাকে পোঁছানোর পূর্বে আমি তা খেয়ে ফেললাম। কয়েক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আংগুরের গুচ্ছের কি হলো? তুমি কি তোমার মাকে তা পৌঁছেছিলে? আমি বললাম, না। তাই তিনি রসিকতা করে আমার নাম রাখলেন "গুদার" (দাগাবাজ)।

٣٣٦٩- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِىُّ ثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِىِّ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ دُوْنَكَهَا يَا طَلْحَةُ فَاِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ .

৩৩৬৯। তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম তখন তাঁর হাতে ছিল এক জাতীয় অম্লফল। তিনি বলেন ঃ হে তালহা! এগুলো লও। এগুলো অন্তরকে শান্তি দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاَكْلِ مُنْبَطِحًا

উপুড় হয়ে খাওয়া নিষেধ।

٣٣٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلٰى وَجْهِهِ .

৩৩৭০। সালিম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে আহার করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৩০

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

(পানীয় ও পানপাত্র)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

শরাব সমস্ত পাপকাজের প্রসূতি।

٣٣٧١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيْعًا عَنْ رَاشِدٍ اَبِيْ مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .

৩৩৭১। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (সা) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ শরাব পান করো না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের প্রসূতি।

٣٣٧٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُنِيْرُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْاَرَتِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَاِنَّ خَطِيْئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا اَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ .

৩৩৭২। খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! শরাব পরিহার করো। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয়, যেমন তার গাছ (আংগুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর বিস্তারিত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

٣٣٧٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَنْ يَّتُوْبَ .

৩৩৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করলো, সে তা থেকে তওবা না করলে, আখেরাতে তা পান করতে পারবে না।

٣٣٧٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ اَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ .

৩৩৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখেরাতে তা পান করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

শরাবখোর।

٣٣٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْاَصْبَهَانِىِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ .

৩৩৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরাবখোর (পাপের ক্ষেত্রে) মূর্তিপূজকের সমতুল্য।

٣٣٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ ابْنِ حَلْبَسٍ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ .

৩৩৭৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ

যে ব্যক্তি শরাব পান করে তার নামায কবুল হয় না।

٣٣٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَاِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ .

৩৩৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে এবং মাতাল হয়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না। সে মারা গেলে দোযখে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন। যদি সে পুনরায় শরাব পান করে এবং মাতাল হয়, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না। সে মারা গেলে দোযখে প্রবেশ করবে। সে তওবা করলে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। সে পুনরায় শরাব পান করে মাতাল হলে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না। সে মারা গেলে দোযখে যাবে। সে তওবা করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন। সে পুনর্বার শরাব পানে লিপ্ত হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা অবশ্যি তাকে "রাদ্গাতুল খাবাল" পান করাবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'রাদ্গাতুল খাবাল' কি ? তিনি বলেন ঃ দোযখীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْخَمْرِ

যা থেকে শরাব তৈরি হয়।

٣٣٧٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَمَامِيُّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ اَلنَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ .

৩৩৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরাব এই দু'টি গাছ থেকে তৈরি হয়ঃ খেজুর গাছ ও আংগুর গাছ।

٣٣٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيْرٍ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ السَّرِيَّ بْنَ اسْمَاعِيْلَ حَدَّثَهُ اَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ ابْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا .

৩৩৭৯। নোমান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গম থেকে শরাব হয়, বার্লি থেকে শরাব হয়, আংগুর থেকে শরাব হয়, খেজুর থেকে শরাব হয় এবং মধু থেকে শরাব হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلٰى عَشَرَةِ اَوْجُهٍ

শরাবের উপর দশ প্রকারে অভিসম্পাত করা হয়েছে।

٣٣٨٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْغَافِقِيِّ وَاَبِيْ طُعْمَةَ مَوْلاَهُمْ اَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلٰى عَشَرَةِ اَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُوْلَةِ اِلَيْهِ وَاٰكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا .

৩৩৮০। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরাবের উপর দশভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে ঃ স্বয়ং শরাব (অভিশপ্ত), শরাব উৎপাদক, যে তা উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তার বহনকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভোগকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এদের সকলেই অভিশপ্ত)।

٣٣٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ ابْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (اَوْ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُوْرَةَ لَهُ وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ لَهُ وَبَائِعَهَا وَالْمَبْيُوْعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتّٰى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هٰذَا الضَّرْبِ .

৩৩৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশভাবে শরাবের উপর অভিসম্পাত করেছেন ঃ শরাব প্রস্তুতকারী, তা উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা যার জন্য উৎপাদন করা হয়, তা বহনকারী, যার জন্য তা বহন করা হয় , তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তা পরিবেশনকারী এবং যার জন্য পরিবেশন করা হয়। এভাবে তিনি দশজনের উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ

শরাবের ব্যবসা।

٣٣٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ .

৩৩৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হয়ে আসেন এবং শরাবের ব্যবসাও নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেন।

٣٣٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ سَمُرَةَ اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا .

৩৩৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা (রা) শরাব বিক্রয় করেন এ কথা উমার (রা) জানতে পেরে বললেন, আল্লাহ সামুরাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাআলা ইহূদীদের অভিসম্পাত করুন, তাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করতো"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

লোকেরা (শেষ যমানায়) শরাবের বিভিন্ন নামকরণ করবে।

٣٣٨٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ ثَنَا ثَوْرُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِيْ وَالاَيَّامُ حَتّٰى تَشْرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا .

৩৩৮৪। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন রাত এবং দিন অতিবাহিত হবে না, যখন আমার উম্মাতের কতক লোক শরাবের ভিন্ন নামকরণ করে তা পান করবে না।

٣٣٨٥- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَبِي السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ بِلاَلِ ابْنِ يَحْيَ الْعَبْسِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا اِيَّاهُ .

৩৩৮৫। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কতক লোক শরাবের ভিন্নতর নাম রেখে তা পান করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস হারাম।

٣٣٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

৩৩৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নেশা উদ্রেককর প্রতিটি পানীয় হারাম।

٣٣٨٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِىُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৩৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস হারাম।

٣٣٨٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوْبَ ابْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا حَدِيْثُ الْمِصْرِيِّيْنَ .

৩৩৮৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস হারাম।

٣٣٨٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ .

৩৩৮৯। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য হারাম।

٣٣٩٠- حَدَّثَنَا سَهْلٌ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

৩৩৯০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস শরাবের অন্তর্ভুক্ত এবং যে কোন শরাবই হারাম।

٣٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৩৯১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি জিনিস হারাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্রেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

٣٣٩٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا اَبُوْ يَحْيٰى ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ .

৩৩৯২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে কোন নেশা উদ্রেককর জিনিস হারাম। আর যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

٣٣٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِىْ دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ .

৩৩৯৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্রেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

٣٣٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ .

৩৩৯৪। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيْطَيْنِ

দু'টি জিনিসের সংমিশ্রণে (উত্তেজক পানীয়) প্রস্তুত নিষিদ্ধ।

٣٣٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَنَهٰى اَنْ يُّنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ الْمَكِّىُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৩৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর ও আংগুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন এবং পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশিয়ে নাবীয তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন।

٣٣٩٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْيَمَانِىُّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيْعًا وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَتِهِ .

৩৩৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাঁচা খেজুর ও শুকনা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করো না, তবে এর প্রতিটি পৃথকভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে পারো।

٣٣٩٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْوِ وَلاَ بَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَتِهِ .

৩৩৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুর একত্রে মিশাবে না এবং খেজুর ও আংগুরও একত্রে মিশাবে না। তবে এর প্রতিটি পৃথকভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে পারো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ صِفَةِ النَّبِيْذِ وَشُرْبِهِ

নাবীয বানানো এবং তা পান করা।

٣٣٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا عَاصِمٌ الاَحْوَلُ حَدَّثَنَا بَنَانَةُ بِنْتُ يَزِيْدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِقَاءٍ فَنَاْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ اَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيْهِ ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلاً اَوْ لَيْلاً فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا .

৩৩৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি পাত্রে নাবীয বানাতাম। আমরা এক মুঠো খেজুর অথবা এক মুঠো আংগুর তুলে নিয়ে পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিতাম, অতঃপর তাতে পানি ঢেলে দিতাম। আমরা ভোরবেলা তা ভিজাতাম এবং তিনি সন্ধ্যাবেলা তা পান করতেন। আবার কখনও আমরা সন্ধ্যাবেলা তা ভিজাতাম এবং তিনি সকালবেলা তা পান করতেন। আবু মুআবিয়া (র) তার বর্ণনায় বলেন, দিনে ভিজাতেন এবং তিনি রাতের বেলা তা পান করতেন অথবা রাতের বেলা ভিজাতেন এবং তিনি দিনের বেলা তা পান করতেন।

٣٣٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ الْبَهْرَانِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ فَاِنْ بَقِىَ مِنْهُ شَىْءٌ اَهْرَاقَهُ اَوْ اَمَرَ بِهِ فَاُهْرِيْقَ .

৩৩৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নাবীয তৈরি করা হতো এবং তিনি তা ঐ দিন অথবা পরের দিন সকাল অথবা তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করতেন। পান করার পর এর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন অথবা ঢেলে ফেলার নির্দেশ দিতেন।

٣٤٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ

৩৪০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيْذِ الْاَوْعِيَةِ

শরাবের পাত্রে নাবীয বানানো নিষেধ।

٣٤٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّنْبَذَ فِى النَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنَتَمَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৪০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঠের পাত্রে, তৈলাক্ত পাত্রে, কদুর খোলের পাত্রে ও মাটির সবুজ পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেন ঃ সমস্ত নেশা সৃষ্টিকর জিনিস হারাম।

٣٤٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّنْبَذَ فِى الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ .

৩৪০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈলাক্ত পাত্রে ও কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٠٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِى الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ .

৩৪০৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির সবুজ পাত্রে, কদুর খোলে ও কাঠের পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالاَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ .

৩৪০৪। আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদুর খোল ও মাটির সবুজ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَا رَخَّصَ فِيْهِ مِنْ ذٰلِكَ

উপরোক্ত পাত্রগুলোতে নাবীয তৈরি করার অনুমতি।

٣٤٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الاَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوْا فِيْهِ وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ .

৩৪০৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কতগুলো পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তাতে নাবীয তৈরি করতে পারো এবং সমস্ত নেশা উদ্রেককারী জিনিস পরিহার করো।

٣٤٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوْبَ ابْنِ هَانِىءٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الاَجْدَعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيْذِ الاَوْعِيَةِ اَلاَ وَاِنَّ وِعَاءً لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৪০৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কতগুলো পাত্রে নাবীয তৈরি করতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। জেনে রাখো! পাত্র কোন জিনিস হারাম করে না। তবে সকল নেশাকর দ্রব্যই হারাম।

---

১. আরব সমাজের লোকেরা উপরোক্ত পাত্রগুলোতে মদ তৈরি করে তা সঞ্চয় করে রাখতো। ইসলামী যুগে মদ হারাম ঘোষিত হলে উপরোক্ত পাত্রসমূহও ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়। লোকদের মন থেকে মদের আকর্ষণ দূরীভূত হলে এবং তার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হলে পুনরায় ঐ পাত্রগুলো অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ نَبِيْذِ الْجَرِّ

মাটির কলসে নাবীয বানানো।

٣٤٠٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَتْنِىْ رُمَيْثَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَعْجِزُ اِحْدَاكُنَّ اَنْ تَتَّخِذَ كُلَّ عَامٍ مِنْ جِلْدِ اُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً ثُمَّ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُنْبَذَ فِى الْجَرِّ وَفِىْ كَذَا وَفِىْ كَذَا اِلاَّ الْخَلُّ .

৩৪০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা কি প্রতি বছর তার কোরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে একটি মশক বানাতে সক্ষম নয়? তিনি পুনরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির কলসে এবং এরূপ এরূপ পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন, অবশ্য সিরকা বানানো যেতে পারে।

٣٤٠٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْخَطْمِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّنْبَذَ فِى الْجِرَارِ .

৩৪০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির কলসে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٠٩-حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ صَدَقَةَ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِنَبِيْذِ جَرٍّ يَنِشُّ فَقَالَ اضْرِبْ بِهٰذَا الْحَائِطَ فَاِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

৩৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাটির কলসে প্রস্তুত নাবীয নিয়ে আসা হলো, যাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ কলসটা ঐ দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করো। কারণ তা কেবল সেইসব লোক পান করতে পারে যাদের আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ تَخْمِيْرِ الاِنَاءِ

পাত্র ঢেকে রাখা।

٣٤١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ غَطُّوا الْاِنَاءَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ وَاَطْفِئُوا السِّرَاجَ وَاَغْلِقُوا الْبَابَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ اِنَاءً فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ اَنْ يَعْرُضَ عَلَى اِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فَلْيَفْعَلْ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى اَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ .

৩৪১০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বন্ধ করো, প্রদীপ নিভিয়ে দাও এবং (শয়নকালে) ঘরের দরজা বন্ধ করো। কারণ শয়তান (মুখবন্ধ) মশক খুলতে পারে না, (বন্ধ) দরজাও খুলতে পারে না এবং (ঢেকে রাখা) পাত্রও খুলতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি পাত্র ঢাকার মত কিছু না পায় তবে সে যেন তার উপর একটি কাঠ আড়াআড়িভাবে রেখে দেয় এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে। কেননা ইঁদুর মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেয়।

٣٤١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الْاِنَاءِ وَاِيْكَاءِ السِّقَاءِ وَاِكْفَاءِ الْاِنَاءِ .

৩৪১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র ঢেকে রাখতে, মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং খালি পাত্র উপুর করে রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٤١٢- حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ ثَنَا حَرِيْشُ بْنُ خِرِّيْتٍ اَنْبَانَا ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَصْنَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ انِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً اِنَاءً لِطَهُوْرِهِ وَاِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَاِنَاءً لِشَرَابِهِ .

৩৪১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রাতের বেলা তিনটি পাত্র রাখতাম এবং তিনটিই ঢেকে রাখতাম।

একটি তাঁর পবিত্রতা অর্জনের জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তাঁর পান করার জন্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ

রূপার পাত্রে পান করা।

٣٤١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اِنَاءِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .

৩৪১৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে গড় গড় করে দোযখের আগুন ঢালে।

٣٤١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৩৪১৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তা দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং তোমাদের জন্য আখেরাতে।

٣٤١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ امْرَاَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءِ فِضَّةٍ فَكَاَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .

৩৪১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে গড় গড় করে দোযখের আগুন ঢালে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الشُّرْبِ بِثَلاَثَةِ اَنْفَاسٍ

তিন নিঃশ্বাসে পানীয় দ্রব্য পান করা।

٣٤١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ ثَابِتٍ الاَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا وَزَعَمَ اَنَسٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا .

৩৪১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

٣٤١٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ فَتَنَفَّسَ فِيْهِ مَرَّتَيْنِ .

৩৪১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করলেন এবং পানের সময় দুইবার নিঃশ্বাস নিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ اِخْتِنَاثِ الاَسْقِيَةِ

মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা।

٣٤١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الاَسْقِيَةِ اَنْ يُشْرَبَ مِنْ اَفْوَاهِهَا .

৩৪১৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ

الاَسْقِيَـةِ وَاَنَّ رَجُلاً بَعْدَ مَا نَهى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَـامَ مِنَ اللَّيْلِ اِلٰى سِقَاءٍ فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ .

৩৪১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞার পর এক ব্যক্তি রাতের বেলা উঠে পাত্রের মুখ উল্টে পানি পান করতে গেলে তৎক্ষণাৎ তা থেকে একটি সাপ বের হয়ে আসে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ

মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা।

٣٤٢٠-حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ .

৩৪২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٢١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ .

৩৪২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা।

٣٤٢٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا فَذَكَرَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ مَا فَعَلَ .

৩৪২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযমের পানি পরিবেশন করলাম। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করলেন। শাবী (র) বলেন, আমি এ হাদীস ইকরিমার নিকট বর্ণনা করলে, তিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেননি।

٣٤٢٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ (يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الاَنْصَارِيَّةُ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِىْ بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৪২৩। কাবশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট এলেন। নিকটেই পানির মশক ঝুলানো ছিল। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা থেকে পান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ লাগানো স্থানের বরকত লাভের আশায় কাবশা (রা) মশকের মুখ কেটে সংরক্ষণ করেন।

٣٤٢٤-حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا .

৩৪২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ اِذَا شَرِبَ اَعْطَى الْاَيْمَنَ وَالْاَيْمَنَ

পানীয় পানের সময় পর্যায়ক্রমে ডান দিকের ব্যক্তিকে দিতে হবে।

٣٤٢٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ اَعْرَابِىٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الاَعْرَابِىَّ وَقَالَ الاَيْمَنُ فَالاَيْمَنُ .

৩৪২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পানি মিশ্রিত দুধ আনা হলো। তাঁর ডান পাশে ছিল এক বেদুইন এবং

২. পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৫ নং টীকা দেখুন (অনুবাদক)।

বাম পাশে ছিলেন আবু বাক্‌র (রা)। তিনি তা থেকে পান করার পর বেদুইনকে দেন এবং বলেন ঃ পর্যায়ক্রমে ডান দিক থেকে।

٣٤٢٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَبَنٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اَسْقِىَ خَالِداً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا اُحِبُّ اَنْ اُوْثِرَ بِسُؤْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى نَفْسِىْ اَحَداً فَاَخَذَ بْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَشَرِبَ خَالِدٌ .

৩৪২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ দেয়া হলো। তাঁর ডান দিকে ছিলেন ইবনে আব্বাস (রা) ও বাম দিকে ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন ঃ তুমি কি আমাকে আগে খালিদকে দেয়ার অনুমতি দিবে? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে আমার উপর অপর কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া আমি পছন্দ করি না। অতএব ইবনে আব্বাস (রা) দুধের পাত্র নিয়ে পান করেন এবং খালিদ (রা)-ও পান করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ النَّفَسِ فِى الْاِنَاءِ

পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ।

٣٤٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيُنَحِّ الْاِنَاءَ ثُمَّ لْيَعُدْ اِنْ كَانَ يُرِيْدُ .

৩৪২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পানীয় দ্রব্য পানকালে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে। নিঃশ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হলে সে মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নিবে, অতঃপর আরও পান করতে চাইলে পাত্র থেকে পান করবে।

٣٤٢٨- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّنَفُّسِ فِى الْاِنَاءِ .

৩৪২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ

পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ।

٣٤٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّنْفَخَ فِى الْاِنَاءِ .

৩৪২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানপাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْفُخُ فِى الشَّرَابِ .

৩৪৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ الشُّرْبِ بِالْاَكُفِّ وَالْكَرْعِ

আঁজলা ভরে পানি পান করা এবং পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

٣٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ عَلٰى بُطُوْنِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَنَهَانَا اَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لاَ يَلِغْ اَحَدُكُمْ كَمَا يَلِغُ الْكَلْبُ وَلاَ يَشْرَبْ

بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ سَخطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ فِيْ اِنَاءٍ حَتّٰى يُحَرِّكَهُ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ اِنَاءً مُخَمَّرًا وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اِنَاءٍ يُرِيْدُ التَّوَاضعَ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِعَدَدِ اَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ اِنَاءُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ اِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ اُفٍّ هٰذَا مَعَ الدُّنْيَا .

৩৪৩১। আসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপুড় হয়ে (পাত্রের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে) পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এক হাতের আঁজল ভরে পানি পান করতেও নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত পানিতে মুখ দিয়ে পান না করে, এক হাতেও যেন পানি পান না কনে, যেমন একদল লোক পান করে থাকে, যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট; রাতের বেলা পানপাত্র আন্দোলিত না করে যেন পানি পান না করে। তবে পাত্র আবৃত অবস্থায় থাকলে ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি পাত্র থেকে পান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাত দিয়ে পানি পান করে এবং এর দ্বারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ তার উদ্দেশ্য, তবে আল্লাহ তাআলা তার আংগুলের সম-পরিমাণ পুণ্য তার আমলনামায় লিখে দিবেন। কারণ হাত হচ্ছে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর পানপাত্র, যখন তিনি পানপাত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন ঃ আফসোস! এটাও পার্থিব উপকরণ।

٣٤٣٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الاَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنٍّ فَاسْقِنَا وَاِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ عِنْدِيْ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنٍّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ اِلَى الْعَرِيْشِ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلٰى مَاءٍ بَاتَ فِيْ شَنٍّ فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِيْ مَعَهُ .

৩৪৩২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার সাহাবীর নিকট গেলেন। তখন তিনি নিজের বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তোমার নিকট মশকের বাসি পানি থাকলে আমাদের পান করাও, অন্যথায় আমরা মুখ লাগিয়ে পান করে নিবো। তিনি বলেন, আমার নিকট মশকের বাসী পানি আছে। অতঃপর তিনি কুঁড়ে ঘরের দিকে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। ঐ সাহাবী তাঁর জন্য একটি বকরী দোহন করে তার দুধ মশকের পানিতে ঢাললেন। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তাঁর সাথে তাঁর যে সাহাবী ছিলেন তার সাথেও এরূপ করা হলো।

٣٤٣٣- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلٰى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكْرَعُوْا وَلٰكِنِ اغْسِلُوْا اَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوْا فِيْهَا فَانَّهُ لَيْسَ انَاءٌ اَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ .

৩৪৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি পানির চৌবাচ্চা অতিক্রমকালে তা থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা মুখ লাগিয়ে পানি পান করো না, বরং তোমাদের হাতগুলো ধৌত করে তার সাহায্যে পান করো। কারণ হাতের তুলনায় অধিক পরিচ্ছন্ন কোন পাত্র নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ سَاقِى الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا

পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে।

٣٤٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاقِى الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا .

৩৪৩৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের পানীয় পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ الشُّرْبِ فِى الزُّجَاجِ

গ্লাসে পান করা।

٣٤٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدَحُ قَوَارِيْرَ يَشْرَبُ فِيْهِ .

৩৪৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঁচের গ্লাস ছিল। তিনি তাতে পানীয় দ্রব্য পান করতেন।

অধ্যায় ঃ ৩১

كِتَابُ الطِّبِّ

(চিকিৎসা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

আল্লাহ যে রোগই সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিশেধকও সৃষ্টি করেছেন।

٣٤٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ شَهِدْتُ الْاَعْرَابَ يَسْأَلُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِىْ كَذَا اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِىْ كَذَا فَقَالَ لَهُمْ عِبَادَ اللّٰهِ وَضَعَ اللّٰهُ الْحَرَجَ اِلاَّ مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ اَخِيْهِ شَيْئًا فَذَاكَ الَّذِىْ حَرِجَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ اَنْ لاَّ نَتَدَاوٰى قَالَ تَدَاوَوْا عِبَادَ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً اِلاَّ الْهَرَمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا خَيْرُ مَا اُعْطِىَ الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ .

৩৪৩৬। উসামা ইবনে শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় বেদুইনরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেননি, তবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জতহানি করে তাতেই গুনাহ হবে। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি (রোগীর) চিকিৎসা না করি তবে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা করো। কেননা মহান আল্লাহ বার্ধক্য ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার সাথে প্রতিশেধকেরও ব্যবস্থা করেননি (রোগও রেখেছেন, নিরাময়ের ব্যবস্থাও রেখেছেন)। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দাকে যা কিছু দেয়া হয় তার মধ্যে উত্তম জিনিস কি? তিনি বলেন ঃ সচ্চরিত্র।

٣٤٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ خِزَامَةَ عَنْ اَبِىْ خِزَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اَدْوِيَةً

نَتَدَاوٰى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِىْ بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ .

৩৪৩৭। আবু খিযামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সকল ঔষধ দ্বারা আমরা চিকিৎসা করি, যে ঝাড়ফুঁক করি এবং যে সকল প্রতিরোধমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মত কি? সেগুলো কি আল্লাহ নির্দ্ধারিত তাকদীর কিছুমাত্র রদ করতে পারে? তিনি বলেন ঃ সেগুলোও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

٣٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً .

৩৪৩৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি, যার প্রতিশেধক পাঠাননি।

٣٤٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .

৩৪৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি যার প্রতিশেধকের ব্যবস্থা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الْمَرِيْضِ يَشْتَهِى الشَّىْءَ

রোগী কিছুর আগ্রহ প্রকাশ করলে।

٣٤٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ثَنَا اَبُوْ مَكِيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِىْ فَقَالَ اَشْتَهِىْ خُبْزَ بُرٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ اِلٰى اَخِيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اشْتَهٰى مَرِيْضُ اَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ .

৩৪৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি কিছুর প্রতি লোভ জাগে? সে বললো, আমি গমের রুটি খেতে চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার গমের রুটি আছে সে যেন তার ভাইকে তা পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কোন রোগী কিছু খেতে চাইলে সে যেন তাকে তা খাওয়ায়।

٣٤٤١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا اَبُوْ يَحْىَ الْحِمَّانِىُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ اَتَشْتَهِىْ شَيْئًا قَالَ اَشْتَهِىْ كَعْكًا قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوْا لَهُ .

৩৪৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রোগীকে দেখতে গিয়ে তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ তুমি কি কিছু (খেতে) চাও? সে বললো, আমি কেক খেতে চাই। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা। তারা তার জন্য সেটা তালাশ করে জোগার করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ الْحُمِيَّةِ

হুমিয়্যা (রোগীর পথ্য)।

٣٤٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَعَلِىٌّ نَاقِهٌ مِّنْ مَّرَضٍ وَلَنَا دَوَالِىْ مُعَلَّقَةٌ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْكُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِىٌّ لِيَاْكُلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْ يَا عَلِىُّ اِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَتْ فَصَنَعْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ سِلْقًا وَشَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَلِىُّ مِنْ هٰذَا فَاَصِبْ فَاِنَّهُ اَنْفَعُ لَكَ .

৩৪৪২। উম্মুল মুনযির বিনতে কায়েস আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। আলী (রা) সদ্য রোগমুক্তির কারণে দুর্বল ছিলেন।

আমাদের এখানে খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে লাগলেন। আলীও তা খাওয়ার জন্য নিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ থামো হে আলী! তুমি তো অসুস্থতা জনিত দুর্বল। রাবী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রুটি ও বার্লি তৈরি করে আনলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন ঃ এটা থেকে খাও। এটা তোমার জন্য অধিক উপকারী (আ,দা,তি)।

٣٤٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ صَيْفِيِّ (مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُدْنُ فَكُلْ فَاَخَذْتُ اٰكُلُ مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَاْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ قَالَ فَقُلْتُ اِنِّى اَمْضَغُ مِنْ نَاحِيَةٍ اُخْرٰى فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৩৪৪৩। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁর সামনে ছিল রুটি ও খেজুর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাছে এসো এবং খাও। আমি খেজুর থেকে খেতে শুরু করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি খেজুর খাচ্ছো, তোমার তো চোখ উঠেছে। আমি বললাম, আমি অপর পাশ দিয়ে চিবাচ্ছি। এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ لاَ تُكْرِهُوا الْمَرِيْضَ عَلَى الطَّعَامِ

তোমরা রোগীকে জোরাজুরি করে খাওয়াবে না।

٣٤٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ

৩৪৪৪। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের রোগীকে পানাহার করতে পীড়াপীড়ি করবে না। কেননা আল্লাহ তাদের পানাহার করান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ التَّلْبِيْنَةِ

তালবীনা (রোগীর পথ্য)।

٣٤٤٥- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ بَرَكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا اَخَذَ اَهْلَهُ الْوَعْكُ اَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتْ وَكَانَ يَقُوْلُ انَّهُ لَيَرْتُوْ فُؤَادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُوْ اِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ .

৩৪৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের জ্বর হলে, তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য তৈরি করার নির্দেশ দিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি বলতেন ঃ এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে, যেমন তোমাদের কোন নারী পানি দ্বারা তার চেহারার ময়লা দূর করে (তি, হা)।

٣٤٤٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنِ امْرَاَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ (يُقَالُ لَهَا كَلْثُمٌ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيْضِ النَّافِعِ التَّلْبِيْنَةِ يَعْنِي الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا اشْتَكٰى اَحَدٌ مِنْ اَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتّٰى يَنْتَهِيَ اَحَدُ طَرَفَيْهِ يَعْنِيْ يَبْرَاَ اَوْ يَمُوْتُ .

৩৪৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অপ্রিয় কিন্তু উপকারী বস্তুটি তোমরা অবশ্যই গ্রহণ করবে। তা হলো তালবীনা অর্থাৎ হাসা (দুধ ও ময়দা সহযোগে প্রস্তুত তরল পথ্য)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসা-এর পাতিল চুলার উপর থাকতো, যাবত না রোগী সুস্থ হতো অথবা মারা যেতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

কালিজিরা।

٣٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ

ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّوْنِيْزُ .

৩৪৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কালিজিরায় মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের নিরাময় আছে। 'আস-সাম' অর্থ মৃত্যু, হাব্বাতুস সাওদা অর্থ কালিজিরা।

٣٤٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَاِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ .

৩৪৪৮। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্যই তোমরা এই কালো দানা ব্যবহার করবে। কেননা তাতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের নিরাময় রয়েছে।

٣٤٤٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ اَبْجَرَ فَمَرِضَ فِى الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ اَبِىْ عَتِيْقٍ وَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا اَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوْهَا ثُمَّ اقْطُرُوْهَا فِىْ اَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِىْ هٰذَا الْجَانِبِ وَفِىْ هٰذَا الْجَانِبِ فَاِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ السَّامُ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ .

৩৪৪৯। খালিদ ইবনে সাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম এবং গালিব ইবনে আবজারও আমাদের সাথে ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি অসুস্থ থাকতেই আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। ইবনে আবু আতীক (র) তাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা এই কালো দানাগুলো ব্যবহার করবে। তা থেকে পাঁচটি বা সাতটি দানা নিয়ে সেগুলো পিষে তেলের সাথে মিশিয়ে নাকের এপাশে ওপাশে অর্থাৎ উভয় ছিদ্রপথে ফোটা ফোটা করে দাও। কেননা আয়েশা (রা) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ এই কালো দানা 'সাম' ব্যতীত সব রোগের ঔষধ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সাম' কি? তিনি বলেন ঃ মৃত্যু।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الْعَسَلِ

মধু।

٣٤٥٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمٌ مِنَ الْبَلاَءِ .

৩৪৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরবেলা মধু চেটে চেটে খেলে সে মারাত্মক কোন বিপদে আক্রান্ত হবে না।

٣٤٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ الْعَطَّارُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ ﷺ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً فَاَخَذْتُ لُعْقَتِىْ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَزْدَادُ اُخْرٰى قَالَ نَعَمْ .

৩৪৫১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধু উপঢৌকন দেয়া হলে তিনি তা আমাদের মধ্যে অল্প অল্প চেটে খাওয়ার জন্য বন্টন করেন। আমি আমার চেটে খাওয়ার পরিমাণ নেয়ার পর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আরো একবার দিন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা।

٣٤٥٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْاٰنِ .

৩৪৫২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই আরোগ্য দানকারী বস্তুকে অবশ্যই তোমাদের গ্রহণ করা উচিৎ ঃ মধু ও কুরআন মজীদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْكَمْاَةِ وَالْعَجْوَةِ

ছত্রাক ও আজওয়া খেজুর।

٣٤٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ اِيَاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالاَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنَ الْجِنَّةِ .

৩৪৫৩। আবু সাঈদ ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছত্রাক হলো 'মান্ন' নামক আসমানী খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তার পানি চক্ষুরোগের নিরাময়। 'আজওয়া' হলো জান্নাতের খেজুর এবং তা উন্মাদনার প্রতিশেধক।

٣٤٥٣(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيَانِ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৪৫৩(১)। আলী ইবনে মায়মূন ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ-সাঈদ ইবনে মাসলামা-আমাশ-জাফর ইবনে ইয়াস-আবু নাদরা-আবু সাঈদ খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٤٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ الْكَمْاَةَ مِنَ الْمَنِّ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ .

৩৪৫৪। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ছত্রাক হলো 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ বনী ইসরাঈলের আহারের জন্য নাযিল করেছিলেন। এর নির্যাস চক্ষুরোগের প্রতিশেধক।

٣٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّ نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْكَمْاَةَ فَقَالُوْا هُوَ جُدَرِيُّ الاَرْضِ فَنُمِيَ الْحَدِيْثُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ .

৩৪৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচনারত ছিলাম। আমরা ছত্রাকের উল্লেখ করলে

কতক সাহাবী বলেন, ছত্রাক জমীনের বসন্তরোগ। কথাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন ঃ ছত্রাক হলো 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত। আজওয়া হলো জান্নাতের খেজুর এবং বিষের প্রতিশেধক।

٣٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا الْمُشْمَعِلُّ بْنُ اِيَاسٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ (الصَّحْوَةُ) مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَفِظْتُ الصَّخْرَةَ مِنْ فِيْهِ .

৩৪৫৬। রাফে ইবনে আমর আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'আজওয়া' খেজুর ও সাখরা বা সাহ্‌ওয়া (পাথর) হলো জান্নাতের উপকরণ।[১] আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি উর্দ্ধতন রাবীর মুখ থেকে সাখর (পাথর) শব্দটি মুখস্ত করে নিয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ السَّنَا وَالسَّنُّوْتِ

সানা ও সান্নুত (উদ্ভিজ্জ ও ঘি)।

٣٤٥٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ سَرْحٍ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ عَبْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُبَيِّ بْنَ اُمِّ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُّوْتِ فَاِنَّ فِيْهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ عَمْرٌو قَالَ ابْنُ اَبِيْ عَبْلَةَ السَّنُّوْتُ الشِّبِتُّ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِيْ يَكُوْنُ فِيْ زِقَاقِ السَّمْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوْتِ لاَ اَلْسَ بَيْنَهُمْ * وَهُمْ يَمْنَعُوْنَ جَارَهُمْ اَنْ يُقَرَّدَا .

৩৪৫৭। উম্মু হারাম (রা)-র পুত্র আবু উবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উভয় কিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস ও কাবা) দিকে

---

১. সম্ভবত বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার 'সাখরা' নামক বিশেষ পাথরখানা (অনুবাদক)।

নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অবশ্যই তোমাদের সানা ও সান্নুত ব্যবহার করা উচিৎ। কারণ তাতে সাম ছাড়া সব রোগের প্রতিশেধক রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাম' কি? তিনি বলেন ঃ 'মৃত্যু'। রাবী আমর (র) বলেন, ইবনে আবু আবলা বলেছেন, সান্নুত হলো এক ধরনের উদ্ভিজ্জ, অন্যরা বলেন, বরং তা ঘী রাখার চামড়ার পাত্রে রক্ষিত মধু। যেমন কবি বলেন ঃ "তারা পরস্পর মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধ থাকে ঘি ও সান্নুতের মত, তাই তাদের মধ্যে নাই কোন বিবাদ। তারা প্রতিবেশীকে ধোঁকার আশ্রয় নিতে বারণ করে"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ اَلصَّلاَةُ شِفَاءٌ

নামায রোগমুক্ত করে।

٣٤٥٨- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِيْنٍ ثَنَا ذُؤَادُ بْنُ عُلْبَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَجَّرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَشِكَمَتْ دَرَدْ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّ فِي الصَّلاَةِ شِفَاءً .

৩৪৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, আমিও হিজরত করলাম। আমি নামায পড়ার পর তাঁর পাশে বসলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ তোমার পেটে কি ব্যথা আছে? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তুমি উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। কেননা নামাযের মধ্যে রোগমুক্তি আছে।

٣٤٥٨(١)- حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا ذُؤَادُ بْنُ عُلْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَشِكَمَتْ دَرَدْ يَعْنِيْ تَشْتَكِيْ بَطْنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لِاَهْلِهِ فَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ .

৩৪৫৮(১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-ইবরাহীম ইবনে নাসর-আবু সালামা-দাঊদ ইবনে উলবা (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আরো আছে ঃ তিনি ফারসী শব্দযোগে (দরদ) বলেন ঃ "তোমার পেটে কি ব্যথা অনুভব করছো"? আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, এক ব্যক্তি এ হাদীসের বরাতে তার পরিবারবর্গকে বললো, "নামাযের দ্বারা সাহায্য নিয়ে সাফল্য অর্জন করো"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ

নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ।

٣٤٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ يَعْنِى السَّمَّ ٠

৩৪৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيْهَا اَبَداً .

৩৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করলো, সে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী হয়ে এই বিষ গলাধঃকরণ করতে থাকবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ دَوَاءِ الْمَشْيِ

জোলাব ব্যবহার করা।

٣٤٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَوْلًى لِمَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِيْنَ قُلْتُ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنٰى فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِيْ مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنٰى وَالسَّنٰى شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ .

৩৪৬১। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিসের জোলাব নাও? আমি বললাম, শুবরুম (ছোলা সদৃশ এক প্রকার দানা) দিয়ে। তিনি বলেন ঃ তা তো খুব গরম ঔষধ। অতঃপর আমি সোনামুখী গাছের পাতা দ্বারা জোলাপ নিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ কোন ঔষধ যদি মৃত্যু থেকে নিরাময় দিতে পারতো তবে তা হতো সোনামুখী গাছ। সোনামুখী যেন মৃত্যু থেকে নিরাময় দানকারী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ دَوَاءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْغَمْزِ

কণ্ঠনালীর ব্যথার ঔষধ এবং কণ্ঠনালীতে চাপ দেয়া নিষেধ।

٣٤٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلاَمَ تَدْغَرْنَ اَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ يُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ .

৩৪৬২। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তার আলজিহবায় ব্যথার দরুন তাতে আমি জোরে চাপ দিয়েছিলাম। তিনি বলেন ঃ কেন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের আলজিহবার ব্যথায় এভাবে চাপ দিয়ে কষ্ট দাও? এই চন্দন কাঠ অবশ্যই তোমাদের ব্যবহার করা উচিৎ। কেননা তাতে সাত ধরনের নিরাময় আছে। আলজিহবার ব্যথায় নাকের ছিদ্রপথে তা প্রবেশ করাতে হবে এবং ফুসফুসের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহে তা মুখের ভেতর ঢেলে দিতে হবে।

٣٤٦٢(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ يُوْنُسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِىْ غَمَزْتُ .

৩৪৬২(১)। আহমাদ ইবনে আমর ইবনুস সারহ-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব-ইউনুস-ইবনে শিহাব-উবায়দুল্লাহ-উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ دَوَاءِ عِرْقِ النِّسَاءِ

পাছার বাতরোগের চিকিৎসা।

٣٤٦٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ثَنَا إِنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَاءِ اَلْيَةُ شَاةٍ اَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجزَأُ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيْقِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ .

৩৪৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পাছার বাতরোগের চিকিৎসায় দুম্বার নিতম্ব গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করতে হবে, অতঃপর প্রতি দিন এক ভাগ পান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ دَوَاءِ الْجَرَاحَةِ

ক্ষত বা জখমের চিকিৎসা।

٣٤٦٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جُرِحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَاَتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيْدُ الدَّمَ اِلاَّ كَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا حَتّٰى اِذَا صَارَ رَمَادًا اَلْزَمَتْهُ الْجُرْحَ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ .

৩৪৬৪। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হলেন। তাঁর সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে গেলো এবং শিরস্ত্রাণের আংটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেলো। আলী (রা) ক্ষতস্থানে তার ঢাল দ্বারা পানি ঢালছিলেন এবং ফাতিমা (রা) তার ক্ষতের রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, পানিতে আরো অধিক রক্ত নির্গত হচ্ছে, তখন তিনি এক খণ্ড চাটাই নিয়ে তা পোড়ালের, অতঃপর তার ছাই তাঁর ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত নির্গমন বন্ধ হয়ে গেলো।

٣٤٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ ابْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اِنِّىْ لاَعْرِفُ يَوْمَ اُحُدٍ مَنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يُرْقِئُ الْكَلْمَ مِنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُدَاوِيْهِ وَمَنْ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِى الْمِجَنِّ وَبِمَا دُوْوِىَ بِهِ الْكَلْمُ حَتّٰى رَقَاَ قَالَ اَمَّا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِى الْمِجَنِّ فَعَلِىٌّ وَاَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِى الْكَلْمَ فَفَاطِمَةُ اَحْرَقَتْ لَهُ حِيْنَ لَمْ يَرْقَاْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ خَلَقٍ فَوَضَعَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ فَرَقَاَ الْكَلْمُ .

৩৪৬৫। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ভালো করেই চিনি যে, উহূদ যুদ্ধের দিন কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল জখম করেছিলো, কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলের জখম ধুয়েছিল এবং তাতে ঔষধ লাগিয়েছিল, কে ঢালে করে পানি বয়ে এনেছিলেন, কিসের দ্বারা জখমে প্রলেপ দেয়া হয়েছিলো যার ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছিল। অতএব যিনি ঢালে করে পানি বয়ে এনেছিলেন তিনি হলেন আলী (রা), যিনি জখমের চিকিৎসা করেছিলেন তিনি হলেন ফাতিমা (রা)। রক্ত বন্ধ না হলে তিনি তাঁর জন্য এক টুকরা পুরানো চাটাই পোড়ালেন এবং তার ছাই তাঁর জখমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন, ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ طِبٍّ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যে চিকিৎসা করে।

٣٤٦٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذٰلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ .

৩৪৬৬। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন না করেই চিকিৎসা করলে সে দায়ী হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহের ঔষধ।

٣٤٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اسْحَاقَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ نَعَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرْسًا وَقُسْطًا وَزَيْتًا يُلَدُّ بِهِ .

৩৪৬৭। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহে ওয়ারস ঘাস, চন্দন ও যয়তূন তেল (পিষে একত্রে) মিশিয়ে প্রলেপ দেয়ার ব্যবস্থাপত্রের প্রশংসা করেছেন।

٣٤٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ طَاهِرٍ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْعُوْدِ الْهِنْدِىِّ (يَعْنِىْ بِهِ الْكُسْتَ) فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ فِى الْحَدِيْثِ فَاِنَّ فِيْهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ اَدْوَاءٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ .

৩৪৬৮। মিহসান-কন্যা উম্মু কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই উদে হিন্দী (চন্দন কাঠ) ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি রোগের প্রতিশেধক রয়েছে। তম্মধ্যে একটি হলো ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ। ইবনে সামআনের বর্ণায় এভাবে আছে ঃ কেননা তাতে সাতটি রোগের প্রতিশেধক আছে, যার একটি হলো ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الْحُمّٰى

জ্বর।

٣٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَتِ الْحُمّٰى عِنْدَ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَسُبَّهَا فَاِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوْبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

৩৪৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বরের বিষয় উল্লিখিত হলে এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বরকে গালি দিও না। কেননা তা পাপসমূহ দূর করে, যেমন আগুন লোহার ময়লা দূর করে।

٣٤٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ الاَشْعَرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ عَادَ مَرِيْضًا وَمَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْشِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ هِيَ نَارِيْ اُسَلِّطُهَا عَلى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْاٰخِرَةِ .

৩৪৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা (রা)-কে সাথে নিয়ে জ্বরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, এটা আমার আগুন যা আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখেরাতে তার প্রাপ্য আগুনের বিকল্প হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ

জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে, তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করো।

٣٤٧١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ

৩৪৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো।

٣٤٧٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ .

৩৪৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বরের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো।

٣٤٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ فَدَخَلَ عَلٰى ابْنٍ لِعَمَّارٍ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسْ اِلٰهَ النَّاسْ .

৩৪৭৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো। তিনি আম্মার (রা)-র এক পুত্রকে দেখতে গেলেন এবং বললেন ঃ “ইকশিফিল বাসা রব্বান নাস ইলাহান নাস” (হে মানুষের রব, হে মানবের ইলাহ! আপনি ক্ষতি বিদূরিত করুন)।

٣٤٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتٰى بِالْمَرْاَةِ الْمَوْعُوْكَةِ فَتَدْعُوْ بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِىْ جَيْبِهَا وَتَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ اِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৩৪৭৪। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। জ্বরাক্রান্ত কোন নারীকে তার নিকট আনা হলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তার গলদেশে (বা বুকে) ঢালতেন আর বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এটাকে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা করো। তিনি আরো বলেছেন ঃ এটা হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে।

٣٤٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى كِيْرٌ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُّوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ .

৩৪৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের হাপরসমূহের মধ্যকার একটি হাপর। তোমরা ঠাণ্ডা পানি ঢেলে নিজেদের থেকে তা দূর করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ الْحِجَامَةِ

রক্তমোক্ষণ।

٣٤٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ .

৩৪৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যে সকল জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো তার কোনটির মধ্যে উপকার থাকলে তা রক্তমোক্ষণের মধ্যেও আছে।

٣٤٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ بِمَلاٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ اِلاَّ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ لِىْ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ .

৩৪৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছিলাম, তাদের সকলে আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি অবশ্যই রক্তমোক্ষণ করাবেন।

٣٤٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ .

৩৪৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী বান্দা কতই না উত্তম! সে খারাপ রক্ত বের করে দিয়ে (উপার্জনের মাধ্যমে) পিঠের বোঝা হালকা করে এবং চোখের ময়লা দূর করে।

٣٤٧٩- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ بِمَلاَءٍ اِلاَّ قَالُوْا يَا مُحَمَّدُ مُرْ اُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ .

৩৪৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছি, তারা আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতকে রক্তমোক্ষণ করানোর নির্দেশ দিন।

٣٤٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَاذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحِجَامَةِ فَامَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَحْجُمَهَا وَقَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ كَانَ اَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ اَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ .

৩৪৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) তাঁর নিকট রক্তমোক্ষণ করানোর অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তাইবাকে তার রক্তমোক্ষণ করার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, আবু তাইবা তার দুধভাই ছিলেন কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

দেহে রক্তমোক্ষণের স্থান।

٣٤٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِىْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُوْلُ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْيِ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسْطَ رَاْسِهِ .

৩৪৮১। আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'লাহী জামাল' নামক স্থানে ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথার মধ্যখান বরাবর রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

٣٤٨٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدٍ الْاِسْكَافِ عَنِ الْاَصْبَغِ ابْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحِجَامَةِ الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ .

৩৪৮২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করানোর পরামর্শ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন।

٣٤٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ احْتَجَمَ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ .

৩৪৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করান।

٣٤٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ الاَنْمَارِىِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلٰى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ اَهْرَاقَ مِنْهُ هٰذِهِ الدِّمَاءَ فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ لاَ يَتَدَاوٰى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ .

৩৪৮৪। আবু কাবশা আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার মাঝখানে এবং দুই কাঁধের মাঝ বরাবর রক্তমোক্ষণ করাতেন এবং বলতেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ দেহের এ অংশ থেকে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে তার কোন রোগের চিকিৎসা না করালেও তার কোন ক্ষতি হবে না।

٣٤٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ عَلٰى جِذْعٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ .

৩৪৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘোড়া থেকে একটি খেজুর কাণ্ডের উপর ছিটকে পড়ে গেলে তাঁর পা মচকে যায়। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ ব্যথার কারণে মচকে যাওয়া স্থানে তিনি রক্তমোক্ষণ করান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ فِىْ اَىِّ الْاَيَّامِ يَحْتَجِمُ

কোন দিন রক্তমোক্ষণ করানো উচিৎ?

٣٤٨٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّهَّاسِ ابْنِ قَهْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَرَادَ

الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ اَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ اَوْ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَلاَ يَتَبَيَّغْ بِاَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ .

৩৪৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ করাতে চাইলে যেন মাসের সতের, উনিশ বা একুশ তারিখকে বেছে নেয়। তোমাদের কারো যেন উচ্চ রক্তচাপ না হয়। কারণ তাতে তার জীবননাশের আশংকা আছে।

٣٤٨٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَا نَافِعُ قَدْ تَبَيَّغَ بِىَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِىْ حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيْقًا اِنِ اسْتَطَعْتَ وَلاَ تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيْرًا وَلاَ صَبِيًّا صَغِيْرًا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ وَفِيْهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ وَفِى الْحِفْظِ فَاحْتَجِمُوْا عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الاَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الاَحَدِ تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوْا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ فَاِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِىْ عَافَى اللّٰهُ فِيْهِ اَيُّوْبَ مِنَ الْبَلاَءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلاَءِ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَبْدُوْ جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ اِلاَّ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ اَوْ لَيْلَةَ الْاَرْبِعَاءِ .

৩৪৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তে উচ্ছাস দেখা দিয়েছে (রক্তচাপ বেড়েছে)। অতএব আমার জন্য একজন রক্তমোক্ষণকারী খুঁজে আনো, আর সম্ভব হলে সদাশয় কাউকে আনবে। বৃদ্ধ বা বালককে আনবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বাসি মুখে রক্তমোক্ষণ করালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব আল্লাহ্র বরকত লাভে ধন্য হতে তোমরা বৃহস্পতিবার রক্তমোক্ষণ করাও, কিন্তু বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবারকে রক্তমোক্ষণ করানোর জন্য বেছে নেয়া থেকে বিরত থাকো। সোম ও মঙ্গলবারে রক্তমোক্ষণ করাও, কেননা এ দিনই আল্লাহ আইউব (আ)-কে রোগমুক্তি দান করেন এবং বুধবার তাকে রোগাক্রান্ত করেন। আর কুষ্ঠরোগ ও ধবল বুধবার দিনে বা রাতেই শুরু হয়।

٣٤٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِىُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ تَبَيَّغَ بِىَ الدَّمُ فَاْتِنِىْ بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلاَ تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلاَ صَبِيًّا قَالَ وَقَالَ

ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ وَهِيَ تَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ فِي الْحِفْظِ وَتَزِيْدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيْسِ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْاَحَدِ وَاحْتَجِمُوْا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فَاِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِيْ اُصِيْبَ فِيْهِ اَيُّوْبُ بِالْبَلاَءِ وَمَا يَبْدُوْ جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ اِلاَّ فِيْ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ اَوْ لَيْلَةَ الْاَرْبِعَاءِ

৩৪৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব তুমি আমার জন্য এক যুবক রক্তমোক্ষণকারীকে নিয়ে এস্যো, বৃদ্ধকেও নয় এবং বালককেও নয়। রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বাসি মুখে রক্তমোক্ষণ করনো উত্তম, তা জ্ঞান বৃদ্ধি করে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং হাফেজের মুখস্তশক্তি বৃদ্ধি করে। কেউ রক্তমোক্ষণ করাতে চাইলে যেন আল্লাহ্‌র নামে বৃহস্পতিবারে তা করায়। তোমরা শুক্র, শনি ও রবিবার রক্তমোক্ষণ করানো পরিহার করো এবং সোমবার ও মঙ্গলবার রক্তমোক্ষণ করাও, কিন্তু বুধবার তা করাবে না। কারণ এদিনই আইউব (আ) বিপদে পতিত হন। আর কুষ্ঠ রোগ ও শ্বেতরোগ বুধবার দিনে বা রাতেই শুরু হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الْكَيِّ

লোহা দ্বারা দগ্ধ করা।

٣٤٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اكْتَوٰى اَوِ اسْتَرْقٰى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ .

৩৪৮৯। মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তপ্ত লোহা দ্বারা (দেহে) দাগ নেয় বা ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করায় সে তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা) থেকে বিচ্যুত হলো (আ, তি, না)।

٣٤٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَيُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْتُ فَمَا اَفْلَحْتُ وَلاَ اَنْجَحْتُ .

৩৪৯০। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি উত্তপ্ত লোহার দাগ লাগালে ব্যর্থতা ও বিফলতা ছাড়া আর কিছু পাইনি।

٣٤٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ثَنَا سَالِمُ الْاَفْطَسُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلشِّفَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ رَفَعَهُ .

৩৪৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জিনিসে রোগমুক্তি নিহিতঃ মধুপানে, রক্তমোক্ষণে এবং তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণে। তবে আমার উম্মাতকে আমি তপ্ত লোহর দাগ গ্রহণ করতে বারণ করছি। ইবনে আব্বাস (রা) হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ مَنِ اكْتَوٰى

যে ব্যক্তি উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দহন করে।

٣٤٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الاَنْصَارِيُّ (سَمِعَهُ عَمِّيْ يَحْيٰى وَمَا اَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهٖ شَبِيْهًا) يُحَدِّثُ النَّاسَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ اُمِّهٖ اَنَّهُ اَخَذَهُ وَجَعٌ فِيْ حَلْقِهٖ يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأُبْلِغَنَّ اَوْ لَاُبْلِيَنَّ فِيْ اَبِيْ اُمَامَةَ عُذْرًا فَكَوَاهُ بِيَدِهٖ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِيْتَةَ سُوْءٍ لِلْيَهُوْدِ يَقُوْلُوْنَ اَفَلاَ دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهٖ وَمَا اَمْلِكُ لَهُ وَلاَ لِنَفْسِيْ شَيْئًا

৩৪৯২। সাদ ইবনে জুরারা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তার কণ্ঠনালীতে 'যাব্হ' নামীয় ব্যথা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আবু উমামার চিকিৎসার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। অতঃপর তিনি নিজ হাতে তাকে তপ্ত লোহার দ্বারা সেক দিলেন। তিনি ইনতিকাল করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার মৃত্যুতে ইহূদীদের খারাপ অপবাদ হস্তগত হলো। তারা বলবে, সে তার সাথীর মৃত্যু ঠেকাতে পারলো না; অথচ আমি নিজের জন্য অথবা কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখি না।

٣٤٩٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عُبَيْدُ الطَّنَافِسِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرِضَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ مَرَضًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ طَبِيْبًا فَكَوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ .

৩৪৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনে কাব (রা) খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট চিকিৎসক পাঠালেন। সে তার (হাতের) শিরায় তপ্ত লোহার সেঁক দিলো।

٣٤٩٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ أَبِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَوٰى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِىْ أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ

৩৪৯৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে মুআয (রা)-র হাতের শিরায় দু'বার গরম লোহার সেঁক দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ الْكَحْلِ بِالْاِثْمِدِ

ইসমিদ পাথরের সুরমা ব্যবহার।

٣٤٩٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَلِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ .

৩৪৯৫। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা চোখের ময়লা দূর করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।

٣٤٩٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ .

৩৪৯৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ঘুমানোর সময় অবশ্যই ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

৩৪৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমিদ। তা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا

যে ব্যক্তি বেজোড় সংখ্যকবার সুরমা লাগায়।

٣٤٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعْدٍ الْخَيْرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ .

৩৪৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যকবার লাগায়। যে তা করলো, সে ভালো করলো এবং যে তা করলো না, তার দোষ হবে না।

٣٤٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلاَثًا فِىْ كُلِّ عَيْنٍ .

৩৪৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। তিনি তা থেকে প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُّتَدَاوٰى بِالْخَمْرِ

মাদক দ্রব্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

٣٥٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَانَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِاَرْضِنَا اَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لاَ فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ اِنَّا نَسْتَشْفِيْ بِهِ لِلْمَرِيْضِ قَالَ اِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ .

৩৫০০। তারিক ইবনে সুয়াইদ আল-হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় প্রচুর আঙ্গুর হয়, আমরা তার রস নিংড়িয়ে পান করি। তিনি বলেন ঃ না (পান করো না)। আমি পুনরায় বললাম, আমরা রোগীর ঔষধরূপে তা ব্যবহার করি। তিনি বলেন ঃ তা ঔষধ নয়, বরং রোগ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ الْاِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْاٰنِ

কুরআন মজীদ দ্বারা আরোগ্য লাভ করা।

٣٥٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ثَنَا سُعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْاٰنُ .

৩৫০১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম আরোগ্য হলো কুরআন মজীদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ الْحِنَاءِ

মেহেদী।

٣٥٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا فَائِدٌ مَوْلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ حَدَّثَنِيْ مَوْلاَىَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ سَلْمٰى اُمُّ رَافِعٍ مَوْلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ لاَ يُصِيْبُ النَّبِيَّ ﷺ قَرْحَةٌ وَلاَ شَوْكَةٌ اِلاَّ وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَاءَ .

৩৫০২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাসী সালমা উম্মু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আঘাত পেলে বা তাঁর কাঁটা বিদ্ধ হলে তিনি আহত স্থানে মেহেদী লাগাতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ اَبْوَالِ الْاِبِلِ

উটের পেশাব।

٣٥٠٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْكَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ اِلٰى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَفَعَلُوْا .

৩৫০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উরায়না গোত্রের কতক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমরা আমাদের উটের পালে চলে যেতে এবং সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে! তারা তাই করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ يَقَعُ الذُّبَابُ فِى الْاِنَاءِ

পাত্রে মাছি পড়লে।

٣٥٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سَمٌّ وَفِى الْاٰخَرِ شِفَاءٌ فَاِذَا وَقَعَ فِى الطَّعَامِ فَامْقُلُوْهُ فِيْهِ فَاِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ .

৩৫০৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মাছির দু'টি ডানার একটিতে বিষ এবং অন্যটিতে আরোগ্য আছে। অতএব খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে সেটিকে তাতে ডুবিয়ে দাও। কেননা সেটি বিষের ডানাকে আরোগ্যের ডানার আগে খাদ্যে লাগায়।

٣٥٠٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيْهِ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْاٰخَرِ شِفَاءً .

৩৫০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পানীয়তে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দাও, অতঃপর সেটিকে তুলে ফেলে দাও। কেননা তার একটি ডানায় রোগ এবং অন্যটিতে আরোগ্য রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ الْعَيْنِ

বদনজর।

٣٥٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسى عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ .

৩৫০৬। আমের ইবনে রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বদনজর সত্য।

٣٥٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ مُضَارِبِ ابْنِ حَزْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ حَقٌّ .

৩৫০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বদনজর সত্য।

٣٥٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِىُّ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ فَاِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ .

৩৫০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা বদনজর সত্য বা বাস্তব ব্যাপার।

٣٥٠٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّاَةٍ فَمَا لَبِثَ اَنْ لُبِطَ بِهِ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ اَدْرِكْ سَهْلاً صَرِيْعًا قَالَ مَنْ تَتَّهِمُوْنَ بِهِ قَالُوْا عَامِرَ بْنَ رَبِيْعَةَ قَالَ عَلاَمَ يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ

اَخَاهُ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مِنْ اَخِيْهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَاَمَرَ عَامِرًا اَنْ يَّتَوَضَّاَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ اِزَارِهِ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّصُبَّ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّكْفَاَ الْاِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ

৩৫০৯। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমের ইবনে রবীআ (রা) সাহল ইবনে হুনাইফ (রা)-র নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন গোসল করছিলেন। আমের (রা) বলেন, আমি এমন খুবসুরত সুপুরুষ দেখিনি, এমনকি পর্দানশীন নারীকেও এরূপ সুন্দর দেখিনি, যেমন আজ দেখলাম। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহল (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাঁকে বলা হলো, ধরাশায়ী সাহলকে রক্ষা করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কাকে অভিযুক্ত করছো? তারা বললো, আমের ইবনে রবীআকে। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ বদনজর লাগিয়ে তার ভাইকে কেন হত্যা করতে চায়? তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের মনোমুগ্ধকর কিছু দেখলে যেন তার জন্য বরকতের দোয়া করে। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর আমেরকে উযু করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার মুখমণ্ডল, দুই হাত কনুই পর্যন্ত, দুই পা গোছা পর্যন্ত এবং লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তিনি আমেরকে পাত্রের (অবশিষ্ট) পানি সকলের উপর ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি সাহলের পেছন দিক থেকে পানি ঢেলে দেয়ার জন্য আমেরকে নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ مَنِ اسْتَرْقٰى مِنَ الْعَيْنِ

যে ব্যক্তি বদনজরের ঝাড়ফুঁক করে।

٣٥١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَتْ اَسْمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَنِىْ جَعْفَرٍ تُصِيْبُهُمُ الْعَيْنُ فَاسْتَرْقِىْ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ .

৩৫১০। উবাইদ ইবনে রিফাআ আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাফরের সন্তানদের বদনজর লেগেছে, আপনি তাদের ঝাড়ফুঁক করুন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা। যদি কোন কিছু তাকদীরকে পরাভূত করতে পারতো, তবে বদনজরই তাকে পরাভূত করতো।

٣٥١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ ثُمَّ اَعْيُنِ الْاِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَ الْمُعَوِّذَتَانِ اَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوٰى ذٰلِكَ .

৩৫১১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন ও মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দু'টি গ্রহণ করেন এবং অন্যগুলো ত্যাগ করেন (তি, না)।

٣٥١٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ تَسْتَرْقِىَ مِنَ الْعَيْنِ .

৩৫১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদনজরের ঝাড়ফুঁক করার নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ مَا رَخَّصَ فِيْهِ مِنَ الرُّقَىْ

জায়েয ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে।

٣٥١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ الرَّازِىِّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ رُقْيَةَ اِلاَّ مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَةٍ .

৩৫১৩। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বদনজর ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে ঝাড়ফুঁক বৈধ নয়।

٣٥١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ اَنَسٍ اُمَّ بَنِىْ حَزْمٍ السَّاعِدِيَّةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَىْ فَاَمَرَهَا بِهَا .

৩৫১৪। আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। আনাস-কন্যা উম্মু বনী হাযম খালিদা আস-সাইদিয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন এবং ঝাড়ফুঁক করার মন্ত্র পেশ করেন। তিনি তাকে তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দেন।

٣٥١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عِيْسَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ بَيْتٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ الُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَرْقُوْنَ مِنَ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهٰى عَنِ الرُّقَىْ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىْ وَاِنَّا نَرْقِىْ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَ لَهُمُ اعْرِضُوْا عَلَىَّ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهٰذِهِ هٰذِهِ مَوَاثِيْقُ .

৩৫১৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত আমর ইবনে হায্‌ম নামক পরিবার বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করতো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন। তারা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন, অথচ আমরা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করি। তিনি তাদের বলেন ঃ সেগুলো আমার সামনে পেশ করো। তারা তা তাঁর নিকট পেশ করেন। তিনি বলেন ঃ এগুলোতে দোষের কিছু নেই। এগুলো নির্ভরযোগ্য।

٣٥١٦- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ .

৩৫১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, বদনজর ও ব্রণ-ফুসকুড়ি (pimple) ইত্যাদিতে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন (তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

সাপ, বিছা ইত্যাদির দংশনে ঝাড়ফুঁক।

٣٥١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ .

৩৫১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাপ ও বিছার দংশনে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

٣٥١٨- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ بَهْرَامَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلاً فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ فَقِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ فُلاَنًا لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ قَالَ حِيْنَ اَمْسٰى [اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ] مَا ضَرَّهُ لَدْغُ عَقْرَبٍ حَتّٰى يُصْبِحَ .

৩৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বিছা এক ব্যক্তিকে দংশন করলে ঐ রাতে সে আর ঘুমাতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তিকে বিছায় দংশন করায় সে গত রাতে ঘুমাতে পারেনি। তিনি বলেন ঃ আহা, সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতো, "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা" (আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালামের উসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই), তাহলে বিছার দংশন সকাল পর্যন্ত তার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।

٣٥١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا .

৩৫১৯। আমর ইবনে হায্ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমি সর্পদংশনের ঝাড়ফুঁকের দোয়া পেশ করলে তিনি আমাকে এর অনুমতি দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا عُوِّذَ بِهِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁকে যে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে।

٣٥٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى الْمَرِيْضَ

فَدَعَا لَهُ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاْسْ رَبَّ النَّاسْ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءً اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا .

৩৫২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগীর নিকট এলে তিনি এই দোয়া করতেন ঃ "আযহিবিল বাসা রব্বান নাস ওয়াশফে আনতাশ শাফী লা শিফাআন ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামান" (হে মানুষের প্রভু! ব্যাধি ও কষ্ট দূর করে দাও, রোগমুক্তি দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্যদানই আসল, যা কোন রোগকেই ছাড়ে না)।

٣٥٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ بِبُزَاقِهِ بِاِصْبَعِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفِىْ سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا .

৩৫২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংগুলে লালা লাগিয়ে রোগীর জন্য এই বলে দোয়া করতেন ঃ "বিসমিল্লাহ তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতি বাদিনা লিয়াশফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা" (আল্লাহ্‌র নামে আমাদের এ যমীনের মাটি আমাদের কারো লালার সাথে মিশিয়ে দিলাম, যেন তাতে আমাদের প্রভুর নির্দেশে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে)।

٣٥٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَبِىْ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِىْ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنٰى عَلَيْهِ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ] سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ ذٰلِكَ فَشَفَانِىَ اللّٰهُ .

৩৫২২। উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন মারাত্মক ব্যথা নিয়ে উপস্থিত হলাম, যা আমাকে অকেজোপ্রায় করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি তোমার বাম হাত ব্যথার স্থানে রেখে সাতবার বলো ঃ "আউযু বি-ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু" (আল্লাহ্‌র নামে, আমি আল্লাহ্‌র অসীম সম্মান ও তাঁর বিশাল ক্ষমতার উসীলায় আমার অনুভূত এই ব্যথার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

٣٥٢٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ جِبْرَائِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ [بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ اَوْ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ] .

৩৫২৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি রোগাক্রান্ত হয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। জিবরাঈল (আ) বলেন, “বিছমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাসফিন আও আয়নিন আও হাসিদিন, আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরকীকা” (আমি আল্লাহ্‌র নামে এমন প্রতিটি জিনিস থেকে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রতিটি সৃষ্টিজীবের এবং প্রতিটি চোখের এবং প্রতিটি হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আমি আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি)।

٣٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ ثُوَيْبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ فَقَالَ لِىْ اَلاَ اَرْقِيْكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَنِىْ بِهَا جِبْرَائِيْلُ قُلْتُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ] ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

৩৫২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) ঝাড়ফুঁকের যে দোয়াসহ আমার নিকট এসেছিলেন, সেই দোয়া দিয়ে আমি কি তোমাকে ঝাড়ফুঁক করবো না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! হাঁ, ঝাড়ফুঁক করুন। তিনি তিনবার বললেন ঃ “বিসমিল্লাহি আরকীকা ওয়াল্লাহু ইয়াশফীকা মিন কুল্লি দাইন ফীকা মিন শাররিন নাফ্‌ফাছাত ফিল উকাদ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ” (আল্লাহ্‌র নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন তোমার ভেতরের সমস্ত রোগ থেকে, সমস্ত নারীর অনিষ্ট থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে)।

٣٥٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامٍ الْبَغْدَادِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مِنْهَالٍ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُوْلُ [اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ] قَالَ وَكَانَ اَبُوْنَا اِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اَوْ قَالَ اِسْمَاعِيْلَ وَيَعْقُوْبَ وَهٰذَا حَدِيْثُ وَكِيْعٍ ..

৩৫২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ঝাড়ফুঁক করে বলতেন ঃ "আউযু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আয়নিল লাম্মাতিন" (আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কল্যাণময় বাক্যাবলীর উসীলায় প্রতিটি শয়তান, প্রাণনাশী বিষাক্ত জীব ও অনিষ্টকারী বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তিনি বলতেনঃ আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে এই দোয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন অথবা রাবী বলেছেন, ইসমাঈল ও ইয়াকূব (আ)-কে ঝাড়ফুঁক করতেন। শেষোক্ত বর্ণনা ওয়াকী (র)-এর (বু, তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ مَا يُعَوِّذُ بِهِ مِنَ الْحُمّٰى

যে দোয়া পড়ে জ্বরের ঝাড়ফুঁক করা হয়।

٣٥٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْاَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا اَنْ يَقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نِعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ قَالَ اَبُوْ عَامِرٍ اَنَا اُخَالِفُ النَّاسَ فِيْ هٰذَا اَقُوْلُ يَعَّارٍ .

৩৫২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে জ্বর ও যাবতীয় ব্যথার ঝাড়ফুঁকের জন্য এই দোয়া শিক্ষা দিতেন ঃ "বিসমিল্লাহিল কাবীর আউযু বিল্লাহিল আজীম মিন শাররি ইরকিন নাআর ওয়া মিন শাররি হাররিন নার" (মহামহিম আল্লাহ্‌র নামে মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, রক্তচাপে ফুলে উঠা শিরার অনিষ্ট থেকে এবং আগুনের তাপের অনিষ্ট থেকে)। আবু আমের (র) বলেন, সবার বিপরীতে আমি 'ইয়াআর' শব্দটি বলে থাকি।

٣٥٢٦(١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنِيْ ابْرَاهِيْمُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِيْ حَبِيْبَةَ الْاَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ يَعَّارٍ .

৩৫২৬(১)। আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম দিমাশকী-ইবনে আবু ফুদাইক-ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল-দাউদ ইবনুল হুসাইন-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তার শব্দ হলো ঃ "মিন শাররি ইরকিন ইয়াআর"।

٣٥٢٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عُمَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ اَبِيْ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ اَتٰى جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ .

৩৫২৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসেন। তিনি তাকে ঝাড়ফুঁক করে বলেন ঃ "বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইয়ূযীকা মিন শাররি হাসাদি হাসিদিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন আল্লাহু ইয়াশফীকা" (আমি আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রতিটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, হিংসুকের হিংসা থেকে এবং সকল বদনযর থেকে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ النَّفَثِ فِي الرُّقْيَةِ

তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁক।

٣٥٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ وَسَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ فِي الرُّقْيَةِ .

৩৫২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন।

٣٥٢٩- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْىٰ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكى يَقْرَاُ عَلى نَفْسِه بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفِثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ بِيَدِه رَجَاءَ بَرَكَتِهَا .

৩৫২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও অসুস্থ বোধ করলে আরোগ্য লাভের জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নিজের দেহে ফুঁ দিতেন। তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেলে আমি তা তাঁর উপর পাঠ করতাম এবং তাঁর হাত তাঁর দেহে বরকতের আশায় মলে দিতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ تَعْلِيْقِ التَّمَائِمِ

তাবিজ লটকানো।

٣٥٣٠- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ اُخْتِ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ كَانَتْ عَجُوْزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِىْ مِنَ الْحُمْرَةِ وَكَانَ لَنَا سَرِيْرٌ طَوِيْلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ فَدَخَلَ يَوْمًا فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى جَانِبِىْ فَمَسَّنِىْ فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقُلْتُ رُقًى لِىْ فِيْهِ مِنَ الْحُمْرَةِ فَجَذَبَهُ وَقَطَعَهُ فَرَمٰى بِه وَقَالَ لَقَدْ اَصْبَحَ اٰلُ عَبْدِ اللّٰهِ اَغْنِيَاءَ عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّقَىْ وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قُلْتُ فَاِنِّىْ خَرَجْتُ يَوْمًا فَاَبْصَرَنِىْ فُلاَنٌ فَدَمَعَتْ عَيْنِى الَّتِىْ تَلِيْهِ فَاِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا وَاِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ قَالَ ذَاكِ الشَّيْطَانُ اِذَا اَطَعْتِه تَرَكَكِ وَاِذَا عَصَيْتِه طَعَنَ بِاِصْبَعِه فِىْ عَيْنِكِ وَلٰكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ خَيْرًا لَكِ وَاَجْدَرَ اَنْ تَشْفِيْنَ تَنْضَحِيْنَ فِىْ عَيْنِكِ الْمَاءَ وَتَقُوْلِيْنَ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا .

৩৫৩০। আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসতো এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝারফুঁক করতো। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আবদুল্লাহ (রা) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হলো। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতার স্পর্শ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের জন্য সূতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আবদুল্লাহ্‌র পরিবার শিরকমুক্ত হলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিটযুক্ত মন্ত্রপূত সূতা হলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত"। আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়লো তা দিয়ে পানি ঝড়তে লাগলো। আমি তার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝড়া বন্ধ হলো এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগলো। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আঙ্গুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হতো এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হতো। তুমি নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও ঃ "আযহিবিল বাস রব্বান নাস, ইশফি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামান" (হে মানুষের প্রভু! কষ্ট দূর করে দাও, আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্যদান ছাড়া অরোগ্য লাভ করা যায় না, এমনভাবে আরোগ্য দান করো যা কোন রোগকে ছাড়ে না)।

٣٥٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاى رَجُلاً فِىْ يَدِه حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هٰذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ اَنْزِعْهَا فَاِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ اِلاَّ وَهْنًا .

৩৫৩১। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে পিতলের বলয় পরিহিত দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই বলয়টা কি? সে বললো, এটা অবসন্নতা জনিত রোগের জন্য ধারণ করেছি। তিনি বলেন ঃ এটা খুলে ফেলো। অন্যথায় তা তোমরা অবসন্নতা বৃদ্ধিই করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ النُّشْرَةِ

কোন কিছুর কুপ্রভাব (আছর)।

٣٥٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الاَحْوَصِ عَنْ اُمِّ جُنْدُبٍ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ

اللّٰه ﷺ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَتْهُ امْرَاَةٌ مِّنْ خَثْعَمٍ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا بِهٖ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا ابْنِىْ وَبَقِيَّةُ اَهْلِىْ وَاِنَّ بِهٖ بَلَاءً لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ائْتُوْنِىْ بِشَىْءٍ مِّنْ مَّاءٍ فَاُتِىَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ اَعْطَاهَا فَقَالَ اسْقِيْهِ مِنْهُ وَصُبِّىْ عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللّٰهَ لَهُ قَالَتْ فَلَقِيْتُ الْمَرْاَةَ فَقُلْتُ لَوْ وَهَبْتِ لِىْ مِنْهُ فَقَالَتْ اِنَّمَا هُوَ لِهٰذَا الْمُبْتَلٰى قَالَتْ فَلَقِيْتُ الْمَرْاَةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَاَلْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ فَقَالَتْ بَرَاَ وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُوْلِ النَّاسِ .

৩৫৩২। উম্মু জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরবানীর দিন উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তারপর তিনি ফিরে এলেন। তখন খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর পিছনে পিছনে আসলো এবং তার কোলে ছিলো তার এক শিশু সন্তান। সে কোন অসুখের কারণে কথা বলতে পারতো না। মহিলা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ আমার পুত্র, আমার পরিবারের একমাত্র অধস্তন বংশধর। কিন্তু সে একটি বিপদে লিপ্ত, যার ফলে সে কথা বলতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট একটু পানি আনো। পানি আনা হলে তিনি তাতে তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করলেন এবং কুলি করলেন, অতঃপর অবশিষ্ট পানি সেই মহিলাকে দিয়ে বলেন ঃ এই পানি তাকে পান করাও, তার গায়ে ছিটাও এবং আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য আরোগ্য প্রার্থনা করো। উম্মু জুনদুব (রা) বলেন, আমি মহিলার সাথে দেখা করে বললাম, আমাকে যদি এ পানির কিছুটা দান করতেন। সে বললো, এটা তো এই বিপদগ্রস্তের জন্য নিয়েছি। তিনি বলেন, বছর শেষে সেই মহিলার সাথে সাক্ষাত করে আমি তাকে শিশুটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, সে সুস্থ হয়েছে এবং তার মেধাশক্তি সাধারণ মানুষের মেধাশক্তির তুলনায় অধিক বেড়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ الْاِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْاٰنِ

কুরআন মজীদ দ্বারা আরোগ্য প্রার্থনা।

٣٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْاٰنُ .

৩৫৩৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম ঔষধ হলো কুরআন মজীদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ قَتْلِ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ

দু'মুখো সাপ নিধন।

٣٥٣٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَتْلِ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ فَانَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْنِىْ حَيَّةً خَبِيْثَةً .

৩৫৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'মুখো সাপ নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এই নিকৃষ্ট সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٥٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَانَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ .

৩৫৩৫। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাপ মেরে ফেলো, বিশেষত দু'মুখো সাপ এবং লেজবিহীন সাপ। কেননা এ দু'টি সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ

যে ব্যক্তি ফাল পছন্দ করে এবং অশুভ লক্ষণ অপসন্দ করে।

٣٥٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ .

৩৫৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উত্তম কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় ছিল কিন্তু তিনি (কিছুকে) কুলক্ষণ মনে করা অপছন্দ করতেন।

٣٥٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَاُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ .

৩৫৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোগ সংক্রোমণ ও কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। তবে আমি (অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উত্তম কথা পছন্দ করি।

٣٥٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِيْسَى ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا اِلاَّ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ .

৩৫৩৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অশুভ লক্ষণ (বিশ্বাস করা) শেরেকী কাজ। রাবী বলেন, আমাদের মধ্যে অশুভ লক্ষণের ধারণা আসে, তবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসার দ্বারা তা দূরীভূত হয়।

٣٥٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ .

৩৫৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোগ সংক্রোমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।[১]

---

১. জাহিলী যুগে আরবরা 'হামাহ' শব্দ দ্বারা কতগুলো অশুভ লক্ষণকে বুঝাতো। তাদের বিশ্বাসমতে কোন ব্যক্তি নিহত হলে এবং তার প্রতিশোধ না নেয়া হলে তার মস্তক থেকে একটি কীটের আবির্ভাব হয়। তা তার কবরের চারপাশে চক্কর দিতে থাকে আর পানি দাও বলে চিৎকার করতে থাকে। হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এই কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে হামাহ বলে। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে হামাহ অর্থ পেঁচা। কারো ঘরে পেঁচা রাত যাপন করলে এটাকে অশুভ লক্ষণ গণ্য করা হতো। সে বিশ্বাস করতো যে, এটা তার বা তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর ইংগিতবাহী। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে, জাহিলী যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, মৃত ব্যক্তির হাড়গোড় একটি উড়ন্ত পাখিতে রূপান্তরিত হয় এবং এটাকেই হামাহ বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কুসংস্কারকে অলীক ধারণাপ্রসূত বলে অভিহিত করেন এবং জনগণকে তা প্রত্যাখ্যান করতে বলেন। এসব জাহিলী যুগের বিশ্বাস। ইসলামে এসব বিশ্বাস করা

٣٥٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ جَنَابٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْبَعِيْرُ يَكُوْنُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْاِبِلُ قَالَ ذٰلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ اَجْرَبَ الْاَوَّلَ .

৩৫৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোগ সংক্রোমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উটের চর্মরোগ হয়, পরে অন্যান্য উট তার সংস্পর্শে এসে চর্মরোগাক্রান্ত হয়। তিনি বলেন ঃ এটা হলো তাকদীর। আচ্ছা, প্রথমটিকে কে চর্মরোগাক্রান্ত করেছে?

হারাম। হাদীসে "ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই" এবং শেষে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়ায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ দু'টি কথাকে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে বক্তব্য দু'টিতে কোন অসামঞ্জস্য নেই। কারণ জাহিলী যুগে মনে করা হতো ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে গেলেই রোগ হয়। এখানে যে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল, তারা এটা বিশ্বাস করতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ-ব্যাধি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা হেফাজত করেন। অবশ্য কার্যকারণ বলতে একটা জিনিস আছে। আমরা কেবল এ উপকরণ ও কার্যকারণটাই দেখি। কিন্তু এ দু'টি জিনিসের স্রষ্টাও আল্লাহ তায়ালা, তাই তিনি 'মুসাব্বিবুল আসবাব' (সব কার্যকারণ ও উপকরণের মহাকারক) ও স্রষ্টা। এ দু'টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। তাদের নিজস্ব এখতিয়ার বলতে কোন কিছু নেই। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, এ বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্রই রোগ ছড়ায়। আল্লাহ্‌র তাতে কোন হাত নেই। ইসলাম এ বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী। তাই ইসলাম এ কার্যকারণ ও উপকরণ সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক থাকতে বলে। সেটার স্রষ্টাও সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালা। এ বিশ্বাস পোষণ করতেই ইসলাম নির্দেশ দেয়। বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্র যতই ষোলকলায় পূর্ণ হোক, তাতে রোগ হওয়ার আশংকা হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হুকুম ভিন্ন রোগ হতেই পারে না। এটাই হলো মুসলমানদের ঈমান। বর্তমান বিজ্ঞান উপকরণ ও কার্যকারণই আবিস্কার করতে পেরেছে এবং এ দু'টোই রোগের মূল বলে বিশ্বাস করেছে এবং এ পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু কারণেরও কারণ আছে। ইসলাম সেই মহাকারণ পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং অন্যদেরকে পৌছার পথ দেখিয়েছে। এ কার্যকারণ ও উপকরণ অর্থাৎ সংক্রমণ (Infection) যদি রোগ উৎপত্তি ও সৃষ্টির মূল হতো, তাহলে প্রথম যে ব্যক্তির রোগ হয় তার রোগ এলো কোথা থেকে?

ইসলামের এ বিশ্বাসের একটি মানবিক দিকও রয়েছে। এ সংক্রমণের উপর বিশ্বাস করলে এ ধরনের ব্যাধির রোগীরা সবাই অস্পৃশ্যে পরিণত হবে। তখন মানবতার হক আদায়ে নিদারুণ বাধার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্‌র অগণিত বান্দাহ রোগে সেবা-শুশ্রূষা পাবে না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে কুষ্ঠ, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হতে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন, অপরদিকে মানবতার হক, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সব রকমের সংস্কার উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে দায়িত্ব আদায়ে তৎপর হতে নির্দেশ দেন (অনুবাদক)।

٣٥٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُوْرَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ .

৩৫৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অসুস্থকে সুস্থদের সংস্পর্শে নেয়া উচিত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ الْجُذَامِ

কুষ্ঠরোগ।

٣٥٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ قَالُوْا ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُوْمٍ فَاَدْخَلَهَا مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَى اللّٰهِ .

৩৫৪২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ এক ব্যক্তির হাত ধরে তা নিজের আহারের পাত্রের মধ্যে রেখে বলেন ঃ আল্লাহ্র উপর আস্থা রেখে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে খাও।

٣٥٤٣-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تُدِيْمُوا النَّظَرَ اِلَى الْمَجْذُوْمِيْنَ

২৫৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুষ্ঠ রোগীদের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকো না।

٣٥٤٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ الشَّرِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ فِىْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ مَجْذُوْمٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اِرْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ .

৩৫৪৪। শারীদ গোত্রের আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে এক কুষ্ঠরোগী ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বাইয়াত করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ السِّحْرِ

যাদুমন্ত্র।

٣٥٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِىَّ ﷺ يَهُوْدِىٌّ مِّنْ يَهُوْدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ ابْنُ الاَعْصَمِ حَتّٰى كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَلاَ يَفْعَلُهُ قَالَتْ حَتّٰى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ جَاءَنِىْ رَجُلاَنِ فَجَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلِىْ فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ رَاْسِىْ لِلَّذِىْ عِنْدَ رِجْلِىْ اَوِ الَّذِىْ عِنْدَ رِجْلِىْ لِلَّذِىْ عِنْدَ رَاْسِىْ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الاَعْصَمِ قَالَ فِىْ اَىِّ شَىْءٍ قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ وَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ بِئْرِ ذِىْ اَرْوَانَ قَالَتْ فَاَتَاهَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَاللّٰهِ يَا عَائِشَةُ لَكَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اَحْرَقْتَهُ قَالَ لاَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِىَ اللّٰهُ وَكَرِهْتُ اَنْ اُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا فَاَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ .

৩৫৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুরাইক গোত্রের লাবীদ ইবনে আসাম নামক জনৈক ইহূদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করে। শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে হতো যে, কোন কাজ তিনি করেছেন অথচ তা তিনি করেননি। আয়েশা (রা) বলেন, শেষে একদিন বা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার ডাকার পর বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি অবগত আছো, আমি যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন? আমার নিকট দু'জন লোক (ফেরেশতা) এসে তাদের একজন আমার শিয়রের কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসেন। আমার মাথার কাছেরজন আমার পায়ের কাছের

জনকে অথবা আমার পায়ের কাছেরজন আমার শিয়রের কাছেরজনকে বললেন, লোকটার কি অসুখ হয়েছে? সাথী বলেন, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। তিনি বলেন, কে তাকে যাদুগ্রস্ত করেছে? অপরজন বলেন, লাবীদ ইবনুল আসাম। তিনি বলেন, কোন জিনিসের মধ্যে? অপরজন বলেন, চিরুনীর ভগ্নাংশ ও চিরুনীর সাথে লেগে থাকা চুল নর খেজুর গাছের সবুজ খোলসে ঢুকিয়ে। তিনি বলেন, তা কোথায় আছে? অপরজন বলেন, যী-আরওয়ান কূপের মধ্যে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবীসহ সেখানে গেলেন (এবং সেগুলো কূপ থেকে বের করা হলো)। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বলেন ঃ হে আয়েশা, আল্লাহ্র শপথ! ঐ কূপের পানি মেহেদী পেষা পানির মত হয়ে গেছে এবং তথাকার খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মাথার মত। অয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি সেগুলো কেন ভষ্মীভূত করেছেন নাকি? তিনি বলেন ঃ না। আল্লাহ তো আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। তাই আমি মানুষের মাঝে এর অপচর্চা ছাড়িয়ে দেয়া পছন্দ করি না। অতঃপর তিনি কূপটি ভরাট করার নির্দেশ দিলে তা ভরাট করে দেয়া হয়।

٣٥٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ الْمِصْرِيَّيْنِ قَالاَ ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ يَزَالُ يُصِيْبُكَ كُلَّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِيْ اَكَلْتَ قَالَ مَا اَصَابَنِيْ شَيْءٌ مِنْهَا الاَّ وَهُوَ مَكْتُوْبٌ عَلَيَّ وَادَمُ فِيْ طِيْنَتِهِ .

৩৫৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যে বিষমিশ্রিত বকরীর গোশত আহার করেছিলেন তার ফলে প্রতি বছরই তো আপনি ব্যথা অনুভব করেন। তিনি বলেন ঃ তাতে আমার যা ক্ষতি হয়েছে, তা আদম (আ) মাটির দলার মধ্যে থাকা অবস্থায়ই আমার তাকদীরে লেখা ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ الْفَزَعِ وَالْاَرَقِ وَمَا يَتَعَوَّذُ مِنْهُ

ভিতিকর পরিস্থিতি ও নিদ্রাহীনতা এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার দোয়া।

٣٥٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهْبٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِىْ ذٰلِكَ الْمَنْزِلَ شَئٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْهُ .

৩৫৪৭। খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ কোন গন্তব্যে পৌঁছে যদি এই দোয়া পড়ে ঃ "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক" (আমি আল্লাহ পাকের কল্যাণকর বাক্যাবলীর উসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি), তাহলে সে স্থান থেকে বিদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٥٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْرِضُ لِىْ شَئٌ فِىْ صَلاَتِىْ حَتّٰى مَا اَدْرِىْ مَا اُصَلِّىْ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ رَحَلْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ اَبِى الْعَاصِ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَرَضَ لِىْ شَئٌ فِىْ صَلَوَاتِىْ حَتّٰى مَا اَدْرِىْ مَا اُصَلِّىْ قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ اُدْنُهْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَىَّ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِىْ بِيَدِهِ وَتَفَلَ فِىْ فَمِىْ وَقَالَ اخْرُجْ عَدُوَّ اللّٰهِ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِعَمَلِكَ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَعَمْرِىْ مَا اَحْسِبُهُ خَالَطَنِىْ بَعْدُ .

৩৫৪৮। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তায়েফের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। (তথায়) নামাযের মধ্যে আমার সামনে কিছু বাধা আসতে লাগলো। ফলে আমার মনে থাকতো না যে, আমি কত রাকআত নামায পড়েছি। আমার এই অবস্থা লক্ষ্য করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বলেন ঃ আবুল আসের পুত্র নাকি? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কেন এসেছো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নামাযের মধ্যে আমার সামনে কিছু বাধা আসে। ফলে আমি বলতে পারি না যে, আমি কত রাকআত পড়েছি। তিনি বলেন ঃ এটা শয়তান। আমার নিকট এসো। আমি তাঁর নিকট এসে হাঁটু গেড়ে বসলাম। রাবী বলেন, তিনি নিজ হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন এবং আমার মুখে লালা দিয়ে তিনবার বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শত্রু! ভেগে যা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যাও, নিজের কাজে যোগ দাও। উসমান (রা) বলেন, আমার জীবনের শপথ! এরপর থেকে শয়তান আমার অন্তরে আর তালগোল পাকাতে পারেনি।

٣٥٤٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا اَبُوْ جَنَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اذْ جَاءَهُ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ انَّ لِيْ اَخًا وَجِعًا قَالَ مَا وَجَعُ اَخِيْكَ قَالَ بِه لَمَمٌ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِه قَالَ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِه فَاَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاَرْبَعِ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَاٰيَتَيْنِ وَسَطَهَا وَالٰهُكُمْ الٰهٌ وَّاحِدٌ وَاٰيَةِ الْكُرْسِيِّ وَثَلاَثِ اٰيَاتٍ مِّنْ خَاتِمَتِهَا وَاٰيَةٍ مِّنْ اٰلِ عِمْرَانَ (اَحْسِبُهُ قَالَ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَ الٰهَ الاَّ هُوَ) وَاٰيَةٍ مِنَ الْاَعْرَافِ انَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ الاٰيَةَ وَاٰيَةٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ الٰهًا اٰخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِه وَاٰيَةٍ مِّنَ الْجِنِّ وَاَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَدًا وَعَشْرِ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ الصَّافَّاتِ وَثَلاَثٍ مِّنْ اٰخِرِ الْحَشْرِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَامَ الْاَعْرَابِيُّ قَدْ بَرَاَ لَيْسَ بِه بَاْسٌ .

৩৫৪৯। আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে থাকা অবস্থায় এক বেদুইন তাঁর নিকট এসে বললো, আমার এক অসুস্থ ভাই আছে। তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই কি রোগে আক্রান্ত? সে বললো, (কোন কিছুর) কুপ্রভাব (আছর)। তিনি বলেন ঃ তুমি যাও এবং তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আবু লায়লা (রা) বলেন, সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে আসলে তিনি তাকে নিজের সামনে বসান। আমি শুনতে পেলাম, তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, মধ্যখানের দুই আয়াত (১৬৩-১৬৪ নং আয়াত), আয়াতুল কুরসী (২৫৫ নং আয়াত) এবং বাকারার শেষ তিন আয়াত (২৮৪-৬ আয়াত) এবং আল ইমরানের একটি আয়াত, আমার মনে হয় তিনি ১৮ নং আয়াত পড়েছিলেন এবং সূরা আরাফের এক আয়াত (৫৪ নং আয়াত), সূরা মুমিনূনের এক আয়াত (১১৭ নং আয়াত), সূরা জিন-এর এক আয়াত (৩ নং আয়াত), সূরা সাফ্ফাত-এর প্রথম দশ আয়াত, সূরা হাশরের শেষ তিন (২২, ২৩ ও ২৪) আয়াত, সূরা ইখলাস্ এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাকে ফুঁ দিলেন। তাতে বেদুইন এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাড়াঁলো যে, তার কোন রোগই অবশিষ্ট নেই।

অধ্যায় ঃ ৩২

كِتَابُ اللِّبَاسِ

(পোশাক-পরিচ্ছদ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ لِبَاسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক।

٣٥٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَنِىْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّتِهِ .

৩৫৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারুকার্য খচিত একটি পশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় নামায পড়লেন, অতঃপর বলেন ঃ এই চাদরের কারুকার্য আমাকে অমনোযোগী করেছে। এটা আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার কারুকার্যহীন (আম্বেজানী) চাদর নিয়ে এসো (বু)।

٣٥٥١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاَخْرَجَتْ لِىْ اِزَارًا غَلِيْظًا مِنَ الَّتِىْ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الْاَكْسِيَةِ الَّتِىْ تُدْعَى الْمُلَبَّدَةَ وَاَقْسَمَتْ لِىْ لَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمَا .

৩৫৫১। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি আমার সামনে ইয়ামনের তৈরী মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি এবং একটি কম্বল (বা চাদর) বের করলেন এবং শপথ করে আমাকে বললেন, কাপড় দু'টি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন (বু,মু,তি)।

٣٥٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَحْوَصِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا .

৩৫৫২। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় নামায পড়েন, যা তিনি গিঠ দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।

٣٥٥٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ .

৩৫৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তাঁর পরনে ছিল মোটা পাড়যুক্ত একটি নাজরানী চাদর।

٣٥٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسُبُّ اَحَدًا وَلاَ يُطْوَى لَهُ ثَوْبٌ .

৩৫৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাউকে গালি দিতে শুনিনি এবং কাউকে তাঁর কাপড় ভাঁজ করে দিতেও দেখিনি।

٣٥٥٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ (قَالَ وَمَا الْبُرْدَةُ قَالَ الشَّمْلَةُ) قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِىْ لِاَكْسُوَكَهَا فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِيْهَا وَاِنَّهَا لَاِزَارُهُ فَجَاءَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ (رَجُلٌ سَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنَ هٰذِهِ الْبُرْدَةَ اكْسُنِيْهَا قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ طَوَاهَا وَاَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ وَاللّٰهِ مَا اَحْسَنْتَ كُسِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهُ اِيَّاهَا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً فَقَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِيَّاهَا لِاَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ سَاَلْتُهُ اِيَّاهَا لِتَكُوْنَ كَفَنِىْ فَقَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ .

৩৫৫৫। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা একখানা চাদরসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আপনার পরার জন্য আমি নিজ হাতে এটা বুনেছি। চাদরের প্রয়োজন অনুভব করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন, অতঃপর সেটাকে লুংগীর মত করে পরিধান করে আমাদের নিকট আসলেন। তখন অমুকের পুত্র অমুক এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চাদরটা কি চমৎতার। এটা আমাকে পরতে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আচ্ছা। তিনি ভিতর বাড়িতে গিয়ে চাদরটা ভাঁজ করে তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন তাকে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! কাজটা তুমি ভালো করোনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন অনুভব করেই তা পরেছিলেন। আর তুমি তাঁর নিকট থেকে সেটা চেয়ে নিলে! অথচ তুমি জানো যে, তিনি কোন প্রার্থীকেই বিমুখ করেন না। সে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এটা পরার জন্য তাঁর থেকে চেয়ে নেইনি, বরং আমার কাফন বানানোর জন্য চেয়ে নিয়েছি। সাহল (রা) বলেন, লোকটা যেদিন মারা গেল সেদিন সেটিই তার কাফন হলো।

٣٥٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّوْفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوْفَ وَلَبِسَ ثَوْبًا خَشِنًا خَشِنًا .

৩৫৫৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমী কাপড় পরেছেন, ছেড়া জুতা পরেছেন এবং মোটা কাপড়ও পরেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

কোন ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধানের সময় যে দোয়া পড়বে।

٣٥٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا اَبُو الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ ثُمَّ عَمَدَ اِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ اَخْلَقَ اَوْ اَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللّٰهِ وَفِيْ حِفْظِ اللّٰهِ وَفِيْ سِتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا قَالَهَا ثَلاَثًا .

৩৫৫৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নতুন কাপড় পরে বলেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উওয়ারী বিহি আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফী হায়াতী" (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে এমন বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকতে পারি এবং আমার জীবনযাত্রাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি)। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধানকালে এই দোয়া পড়বে, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী উয়ারী বিহি আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফী হায়াতী", অতঃপর পুরাতন কাপড়খানা রেখে দেয়ার ইচ্ছা করে তা দান করে দেয়, তবে সে জীবনে ও মরণে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে ও আল্লাহ্‌র হেফাজতে থাকবে। কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

٣٥٥٨- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَى عَلٰى عُمَرَ قَمِيْصًا اَبْيَضَ فَقَالَ ثَوْبُكَ هٰذَا غَسِيْلٌ اَمْ جَدِيْدٌ قَالَ لاَ بَلْ غَسِيْلٌ قَالَ الْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا .

৩৫৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-র পরনে একটি সাদা জামা দেখতে পেয়ে বলেন ঃ তোমার এ কাপড় ধোয়া না নতুন? তিনি বলেন, না, বরং ধৌত করা। তিনি বলেন ঃ নতুন কাপড় পরিধান করো, উত্তম জীবন যাপন করো এবং শহিদী মৃত্যু বরণ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

যেসব পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে।

٣٥٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لِبْسَتَيْنِ فَاَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৩৫৫৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরিধানের দুইটি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব সেই দুইটি পদ্ধতি হলো ঃ (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং (২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দুই হাটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।

٣٥٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لِبْسَتَيْنِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِىْ بِفَرْجِهِ اِلَى السَّمَاءِ .

৩৫৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরিধানের দুইটি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন ঃ (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং (২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দুই হাঁটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।

٣٥٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ اِلَى السَّمَاءِ .

৩৫৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরিধানের দুইটি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন ঃ (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর সমস্ত শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং (২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে তোমার নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দুই হাটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ لُبْسِ الصُّوْفِ

পশমী পোশাক পরিধান।

٣٥٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ يَا بُنَىَّ لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ اَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّاْنِ.

৩৫৬২। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস! বৃষ্টির সময় তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের দেখতে তবে অবশ্যই তুমি আমাদের শরীরের গন্ধকে মেষের গন্ধ বলে অনুভব করতে।

٣٥٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَصَلَّى بِنَا فِيْهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا .

৩৫৬৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকীর্ণ হাতাবিশিষ্ট একটি রুমীয় পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। তিনি সেটি পরিহিত অবস্থায় আমাদের সাথে নামায পড়লেন। এটি ছাড়া তাঁর শরীরে (উপরাংশে) আর কিছু ছিলো না।

٣٥٦٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ السَّمْطِ حَدَّثَنِي الْوَضِيْنُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوْفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ .

৩৫৬৪। সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর তাঁর পরিধানের পশমী জুব্বা উল্টিয়ে তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মুছলেন।

٣٥٦٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ الْفَضْلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسِمُ غَنَمًا فِيْ اٰذَانِهَا وَرَاَيْتُهُ مُتَّزِرًا بِكِسَاءٍ .

৩৫৬৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে মেষ পালের কানে দাগ দিতে দেখেছি এবং তাঁকে একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ

সাদা পোশাক পরিধান।

٣٥٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوْهَا وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ .

৩৫৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পোশাকের মধ্যে উত্তম হলো সাদা পোশাক। অতএব তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরো এবং তা দিয়া তোমাদের মৃতদের কাফন দাও (বু, মু, দা, তি)।

٣٥٦٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ ابْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ .

৩৫৬৭। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করো। কেননা তা অধিক পবিত্র ও উত্তম।

٣٥٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ الْاَزْرَقُ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللّٰهَ بِهِ فِيْ قُبُوْرِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ .

৩৫৬৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কবরসমূহে ও মসজিদসমূহে আল্লাহ্‌র সাথে সাদা পোশাকে সাক্ষাত করাই তোমাদের জন্য উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ

যে ব্যক্তি অহংকারবশে পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দেয়।

٣٥٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِيْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৫৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজের পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না (মা, বু, মু, তি, না)।

٣٥٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلاَطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيْثَ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَاَشَارَ اِلٰى اُذُنَيْهِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ .

৩৫৭০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারে মত্ত হয়ে তার পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না। রাবী আমাশ (র) বলেন, আমি 'বালাত' নামক স্থানে ইবনে উমার (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি তার নিকট পেশ করলাম। তিনি তার দুই কানের দিকে ইশারা করে বলেন, আমার এই দুই কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা আত্মস্থ করেছে।

٣٥٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ بِاَبِىْ هُرَيْرَةَ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ سَبَلَهُ فَقَالَ يَابْنَ اَخِىْ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৫৭১। আবু সালামা (রা) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। আবু সালামা (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর পাশ দিয়ে এক কোরাইশ যুবক তার পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ مَوْضِعِ الْاِزَارِ اَيْنَ هُوَ

পরিধেয় বস্ত্রের সর্বনিম্ন সীমা।

٣٥٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِىْ اَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هٰذَا مَوْضِعُ الْاِزَارِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاَسْفَلَ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاَسْفَلَ فَاِنْ اَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلْاِزَارِ فِى الْكَعْبَيْنِ .

৩৫৭২। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার (অপর বর্ণনায় তাঁর নিজের) জঙ্ঘার পশ্চাদভাগ ধরে বললেন ঃ এই হলো লুঙ্গির (সর্বনিম্ন) স্থান। তুমি যদি তা মানতে না চাও তবে আরো নিচে, যদি তাও মানতে না চাও আরো নিচে (নামাতে পারো)। যদি তুমি তাও মানতে না চাও তবে পায়ের গোছার নিচে যাওয়ার অধিকার লুঙ্গির নাই।

٣٥٧٢(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৫৭২(১)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আবু ইসহাক-মুসলিম ইবনে নুযাইর-হুযায়ফা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٥٧٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ سَعِيْدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فِي الْاِزَارِ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُوْلُ ثَلاَثًا لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا .

৩৫৭৩। আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লুঙ্গি সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মুমিন ব্যক্তির লুঙ্গি তার দুই জঙ্ঘার মধ্যাংশ পর্যন্ত (প্রলম্বিত হতে পারে), তবে জঙ্ঘা থেকে গোছা পর্যন্ত (প্রলম্বিত হওয়ায়) কোন দোষ নেই। কিন্তু গোছার নিম্নাংশে পৌঁছলে তা জাহান্নামে যাবে। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার লুঙ্গি (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরে, আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

٣٥٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا سُفْيَانَ ابْنَ سَهْلٍ لاَ تُسْبِلْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ .

৩৫৭৪। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে সুফিয়ান ইবনে সাহল! পরিধেয় বস্ত্র (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরো না। কারণ আল্লাহ তাআলা এভাবে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে পরিধানকারীদের পছন্দ করেন না।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ لُبْسِ الْقَمِيْصِ

জামা পরিধান।

٣٥٧٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْقَمِيْصِ .

৩৫৭৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জামার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন পোশাক ছিলো না (আ, দা, না, তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ طُوْلِ الْقَمِيْصِ كَمْ هُوَ

জামা কতখানি লম্বা হবে?

٣٥٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْاِسْبَالُ فِى الْاِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا اَغْرَبَهُ .

১. ইবনে হাজার আল-আসকালানী (র) বলেন, অহংকারবশে পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে পরা কবীরা গুনাহ এবং অহংকার ব্যতীত পরা তিরস্কারযোগ্য, তবে হারাম নয়। ইবনে আবদুল বার (র) বলেন, এই অভ্যাস তিরস্কারযোগ্য যে কোন অবস্থায়। ইমাম নববী (র) বলেন, অহংকারবশে তা হারাম এবং অহংকার ব্যতীত মাকরূহ। ইমাম শাফিঈ (র) এই মতই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, জঙ্ঘার অর্ধাংশ পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র বুঝানো মুস্তাহাব, গোছার উপরিভাগ পর্যন্ত বৈধ, মাকরূহ নয়, গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলানো অহংকারবশে হারাম এবং অহংকারবিহীনভাবে মাকরূহ তানযীহ। তিরমিযীর ভাষ্যকার আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র) বলেন, এই অভ্যাসে অহংকার প্রকাশ পায়, যদিও পরিচ্ছদ পরিধানকারীর অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কাপড় গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা থেকে

সাবধান হও। কারণ এভাবে কাপড় ঝুলানো অহংকারের অন্তর্ভুক্ত (মুসনাদে আহমাদ)। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুফিয়ান ইবনে সুহাইল (রা)-র চাদর স্পর্শ করে বলতে শুনেছি ঃ হে সুফিয়ান! এভাবে ঝুলিয়ে পরো না। কারণ আল্লাহ তাআলা এভাবে পরিচ্ছদ ঝুলিয়ে পরিধানকারীকে পছন্দ করেন না (নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

জাবির ইবনে সুলাইম (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার লুঙ্গি বা পাজামা জংঘার অর্ধাংশ স্থান পর্যন্ত উত্তোলন করে রাখো। যদি তাতে রাজী না হও তবে পায়ের গোছা পর্যন্ত (তার নিচে নয়)। কাপড় (গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলিয়ে পরা থেকে সতর্ক হও। কারণ তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তাআলা অহংকার পছন্দ করেন না (আবু দাঊদ)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত প্রলম্বিত করে মাটিতে) হেঁচড়ায় তার প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমার লুঙ্গির একদিক হেঁচড়ায়, কিন্তু তবুও আমি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যারা অহংকারবশে তা করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও (আবু দাঊদ)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ যাও, তুমি উযু করে এসো। তদনুযায়ী সে উযু করে আসলে তিনি আবারও বলেন, যাও, তুমি উযু করে এসো। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি ব্যাপার আপনি তাকে উযু করে আসতে বলেন, অতঃপর তার সম্পর্কে নীরব থাকেন। তিনি বলেন ঃ সে তার লুঙ্গি (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত) ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়েছে। আল্লাহ তাআলা পরিধেয় বস্ত্র ঝুলন্তকারীর নামায কবুল করেন না (আবু দাঊদ)। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? এরা তো ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথা তিনবার বলেন এবং আমি জিজ্ঞেস করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? এরা তো ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। তিনি বলেন ঃ পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিম্নাংশ পর্যন্ত) ঝুলিয়ে পরিধানকারী, উপকার করে তার খোটাদানকারী ও মিথ্যা শপথ করে স্বীয় পণ্য বিক্রয়কারী (আবু দাঊদ)। হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার (অপর বর্ণনায় তার নিজের) জঙ্ঘার পশ্চাদভাগ ধরে বলেন ঃ এই হলো লুঙ্গির (সর্বনিম্ন) স্থান। তুমি যদি তা মানতে না চাও তবে আরো নিচে, যদি তাও মানতে না চাও তবে আরও নিচে (নামাতে পারো)। যদি তুমি তাও মানতে না চাও তবে পায়ের গোছার নিচে যাওয়ার অধিকার লুঙ্গির নাই (ইবনে মাজা)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মুমিন ব্যক্তির লুঙ্গি তার দুই জঙ্ঘার মধ্যভাগ পর্যন্ত (প্রলম্বিত হতে পারে), তবে জঙ্ঘা থেকে গোছা পর্যন্ত কোন দোষ নাই। কিন্তু গোছার নিম্নাংশে পৌঁছলে তা জাহান্নামে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তিনবার বলেন (ইবনে মাজা)। অবশ্য মহিলাগণের জন্য পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র প্রলম্বিত করা দূষণীয় নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে উত্তম (অনুবাদক)।

৩৫৭৬। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'ইসবাল' (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান) লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ির বেলায়ই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অহংকারবশে কোন কিছু (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। রাবী আবু বাকর (র বলেন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে কিছুটা অপ্রসিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ كُمِّ الْقَمِيْصِ كَمْ يَكُوْنُ

জামার হাতার দৈর্ঘ্য।

٣٥٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ اَلْاَوْدِيُّ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وكِيْعٍ ثَنَا اَبِيْ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيْصًا قَصِيْرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّوْلِ .

৩৫৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ক্ষুদ্র হাতাবিশিষ্ট জামা পরিধান করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ حَلِّ الْاَزْرَارِ

জামার বোতাম খোলা রাখা।

٣٥٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُشَيْرٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ وَاِنَّ زِرَّ قَمِيْصِهِ لَمُطْلَقٌ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَاَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلاَ ابْنَهُ فِيْ شِتَاءٍ وَّلاَ صَيْفٍ اِلاَّ مُطْلَقَةً اَزْرَارُهُمَا .

৩৫৭৮। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর হাতে বাইআত হলাম। তাঁর জামার বোতামগুলো খোলা ছিল। রাবী উরওয়া (র) বলেন, তাই আমি শীতকালে বা গ্রীষ্মকালে মুআবিয়া ও তার ছেলের জামার বোতাম খোলা রাখতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيْلَ

পায়জামা পরিধান।

٣٥٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىٰ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ اَتَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيْلَ .

৩৫৭৯। সুয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে এসে দরদাম করে পায়জামা খরিদ করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ ذَيْلِ الْمَرْاَةِ كَمْ يَكُوْنُ

স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কতখানি (দীর্ঘ হবে)?

٣٥٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْاَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قُلْتُ اِذاً يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهِ .

৩৫৮০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নারী তার পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কতখানি (নিচে) ঝুলিয়ে পরতে পারে? তিনি বলেন ঃ (গোরালি থেকে) এক বিঘত পরিমাণ (উপরে রাখবে)। আমি বললাম, এতে তো তার পা উদাম হয়ে থাকবে। তিনি বলেন ঃ তাহলে সে এক হাত পরিমাণ নিচে ঝুলিয়ে রাখবে, তার বেশি নয় (না, তি)।

٣٥٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ فِى الذَّيْلِ ذِرَاعًا فَكُنَّ يَاْتِيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا .

৩৫৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে এক হাত পরিমাণ আঁচল লম্বা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। নারীরা আমাদের নিকট এলে আমরা তাদেরকে কাঠি দ্বারা এক হাত পরিমাণ মেপে দেখিয়ে দিতাম।

٣٥٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ اَوْ لِاُمِّ سَلَمَةَ ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ .

৩৫৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা (রা) অথবা উম্মু সালামা (রা)-কে বলেন ঃ তোমার পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল এক হাত পরিমাণ লম্বা হতে পারে।

٣٥٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ ذُيُوْلِ النِّسَاءِ شِبْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِذًا تَخْرُجَ سُوْقُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ .

৩৫৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল সম্পর্কে বলেন ঃ তা এক বিঘত পরিমাণ (গোড়ালির উপরে থাকবে)। আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে তো তাদের পায়ের জঙঘা অনাবৃত হয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ তবে এক হাত পরিমাণ (নিচের দিকে) লম্বা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

কালো পাগড়ি।

٣٥٨٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

৩৫৮৪। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বারের উপর খুতবা দিতে দেখেছি।

٣٥٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

৩৫৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন।

٣٥٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنْبَانَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

৩৫৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ ارْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

দুই কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ির প্রান্তভাগ ঝুলানো।

٣٥٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِیْ جَعْفَرُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَاَنِّیْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ .

৩৫৮৭। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মাথার কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর পাগড়ির দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيْرِ

রেশমী বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ।

٣٥٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِی الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِی الْاٰخِرَةِ .

৩৫৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করলো, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

٣٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِیِّ عَنْ اَشْعَثَ ابْنِ اَبِی الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ .

৩৫৮৯। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীবাজ, হারীর ও ইসতাবরাক নিষিদ্ধ করেছেন।[২]

٣٥٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ وَقَالَ هُوَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ .

৩৫৯০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী বস্ত্র ও সোনার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা দুনিয়াতে তাদের (কাফেরদের) জন্য এবং আখেরাতে আমাদের জন্য।

٣٥٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ ابْتَعْتَ هٰذِهِ الْحُلَّةَ لِلْوَفْدِ وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

৩৫৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লাল বর্ণের একটি হুল্লা (রেশম মিশ্রিত চাদর) দেখে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাত দানকালে এবং জুমুআর দিন ব্যবহারের জন্য যদি আপনি এটা কিনতেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা এমন লোকে পরতে পারে , আখেরাতে যার কোন অংশ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ

যাকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

٣٥٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ نَبَّاَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ فِىْ قَمِيْصَيْنِ مِنْ حَرِيْرٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا حِكَّةٍ

২. দীবাজ (খাঁটি রেশমী বস্ত্র), ইসতাবারক (মোটা রেশমী বস্ত্র), হারীর (মিহি রেশমী বস্ত্র), মীসারা (ব.ব.মায়াসির=তুলতুলে রেশমী বস্ত্র), কাসসী (মিসরে উৎপাদিত এক প্রকার রেশমী বস্ত্র) ইত্যাদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকারের রেশমী বস্ত্র (অনুবাদক)।

৩৫৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী জামা পরার অনুমতি দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْعَلَمِ فِى الثَّوْبِ

কাপড়ে চিহ্ন লাগানোর অনুমতি।

٣٥٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ اِلاَّ مَا كَانَ هٰكَذَا ثُمَّ اَشَارَ بِاِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ

৩৫৯৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হারীর ও দীবাজ এতটুকু পরিমাণের অধিক ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর তিনি তার হাতের প্রথম আংগুল, এরপর দ্বিতীয়টি, এরপর তৃতীয়টি এবং এরপর চতুর্থটি দিয়ে ইশারা করলেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।

٣٥٩٤-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ مَوْلٰى اَسْمَاءَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اِشْتَرٰى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ فَدَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّهُ فَدَخَلْتُ عَلٰى اَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ بُؤْسًا لِعَبْدِ اللّٰهِ يَا جَارِيَةُ هَاتِىْ جُبَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوْفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ

৩৫৯৪। আসমা (রা)-র মুক্তদাস আবু উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে রেশমী বস্ত্রের প্রান্তযুক্ত একটি পাগড়ি ক্রয় করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি কাঁচি আনিয়ে তা কেটে ফেলেন। আমি আসমা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে বিষয়টি তার নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্র জন্য দুঃখ হয়। হে মেয়ে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুব্বাটা নিয়ে এসো। সে জুব্বাটি নিয়ে আসলো, যার দুই হাতা, গলা ও বুকে রেশমের 'ফিতা' লাগানো ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

মহিলাদের রেশমী বস্ত্র ও সোনা ব্যবহার।

٣٥٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ اَبِى الْاَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ اَلْغَافِقِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرِيْرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِيْ حِلٌّ لِاُنَاثِهِمْ .

৩৫৯৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম হাতে কিছু রেশমী বস্ত্র এবং ডান হাতে কিছু সোনা নিলেন এবং সেগুলোসহ তাঁর দুই হাত উপরে তুলে বলেন ঃ আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য এ দু'টির ব্যবহার হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।

٣٥٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ فَاخِتَةَ حَدَّثَنِيْ هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةٌ مَكْفُوْفَةٌ بِحَرِيْرٍ اِمَّا سَدَاهَا وَاِمَّا لَحْمَتُهَا فَاَرْسَلَ بِهَا اِلَيَّ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَصْنَعُ بِهَا اَلْبَسُهَا قَالَ لاَ وَلٰكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ .

৩৫৯৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী সূচিকর্ম খচিত একটি চাদর উপহার দেয়া হলো, যার টানা অথবা পড়েন ছিল রেশমী সূতার। তিনি সেটি লোক মারফত আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা দিয়ে আমি কি করবো, আমি কি এটা পরবো? তিনি বলেনঃ না, এটা দ্বারা ফাতেমাদের ওড়না বানিয়ে দাও।[৩]

٣٥٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَفْرِيْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ

---

৩. "ফাতেমাদের" দ্বারা রাসূল-কন্যা ফাতিমা (রা), আলী (রা)-র মাতা ফাতিমা এবং হামযা (রা)-র কন্যা ফাতিমাকে বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

اِحْدَىْ يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيْرٍ وَفِى الْاُخْرٰى ذَهَبٌ فَقَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ حِلٌّ لاِنَاثِهِمْ .

৩৫৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তাঁর এক হাতে ছিল একটি রেশমী বস্ত্র এবং অপর হাতে ছিল এক টুকরা সোনা। তিনি বলেন ঃ এ দু'টি জিনিস আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।

٣٥٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ .

৩৫৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যয়নব (রা)-র পরিধানে লাল রং-এর রেশমী কাপড়ের জামা দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ لُبْسِ الْاَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার।

٣٥٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَاضِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَجْمَلَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتَرَجِّلاً فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ

৩৫৯৯। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল রং-এর পোশাকে ও পরিপাটি চুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর আর কাউকে আমি দেখিনি।

٣٦٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ بَرَّادِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَاضِىْ مَرْوَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَاَقْبَلَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا فِىْ حِجْرِهِ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ (اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ) رَاَيْتُ هٰذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرْ ثُمَّ اَخَذَ فِىْ خُطْبَتِهِ .

৩৬০০। অবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন (শিশু) হাসান ও হোসাইন (রা) লাল জামা পরিহিত অবস্থায় আছাড়-পাছাড় খেতে খেতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদের উভয়কে তাঁর কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন, "তামাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষাবিশেষ" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৫)। এ দু'জনকে দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। অতঃপর তিনি আবার খুতবা দিতে শুরু করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের জন্য হলুদ রং-এর পোশাক পরিধান মাকরূহ।

٣٦٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُفَدَّمِ قَالَ يَزِيْدُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ .

৩৬০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুফাদ্দাম' পরতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি হাসান ইবনে সুহাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুফাদ্দাম' কি? তিনি বলেন, হলুদ রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র।

٣٦٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ .

৩৬০২। আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও হলুদ রং-এ রঞ্জিত পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ اَذَاخِرَ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ وَعَلَىَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَاَتَيْتُ اَهْلِىْ وَهُمْ يَسْجُرُوْنَ تَنُّوْرَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ اَهْلِكَ فَاِنَّهُ لاَ بَاْسَ بِذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ

৩৬০৩। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আযাখির উপত্যকা থেকে আসছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমার পরনে ছিল হলুদ রং-এ রঞ্জিত লুঙ্গি। তিনি বলেনঃ এটা কি? আমি তাঁর কিসে অপসন্দ তা অনুভব করলাম। আমি আমার পরিজনের কাছে এলাম, তখন তারা তাদের চুলায় আগুন ধরাচ্ছিল। আমি লুঙ্গিটি চুলায় নিক্ষেপ করলাম। পরদিন সকালে আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ! লুঙ্গিটা কি করেছো? বিষয়টি আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার পরিবারের কাউকে তা পরতে দিলে না কেন? কেননা নারীদের এই রং ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

পুরুষলোকদের হলুদ বর্ণের পোশাক পরিধান।

٣٦٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَرَاَيْتُ اَثَرَ الْوَرْسِ عَلٰى عُكَنِهِ .

৩৬০৪। কায়েস ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসেন। আমরা তাঁর ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য পানি রাখি। তিনি গোসল করলেন। আমি তাঁর জন্য হলুদ রং-এর একটি চাদর নিয়ে এলাম। আমি তাঁর পিঠে হলুদ রং-এর ছাপ দেখতে পেলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الْبَسْ مَا شِئْتَ مَا اَخْطَاَكَ سَرَفٌ اَوْ مُخَيَّلَةٌ

অপচয় ও অহংকার এড়িয়ে তুমি যে কোন ধরনের পোশাক পরতে পারো।

٣٦٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ اِسْرَافٌ اَوْ مَخِيْلَةٌ .

৩৬০৫। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পানাহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো যাবত না তার সাথে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِّنَ الثِّيَابِ

যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে।

٣٦٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيَّانِ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

৩৬০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন।

٣٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اَلْهَبَ فِيْهِ نَاراً .

৩৬০৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন।

٣٦٠٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ الْبَحْرَانِيُّ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ مُحْرِزٍ النَّاجِيْ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى يَضَعَهُ مَتٰى وَضَعَهُ .

৩৬০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যশের পোশাক পরে , আল্লাহ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না যাবত না তাকে যেখানে ইচ্ছা ফেলে রাখেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ لُبْسِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ

যে ব্যক্তি মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর পরিধান করে।

٣٦٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .

৩৬০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলেই তা পাক হয়ে যায়।

٣٦١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَيْمُوْنَةَ مَرَّ بِهَا يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ قَدْ اُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ هَلاَّ اَخَذُوا اِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حَرُمَ اَكْلُهَا .

৩৬১০। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার মুক্তদাসীকে যাকাত থেকে একটা বকরী দান করেছিলেন। বকরিটি মারা গেলে তা ফেলে দেয়া হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির পাশ অতিক্রমকালে বলেন ঃ এরা এর চামড়াটা খুলে নিলো না কেন, এটা প্রক্রিয়াজাত করে কাজে লাগাতে পারতো! সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা তো মৃত। তিনি বলেন ঃ মৃত জীব খাওয়া হারাম।

٣٦١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ كَانَ لِبَعْضِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاةٌ فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا ضَرَّ اَهْلَ هٰذِهِ لَوِ انْتَفَعُوْا بِاِهَابِهَا .

৩৬১১। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক উম্মুল মুমিনীনের একটি বকরী মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি অতিক্রমকালে বলেন ঃ তারা এর চামড়াটা কাজে লাগালে তাদের কোন ক্ষতি হতো না।

٣٦١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ .

৩৬১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ مَنْ كَانَ لاَ يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِاهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ

যে ব্যক্তি মৃতজীবের চামড়া ও শিরা কাজে লাগানো নাজায়েয মনে করে।

٣٦١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ لاَّ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ .

৩৬১৩। আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনামা এলো ঃ তোমরা মৃতজীবের চামড়া ও শিরা কোন কাজে ব্যবহার করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ صِفَةِ النِّعَالِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্যান্ডেল।

٣٦١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِىِّ ﷺ قِبَالاَنِ مَثْنِىٌّ شِرَاكُهُمَا .

৩৬১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেব জুতাজোড়ার সামনের দিকে দু'টি ফিতা ছিলো।

٢٦١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِىِّ ﷺ قِبَالاَنِ .

৩৬১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতাজোড়ার দু'টি ফিতা ছিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

জুতা পরিধান করা ও তা খুলে রাখা।

٣٦١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِالْيُمْنٰى وَاِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَاْ بِالْيُسْرٰى .

৩৬১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুতা পরিধানের সময় যেন ডান পায়ে আগে পরে এবং খোলার সময় যেন বাম পায়ের জুতা আগে খোলে (বু, মু, তি, আ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ الْمَشْىِ فِى النَّعْلِ الْوَاحِدِ

এক পায়ে জুতা পরে হাঁটা।

٣٦١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَمْشِ فِيْهِمَا جَمِيْعًا .

৩৬১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে বা এক পায়ে মোজা পরে না হাঁটে। হয় সে উভয় পায়ে জুতা পরবে, অন্যথা উভয় পা খোলা রাখবে (বু, মু, তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ الْاِنْتِعَالِ قَائِمًا

দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরা।

٣٦١٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

৩৬১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন (তি)।

٣٦١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

৩৬১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ الْخِفَافِ السُّوْدِ

কালো মোজা।

٣٦٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْكِنْدِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِيَّ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ اَسْوَدَيْنِ فَلَبِسَهُمَا .

৩৬২০। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নাজ্জাশী (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিশমিশে কালো রংয়ের একজোড়া মোজা উপঢৌকন দেন। তিনি তা পরিধান করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

মেহেদির খেযাব।

٣٦٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ .

৩৬২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহূদী ও খৃস্টানরা খেযাব ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো।[৪]

٣٦٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِمِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ اَلْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ .

৩৬২২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব জিনিস দিয়ে তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করতে পারো তার মধ্যে মেহেদি ও কাতাম হলো সর্বোত্তম।

٣٦٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلاَّمُ بْنُ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ فَاَخْرَجَتْ اِلَىَّ شَعَرًا مِنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَخْضُوْبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ .

৩৬২৩। উসমান ইবনে মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। রাবী বলেন, তিনি আমার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু চুল বের করলেন, যা মেহেদি ও কাতাম দ্বারা রঞ্জিত ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

কালো খেযাব ব্যবহার।

٣٦٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِىْءَ بِاَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَكَاَنَّ رَاْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبُوْا بِهِ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ

৩৬২৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হলো। তার মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাকে তার কোন স্ত্রীর নিকট নিয়ে যাও এবং সে যেন তার (চুলের) রং পরিবর্তন করে দেয়। তবে তোমরা তার জন্য কালো রং পরিহার করো।

৪. বুখারী, নং ৩৪৬২, ৫৮৯৯; মুসলিম, ৫৫১০; আবু দাউদ, ৪২০৩; নাসাঈ, ৫২৪৩ (অনুবাদক)।

٣٦٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِىُّ ثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوْسِىُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ اَلْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا اَخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهٰذَا السَّوَادُ اَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيْكُمْ وَاَهْيَبُ فِىْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمْ .

৩৬২৫। সুহাইব আল-খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যা দিয়ে চুল রঙ্গিন করো-তার মধ্যে এই কালো খেযাব খুবই উত্তম। তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

হলুদ রংয়ের খেযাব ব্যবহার।

٣٦٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ عُبَيْدَ بْنَ جُرَيْجٍ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْوَرْسِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَمَّا تَصْفِيْرِىْ لِحْيَتِىْ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ .

৩৬২৬। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো আপনাকে ওয়ারস ঘাসের রং দিয়ে আপনার দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখছি। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার দাড়ি হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করার কারণ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাড়ি হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করতে দেখেছি।

٣٦٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا اَحْسَنَ هٰذَا ثُمَّ مَرَّ بِاٰخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا ثُمَّ مَرَّ بِاٰخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ . قَالَ وَكَانَ طَاوُسٌ يُصَفِّرُ .

৩৬২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহেদির খেযাব ব্যবহারকারী এক লোকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ এটা কতই না উত্তম! অতঃপর তিনি মেহেদি ও কাতামের খেযাব গ্রহণকারী এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করার সময় বলেন ঃ এটা ওটার চেয়েও উত্তম। অতঃপর তিনি হলুদ রঙের খেযাব গ্রহণকারী এক ব্যক্তিকে অতিক্রমকালে বলেন ঃ এটা ঐ সবগুলোর চেয়ে উত্তম। রাবী বলেন, তাউস (র) হলুদ রঙের খেযাব ব্যবহার করতেন।[৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ

যে ব্যক্তি খেযাব বর্জন করে।

٣٦٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىْ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذِه مِنْهُ بَيْضَاءُ يَعْنِىْ عَنْفَقَتَهُ .

৩৬২৮। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অংশটা অর্থাৎ তাঁর চিবুকের নিচের ও উপরের কিছু চুল সাদা দেখেছি।

٣٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىْ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَخَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ اِلاَّ نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ اَوْ عِشْرِيْنَ شَعَرَةً فِىْ مُقَدَّمِ لِحْيَتِه .

৩৬২৯। হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খেযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর দাড়ির সম্মুখভাগে মাত্র সতের বা বিশটি সাদা চুল দেখেছেন।

---

৫. কাতাম এক প্রকার ঘাস, যার রস কালো এবং যা খেযাবরূপে ব্যবহৃত হত (অনু.)। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) কাতাম (কালো রস নিঃসারী এক প্রকার ঘাস) ও মেহেদির খেযাব ব্যবহার করতেন এবং উমার ফারুক (রা) কেবল মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করতেন। এতে জানা গেল যে, আবু বাক্র (রা) সব সময় উভয় বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত খেযাব ব্যবহার করতেন। কারণ শুধু কাতামের রং ব্যবহারে চুল কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তা নিষিদ্ধ ও খুব নিন্দনীয় যা অন্য হাদীস থেকে জানা যায় (কারামাত আলী জৌনপুরী)।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক সাহেব তাঁর বাংলা (অনূদীত) বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ডের (২৫১ নং পৃষ্ঠায়) ২২৬৯ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, ইহুদী-নাসারাগণ চুল-দাড়িতে রং ব্যবহার করে না, তোমরা তাদের রীতি বর্জন করে চলো (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীতেও উদ্ধৃত)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে চুল-দাড়ি রং করতে বলা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ রঙ্গের উল্লেখ হয় নাই, এতদ্দৃষ্টে এক শ্রেণীর আলেম বিনা দ্বিধায় কালো রং কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। কিন্তু মুসলিম শরীফে কালো খেযাব নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ থাকায় অপর এক শ্রেণীর আলেম তা নাজায়েয বলেছেন। উভয় হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে এক শ্রেণীর আলেম বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শেহাব যুহরীর বিবৃতি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন–

كنا نخضب السواد اذا كان الوجه جديدا فلما نقص الوجه والاسنان تركناه

অর্থ ঃ "আমরা কালো খেজাব ব্যবহার করতাম যাবত চেহারার উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি না হত। আর যখন চেহারার উপর ভাঙ্গন এসে যেত এবং দাঁতও খসিয়ে পড়ত তখন কালো খেজাব বর্জন করতাম" (ফতহুল বারী, ২-০২)।

সাহাবীগণের মধ্যে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), ওকবা ইবনে আমের (রা), হাসান (রা) এবং হোসাইন (রা) কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয বলতেন (শায়খুল হাদীস)।

কালো রং-এর খেযাব (চুলের কলপ) ব্যতীত অন্যান্য রং-এর খেযাব ব্যবহার বৈধ হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। যারা কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাদের মধ্যে আবু বাক্র (রা), সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), আবু হুরায়রা (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), ইমাম হাসান (রা), ইমাম হুসাইন (রা) ও জারীর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীগণের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহ্রী, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম নববী (র) কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তাহ্রীম বলেছেন। বস্তুত কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, "এখানে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা কোনটিই অপরিহার্যরূপে পালনীয় পর্যায়ের নয় এবং এটাই সর্বজন স্বীকৃত মত। এ কারণেই এই বিষয়ে পরস্পর ভিন্নমত পোষণকারীগণ একে অপরের সমালোচনা করেননি" (সহীহ মুসলিমের নববীকৃত ভাষ্য দ্র.)।

কালো খেযাব ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তাহ্রীমের পর্যায়ভুক্ত হলে খেযাব না লাগিয়ে চুল-দাড়ি সাদা রাখাও মাকরূহ তাহ্রীমের পর্যায়ভুক্ত হতো। কারণ হাদীসে সাদা চুল-দাড়ি খেযাব ব্যবহার করে ভিন্ন রং-এ পরিবর্তনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কোন আলেমই চুল-দাড়ি সাদা রাখাকে মাকরূহ বলেননি। কালো খেযাব ব্যবহারের অনুকূলেও রাসূলুল্লাহ (রা)-এর বাণী এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা যা দিয়ে চুল রংগিন করো তার মধ্যে কালো খেযাব খুবই উত্তম, তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা কাফেরদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকর (ইবনে মাজা, কিতাবুল লিবাস, বাবুল খিদাব বিস-সাওয়াদ)।

ফাতাওয়া আলমগীরীতে বলা হয়েছে ঃ বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, পুরুষের জন্য লাল রং-এর খেযাব ব্যবহার সুন্নাত এবং তা মুসলমানদের পরিচয়বাহী চিহ্ন (আলামত)। আর শত্রুবাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য মুসলিম সৈনিকদের জন্য কালো খেযাব ব্যবহার প্রশংসনীয়। আর নারীদের জন্য আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে কারো কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ, অবশ্য কতক বিশেষজ্ঞ আলেম তা সাধারণভাবেই জায়েয হিসেবে অনুমোদন করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নারীরা যেমন পুরুষদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করে, আমিও তেমন তাদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করি (যাখীরা)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে হেনা, কাতাম (কালো রংবাহী উদ্ভিজ্য) ও ওয়াসমা দ্বারা দাড়ি ও মাথার চুল খেযাব করা উত্তম। যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও সাধারণ অবস্থায় সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী তা দূষণীয় নয় (আল-যীনাহ, ৫ খ., পৃ. ৩৫৯; আরও দ্র. আল-মাওসূআতুল ফিক্হিয়্যা, ২ খ., পৃ. ২৮০; মোল্লা আলী আল-কারীকৃত মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ আল-মিরকাত, পোশাক অধ্যায়, ৮ খ., পৃ. ৩০৪ প.) (অনুবাদক)।

٣٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ شَيْبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ عِشْرِيْنَ شَعَرَةً .

৩৬৩০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্ধক্য বলতে ছিল গোটা বিশেক (সাদা) চুল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

কেশ গুচ্ছবদ্ধ করা বা গুচ্ছহীন রাখা।

٣٦٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ اَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِيْ ضَفَائِرَ .

৩৬৩১। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হানী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথার চুলে চারটি বেণি ছিলো (দা, তি)।

٣٦٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ .

৩৬৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব সম্প্রদায় তাদের মাথার চুল পিছনের দিকে ছেড়ে দিতো এবং মুশরিকরা মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি কাটতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) কিতাবীদের সাথে সামঞ্জস্যতা পছন্দ করতেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল স্ব-অবস্থায় পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সিঁথি কাটতেন।

٣٦٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرِقُ خَلْفَ يَافُوْخِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَسْدِلُ نَاصِيَتَهُ .

৩৬৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন দিকের চুলে সিঁথি কেটে দিতাম, পরে আমি তাঁর মাথার সামনের চুল স্ব-অবস্থায় পিছনের দিকে ছেড়ে দিতাম।

٣٦٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَعَرًا رَجِلاً بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ .

৩৬৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছিল সামান্য কোঁকড়ানো এবং দুই কান ও দুই কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলানো।

٣٦٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَعَرٌ دُوْنَ الْجُمَّةِ وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ .

৩৬৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল ছিলো তাঁর কানের লতির নিম্নভাগ অতিক্রম করে প্রায় কাঁধ বরাবর প্রলম্বিত (তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الشَّعَرِ

লম্বা চুল অপছন্দনীয়।

٣٦٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاٰنِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَلِىَ شَعَرٌ طَوِيْلٌ فَقَالَ ذُبَابٌ ذُبَابٌ فَانْطَلَقْتُ فَاَخَذْتُهُ فَرَاٰنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَعْنِكَ وَهٰذَا اَحْسَنُ .

৩৬৩৬। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথার লম্বা চুল দেখে বললেন ঃ দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য!! আমি ফিরে গিয়ে তা খাটো করে ফেললাম। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বলেন ঃ আমি তো তোমার সম্পর্কে মন্তব্য করিনি। তবে এটা উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْقَزَعِ

মাথার অংশবিশেষের চুল কামানো নিষেধ।

٣٦٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ اَنْ يُّحْلَقَ مِنْ رَاْسِ الصَّبِىِّ مَكَانٌ وَيُتْرَكَ مَكَانٌ .

৩৬৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাযা' নিষিদ্ধ করেছেন। রাবী জিজ্ঞাসা করেন, 'কাযা' কি? ইবনে উমার (রা) বলেন, 'কাযা' হলো- শিশুর মাথার একাংশের চুল কামানো এবং একাংশের চুল রেখে দেয়া।

٣٦٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ .

৩৬৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার অংশবিশেষের চুল কামাতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

আংটিতে নকশা করা।

٣٦٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَنْقُشْ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِىْ هٰذَا .

৩৬৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করলেন এবং তার গায়ে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" খোদাই করান। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার আংটিতে আমার আংটির নকশা খোদাই না করে।

٣٦٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اصْطَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ اِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ اَحَدٌ .

৩৬৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আংটি তৈরি করান, তারপর বলেন ঃ আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তাতে কিছু নকশা করিয়েছি। সুতরাং কেউ যেন এর অনুরূপ নকশা খোদাই না করায়।

٣٦٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

৩৬৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল এবং তার গায়ে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" খোদাইকৃত ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ النَّهْىِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

সোনার আংটি পরা নিষেধ।

٣٦٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلٰى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ .

৩৬৪২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

৩৬৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি পরা নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٦٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اَهْدَى النَّجَاشِيُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَلْقَةً فِيْهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعُوْدٍ وَاِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ اَوْ بِبَعْضِ اَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ اُمَامَةَ بِنْتِ اَبِى الْعَاصِ فَقَالَ تَحَلَّى بِهٰذَا يَا بُنَيَّةُ .

৩৬৪৪। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোনার একটি আংটি উপহার দেন। তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি অপছন্দ করায় একটি কাঠি বা হাতের আংগুল দ্বারা তা নিলেন, অতঃপর তাঁর কন্যার কন্যা (নাতনী) উমামা বিনতে আবুল আসকে ডেকে বলেন ঃ নাতনী! এটা তুমি পরো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهُ

যে ব্যক্তি আংটির পাথর তার হাতের তালুর দিকে রাখে।

٣٦٤٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهُ .

৩৬৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটির পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٣٦٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ الاَيْلِىِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِىٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِىْ بَطْنِ كَفِّهِ .

৩৬৪৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি পরেন, তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল। তিনি পাথরটি তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِيْنِ

ডান হাতে আংটি পরা।

٣٦٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ .

৩৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ التَّخَتُّمِ فِى الْاِبْهَامِ

বৃদ্ধাংগুলে আংটি পরা।

٣٦٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَخَتَّمَ فِىْ هٰذِهِ وَفِىْ هٰذِهِ يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ .

৩৬৪৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই আংগুলে এবং এই আংগুলে অর্থাৎ বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাতে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ الصُّوَرِ فِى الْبَيْتِ

ঘরে ছবি রাখা।

٣٦٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ .

৩৬৪৯। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

٣٦٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْىٰ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ .

৩৬৫০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

٣٦٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ سَاعَةٍ يَّأْتِيْهِ فِيْهَا فَرَاثَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِذَا هُوَ بِجِبْرَائِيْلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ قَالَ اِنَّ فِى الْبَيْتِ كَلْبًا وَاِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ .

৩৬৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিবরাঈল (আ)-এর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু তাতে বিলম্ব হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হলেন এবং দেখলেন, জিবরাঈল (আ) দরজায় দাঁড়ানো। তিনি বলেন ঃ ভিতরে প্রবেশ করতে কিসে আপনাকে বাঁধা দিলো? তিনি বলেন ঃ এ ঘরে একটি কুকুর আছে। যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।

٣٦٥٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ ثَنَا سُلَيْمُ ابْنُ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّ زَوْجَهَا فِىْ بَعْضِ الْمَغَازِىْ فَاسْتَاْذَنَتْهُ اَنْ تُصَوِّرَ فِىْ بَيْتِهَا نَخْلَةً فَمَنَعَهَا اَوْ نَهَاهَا

৩৬৫২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে অবহিত করে যে, তার স্বামী একটি জিহাদে গিয়েছে। সে তাঁর নিকট তার ঘরে একটি খেজুর গাছের ছবি আঁকার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ الصُّوَرِ فِيْمَا يُوْطَأُ

পদদলিত হওয়ার স্থানের ছবি।

٣٦٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِىْ تَعْنِى الدَّاخِلَ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ هَتَكَهُ فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْبُوْذَتَيْنِ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى اِحْدَاهُمَا .

৩৬৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত একটি পর্দা টানালাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তা ছিঁড়ে ফেলেন। পরে আমি তা দিয়ে দু'টি তাকিয়ার গেলাফ বানালাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার একটিতে হেলান দিয়ে বসতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

লাল জিনপোষ ব্যবহার।

٣٦٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ يَعْنِى الْحَمْرَاءَ .

৩৬৫৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি এবং লাল রঙের জিনপোষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ

চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হওয়া।

٣٦٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِىُّ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ الْحَجْرِىِّ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرٍ

الْحَجْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهٰى عَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ .

৩৬৫৫। আমের আল-হাজরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু রায়হানা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হতে নিষেধ করতেন।

٣٦٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِى الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ .

৩৬৫৬। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হতে নিষেধ করতেন।

অধ্যায় ঃ ৩৩

كِتَابُ الْأَدَبِ

(শিষ্টাচার)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার।

٣٦٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِىْ سَلاَمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أُوْصِىْ امْرَءًا بِأُمِّهِ أُوْصِىْ امْرَءًا بِأُمِّهِ أُوْصِىْ اِمْرَءً بِأُمِّهِ ثَلاَثًا أُوْصِىْ اِمْرَءً بِاَبِيْهِ أُوْصِىْ امْرَءًا بِمَوْلاَهُ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَاِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ اَذًى يُؤْذِيْهِ .

৩৬৫৭। আবু সালামা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, তিনি তিনবার এ কথা বলেন। আমি লোককে তার পিতার সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি মানুষকে তার অধীন দাসের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে তার সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করে।

٣٦٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَلْمَكِّىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبَاكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ الْاَدْنٰى فَالْاَدْنٰى .

৩৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার সাথে সদাচরণ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। তারা বললেন, অতঃপর কার সাথে ? তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে। তারা বলেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বলেন ঃ তোমার পিতার সাথে। তারা বলেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বলেন, অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সাথে।

٣٦٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِداً اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ .

৩৬৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তাকে দাসরূপে পায় এবং তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয় (তাহলে কিছু হক আদায় হয়)।

٣٦٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ اَلْفَ اُوْقِيَّةٍ كُلُّ اُوْقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اَنّٰى هٰذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ .

৩৬৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক কিন্‌তার হলো বারো হাজার উকিয়ার সমান এবং উকিয়া হলো আসমান-যমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, এটা (মর্যাদা বৃদ্ধি) কিভাবে হলো? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।

٣٦٦١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاُمَّهَاتِكُمْ ثَلاَثًا اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاٰبَائِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ .

৩৬৬১। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। একথা তিনি তিনবার বলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পর্যায়ক্রমে তোমাদের নিকটবর্তীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (সদাচারের)।

٣٦٦٢-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ .

৩৬৬২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার আছে? তিনি বলেন ঃ তারা তোমার বেহেশত এবং তোমার দোযখ।

٣٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ .

৩৬৬৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ পিতা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। অতএব তুমি ঐ দরজা নষ্টও করতে পারো অথবা তার হেফাজতও করতে পারো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

যার সাথে তোমার পিতা সম্পর্ক রেখেছেন তুমিও তার সাথে সেই সম্পর্ক বজায় রাখো।

٣٦٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَسِيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلٰى بَنِى سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَبَقِىَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ اَلصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِيْفَاءٌ بِعُهُوْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا .

৩৬৬৪। আবু উসাইদ মালেক ইবনে রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতার

মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচারের কিছু অবশিষ্ট আছে কি, যা আমি তাদের সাথে করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তাদের জন্য দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা, তাদের বন্ধুদের সম্মান করা এবং (অপরের সাথে) তাদের গড়ে তোলা সম্পর্ক উজ্জীবিত রাখা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ وَالْاِحْسَانِ اِلَى الْبَنَاتِ

কন্যা সন্তানদের সাথে পিতার সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন।

٣٦٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَقَالُوْا لٰكِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَمْلِكُ اَنْ كَانَ اللّٰهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ .

৩৬৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের চুমু দেন? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তারা বললো, কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! আমরা চুমু দেই না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি আর কি করতে পারি!

٣٦٦٦-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهْبٌ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَمَّهُمَا اِلَيْهِ وَقَالَ اِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ

৩৬৬৬। ইয়ালা আল-আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ও হোসাইন (রা) দৌড়াতে দৌড়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ সন্তান মানুষকে কাপুরুষ ও দুর্বল বানিয়ে দেয়।

٣٦٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبِىْ يَذْكُرُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةً اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ .

৩৬৬৭। সুরাকা ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম দান-খয়রাতের পথ নির্দেশ করবো না? তোমার

যে কন্যা তোমার নিকট ফিরে এসেছে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী নেই। তার জন্য কৃত দান-খয়রাত সর্বোত্তম।

٣٦٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ اَخْبَرَنِىْ سَعْدُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ قَالَ دَخَلَتْ عَلٰى عَائِشَةَ امْرَاَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَاَعْطَتْهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً ثُمَّ صَدَّعَتِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ فَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَا اَعْجَبُكِ لَقَدْ دَخَلَتْ بِهِ الْجَنَّةَ .

৩৬৬৮। আহনাফ (রা)-এর পিতৃব্য সাসাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দুই কন্যা সন্তানসহ আয়েশা (রা)-এর নিকট এলো। তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। সে তাদের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিলো এবং অবশিষ্ট খেজুরটিও দুই টুকরা করে তাদের মাঝে বণ্টন করলো। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আমি তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তো অবাক হচ্ছো, এর ফলে সে অবশ্যি জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

٣٦٦٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُشَانَةَ الْمَعَافِرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَاَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৬৬৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।

٣٦٧٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ فِطْرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ اَوْ صَحِبَهُمَا اِلاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ .

৩৬৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির দুইটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে যত দিন তারা একত্রে বসবাস করবে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

٣٦٧١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُمَارَةَ اَخْبَرَنِى الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَكْرِمُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ .

৩৬৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ করো এবং তাদেরকে উত্তমরূপে সদাচার শিক্ষা দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ

প্রতিবেশীর অধিকার।

٣٦٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ

৩৬৭২। আবু শুরায়হ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় নীরবে থাকে।

٣٦٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرَائِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

৩৬৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই তিনি তাকে হয়তো ওয়ারিস বানাবেন।

٣٦٧٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا يُونُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرَائِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

৩৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমার মনে হলো যে, অচিরেই তিনি হয়তো তাকে ওয়ারিস বানাবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

মেহমানের অধিকার।

٣٦٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتّٰى يُحْرِجَهُ اَلضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَمَا اَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৩৬৭৫। আবু শুরায়হ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর মেহমানের অধিকার হলো এক দিন ও এক রাত। আপ্যায়নকারীর কষ্ট হতে পারে এরূপ দীর্ঘ সময় তার নিকট মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়। আপ্যায়ন তিন দিন। তিন দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য যা সে ব্যয় করবে তা তার জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে।

٣٦٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُوْنَا فَمَا تَرٰى فِيْ ذٰلِكَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِيْ يَنْبَغِيْ لَهُمْ .

৩৬৭৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আপনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব জনপদে যাত্রাবিরতি করি যারা আমাদের আপ্যায়ন করে না। এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেন ঃ যদি তোমরা কোন বসতি এলাকায় যাত্রাবিরতি করো এবং তারা মেহমানের আপ্যায়নযোগ্য ব্যবস্থা করলে তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যদি তারা তা না করে, তবে তাদের থেকে তাদের সামর্থ্য অনুসারে মেহমানদারির ন্যায্য দাবি আদায় করো।

٣٦٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ اَبِيْ كَرِيْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَاِنْ اَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اقْتَضٰى وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ .

৩৬৭৭। মিকদাম আবু কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতে আগত মেহমানকে আপ্যায়ন করা বাধ্যতামূলক। কারো বাড়ির আঙ্গিনায় মেহমান (অভুক্ত) রাত কাটালে সেটা (বাড়ির মালিকের জন্য) ঋণ স্বরূপ। মেহমান ইচ্ছা করলে এই ঋণ উসুল করতেও পারে অথবা ত্যাগও করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ حَقِّ الْيَتِيْمِ

ইয়াতীমের অধিকার।

٣٦٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْاَةِ .

৩৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বলের অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীর অধিকার (নস্যাৎ করা) নিষিদ্ধ করছি।

٣٦٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ عَتَّابٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ .

৩৬৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে সদয় ব্যবহার করা হয়, সেই ঘরই সর্বোত্তম। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে নির্দয় ব্যবহার করা হয়, সেই ঘরই সর্বাধিক নিকৃষ্ট।

٣٦٨٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْكَلْبِيُّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ ثَلاَثَةً مِنَ الْاَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ اَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ وَاَلْصَقَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى .

৩৬৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতীমের ভরণপোষণ করে, সে ঐ ব্যক্তি সমতুল্য যে রাতভর ইবাদতরত থাকে, দিনভর রোযা রাখে এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ করে। জান্নাতে আমি ও সেই ব্যক্তি এই দুই বোনের মত দুই ভাইরূপে বসবাব করবো, (এই বলে) তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে দেখান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ اِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ

যাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ।

٣٦٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبَانَ ابْنِ صَمْعَةَ عَنْ اَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اِعْزِلِ الْاَذٰى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ .

৩৬৮১। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের পথনির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বলেন ঃ মুসলমানদের যাতায়াতের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলো।

٣٦٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ عَلَى الطَّرِيْقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ فَاَمَاطَهَا رَجُلٌ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ .

৩৬৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক রাস্তার উপর একটি গাছের ডাল এসে পড়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিতো। এক ব্যক্তি তা সরিয়ে ফেললে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

٣٦٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى اَبِىْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُمَّتِىْ بِاَعْمَالِهَا حَسَنِهَا وَسَيِّئِهَا فَرَاَيْتُ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُنَحّٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَرَاَيْتُ فِىْ سَيِّءِ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ .

৩৬৮৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের ভালো ও মন্দ কার্যাবলী আমার সামনে পেশ করা হলে, আমি তাদের ভালো কার্যাবলীর মধ্যে যাতায়াতের পথ থেকে তাদের কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম এবং তাদের নিকৃষ্ট কার্যাবলীর মধ্যে মসজিদে থুথু ফেলাও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম যা (মাটি দিয়ে) ঢেকে দেয়া হয়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَاءِ

পানি দান করার ফযীলাত।

٣٦٨٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ سَقْىُ الْمَاءِ .

৩৬৮৪। সাদ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন প্রকারের দান সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ পানি পান করানো।

٣٦٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوْفًا (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ اَهْلُ الْجَنَّةِ) فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا فُلاَنُ اَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ اَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُوْرًا فَيَشْفَعُ

لَهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَقُولُ يَا فُلاَنُ اَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِيْ فِيْ حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبْتُ لَكَ فَيَشْفَعُ لَهُ .

৩৬৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা বা জান্নাতবাসীরা কিয়ামতের দিন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে। তখন এক জাহান্নামী এক জান্নাতীর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হে অমুক! তোমার কি মনে পড়ে, এক দিন তুমি পানি পান করতে চেয়েছিলে এবং আমি তোমাকে শরবত পান করিয়েছিলাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতী লোকটি তার জন্য শাফায়াত করবে। আরেক ব্যক্তি যাওয়ার সময় বলবে, তোমার কি মনে আছে, এক দিন আমি তোমাকে উযুর পানি দিয়েছিলাম? তখন সে তার জন্য শাফাআত করবে। ইবনে নুমাইর (র)-র বর্ণনায় আরো আছে ঃ আরেক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তোমার কি মনে আছে, এক দিন তুমি আমাকে অমুক অমুক প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলে এবং আমি তোমার প্রয়োজন সমাধা করতে গিয়েছিলাম? তখন সে তার জন্য শাফায়াত করবে।

٣٦٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ تَغْشٰى حِيَاضِيْ قَدْ لُطْتُهَا لاِبِلِيْ فَهَلْ لِيَ مِنْ اَجْرٍ اِنْ سَقَيْتُهَا قَالَ نَعَمْ فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى اَجْرٌ .

৩৬৮৬। সুরাকা ইবনে জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার উটের জন্য পানির যে চৌবাচ্চা তৈরি করে রেখেছি, পথ ভুলে আসা উটও তার পানি পান করে। আমি যে সেটিকে পানি পান করতে দিলাম, তাতে কি আমার সওয়াব হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, প্রতিটি কলিজাধারী অর্থাৎ প্রাণধারীর বেলায় সওয়াব রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ الرِّفْقِ

নম্র ব্যবহার।

٣٦٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ هِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ .

৩৬৮৭। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নম্র স্বভাব বঞ্চিত, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

٣٦٨٨- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَفْصٍ الاَيْلِىُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ .

৩৬৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ হলেন রফীক (নম্র), তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার সাথে (দীনের) দাওয়াত দানকারীকে যে পরিমাণ সওয়াব দান করেন, কঠোরতা প্রদর্শনকারীকে তদ্রূপ দান করেন না।

٣٦٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ .

৩৬৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ হলেন নম্র ও দয়ার্দ্র, তিনি প্রতিটি বিষয়ে নম্রতা ও দয়ার্দ্রতা প্রর্দশন পছন্দ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ الْاِحْسَانِ اِلَى الْمَمَالِيْكِ

দাস-দাসীর সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার।

٣٦٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ .

৩৬৯০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (এরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করেছেন। অতএব তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো,

তাদেরকেও তা পরিধান করাও এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যাতীত কাজ চাপিও না, যদি চাপাও তবে তোমরা (সেই কাজে) তাদের সাহায্য করো।

٣٦٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ الْاُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامٰى قَالَ نَعَمْ فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ اَوْلاَدِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ قَالُوْا فَمَا يَنْفَعُنَا فِى الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَمْلُوْكُكَ يَكْفِيْكَ فَاِذَا صَلّٰى فَهُوَ اَخُوْكَ .

৩৬৯১। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অধীনস্তদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের অবহিত করেননি যে, এই উম্মাতের অধিকাংশ হবে গোলাম ও ইয়াতীম? তিনি বলেন ঃ হাঁ। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানের মত তাদের সাথে ব্যবহার করো এবং তোমরা যা আহার করো তা তাদেরকেও আহার করাও। সাহাবীগণ বলেন, দুনিয়াতে কি জিনিস আমাদের উপকারে আসবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করার উদ্দেশে তুমি যে ঘোড়া প্রতিপালন করো এবং যে গোলাম তোমার দায়িত্ব পালন করে। সে যদি নামায পড়ে, তবে সে তোমার ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ اِفْشَاءِ السَّلاَمِ

সালামের প্রসার ঘটানো।

٣٦٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

৩৬৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না

করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের প্রতি পথনির্দেশ দিবো না যা করলে তোমরা পরস্পরকে মহব্বত করবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।

٣٦٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ اَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ اَنْ نُفْشِىَ السَّلاَمَ .

৩৬৯৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সালামের প্রসার ঘটাই।

٣٦٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَفْشُوا السَّلاَمَ .

৩৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দয়াময় রহমানের ইবাদত করো এবং সালামের প্রসার ঘটাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ رَدِّ السَّلاَمِ

সালামের উত্তর দেওয়া।

٣٦٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ .

৩৬৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। সে নামায পড়ার পর এসে সালাম করলো। তিনি উত্তরে বলেন ঃ তোমার প্রতিও সালাম।

٣٦٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ جِبْرَائِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

৩৬৯৬। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রা) বলেন, তার প্রতিও সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ رَدِّ السَّلاَمِ عَلى اَهْلِ الذِّمَّةِ

যিম্মীদের সালামের উত্তর দেওয়া।

٣٦٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ .

৩৬৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আহলে কিতাবের কেউ তোমাদের সালাম দিলে তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের প্রতিও)।

٣٦٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ .

৩৬৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদল ইহূদী এসে বললো, আস-সামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসিম! (হে আবুল কাসেম! তোমার মৃত্যু হোক)। তিনি উত্তরে বলেন ঃ ওয়া আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)।

٣٦٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ رَاكِبٌ غَدًا اِلَى الْيَهُوْدِ فَلاَ تَبْدَءُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ فَاِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ .

৩৬৯৯। আবু আবদুর রহমান আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আগামী কাল আমি জন্তুযানে করে ইহূদীদের এলাকায় যাবো। তোমরা আগে তাদের সালাম করো না। তারা তোমাদেরকে সালাম করলে তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের প্রতি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ السَّلاَمِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ

শিশু ও নারীদের সালাম করা।

٣٧٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .

৩৭০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন, আমরা ছিলাম বালক। তিনি আমাদের সালাম দিলেন।

٣٧٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .

৩৭০১। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মহিলাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় আমাদের সালাম দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ الْمُصَافَحَةِ

মুসাফাহা (করমর্দন) করা।

٣٧٠٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّدُوْسِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَنْحَنِىْ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ لاَ قُلْنَا اَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ تَصَافَحُوْا .

৩৭০২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি (পারস্পরিক সাক্ষাতে) একে অপরের সামনে মাথা ঝুঁকাবো? তিনি বলেন ঃ না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি পরস্পর মুআনাকা (আলিংগন) করবো? তিনি বলেন ঃ না, বরং তোমরা পরস্পর মুসাফাহা করো।

٣٧٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا .

৩৭০৩। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন মুসলমান পারস্পরিক সাক্ষাতে মুসাফাহা করলে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

একে অপরের হাতে চুমা দেয়া।

٣٧٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৭০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে চুমা দিয়েছি।

٣٧٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَغُنْدَرٌ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ اَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَبَّلُوْا يَدَ النَّبِىِّ ﷺ وَرِجْلَيْهِ .

৩৭০৫। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। একদল ইহূদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ও পদদ্বয়ে চুমা দিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ

অনুমতি প্রার্থনা।

٣٧٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اَبَا مُوْسٰى اسْتَاْذَنَ عَلٰى عُمَرَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَانْصَرَفَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ اسْتَاْذَنْتُ الْاِسْتِئْذَانَ الَّذِىْ اَمَرَنَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثًا فَاِنْ اُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا وَاِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا قَالَ فَقَالَ لَتَاْتِيَنِّىْ عَلٰى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ اَوْ لَاَفْعَلَنَّ فَاَتٰى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوْا لَهُ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ .

৩৭০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা (রা) উমার (রা)-র নিকট তিনবার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তিনি অনুমতি পেলেন না। তাই তিনি ফিরে গেলেন। উমার (রা) তার নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ফিরে যাওয়ার কারণ কি? তিনি বলেন, আমি অনুমতি প্রার্থনা করেছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হলে আমরা প্রবেশ করেছি এবং অনুমতি না দেয়া হলে ফিরে গেছি। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, উমার (রা) বললেন, এ বিষয়ে অবশ্যই আপনাকে আমার নিকট সাক্ষী পেশ করতে হবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই একটা কিছু করবো (আপনাকে শাস্তি দিবো)। আবু মূসা (রা) তার সম্প্রদায়ের সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের সাক্ষ্য তলব করেন। তারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে উমার (রা) তার পথ ছেড়ে দেন।

٣٧٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَاصِلِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى سَوْرَةَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا السَّلاَمُ فَمَا الْاِسْتِئْذَانُ قَالَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيْحَةً وَتَكْبِيْرَةً وَتَحْمِيْدَةً وَيَتَنَحْنَحُ وَيُؤْذِنُ اَهْلَ الْبَيْتِ .

৩৭০৭। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সালাম তো বুঝলাম, কিন্তু অনুমতি প্রার্থনা কি? তিনি বলেন ঃ আগন্তুক মুখে আল্লাহ্‌র গুণগান, মহত্ব ও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে বা গলা খাকারি দিয়ে বাড়ির লোকজনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবে।

٣٧٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُدْخَلاَنِ مُدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمُدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ اِذَا اَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ يَتَنَحْنَحُ لِىْ •

৩৭০৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার হাজির হওয়ার দুইটি সময় নির্দিষ্ট ছিলো ঃ রাতে একবার এবং দিনে একবার। আমি তাঁর নিকট তাঁর নামাযরত অবস্থায় উপস্থিত হলে তিনি আমার উদ্দেশে গলা খাকারি দিতেন।

٣٧٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَاْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَا اَنَا .

৩৭০৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? আমি বললাম, আমি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি! আমি (নাম বলতে পারো না)!

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ

কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন গেলো?

٣٧١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا وَلَمْ يَعُدْ سَقِيْمًا .

৩৭১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার রাত কেমন গেলো? তিনি বলেন ঃ ভালোভাবেই কেটেছে, সেই লোকের চেয়ে যে রোযা অবস্থায় প্রভাত করেনি এবং রুগ্ন ব্যক্তিকেও দেখতে যায়নি।

٣٧١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ اَبُوْ اُمِّىْ مَالِكُ ابْنُ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوْا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ كَيْفَ اَصْبَحْتُمْ قَالُوْا بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللّٰهَ فَكَيْفَ اَصْبَحْتَ بِاَبِيْنَا وَاُمِّنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ اَحْمَدُ اللّٰهَ .

৩৭১১। আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র ওখানে প্রবেশ করে তাকে বলেন ঃ আসসালামু আলাইকুম। তারা উত্তরে বলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের রাত কেমন গেলো? তারা বলেন, ভালোভাবেই কেটেছে, আল্লাহ্র প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনার রাত কেমন কেটেছে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, আমার রাতও ভালোই কেটেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ

তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তোমরা তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে।

٣٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ .

৩৭১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তোমরা তাকে যথাযথ সম্মান করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ

হাঁচির জবাব দেওয়া।

٣٧١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا (اَوْ سَمَّتَ) وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ فَشَمَّتَّ اَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنَّ هٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ .

৩৭১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলে, তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপর জনের জবাব দেননি। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট দুই ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে। আপনি তাদের একজনের জবাব দিলেন এবং অপর জনের জবাব দেননি। তিনি বলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছে এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেনি।

٣٧١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلاَثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ .

৩৭১৪। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাঁচিদাতার উত্তর দিতে হবে তিনবার, এর অধিক বার হাঁচি দিলে সে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত।

٣٧١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

৩৭১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে যেন বলে, আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)। তার আশেপাশে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমায় অনুগ্রহ করুন)। প্রতিউত্তরে হাঁচিদাতা যেন বলে, ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম (আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থার সংশোধন করুন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ اِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيْسَهُ

যে কেউ নিজ সহযোগীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

٣٧١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اَبِيْ يَحْيَ الطَّوِيْلِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَنْصَرِفُ وَاِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ (مِنْ يَدِهِ) حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَنْزِعُهَا وَلَمْ يُرَ مُتَقَدِّمًا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيْسًا لَهُ قَطُّ

৩৭১৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতেন এবং কথা বলতেন, তখন সে মুখ ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিতেন না এবং যখন কারো সাথে

মুসাফাহা করতেন, তখন সে তার হাত সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তার থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতেন না। তাঁর সাথে উপবিষ্ট লোকদের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে কখনো বসতে দেখা যায়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ

কোন ব্যক্তি মজলিসে নিজ স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার।

৩৭১৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ .

৩৭১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الْمَعَاذِيْرِ

ওযর বা অপারগতা প্রকাশ।

৩৭১৮- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَوْدَانٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اعْتَذَرَ اِلٰى اَخِيْهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ .

৩৭১৮। জাওদান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট ওযর বা অপারগতা প্রকাশ করলে এবং সে তা গ্রহণ না করলে, সে কর আদায়কারীর অপরাধের সমান অপরাধী গণ্য হবে।

৩৭১৮(১)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (هُوَ ابْنُ مِيْنَاءَ) عَنْ جَوْدَانٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৭১৮(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)-ওয়াকী-সুফিয়ান-ইবনে জুরাইজ-আব্বাস ইবনে আবদুর রহমান-জাওদান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ الْمَزَاحِ

রসিকতা।

٣٧١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ وَهْبِ ابْنِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ تِجَارَةٍ اِلٰى بُصْرٰى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِىِّ ﷺ بِعَامٍ وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُوَيْبِطُ ابْنُ حَرْمَلَةَ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ وَكَانَ سُوَيْبِطٌ رَجُلاً مَزَّاحًا فَقَالَ لِنُعَيْمَانَ اَطْعِمْنِىْ قَالَ حَتّٰى يَجِئَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ فَلَاُغِيْظَنَّكَ قَالَ فَمَرُّوْا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُوَيْبِطٌ تَشْتَرُوْنَ مِنِّىْ عَبْدًا لِىْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلاَمٌ وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ اِنِّىْ حُرٌّ فَاِنْ كُنْتُمْ اِذَا قَالَ لَكُمْ هٰذِهِ الْمَقَالَةَ تَرَكْتُمُوْهُ فَلاَ تُفْسِدُوْا عَلَىَّ عَبْدِىْ قَالُوْا لاَ بَلْ نَشْتَرِيْهِ مِنْكَ فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلاَئِصَ ثُمَّ اَتَوْهُ فَوَضَعُوْا فِىْ عُنُقِهِ عِمَامَةً اَوْ حَبْلاً فَقَالَ نُعَيْمَانُ اِنَّ هٰذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَاِنِّىْ حُرٌّ لَسْتُ بِعَبْدٍ فَقَالُوْا قَدْ اَخْبَرَنَا خَبَرَكَ فَانْطَلَقُوْا بِهِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخْبَرُوْهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلاَئِصَ وَاَخَذَ نُعَيْمَانَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاَخْبَرُوْهُ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلاً .

৩৭১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের এক বছর পূর্বে আবু বাক্‌র (রা) ব্যবসা উপলক্ষে বুসরা যান। নুআইমান (রা) এবং হারমালার পুত্র সুয়াইবিত তার সাথে ছিলেন। তারা উভয়ে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নুআইমান (রা) রসদপত্রের দায়িত্বে ছিলেন। সুয়াইবিত (রা) ছিলেন কৌতুক প্রিয়। তিনি নুআইমান (রা)-কে বলেন, আমাকে কিছু আহার দিন। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনি বলেন, না, আমি আপনাকে পেরেশান করে ছাড়বো। রাবী বলেন, অতঃপর তারা একদল লোককে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সুয়াইবিত (রা) তাদের বলেন, তোমরা কি আমার নিকট থেকে আমার একটি গোলাম খরিদ করবে? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, সে এমন গোলাম যার

একটা কথা আছে। সে তোমাদের বলবে, আমি স্বাধীন । তোমরা তার এ কথায় বিশ্বাস করে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে কিন্তু আমার এ গোলামের ব্যাপারে ফ্যাসাদে ফেলো না যেন। তারা বললো, না, আমরা বরং তাকে তোমার থেকে ক্রয় করবো। তারা তার থেকে তাকে দশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করে তার নিকট এলো। তারা তার গলায় পাগড়ি অথবা রশি বাঁধলো। নুআইমান (রা) বলেন, এলোক কিন্তু তোমাদের সাথে উপহাস করেছে, সত্যি আমি স্বাধীন, গোলম নই। তারা বললো, তোমার ব্যাপারটি আমাদের অবহিত করা হয়েছে। তারা তাকে নিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে আবু (রা) এসে গেলে তার সঙ্গীরা তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাদের নিকট গেলেন এবং তাদের উট তাদেরকে ফেরত দিয়ে নুআইমান (রা)- কে ছাড়িয়ে আনলেন। রাবী বলেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তাকে নিয়ে (এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে) প্রায় এক বছর হাসি-তামাশা করেন।

٣٧٢٠-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سمعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَالِطُنَا حَتّٰى يَقُوْلَ لاَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِىْ طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهٖ .

৩৭২০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে বলতেন ঃ হে আবু উমাইর! কি করেছে নুগাইর? ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ যে পাখিটি নিয়ে আবু উমাইর খেলা করতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ

সাদা চুল উপড়ানো।

٣٧٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ .

৩৭২১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা চুল উপড়াতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা মুমিনের নূর।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ الْجُلُوْسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

ছায়া ও রোদের মাঝামাঝি বসা।

٣٧٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ اَبِى الْمُنِيْبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ .

৩৭২২। ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছায়া ও রোদের মাঝামাঝি বসতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجْهِ

উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ।

٣٧٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَصَابَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى بَطْنِىْ فَرَكَضَنِىْ بِرِجْلِهِ وَقَالَ مَا لَكَ وَلِهٰذَا النَّوْمِ هٰذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللّٰهُ اَوْ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ .

৩৭২৩। কায়েস ইবনে তিখফা (তাহ্ফা) আল-গিফারী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মসজিদে উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় পেলেন। তিনি তাঁর পা দ্বারা আমাকে খোঁচা মেরে বলেন ঃ তোমার এ ধরনের শোয়া কিরূপ। এ ধরনের শোয়া তো আল্লাহ অপছন্দ করেন বা ঘৃণা করেন।

٣٧٢٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ مَرَّ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا مُضْطَجِعٌ عَلٰى بَطْنِىْ فَرَكَضَنِىْ بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنَيْدِبُ اِنَّمَا هٰذِهِ ضِجْعَةُ اَهْلِ النَّارِ .

৩৭২৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা খোঁচা মেরে বলেন ঃ হে জুনাইদিব! এটা তো জাহান্নামীর শয়ন।

٣٧٢٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جَمِيْلٍ الدِّمَشْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ قُمْ وَاقْعُدْ فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ .

৩৭২৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপুড় হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যেতে তাঁর পা দ্বারা তাকে খোঁচা মেরে বলেন ঃ দাঁড়াও অথবা বসো। কেননা এটা জাহান্নামীর শয়ন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ تَعَلُّمِ النُّجُوْمِ

জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন।

٣٧٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ .

৩৭২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিক্ষা করলো, সে যেন যাদু বিদ্যার একটা শাখা আয়ত্ত করলো, এখন তা যত বাড়ায় বাড়াক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ

বাতাসকে গালি দেওয়া নিষেধ।

٣٧٢٧-حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثَنَا ثَابِتٌ الزُّرَقِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلٰكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا

৩৭২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কারণ তা আল্লাহ্র রহমাতের অন্তর্ভুক্ত, তা রহমাত ও শাস্তি বয়ে আনে। তোমরা আল্লাহ্র নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রার্থনা করো এবং তার মধ্যে নিহিত অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْاَسْمَاءِ

যেসব নাম পছন্দনীয়।

٣٧٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ .

৩৭২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْاَسْمَاءِ

যেসব নাম অপছন্দনীয়।

٣٧٢٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ عِشْتُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْهَيَنَّ اَنْ يُسَمّٰى رَبَاحٌ وَنَجِيْحٌ وَاَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ .

৩৭২৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইনশাআল্লাহ আমি বেঁচে থাকলে রাবাহ, নাজীহ, আফলাহ, নাফে ও ইয়াসার নাম রাখতে নিষেধ করবো।

٣٧٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُسَمِّىَ رَقِيْقَنَا اَرْبَعَةَ اَسْمَاءٍ اَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَرَبَاحٌ وَيَسَارٌ .

৩৭৩০। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দাসদের চারটি নামে নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন ঃ আফলাহ, নাফে, রাবাহ ও ইয়াসার।

٣٧٣١-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ فَقُلْتُ مَسْرُوْقُ ابْنُ الْاَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْاَجْدَعُ شَيْطَانٌ .

৩৭৩১। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, তুমি কে? আমি বললাম, মাসরূক ইবনুল আজদা। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আজদা এক শয়তানের নাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ تَغْيِيْرِ الْاَسْمَاءِ

নাম পরিবর্তন করা।

٣٧٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ لَهَا تُزَكِّىْ نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ .

৩৭৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যয়নব (রা)-র নাম ছিলো বাররাহ (পুণ্যবতী)। এতে বলাবলি হলো যে, তিনি নিজেই নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখলেন যয়নব।

٣٧٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْلَةَ .

৩৭৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-র এক কন্যাকে আসিয়া (গুনাহগার) নামে ডাকা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখলেন জামীলা (সুন্দরী)।

٣٧٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَعْلٰى اَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِى ابْنُ اَخِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ اِسْمِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَسَمَّانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ .

৩৭৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার নাম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِىِّ ﷺ وَكُنْيَتِه

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও তাঁর উপনাম একত্র করা।

٣٧٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ .

৩৭৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।

٣٧٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ .

৩৭৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।

٣٧٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَقِيْعِ فَنَادٰى رَجُلٌ رَجُلاً يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَعْنِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ .

৩৭৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বকী' নামক স্থানে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ডাক দিয়ে বললো, হে আবুল কাসেম! এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরে তাকালেন। সে বললো, আমি আপনাকে ডাকিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَنِىْ قَبْلَ اَنَّ يُّوْلَدَ لَهُ

সন্তান ভূমিষ্ঠ না হতেই কোন ব্যক্তির উপনাম গ্রহণ।

٣٧٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ مَا لَكَ تَكْتَنِىْ بِاَبِىْ يَحْىٰ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ قَالَ كَنَّانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِىْ يَحْىٰ .

৩৭৩৮। হামযা ইবনে সুহাইব (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) সুহাইব (রা)-কে বললেন, ব্যাপার কি, তুমি যে আবু ইয়াহ্ইয়া উপনাম গ্রহণ করেছো, অথচ তোমার কোন সন্তান নেই? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপনাম রেখেছেন আবু ইয়াহ্ইয়া।

٣٧٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مَوْلًى لِلزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ كُلُّ اَزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ غَيْرِىْ قَالَ فَاَنْتِ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ .

৩৭৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনি আমি ছাড়া আপনার সকল স্ত্রীর উপনাম রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি উম্মু আবদুল্লাহ।

٣٧٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْتِيْنَا فَيَقُوْلُ لاَخٍ لِىْ وَكَانَ صَغِيْرًا يَا اَبَا عُمَيْرٍ .

৩৭৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসতেন এবং আমার এক ছোট্ট ভাইকে আবু উমাইর বলে ডাকতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ الْاَلْقَابِ

উপাধি।

٣٧٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ جَبِيْرَةَ ابْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ فِيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ (وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ)

قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَالرَّجُلُ مِنَّا لَهُ الاِسْمَانِ وَالثَّلاَثَةُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رُبَّمَا دَعَاهُمْ بِبَعْضِ تِلْكَ الْاَسْمَاءِ فَيُقَالُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هٰذَا فَنَزَلَتْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ .

৩৭৪১। আবু জাবীরা ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না" (সূরা হুজুরাত ঃ ১১) আয়াতটি আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন। আমাদের কারো কারো দুই-তিনটি নাম ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো সে সব নামের কোন কোনটি ধরে ডাকতেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নামে সে চটে যায়। তখন "তোমরা পরস্পরকে মন্দ নামে ডেকো না" শীর্ষক আয়াত নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ الْمَدْحِ

কারো প্রশংসা বা চাটুকারিতা।

٣٧٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَعْمَرٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَحْثُوَ فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ .

৩৭৪২। মিকদাদ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চাটুকারদের মুখে ধুলা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٧٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَاِنَّهُ الذَّبْحُ .

৩৭৪৩। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা পরস্পরের সামনাসামনি প্রশংসা করো না। কেননা তা হত্যার সমতুল্য।

٣٧٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ اِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا اَخَاهُ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُهُ وَلاَ اُزَكِّى عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا .

৩৭৪৪। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আরেক ব্যক্তির প্রশংসা করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি তোমার সাথীকে হত্যা করলে। তিনি কথাটি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতে চায়, তবে সে যেন বলে, আমি এরূপ ধারণা করি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট কারো সাফাই গাওয়ার অধিকারী নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ اَلْمُسْتَشَارِ مُؤْتَمَنٌ

পরামর্শদাতা আমানতদার।

٣٧٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ .

৩৭৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরামর্শদাতা হলো আমানতদার।

٣٧٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ .

৩৭৪৬। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তাকে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।

٣٧٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ وَعَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَشَارَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ .

৩৭৪৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চাইলে সে যেন তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ دُخُوْلِ الْحَمَّامِ

গোসলখানায় প্রবেশ করা।

٣٧٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِى يَعْلٰى وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ الْاَفْرِيْقِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُفْتَحُ لَكُمْ اَرْضُ الْاَعَاجِمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ اِلاَّ بِاِزَارٍ وَامْنَعُوا النِّسَاءَ اَنْ يَدْخُلْنَهَا اِلاَّ مَرِيْضَةً اَوْ نُفَسَاءَ .

৩৭৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কতক অনারব ভূমি তোমাদের করায়ত্ত হবে। সেখানে তোমরা হাম্মাম (গোসলখানা) নামে কিছু ঘর দেখতে পাবে। তোমাদের পুরুষরা যেন লুঙ্গি ব্যতীত সেখানে প্রবেশ না করে এবং নারীদেরকে তাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখবে, তবে অসুস্থ কিংবা হায়েয-নিফাসগ্রস্ত হলে ঢুকতে পারবে।

٣٧٤٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ اَبِىْ عُذْرَةَ قَالَ (وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مِنَ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ اَنْ يَدْخُلُوْهَا فِى الْمَيَازِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ .

৩৭৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ ও নারীদের গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। পরে তিনি পুরুষদেরকে লুঙ্গিসহ প্রবেশের অনুমতি দেন, কিন্তু নারীদের অনুমতি দেননি।

٣٧٥٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ الْهُذَلِىِّ اَنَّ نِسْوَةً مِنْ اَهْلِ حِمْصَ اسْتَاْذَنَّ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِىْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَات سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا امْرَاَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ .

৩৭৫০। আবুল মালীহ আল-হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। হিম্স নীবাসী কতক নারী আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা গোসলখানায় প্রবেশকারিনীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন নারী স্বামীগৃহ ব্যতীত অন্যত্র তার পরিধেয় বস্ত্র খোলে, সে তার ও আল্লাহ্র মধ্যকার পর্দা ছিন্ন করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ الاطِّلاَءِ بِالنُّوْرَةِ

চুনা ব্যবহার করা।

٣٧٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَطَّلٰى بَدَاَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلاَهَا بِالنُّوْرَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ اَهْلُهُ .

৩৭৫১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুনা ব্যবহারকালে প্রথমে তাঁর লজ্জাস্থানে তা লাগাতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে তাঁর স্ত্রীগণ চুনা লাগিয়ে দিতেন।

٣٧٥٢-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ كَامِلٍ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَطَّلٰى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ .

৩৭৫২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুনা ব্যবহার করেছেন এবং নাভির নীচে নিজ হাতে তা লাগিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ الْقَصَصِ

কিসসা-কাহিনী।

٣٧٥٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَامِرٍ الاَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ اِلاَّ اَمِيْرٌ اَوْ مَاْمُوْرٌ اَوْ مُرَاءٍ .

৩৭৫৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শাসক অথবা তার অধীনস্ত কর্মচারী অথবা ফেরেববাজরাই মানুষের মধ্যে কিচ্ছা-কাহিনী বলে বেড়ায়।

٣٧٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنِ الْقَصَصُ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ زَمَنِ اَبِيْ بَكْرٍ وَلاَ زَمَنِ عُمَرَ

৩৭৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বাক্র ও উমার (রা)-র যুগে কিসসা-কাহিনী বর্ণনার প্রচলন ছিলো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ الشِّعْرِ

কবিতা।

٣٧٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً .

৩৭৫৫। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা আছে।

٣٧٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا .

৩৭৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ কোন কোন কবিতায় অবশ্যই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থাকে।

٣٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ :

اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ + وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِي الصَّلْتِ اَنْ يُّسْلِمَ .

৩৭৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সবচাইতে সত্য কথা যা কোন কবি বলেছে, তা হলো লাবীদের কথাঃ "জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া সবই নশ্বর। আর উমাইয়া ইবনে আবুস সাল্‌ত তো প্রায় মুসলমান হয়েই গিয়েছিল"।

٣٧٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَنْشَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ يَقُوْلُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ هِيْهِ وَقَالَ كَادَ اَنْ يُّسْلِمَ .

৩৭৫৮। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমাইয়া ইবনে আবুস সালতের কবিতা থেকে এক শত পংক্তি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। প্রতিটি পংক্তির পরেই তিনি বলতেন ঃ আরো শুনাও। তিনি বলেন ঃ সে তো মুসলমান হয়েই গিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ

মন্দ কবিতা।

٣٧٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا حَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتّٰى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا اِلاَّ اَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ .

৩৭৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো উদর দুর্গন্ধময় বমিতে পূর্ণ হওয়া কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম। হাফ্স-এর বর্ণনায় "দুর্গন্ধময়" শব্দটি উক্ত হয়নি।

٣٧٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتّٰى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا .

৩৭৬০। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো উদর দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজে পূর্ণ হয়ে যাওয়া তা কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম।

٣٧٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجٰى رَجُلاً فَهَجَا الْقَبِيْلَةَ بِاَسْرِهَا وَرَجُلٌ انْتَفٰى مِنْ اَبِيْهِ وَزَنّٰى اُمَّهُ .

৩৭৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লোকের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা বলতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের কুৎসা করে এবং যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতৃপরিচয়ে নিজের মাকে ব্যভিচারিনী বানায়, তারা হলো মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ اللَّعْبِ بِالنَّرْدِ

দাবা ও পাশা খেলা।

٣٧٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৩৭৬২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে।

٣٧٦٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَاَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِه .

৩৭৬৩। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেললো, সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ اللَّعْبِ بِالْحَمَامِ

কবুতর খেলা।

٣٧٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَظَرَ اِلٰى اِنْسَانٍ يَتْبَعُ طَائِرًا فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا .

৩৭৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি পাখিকে অনুসরণ করতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে।

٣٧٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً .

৩৭৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানীর পিছু নিয়েছে।

٣٧٦٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاى رَجُلاً وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً .

৩৭৬৬। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছে পিছে যেতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানীর পিছে লেগেছে।

٣٧٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا اَبُوْ سَاعِدٍ السَّاعِدِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا .

৩৭৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের অনুসরণ করতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَحْدَةِ

একাকীত্ব অপছন্দনীয়।

٣٧٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَا فِى الْوَحْدَةِ مَا سَارَ اَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ .

৩৭৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি জানতো যে, একাকীত্বের মধ্যে কি (বিপদ) আছে, তবে সে রাতে একা চলাচল করতো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ اِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمَبِيْتِ

শয়নকালে আলো নিভিয়ে দেওয়া।

٣٧٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ .

৩৭৬৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।

٣٧٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَهْلِهِ فَحُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاْنِهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ .

৩৭৭০। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় একটি পরিবারের ঘরে আগুন লেগে পুড়ে যায়। তাদের বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় এ আগুন তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা ঘুমানোর সময় তা নিভিয়ে দাও।

٣٧٧١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَهَانَا فَاَمَرَنَا اَنْ نُطْفِئَ سِرَاجَنَا .

৩৭৭১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশও দিলেন এবং নিষেধও করলেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন, আমরা যেন (ঘুমানোর সময়) আমাদের বাতি নিভিয়ে রাখি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّزُوْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ

রাস্তায় অবস্থান করা নিষেধ।

٣٧٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَنْزِلُوْا عَلٰى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ وَلاَ تَقْضُوْا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ .

৩৭৭২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তার উপর অবস্থান করো না এবং তাতে পেশাব-পায়খানাও করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ رُكُوْبِ ثَلاَثَةٍ عَلٰى دَابَّةٍ

একই জন্তুযানে তিনজনের আরোহণ।

٣٧٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ ثَنَا مُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا قَالَ فَتُلُقِّيَ بِيْ وَبِالْحَسَنِ اَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ اَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْاٰخَرَ خَلْفَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ .

৩৭৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে আমাদের সাথে মিলিত হতেন। আমরা তাকে স্বাগতম জানাতে এগিয়ে গেলে তিনি আমার ও হাসান বা হুসাইনের সাথে মিলিত হন। রাবী বলেন, তিনি আমাদের একজনকে বাহনে তাঁর সামনে এবং অপর জনকে তাঁর পিছনে বসালেন, এভাবে আমরা মদীনায় উপনীত হলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ تَتْرِيْبِ الْكِتَابِ

চিঠিতে মাটি লাগানো।

٣٧٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا بَقِيَّةُ اَنْبَاَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَرِّبُوْا صُحُفَكُمْ اَنْجَحُ لَهَا اِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ .

৩৭৭৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের লেখার উপর ধুলা মাটি ছড়িয়ে দাও। সেগুলোর জন্য তা অধিক সফলতার কারণ। কেননা মাটি বরকতপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ لاَ يَتَنَاجِى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ

তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে যেন কান পরামর্শ না করে।

٣٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَىْ اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَحْزُنُهُ .

৩৭৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ দিয়ে যেন দুইজনে কান পরামর্শ না করে। কেননা তাতে সে চিন্তিত হতে পারে।

٣٧٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَنَاجَىْ اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ .

৩৭৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কান পরামর্শ করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا

কারো সাথে তীর থাকলে সে যেন তার ফলা হাতের মুঠোয় রাখে।

٣٧٧٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ .

৩৭৭৭। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, আমি আমার ইবনে দীনার (র)-কে বললাম, আপনি কি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, "এক ব্যক্তি তীরসহ মসজিদ অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তীরের 'ফলা' মুষ্টিবদ্ধ রাখো"? তিনি বলেন, হাঁ।

٣٧٧٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مَسْجِدِنَا اَوْ فِىْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ اَنْ تُصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِشَىْءٍ اَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلٰى نِصَالِهَا

৩৭৭৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তীরসহ আমাদের মসজিদ অথবা আমাদের বাজার অতিক্রম করলে সে যেন তার তীরের ফলার অংশটুকু মষ্টিবদ্ধ করে রাখে, যাতে তা কোন মুসলমানের গায়ে না লাগতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ ثَوَابِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন অধ্যয়নের সওয়াব।

٣٧٧٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ اثْنَانِ .

৩৭৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন মজীদে দক্ষ ব্যক্তি (আখেরাতে) সম্মানিত নেককার লিপিকর ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। যে ব্যক্তি ঠেকে ঠেকে কষ্ট করে কুরআন পড়ে সে দু'টি পুরস্কার পাবে (বু,মু,দা,তি,না)।

٣٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اِقْرَاْ وَاصْعَدْ فَيَقْرَاُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ اٰيَةٍ دَرَجَةً حَتّٰى يَقْرَاَ اٰخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ .

৩৭৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের বাহককে জান্নাতে প্রবেশকালে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। অতঃপর সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার জ্ঞাত শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

٣٧٨١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِئُ الْقُرْاٰنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُوْلُ اَنَا الَّذِىْ اَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَاَظْمَاْتُ نَهَارَكَ .

৩৭৮১। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কুরআন পর্যুদস্ত লোকের অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, আমিই তোমাকে রাতে বিনিদ্র করেছি এবং দিনে পিপাসার্ত করেছি।

٣٧٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِه اَنْ يَّجِدَ فِيْهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلاَثُ اٰيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِه خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ عِظَامٍ .

৩৭৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ কি তার ঘরে ফিরে এসে সেখানে তিনটি রিষ্টপুষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রী পেতে পছন্দ করে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার নামাযে তিনটি আয়াত পড়লে তা তার জন্য রিষ্টপুষ্ট তিনটি গর্ভবতী উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম।

٣٧٨٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الاَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْقُرْاٰنِ مَثَلُ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا اَمْسَكَهَا عَلَيْهِ وَاِنْ اَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ .

৩৭৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের উদাহরণ হলো বেধেঁ রাখা উটের (উদাহরণ) তুল্য। উটের মালিক তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলে সে তাকে আয়ত্তাধীন রাখতে পারে, সে যদি তার রশির বাঁধন খুলে দেয় তবে তা ভেগে যায়।

٣٧٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ شَطْرَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَءُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ فَيَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَيَقُوْلُ اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ يَقُوْلُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ فَهٰذَا لِيْ وَهٰذِهِ الْاٰيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَعْنِيْ فَهٰذِهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ وَاٰخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَهٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ .

৩৭৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহামহিম আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। নামাযের অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাই তাকে দেয়া হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা পড়ো। বান্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ্র)। মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই তাকে দেয়া হবে। সে বলে, আর-রহমানির রাহীম (তিনি দয়াময় পরম দয়ালু)। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। আমার বান্দা যা

প্রার্থনা করেছে তা সে পাবে। সে বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (প্রতিফল দিবসের মালিক)। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। এটা হলো আমার জন্য, আর এই আয়াতটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি। বান্দা বলে ঃ ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই)। এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাই সে পাবে। সূরার শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য। বান্দা বলে ঃ ইহ্দিনাস সিরাতাল মুসতাকীম সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন (আমাদেরকে সরল ও মজবুত পথ দেখাও। সেই লোকদের পথ যাদের তুমি নিআমত দিয়েছো, যারা অভিশপ্ত হয়নি, যারা পথভ্রষ্ট হয়নি)। এটা আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই সে পাবে (মু,দা,তি,না)।

٣٧٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَخْرُجَ فَاَذْكُرْتُهُ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ .

৩৭৮৫। আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমি কি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিবো না? রাবী বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন ঃ সূরা আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা)। এটা হলো "সাবউল মাছানী" (বারবার পঠিত সপ্তক) ও মহান কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।

٣٧٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْاٰنِ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

৩৭৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুরআন মজীদে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফাআত করবে, শেষে তাকে ক্ষমা করা হবে। তা হলো ঃ তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্ক" (সূরা মুল্ক)।

٣٧٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

৩৭৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

٣٧٨٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

৩৭৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

٣٧٨٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ الاَوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَحَدٌ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

৩৭৮৯। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল-আহাদুল ওয়াহিদুস সামাদ" (ইখলাস) সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ

যিকিরের ফযীলাত।

٣٧٩٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ مَوْلٰى ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا وَمَا

ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

৩৭৯০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদের আমলসমূহের সর্বোত্তমটি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো না, যা তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, তেমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, তোমাদের সোনা-রূপা দান করার চেয়ে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের শত্রুদের হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম? সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি কি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র যিকির। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, কোন মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন আমল নাই, যা তাকে মহামহিম আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে।

٣٧٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ .

৩৭৯১। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি বলেছেন ঃ লোকজন কোন মজলিসে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র যিকিরে রত হলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন, আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে এবং আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণের সামনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।

٣٧٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا هُوَ ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ .

৩৭৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যখন আমার যিকির করে এবং আমার যিকিরে তার দুই ঠোঁট নড়াচড়া করে তখন আমি তার সাথে অবস্থান করি।

٣٧٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ

شَرَائِعَ الْاِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَنْبِئْنِيْ مِنْهَا بِشَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৭৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, ইসলামের বিধিবিধান আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। আমাকে তার মধ্য থেকে এমন কিছু বলে দিন, যা আমি আকড়ে থাকবো। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র যিকিরে তোমার জিহবা যেন সর্বদা সজীব থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ فَضْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর ফযীলাত।

٣٧٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِيْ مُسْلِمٍ اَنَّهُ شَهِدَ عَلٰى اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَاَنَا اَكْبَرُ وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَحْدِيْ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَلاَ شَرِيْكَ لِيْ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لا اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِيْ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ ثُمَّ قَالَ الاَغَرُّ شَيْئًا لَمْ اَفْهَمْهُ قَالَ فَقُلْتُ لِاَبِيْ جَعْفَرٍ مَا قَالَ فَقَالَ مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ .

৩৭৯৪। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান) বলে, তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাই নাই এবং আমিই মহান। বান্দা যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে, অমি একা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। বান্দা যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকা লাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর

কোন শরীক নাই), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই এবং আমার কোন শরীক নাই। বান্দা যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু" (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই, সার্বভৌমত্ব আমারই এবং সকল প্রশংসা আমারই। যখন সে বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের কোন শক্তি নাই), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের কোন শক্তি নাই। আবু ইসহাক (র) বলেন, আল-আগার (র) আরো কিছু বলেছিলেন, যা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তাই আমি আবু জাফর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ যাকে মৃত্যুর সময় এই বাক্য বলার সৌভাগ্য দান করবেন, দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

٣٧٩٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ كَئِيْبًا اَسَاءَتْكَ اِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنِّيْ لاَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُوْلُهَا اَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ اِلاَّ كَانَتْ نُوْرًا لِصَحِيْفَتِهِ وَاِنَّ جَسَدَهُ وَرُوْحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ اَسْاَلْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَ قَالَ اَنَا اَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِيْ اَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا وَلَوْ عَلِمَ اَنَّ شَيْئًا اَنْجَى لَهُ مِنْهَا لاَمَرَهُ .

৩৭৯৫। সুদা আল-মুররিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর উমার (রা) তালহা (রা)-র নিকট দিয়ে যেতে তাকে বলেন, তোমার কি হয়েছে, তুমি বিষন্ন কেন? তোমার চাচাতো ভাইয়ের খেলাফত কি তোমার অপছন্দ হয়েছে? তালহা (রা) বলেন, না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার এমন একটি বাক্য জানা আছে, যা কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় বললে সেটা তার আমলনামার জন্য নূর হবে এবং নিশ্চয় তার দেহ ও আত্মা মৃত্যুর সময় তাকে শান্তি ও স্বস্তি দিবে। সেটি আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি, এরই মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন। উমার (রা) বলেন, আমি সেটি জানি। তা হলো সেই কলেমা যা তিনি তাঁর চাচার নিকট পেশ করেছিলেন। যদি তিনি জানতেন যে, সেই কলেমার চেয়েও অধিক নাজাত দানকারী কিছু আছে, তবে অবশ্যই তিনি সেটি তাঁর চাচার নিকট পেশ করতেন।

٣٧٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ تَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَرْجِعُ ذٰلِكَ اِلٰى قَلْبِ مُوْقِنٍ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا .

৩৭৯৬। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি সর্বান্তকরণে এই সাক্ষ্য দিয়ে মারা গেলো যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল", আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

٣٧٩٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اُمِّ هَانِىْءٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلاَ تَتْرُكُ ذَنْبًا .

৩৭৯৭। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (বান্দার) কোন আমলই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কে অতিক্রম করতে পারে না এবং তা কোন গুনাহ্‌কেই (মাফ না করিয়ে) ছাড়ে না।

٣٧٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ اَخْبَرَنِىْ سُمَىٌّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِىَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ سَائِرَ يَوْمِهِ اِلَى اللَّيْلِ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا اَتٰى بِهِ اِلاَّ مَنْ قَالَ اَكْثَرَ.

৩৭৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার বলে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান", তার জন্য দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব লেখা হয়, এক শত নেকী লেখা হয় এবং তার এক শত গুনাহ বিলোপ করা হয়, তার এ শব্দগুলি সারা দিন রাত পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে প্রতিবন্ধক হয় এবং তাকে যা দান করা হয় তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে অপর কেউ হাজির হতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি এ বাক্য তার চেয়ে অধিক সংখ্যায় পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র।

٣٧٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ فِيْ دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ كَعِتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ .

৩৭৯৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীক লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তাঁর হাতেই কল্যাণ নিহিত এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান), সে ইসমাঈলের (আ) বংশের একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ فَضْلِ الْحَامِدِيْنَ

প্রশংসাকারীদের ফযীলাত।

٣٨٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ الْفَاكِهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ابْنِ عَمِّ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ .

৩৮০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হলো "আলহামদু লিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)।

٣٨٠١-حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ بَشِيْرٍ مَوْلَى الْعُمَرِيِّيْنَ قَالَ سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ غُلاَمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ قَالَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ

كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا فَصَعِدَا اِلَى السَّمَاءِ وَقَالاَ يَا رَبَّنَا اِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لاَ نَدْرِىْ كَيْفَ نَكْتُبُهَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ قَالاَ يَا رَبِّ اِنَّهُ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِىْ حَتّٰى يَلْقَانِىْ فَاَجْزِيَهُ بِهَا

৩৮০১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যকার এক বান্দা বললো, "হে প্রভু! আপনার মহিমান্বিত চেহারার এবং আপনার মহান রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা আপনার জন্য"। দু'জন ফেরেশতা একথা শুনে হতবাক হলেন এবং তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না যে, তা কিভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। তাই তারা আসমানে আরোহণ করে বলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার এক বান্দা এমন একটি বাক্য বলেছে, যা আমরা কিভাবে লিখবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, যদিও তাঁর বান্দা যা বলেছে তা তিনি সম্যক অবগত, আমার বান্দা কী বলেছে? ফেরেশতাদ্বয় বলেন, হে আমাদের প্রভু! সে বলেছে, "হে প্রভু! তোমার মহিমান্বিত চেহারার এবং তোমার মহান রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা তোমার জন্য"। মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, আমার বান্দা যেভাবে বলেছে তদ্রূপই লিখে রাখো। আমার সাথে সাক্ষাত লাভের সময় আমি তাকে তার বিনিময় দান করবো।

٣٨٠٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ابْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ قَالَ هٰذَا قَالَ الرَّجُلُ اَنَا وَمَا اَرَدْتُّ اِلاَّ الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَمَا نَهْنَهَهَا شَىْءٌ دُوْنَ الْعَرْشِ .

৩৮০২। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। এক ব্যক্তি বললো, "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, পর্যাপ্ত, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বলেন ঃ একথা যে বলেছে, সে কে? লোকটি বললো, আমি, তবে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলেন ঃ এই কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আরশে উপনীত হওয়ার পথে কোন কিছুই তার প্রতিবন্ধক হয়নি।

٣٨٠٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ اَبُوْ مَرْوَانَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اذَا رَاَى مَا يُحِبُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَاِذَا رَاَى مَا يَكْرَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَلى كُلِّ حَالٍ .

৩৮০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনিমাতিহি তাতিমুস সালিহাত" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যাঁর করুণায় নেক কাজসমূহ পূর্ণতা লাভ করে)। তিনি অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল" (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য)।

٣٨٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَلى كُلِّ حَالٍ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ .

৩৮০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল, রব্বি আউযু বিকা মিন হালি আহলিন নার" (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

٣٨٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ مَا اَنْعَمَ اللّهُ عَلى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اِلاَّ كَانَ الَّذِىْ اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذَ .

৩৮০৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ কোন বান্দাকে যখন যে নিয়ামতই দান করেন, তাতে সে যদি বলে, "আলহামদু লিল্লাহ", তবে তা (প্রশংসা) তাকে প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে অধিক উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيْحِ

তাসবীহ-এর ফযীলাত।

٣٨٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ

خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ .

৩৮০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করতে সহজ, তুলাদণ্ডে পরিমাপে খুবই ভারী এবং করুণাময়ের নিকট খুবই প্রিয় ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম" (মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহান)।

٣٨٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِهٖ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِىْ تَغْرِسُ قُلْتُ غِرَاسًا لِىْ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ .

৩৮০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি চারাগাছ রোপণরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু হুরায়রা! কি রোপণ করছো? আমি বললাম, আমার একটি চারা রোপণ করছি। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু রোপণের কথা বলে দিবো না, যা তোমার জন্য এর চেয়েও উত্তম? তিনি বলেন, অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহ্‌র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান)। প্রতিবারের বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপিত হবে।

٣٨٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ رِشْدِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ مَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ صَلَّى الْغَدَاةَ اَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَهِىَ تَذْكُرُ اللّٰهَ فَرَجَعَ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ (اَوْ قَالَ انْتَصَفَ) وَهِىَ كَذٰلِكَ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَنْكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَهِىَ اَكْثَرُ وَاَرْجَحُ (اَوْ اَوْزَنُ) مِمَّا قُلْتِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ .

৩৮০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জুয়াইরিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযশেষে তার নিকট গেলেন। তখন তিনি (জুয়ায়রিয়া) আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত ছিলেন। বেলা বাড়লে বা দিনের অর্ধেক অতিবাহিত হলে তিনি পুনরায় ফিরে এসে জুরাইরিয়া (রা)-কে একই অবস্থায় দেখলেন। তিনি বলেন ঃ তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি কথা তিনবার বলেছি এবং তা তুমি এতক্ষণ যা বলেছো তার চেয়ে ওজনে অনেক বেশি। "সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি" (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর সৃষ্টি সংখ্যার সমান), "সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহী" (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি, তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক), "সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি" (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ) এবং "সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর কালামসমূহের সমপরিমাণ)।

٣٨٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عِيْسَى الطَّحَّانِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ اَخِيْهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا تَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلاَلِ اللّٰهِ التَّسْبِيْحَ وَالتَّهْلِيْلَ وَالتَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا اَمَا يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ (اَوْ لاَ يَزَالَ لَهُ) مَنْ يُّذَكِّرُ بِهِ .

৩৮০৯। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাস্‌বীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাহমীদের (আলহামদু লিল্লাহ)-এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌র যে মহিমা বর্ণনা করো তা মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় শব্দ করে আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে। সেগুলো নিজ নিজ প্রেরকের কথা উল্লেখ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে না যে, আল্লাহ্‌র নিকট অনবরত তার উল্লেখকারী কেউ থাকুক?

٣٨١٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا اَبُوْ يَحْيَ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مَالِكٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اَتَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ فَاِنِّيْ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدُنْتُ فَقَالَ كَبِّرِي اللّٰهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَاحْمَدِي اللّٰهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَسَبِّحِي اللّٰهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ .

৩৮১০। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটা আমল বলে দিন। কেননা এখন আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, দুর্বল হয়ে গেছি এবং আমার দেহও ভারী হয়ে

গেছে। তিনি বলেন ঃ তুমি শতবার আল্লাহু আকবার, শতবার আলহামদু লিল্লাহ এবং শতবার সুবহানাল্লাহ পড়ো। তা জিনপোষ ও লাগামসহ এক শত ঘোড়া আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) দান করার চেয়ে উত্তম, এক শত উটের চেয়ে উত্তম এবং এক শত গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম।

٣٨١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اَفْضَلُ الْكَلاَمِ لاَ يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَاْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

৩৮১১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চারটি শ্রেষ্ঠ বাক্য আছে তার যে কোনটি দিয়ে শুরু করাতে তোমার ক্ষতি নেই, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহাপবিত্র) ওয়ালহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র) ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)।

٣٨١٢-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْوَشَّاءُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

৩৮১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" শতবার বললো, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক) হয়।

٣٨١٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَاِنَّهَا يَعْنِىْ يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا .

৩৮১৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি অবশ্যই "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পড়তে থাকো। কারণ তা গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ

ক্ষমা প্রার্থনা।

٣٨١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ مِائَةَ مَرَّةٍ .

৩৮১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গণনা করে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই মজলিসে শতবার বলতেন, রব্বিগফির লী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহীম" (প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার তওবা কবুল করো। কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী ও করুণাময়)।

٣٨١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ .

৩৮১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি দৈনিক শতবার আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।

٣٨١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ اَبِى الْحُرِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ ابْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

৩৮১৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি দৈনিক সত্তরবার আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।

٣٨١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِىْ لِسَانِىْ ذَرَبٌ عَلٰى اَهْلِىْ وَكَانَ لاَ يَعْدُوْهُمْ

إِلَى غَيْرِهِمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ تَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

৩৮১৭। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাগে আমার জিহবা আমার পরিবারের উপর অসংযত হয়ে যেতো, তবে তা তাদের অতিক্রম করে অন্যদের স্পর্শ করতো না। বিষয়টা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা থেকে কোথায় আছো? দৈনিক সত্তরবার আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

٣٨١٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِيْ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا .

৩৮১৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার আমলনামায় অধিক পরিমাণে "ক্ষমা প্রার্থনা" যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দ।

٣٨١٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ .

৩৮১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ ও প্রতিটি সংকট থেকে উদ্ধারের পথ বের করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন।

٣٨٢٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَإِذَا أَسَاءُوْا اسْتَغْفَرُوْا

৩৮২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! যারা উত্তম কাজ করতে পেরে আনন্দিত হয় এবং নিকৃষ্ট কাজ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ

আমলের ফযীলাত।

٣٨٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَاَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقِرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً ثُمَّ لاَ يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً .

৩৮২১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করলো, তার জন্য রয়েছে তার দশ গুণ। আমি অবশ্য বাড়াতেও পারি। যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করলো, তার পাপের শাস্তি হবে তার সম-পরিমাণ অথবা আমি তা ক্ষমাও করতে পারি। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি এক হাত আমার দিকে অগ্রগামী হয়, আমি এক বাহু তার দিকে অগ্রগামী হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই। কোন ব্যক্তি আমার সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় পৃথিবীপূর্ণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলেও আমি অনুরূপ পরিমাণ ক্ষমাসহ তার সাথে মিলিত হবো।

٣٨٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ وَاِنِ اقْتَرَبَ اِلَيَّ اقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً .

৩৮২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা

মোতাবেক আচরণ করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তার আলোচনা করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

٣٨٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ .

৩৮২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের সওয়াব দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে রোযা ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"-এর ফযীলাত।

٣٨٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَقُوْلُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ قَيْسٍ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

৩৮২৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলতে শুনে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! আমি কি তোমাকে এমন এক বাক্যের সন্ধান দিবো না, যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের অন্তর্ভুক্ত? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

٣٨٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

৩৮২৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের একটির সন্ধান দিবো না? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"।

٣٨٢٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ زَيْنَبَ مَوْلٰى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ يَا حَازِمُ اَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ .

৩৮২৬। হাযিম ইবনে হারমালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে হাযিম! তুমি অধিক সংখ্যায় "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বাক্যটি পড়ো। কেননা তা হলো জান্নাতের গুপ্তধন।

অধ্যায় ঃ ৩৪

كِتَابُ الدُّعَاءِ

(দোয়া)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

দোয়ার ফযীলাত।

٣٨٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الْمَدَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ .

৩৮২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

٣٨٢٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ سُبَيْعٍ الْكِنْدِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَاَ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ) .

৩৮২৮। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোয়াই হলো ইবাদত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এবং তোমাদের প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো" (৪০ ঃ ৬০) (আ,দা,তি,না,হা)।

٣٨٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ .

৩৮২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন জিনিস নাই (আ,তি, হা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া।

٣٨٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ سَنَةَ احْدى وَثَلاَثِيْنَ وَمَائَتَيْنِ ثَنَا وَكِيْعٌ فِيْ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فِيْ مَجْلِسِ الْاَعْمَشِ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ فِيْ زَمَنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكَتِّبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ رَبِّ اَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدَى لِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلى مَنْ بَغى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّاراً لَكَ ذَكَّاراً لَكَ رَهَّابًا لَكَ مُطِيْعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُنِيْبا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ قُلْتُ لِوَكِيْعٍ اَقُوْلُهُ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ قَالَ نَعَمْ .

৩৮৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলতেন ঃ "হে প্রভু! আমাকে সাহায্য করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না, আমাকে সহযোগিতা করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করো না, আমার জন্য কৌশল এঁটো, আমার বিরুদ্ধে কৌশল এঁটো না, আমাকে হেদায়াত দান করো, আমার জন্য হেদায়াতের পথ সহজতর করো এবং যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার ও সীমা লংঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো। হে প্রভু! আমাকে তোমার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও, তোমার জন্য অনেক যিকিরকারী, তোমাকে অধিক ভয়কারী, তোমার অধিক আনুগত্যকারী, তোমার নিকট অনুময়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানাও। হে আমার রব! আমার তওবা কবুল করো, আমার সমস্ত গুড়াহ ধুয়ে-মুছে ফেলো, আমার দোয়া কবুল করো, চামার অন্তরকে হেদায়াত দান করো, আমার যবানকে সোজা রাখো, আমার যুক্তি-প্রমাণ বহাল করো এবং অছমার মনের সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করো (দা,শি,না,হা)। আবুল হাসান আত-তানাফিসী (র) বলেন-আমি ওয়াকী (র)-কে বললাম, আমি কি তা বেতেরের কুনূতে পড়তে পারি? তিনি বলেন, হাঁ।

٣٨٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِىَّ ﷺ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدِىْ مَا اُعْطِيْكِ فَرَجَعَتْ فَاَتَاهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ الَّذِىْ سَاَلْتِ اَحَبُّ اِلَيْكِ اَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا عَلِىٌّ قُوْلِىْ لاَ بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَتْ فَقَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ .

৩৮৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি খাদেম চাওয়ার জন্য আসলেন। তিনি তাকে বলেন ঃ আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দিতে পারি। অতএব তিনি ফিরে গেলেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট এসে বলেন ঃ যা তুমি চেয়েছো, সেটাই কি তোমার কাছে অধিক প্রিয়, না যা তার চেয়ে উত্তম সেটি ? আলী (রা) তাকে বলেন, তুমি বলো, বরং অধিক উত্তমটিই আমার নিকট অধিক প্রিয়। ফাতিমা (রা) তাই বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রতিপালক ও মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক এবং প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক, তাওরাত, ইনজীল ও মহান কুরআন নাযিলকারী, তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নাই, তুমিই অন্ত তোমার পরেও কিছুই নাই, তুমিই প্রবল, বিজয়ী ও প্রকাশ্য, তোমার উপরে কিছুই নাই, তুমিই গুপ্ত, তুমি ছাড়া আর কিছু নাই। অতএব তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দরিদ্রতা থেকে স্বাবলম্বী বানাও" (তি)।

٣٨٣٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

৩৮৩২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাকওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করি" (মু,তি)।

٣٨٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .

৩৮৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে জ্ঞান দান করেছো, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, আমার জন্য উপকারী জ্ঞান আমাকে শিখিয়ে দাও এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমি দোযখের শাস্তি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি"।

٣٨٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ اٰمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَقَالَ اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَاَشَارَ الْاَعْمَشُ بِاِصْبَعَيْهِ .

৩৮৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যাপ্ত পরিমাণে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো"। এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের ব্যাপারে আশংকা করেন? আমরা তো আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন সেই বিষয়ে আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নিয়েছি। তিনি বলেন ঃ অন্তরসমূহ মহামহিমান্বিত করুণাময়ের দুই আংগুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি সেগুলোকে ওলট-পালট করেন। আমাশ (র) তার দুই আংগুল দ্বারা ইশারা করেন।

٣٨٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلَاتِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

৩৮৩৫। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আমার নামাযের মধ্যে দোয়া করতে পারি। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার সত্তার উপর অনেক অত্যাচার করেছি, তুমি ভিন্ন গুনাহ মাফ করার আর কেউ নাই। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কেননা তুমিই কেবল ক্ষমা করতে পারো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, অতি দয়ালু" (বু,মু,না,তি)।

٣٨٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِى مَرْزُوْقٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِيٌّ عَلٰى عَصًا فَلَمَّا رَاَيْنَاهُ قُمْنَا فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ اَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ دَعَوْتَ اللّٰهَ لَنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَاْنَنَا كُلَّهُ قَالَ فَكَاَنَّمَا اَحْبَبْنَا اَنْ يَزِيْدَنَا فَقَالَ اَوَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الْاَمْرَ .

৩৮৩৬। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বলেন ঃ পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সাথে যেরূপ করে, তোমরা তদ্রূপ করো না। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতেন! তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, আমাদের দোয়া কবুল করো, আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাও, আমাদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দাও এবং আমাদের যাবতীয় বিষয় সংশোধন করে দাও"। রাবী বলেন, আমরা আশা করছিলাম, তিনি আমাদের জন্য আরো অধিক দোয়া করবেন। তখন তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের সকল প্রয়োজন একত্র করে দেইনি?

٣٨٣٧- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ .

৩৮৩৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাইঃ এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন অন্তর থেকে যা ভীত-বিহ্বল হয় না, এমন আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল করা হয় না"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

যা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৩৮৩৮- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

৩৮৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসকল বাক্যে দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই আপনার নিকট আশ্রয় চাই দোযখের বিপর্যয় থেকে, দোযখের শাস্তি থেকে, কবরের বিপর্যয় থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, প্রাচুর্যের বিপর্যয়কর ক্ষতি থেকে, দারিদ্র্যের বিপর্যয়কর অভিশাপ থেকে এবং দাজ্জালের বিপর্যয়কর ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফ-শিলা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলো, আমার অন্তরকে সমস্ত পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করো এবং আমার ও আমার পাপগুলোর মাঝে এতোটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, তুমি যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, বার্ধক্য থেকে, গুনাহ প্রলুব্ধকর বস্তু থেকে এবং ঋণভার থেকে" (বু,মু,তি,না)।

৩৮৩৯- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ .

৩৮৩৯। ফারওয়া ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বাক্যে দোয়া করতেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট সেই দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে এবং যে কাজ আমি (এখনো) করিনি তার অনিষ্ট থেকে"।

٣٨٤٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الْخَرَّاطُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৩৮৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়াটি আমাদেরকে এতো গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দিতেন যত গুরুত্ব সহকারে তিনি আমাদের কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই, কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই, মাসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে এবং তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে (মু,দু,না,তি)।

٣٨٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

৩৮৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর দুই পায়ের পাতার নীচে গিয়ে লাগলো। তিনি তখন সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর পায়ের পাতা দু'টি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। তিনি বলছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার অসন্তোষ থেকে আশ্রয় চাই, তোমার ক্ষমার উসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট তোমা থেকে আশ্রয় চাই, তোমার পূর্ণ প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত, তুমি যেরূপ তোমার প্রশংসা বর্ণনা করেছো সেরূপই" (মু,তি)।

٣٨٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَنْ تَظْلِمَ اَوْ تُظْلَمَ .

৩৮৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দারিদ্র্য, স্বল্পতা, অপমান, অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।

٣٨٤٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ .

৩৮৪৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট উপকারী জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করো এবং অপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।

٣٨٤٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِى الرَّجُلَ يَمُوْتُ عَلَى فِتْنَةٍ لاَ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْهَا .

৩৮৪৪। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ভীরুতা, কাপুরুষতা, কার্পণ্য, অথর্বজনক বার্ধক্য, কবরের শাস্তি ও অন্তরের বিপর্যয় থেকে। ওয়াকী (র) বলেন, অন্তরের বিপর্যয়ের অর্থ হলো যে ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে মারা যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

দোয়ার সমষ্টি।

٣٨٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَقَدْ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَقُوْلُ حِيْنَ

اَسْاَلُ رَبِّىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَجَمَعَ اَصَابِعَهُ الْاَرْبَعَ اِلاَّ الْاِبْهَامَ فَاِنَّ هٰؤُلاَءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِيْنَكَ وَدُنْيَاكَ .

৩৮৪৫। তারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ হাদীস শুনেছেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করতে গিয়ে কিভাবে বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে আরোগ্য দান করো এবং আমাকে রিযিক দান করো"। অতঃপর তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া অবশিষ্ট চার আংগুল একত্র করে বলেন ঃ এই চারটি প্রার্থনা তোমার দীন ও দুনিয়াকে তোমার জন্য একত্র করবে।

٣٨٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِىْ جَبْرُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَاءَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِىْ خَيْرًا .

৩৮৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই দোয়া শিখিয়েছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের আমার জানা-অজানা যাবতীয় কল্যাণ কামনা করি। আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের আমার জানা-অজানা যাবতীয় অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট যেসব কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন, আমিও তোমার নিকট সেইসব কল্যাণ কামনা করি এবং তোমার বান্দা ও তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট যেসব ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আমিও তোমার নিকট সেইসব ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং যেসব কথা ও কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করে তদ্রূপ কথা ও কাজের তৌফিক চাই, আমি তোমার নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং যে কথা ও কাজ দোযখের নিকটবর্তী করে তদ্রূপ কথা ও কাজ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি তোমার নিকট আমার সাথে সংশ্লিষ্ট তোমার প্রতিটি সিদ্ধান্তের কল্যাণ কামনা করি"।

٣٨٤٧- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَا تَقُوْلُ فِي الصَّلاَةِ قَالَ اَتَشَهَّدُ ثُمَّ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ اَمَا وَاللّٰهِ مَا اَحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ قَالَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ .

৩৮৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ নামাযের মধ্যে তুমি কি বলো? সে বললো, আমি তাশাহ্হুদ পড়ি, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আপনার ও মুআয (রা)-র দোয়া কতই না উত্তম! তিনি বললেন ঃ আমরাও প্রায় অনুরূপ দোয়া করে থাকি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভের দোয়া।

٣٨٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنِىْ سَلَمَةُ ابْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الْاٰخِرَةِ فَقَدْ اَفْلَحْتَ .

৩৮৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর সে দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার প্রভুর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর সে তৃতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র নবী! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার রবের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করা হয়, তাহলে তুমি পরম সাফল্য লাভ করলে (তি)।

٣٨٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَوْسَطَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْبَجَلِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرٍ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا عَامَ الْاَوَّلِ (ثُمَّ بَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ) ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ وَسَلُوا اللّٰهَ الْمُعَافَاةَ فَاِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ اَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا .

৩৮৪৯। আওসাত ইবনে ইসমাঈল আল-বাজালী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তিনি আবু বাক্র (রা)-কে বলতে শুনেন ঃ গত বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই স্থানে দাঁড়ালেন, অতঃপর আবু বাক্র (রা) কেঁদে দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা সততা অবলম্বন করবে। কারণ তা পুণ্যের সাথী এবং এ দু'টির অবস্থান জান্নাতে। তোমরা অবশ্যই মিথ্যাকে পরিহার করবে। কারণ তা পাপাচারের সাথী এবং এ দু'টির অবস্থান জাহান্নামে। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করো। কেননা ঈমানের পর কাউকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার চাইতে অধিক উত্তম কিছু দান করা হয়নি। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না এবং পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।

٣٨٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا اَدْعُوْ قَالَ تَقُوْلِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ .

৩৮৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি কদরের রাত পেয়ে যাই তবে কী দোয়া পড়বো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলবে, "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই ভালোবাসো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও" (আ,তি,না,হা)।

٣٨٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُوْ بِهَا الْعَبْدُ اَفْضَلَ مِنْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

৩৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যত রকম দোয়া করে তার মধ্যে "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করি" এই দোয়ার চেয়ে উত্তম কোন দোয়া নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ اذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِنَفْسِه

দোয়াকারী প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করবে।

٣٨٥٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاَخَا عَادٍ .

৩৮৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ আমাদেরকে এবং আদ জাতির ভাই (হূদ আ)-কে দয়া করুন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ

তোমাদের কেউ তাড়াহুড়া না করলে তার দোয়া কবুল হয়।

٣٨٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قِيْلَ وَكَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ اللّٰهَ فَلَمْ يَسْتَجِبِ اللّٰهُ لِيْ .

৩৮৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কোন লোকের দোয়াই কবুল হয়ে থাকে, যাবত না সে তাড়াহুড়া করে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকে তাড়াহুড়া কিভাবে করে? তিনি বলেন ঃ দোয়াকারী বলে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলাম কিন্তু আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেননি (বু,মু,দা,তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ لاَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ اِنْ شِئْتَ

কোন ব্যক্তি এভাবে বলবে না, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো।

٣٨٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ فِى الْمَسْاَلَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ .

৩৮৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে ঃ "হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো", বরং সে যেন পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে কামনা করে। কেননা কোন কাজই আল্লাহ্র জন্য বাধ্যতামূলক নয় (বু,মু,দা,তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ اِسْمِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ

আল্লাহ্র মহান নাম (ইসমে আযম)।

٣٨٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمُ اللّٰهِ الاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةَ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ .

৩৮৫৫। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র মহান নাম (ইসমে আযম) এই দুই আয়াতের মধ্যে নিহিত আছে (অনুবাদ) ঃ "আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি দয়াময় অতি দয়ালু" (২ঃ ১৬৩) এবং সূরা আল ইমরানের প্রথম আয়াত (আ,দা,তি)।

٣٨٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْعَلاَءِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الاَعْظَمُ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ فِىْ سُوَرٍ ثَلاَثٍ الْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ وَطٰهٰ .

৩৮৫৬। কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ইসমে আযম, যার উল্লেখ করে দোয়া করলে তা কবুল হয়, তা তিনটি সূরায় রয়েছে ঃ সূরা বাকারা, সূরা আল ইমরান ও সূরা তাহা।

٣٨٥٦(١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعِيْسَى بْنِ مُوْسٰى فَحَدَّثَنِىْ اَنَّهُ سَمِعَ غَيْلاَنَ بْنَ اَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৮৫৬(১)। আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম-আমর ইবনে আবু সালামা-ঈসা ইবনে মূসা-গাইলান ইবনে আনাস-কাসিম-আবু উমামা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ .

৩৮৫৭। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এই বিশ্বাসে প্রার্থনা করছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই"। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর মহান নামের উসীলায় প্রার্থনা করেছে, যার উসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই দান করেন এবং যার উসীলায় দোয়া করলে তিনি অবশ্যই কবুল করেন (দা,তি,না,হা)।

٣٨٥٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبُوْ خُزَيْمَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اَلْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذُوْ الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ فَقَالَ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ .

৩৮৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি , কেননা সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তুমি একক সত্তা, তোমার কোন শরীক নেই, তুমি অনুগ্রহকারী, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং মহিমা ও সম্মানের অধিকারী"। তিনি বলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট তাঁর ইসমে আযমের (মহান নামের) উসীলায় প্রার্থনা করেছে, যার উসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন এবং যার উসীলায় দোয়া করলে তিনি কবুল করেন।

٣٨٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الرَّقِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِّ اِلَيْكَ الَّذِىْ اِذَا دُعِيْتَ بِهِ اَجَبْتَ وَاِذَا سُئِلْتَ بِهِ اَعْطَيْتَ وَاِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَاِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ قَالَتْ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ دَلَّنِىْ عَلَى الْاِسْمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ فَعَلِّمْنِيْهِ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لَكِ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ فَتَنَحَّيْتُ وَجَلَسْتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَبَّلْتُ رَاْسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْهِ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لَكِ يَا عَائِشَةُ اَنْ اُعَلِّمَكِ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لَكِ اَنْ تَسْاَلِيْنَ بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّاْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَدْعُوْكَ اللّٰهَ وَاَدْعُوْكَ الرَّحْمٰنَ وَاَدْعُوْكَ الْبَرَّ الرَّحِيْمَ وَاَدْعُوْكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ وَتَرْحَمَنِىْ قَالَتْ فَاسْتَضْحَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَفِى الْاَسْمَاءِ الَّتِىْ دَعَوْتِ بِهَا .

৩৮৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার পবিত্র, উত্তম, বরকতপূর্ণ এবং আপনার অধিক প্রিয় নামের উসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, যে নামের উসীলায় আপনাকে ডাকলে আপনি সাড়া দেন, যে নামের উসীলায় প্রার্থনা করলে আপনি দান করেন, যেই নামের উসীলায় রহমত প্রার্থনা করা হলে আপনি রহমত নাযিল করেন এবং যেই নামের উসীলায় বিপদমুক্তি কামনা করা হলে আপনি বিপদমুক্ত করেন"। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি জানো, আল্লাহ

আমাকে সেই নামটি বলে দিয়েছেন, যে নামের উসীলায় ডাকলে তিনি সাড়া দেন? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, তখন আমি সরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় চুমা দিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি যদি তোমাকে শিখিয়ে দেই তবে সেই নামের উসীলায় পার্থিব জগতের কিছু প্রার্থনা করা তোমার জন্য সংগত হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি উঠে গিয়ে উযু করলাম এবং দুই রাকআত নামায পড়ার পর বললাম, "হে আল্লাহ ! আমি তোমাকে 'আল্লাহ' নামে ডাকছি, আমি তোমাকে রহমান নামে ডাকছি, আমি তোমাকে 'বাররুর রহীম' নামে ডাকছি এবং আমি তোমাকে আমার জানা-অজানা তোমার যাবতীয় সর্বোত্তম নামে ডাকছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া করো"। আয়েশা (রা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকৃত্রিম হাসি দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ তুমি যেসব নামে ডাকলে, সেই নামটি অবশ্যই এগুলোর মধ্যে আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ اَسْمَاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান আল্লাহ্‌র নামসমূহ।

٣٨٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৩৮৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। যে ব্যক্তি এই নামগুলো কণ্ঠস্থ করলো বা গুণে গুণে পড়লো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো (বু,মু,তি)।

٣٨٦١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا اَبُو الْمُنْذِرِ زُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِىُّ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا اِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهِىَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ

الاَوَّلُ الْاٰخِـرُ الظَّاهِرُ الْبَـاطِنُ الْخَـالِقُ الْبَـارِئُ الْمُـصَـوِّرُ الْمَلِكُ الْحَقُّ السَّـلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُـهَـيْـمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اللَّطِيْفُ الْخَـبِـيْـرُ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْبَـارُّ الْمُتَعَالُ الْجَلِيْلُ الْجَمِيْلُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلِىُّ الْحَكِيْمُ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ الْغَنِىُّ الْوَهَّابُ الْوَدُوْدُ الشَّكُوْرُ الْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الْوَالِىُّ الرَّاشِدُ الْعَفُوُّ الْغَفُوْرُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْمَجِيْدُ الْوَلِىُّ الشَّهِيْدُ الْمُبِيْنُ الْبُرْهَانُ الرَّءُوْفُ الرَّحِيْمُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْقَوِىُّ الشَّدِيْدُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْبَاقِى الْوَاقِى الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْمُقْسِطُ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ الْحَافِظُ الْوَكِيْلُ الْفَاطِرُ السَّامِعُ الْمُعْطِى الْمُحْىِ الْمُمِيْتُ الْمَانِعُ الْجَامِعُ الْهَادِى الْكَافِى الاَبَدُ الْعَالِمُ الصَّادِقُ النُّوْرُ الْمُنِيْرُ التَّامُّ الْقَدِيْمُ الْوِتْرُ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ . قَالَ زُهَيْرٌ فَبَلَغَنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ اَوَّلَهَا يُفْتَحُ بِقَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى .

৩৮৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। নিশ্চয় তিনি বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি এই নামগুলোর হেফাজত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেগুলো এই ঃ اَللّٰهُ (আল্লাহ), اَلْوَاحِدُ (একক), اَلصَّمَدُ (স্বয়ং সম্পূর্ণ), اَلاَوَّلُ (অনাদি), اَلْاٰخِرُ (অনন্ত), اَلظَّاهِرُ (প্রকাশ্য), اَلْبَاطِنُ (লুকায়িত), اَلْخَالِقُ (স্রষ্টা), اَلْبَارِئُ (সৃজনকর্তা), اَلْمُصَوِّرُ (অবয়ব দানকারী), اَلْمَلِكُ (স্বত্বাধিকারী), اَلْحَقُّ (মহাসত্য), اَلسَّلاَمُ (পরম শান্তিদাতা), اَلْمُؤْمِنُ (নিরাপত্তাদানকারী), اَلْمُهَيْمِنُ (চিরসাক্ষী), اَلْعَزِيْزُ (মহাপরাক্রমশালী), اَلْجَبَّارُ (মহাশক্তিধর), اَلْمُتَكَبِّرُ (মহাগৌরবান্বিত), اَلرَّحْمٰنُ (পরম দয়ালু), اَلرَّحِيْمُ (পরম করুণাময়), اَللَّطِيْفُ (সূক্ষ্মদর্শী), اَلْخَبِيْرُ (মহাসংবাদরক্ষক), اَلسَّمِيْعُ (শ্রবণকারী), اَلْبَصِيْرُ (মহাদ্রষ্টা), اَلْعَلِيْمُ (মহাজ্ঞানী), اَلْعَظِيْمُ (মহান), اَلْبَارُّ (কল্যাণদাতা), اَلْمُتَعَالُ (চিরউন্নত), اَلْجَلِيْلُ (মহামহিমান্বিত), اَلْجَمِيْلُ (পরম সৌন্দর্যময়), اَلْحَىُّ

اَلْعَلِىُّ (চিরঞ্জীব), اَلْقَيُّوْمُ (চিরস্থায়ী), اَلْقَادِرُ (সর্বশক্তিমান), اَلْقَاهِرُ (সর্বজয়ী), اَلْغَنِىُّ (মহাউন্নত), اَلْحَكِيْمُ (মহাবিজ্ঞ), اَلْقَرِيْبُ (নিকটতম), اَلْمُجِيْبُ (কবুলকারী), (ঐশ্বর্যশালী), اَلْوَهَّابُ (মহান দাতা), اَلْوَدُوْدُ (মহত্তম বন্ধু), اَلشَّكُوْرُ (কৃতজ্ঞতাপ্রিয়), اَلْمَاجِدُ (মহাগৌরবান্বিত), اَلْوَاجِدُ (ইচ্ছামাত্র সম্পাদনকারী), اَلْوَالِىْ (অধিপতি), اَلرَّاشِدُ (হেদায়াত দানকারী), اَلْعَفُوُّ (ক্ষমাকারী), اَلْغَفُوْرُ (ক্ষমাকারী), اَلْحَلِيْمُ (মহাসহিষ্ণু), اَلْكَرِيْمُ (মহাঅনুগ্রহশীল), اَلتَّوَّابُ (তওবা কবুলকারী), اَلرَّبُّ (প্রতিপালক), اَلْمَجِيْدُ (মহাগৌরবান্বিত), اَلْوَلِىُّ (মহাঅভিভাবক), اَلشَّهِيْدُ (সর্বদর্শী), اَلْمُبِيْنُ (সুস্পষ্টকারী), اَلْبُرْهَانُ (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), اَلرَّءُوْفُ (পরম দয়ালু), اَلرَّحِيْمُ (পরম করুণাময়), اَلْمُبْدِىْ (সৃষ্টির সূচনাকারী), اَلْمُعِيْدُ (ফেরতদাতা), اَلْبَاعِثُ (পুনরুত্থানকারী), اَلْوَارِثُ (স্বত্বাধিকারী), اَلْقَوِىُّ (মহাশক্তিধর), اَلشَّدِيْدُ (মহাপ্রচণ্ড), اَلضَّارُّ (অনিষ্টকারী), اَلنَّافِعُ (উপকারকারী), اَلْبَاقِىْ (চির বিরাজমান), اَلْوَاقِىْ (হেফাযতকারী), اَلْخَافِضُ (অবনতকারী), اَلرَّافِعُ (উন্নতি দানকারী), اَلْقَابِضُ (হরণকারী), اَلْبَاسِطُ (সম্প্রসারণকারী), اَلْمُعِزُّ (ইজ্জতদাতা), اَلْمُذِلُّ (অপমানকারী), اَلْمُقْسِطُ (ন্যায়বান), اَلرَّزَّاقُ (اَلرَّازِقُ) (রিযিকদাতা), ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (দৃঢ় শক্তির অধিকারী), اَلْقَائِمُ (চিরস্থায়ী), اَلدَّائِمُ (চিরস্থায়ী), اَلْحَافِظُ (হেফাজতকারী), اَلْوَكِيْلُ (মহাপ্রতিনিধি), اَلْفَاطِرُ (সৃষ্টিকর্তা), اَلسَّامِعُ (শ্রবণকারী), اَلْمُعْطِىْ (দানকারী), اَلْمُحْىِ (জীবনদাতা), اَلْمُمِيْتُ (মৃত্যুদাতা), اَلْمَانِعُ (প্রতিরোধকারী), اَلْجَامِعُ (সমবেতকারী), اَلْهَادِىْ (পথপ্রদর্শক), اَلْكَافِىْ (যথেষ্ট), اَلاَبَدُ (অনাদি ও অনন্ত), اَلْعَالِمُ (মহাজ্ঞানী), اَلصَّادِقُ (সত্যবাদী), اَلنُّوْرُ (আলো, জ্যোতি), اَلْمُنِيْرُ (আলোকিতকারী), اَلتَّامُّ (পরিপূর্ণ), اَلْقَدِيْمُ (চিরনিত্য), اَلْوِتْرُ (বেজোড়), اَلاَحَدُ (একক), اَلصَّمَدُ (স্বয়ংসম্পূর্ণ), اَلَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (যিনি কাউকে জন্ম দেননি, যিনি জাতকও নন), وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً اَحَدُ (এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নয়)। যুহাইর (র) বলেন, আমরা একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেমের অভিমত অবহিত হয়েছি যে, উক্ত নামগুলো নিম্নোক্তভাবে শুর করতে হবে ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তাঁর হাতে যাবতীয় কল্যাণ নিহিত, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

পিতার দোয়া ও মজলুমের দোয়া।

٣٨٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ .

৩৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের জন্য পিতার দোয়া (আ,দা,তি)।

٣٨٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلاَنَ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ حَفْصٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيْرٍ عَنْ اُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضِيْ اِلَى الْحِجَابِ .

৩৮৬৩। উম্মু হাকীম বিনতে ওয়াদ্দাআ আল-খুযাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পিতার দোয়া (আল্লাহ্‌র নূরের) পর্দা পর্যন্ত পৌছে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِعْتِدَاءِ فِى الدُّعَاءِ

দোয়ায় অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ।

٣٨٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَانَا سَعِيْدٌ اَلْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِيْ نَعَامَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلْتُهَا فَقَالَ اَيْ بُنَيَّ سَلِ اللّٰهَ

الْجَنَّةَ وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَانِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِى الدُّعَاءِ .

৩৮৬৪। আবু নাআমা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) তার ছেলেকে বলতে শুনলেন, "হে আল্লাহ! আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আপনার নিকট জান্নাতের ডান দিকের শ্বেত প্রাসাদ প্রার্থনা করি"। তখন তিনি বলেন, হে বৎস! আল্লাহ্র নিকট জান্নাত প্রার্থনা করো এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা দোয়ায় অতিরঞ্জন করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ

দোয়া করতে দুই হাত তোলা।

٣٨٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ اَنْ يَّرْفَعَ اِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا اَوْ قَالَ خَائِبَتَيْنِ .

৩৮৬৫। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, দানশীল। তাঁর কোন বান্দা নিজের দুই হাত তুলে তাঁর নিকট দোয়া করলে তিনি তার শূন্যহাত বা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

٣٨٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبُطُوْنِ كَفَّيْكَ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ .

৩৮৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি যখন আল্লাহ্র নিকট দোয়া করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু উপর দিকে রেখে দোয়া করবে, দুই হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দোয়া করবে না। তুমি দোয়া শেষ করে হাতের তালুদ্বয় তোমার মুখমণ্ডলে মাসেহ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا اَصْبَحَ وَاِذَا اَمْسٰى

কেউ সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যে দোয়া পড়বে।

٣٨٦٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِىْ حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِذَا اَمْسٰى فَمِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ قَالَ فَرَاٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا عَيَّاشٍ يَرْوِىْ عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَدَقَ اَبُوْ عَيَّاشٍ .

৩৮৬৭। আবু আইয়াশ আয-যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভোরে উপনীত হয়ে বলে ঃ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব-সার্বভৌমত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান", সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সওয়াব পাবে, তার দশটি গুনাহ মোচন হবে, তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে অনুরূপ দোয়া করলে ভোর হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ প্রতিদান পাবে। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু আইয়াশ আপনার নামে এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আবু আইয়াশ সত্য বলেছে।

٣٨٦٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصْبَحْتُمْ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُمْ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

৩৮৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ভোরে উপনীত হয়ে বলবে, "হে আল্লাহ! তোমার হুকুমেই

আমরা প্রভাতে উপনীত হই এবং তোমার হুকুমেই আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি"। আর তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েও বলবে, "হে আল্লাহ্! আমরা তোমার হুকুমেই সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা ভোরে উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি। তোমার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন" (আ, দা, তি, না)।

٣٨٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِىْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَىْءٌ قَالَ وَكَانَ اَبَانٌ قَدْ اَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الْفَالِجِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اَبَانٌ مَا تَنْظُرُ اِلَىَّ اَمَا اِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا قَدْ حَدَّثْتُكَ وَلٰكِنِّىْ لَمْ اَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِىَ اللّٰهُ عَلَىَّ قَدَرَهُ .

৩৮৬৯। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন বান্দা প্রতিদিন সকালে ও প্রতি রাতে সন্ধ্যায় তিনবার করে এ দোয়াটি পড়লে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না ঃ "আল্লাহ্র নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ"। অধস্তন রাবী বলেন, আবান (র)-এর দেহের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (উক্ত হাদীস বর্ণনাকালে) এক ব্যক্তি (অধস্তন রাবী) তার দিকে তাকাতে থাকলে তিনি তাকে বলেন, তুমি কি দেখছো? শোন! আমি তোমার নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা হুবুহু বর্ণনা করেছি। তবে যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছি সেদিন ঐ দোয়া পড়িনি এবং আল্লাহ তাআলা তাকদীরের লিখন আমার উপর কার্যকর করেছেন (দা, তি, না, হা)।

٣٨٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ خَادِمِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ اَوْ اِنْسَانٍ اَوْ عَبْدٍ يَقُوْلُ حِيْنَ يُمْسِىْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৭০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আবু সাল্লাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমান বা কোন মানুষ বা কোন

বান্দা সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে "আল্লাহ্ আমার প্রভু, ইসলাম আমার দীন এবং মুহাম্মাদ (সা) আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বান্তকরণে সন্তুষ্ট আছি" এ কথা বললে, কিয়ামতের দিন তার উপর সন্তুষ্ট হওয়া আল্লাহ্‌র কর্তব্য হয়ে যায়।

٣٨٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا جُبَيْرُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلاَءِ الدَّعْوَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَامِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِى الْخَسْفَ .

৩৮৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে গোপন রাখো, আমার ভয়কে শান্তিতে পরিণত করো এবং আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে ও আমার উপরের দিক থেকে আমাকে হেফাজত করো। আমি তোমার নিকট আমার নিচের দিক দিয়ে আমাকে ধ্বসিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٣٨٧٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَهَا فِيْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَمَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اَوْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৩৮৭২। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়েছেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা, আমি তোমার প্রতিশ্রুতিতে

যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আমি আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই, আমি তোমার নিয়ামতসমূহ স্বীকার করছি, আমি আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার অপরাধসমূহ মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নাই"। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি দিনে ও রাতে এই দোয়া পড়লে এবং সেই দিনে বা রাতে মারা গেলে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দাখিল হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ

যে কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণকালে যে দোয়া পড়বে।

٣٨٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ .

৩৮৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু, প্রতিটি জিনিসের প্রভু, শস্যবীজ ও আটির অংকুর উদগমকারী, তাওরাত, ইনজীল ও মহান কুরআন নাযিলকারী! আমি প্রত্যেক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। এগুলো তোমার আয়ত্তাধীন। তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নাই। তুমিই অন্ত, তোমার পরেও কিছুই নাই। তুমিই ব্যক্ত, তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমিই গুপ্ত, তোমার থেকে কিছুই গোপন নয়। সুতরাং তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও এবং আমাকে দারিদ্র্য থেকে স্বাবলম্বী করো" (মু, দা, তি, না)।

٣٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّضْطَجِعَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةَ اِزَارِهِ ثُمَّ لْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ مَا

خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ رَبِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ .

৩৮৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন তার লুঙ্গীর ভেতরাংশ ঝেড়ে নেয়, অতঃপর তা দিয়ে তার বিছানা ঝেড়ে ফেলে। কেননা সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে বিছানায় কি পতিত হয়েছে। অতঃপর সে যেন তার ডান কাতে শোয়, অতঃপর বলে, "হে আমার রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় এলিয়ে দিলাম এবং তোমার নামেই আবার তা উঠাবো। যদি তুমি আমার জান রেখে দাও (মৃত্যু দান করো) তবে তার প্রতি দয়া করো, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তার সেইভাবে হেফাজত করো যেভাবে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের হেফাজত করো (বু, মু, দা, তি)।

٣٨٧٥-حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِيْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ .

৩৮৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাঁর দুই হাতে ফুঁ দিয়ে তা তাঁর সমস্ত শরীর মলতেন (বু, মু, দা, তি, না)।

٣٨٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ أَوْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُوْلِ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أُمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيْرًا .

৩৮৭৬। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবো বা বিছানাগত হবে তখন বলবে, "হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার পিঠ তোমার

আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম, তোমার রহমতের আশা ও তোমার আযাবের ভয় সহকারে আমার যাবতীয় বিষয় তোমার উপর সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার উপর ঈমান এনেছি"। তুমি যদি সে রাতে মারা যাও তাহলে তুমি ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর তুমি যদি সকালে উপনীত হও তবে পর্যাপ্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে সকালে উপনীত হবে (তি)।

٣٨٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ يَعْنِي الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ .

৩৮৭৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন তাঁর ডান হাত তাঁর গণ্ডদেশের নিচে স্থাপন করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবে এবং সমবেত করবে, সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করো"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ اِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

রাতে কারো ঘুম ভেংগে গেলে সে যে দোয়া পড়বে।

٣٨٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْلِيْ غُفِرَ لَهُ قَالَ الْوَلِيْدُ اَوْ قَالَ دَعَا اُسْتُجِيْبَ لَهُ فَاِنْ قَامَ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ صَلّٰى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ .

৩৮৭৮। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান, আল্লাহ মহা পবিত্র, আল্লাহ্ই সমস্ত

প্রশংসার অধিকারী, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ সুমহান, মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত অন্যায় থেকে বিরত থাকার কিংবা ভালো কাজ করার শক্তি কারো নাই", অতঃপর বলে "প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো", তাকে ক্ষমা করা হয়। রাবী ওলীদ ইবনে মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ এই দোয়া করলে তার দোয়া কবুল করা হয়। অতঃপর সে উঠে গিয়ে উযু করে নামায পড়লে তার নামায কবুল করা হয় (বু, মু, দা, তি, না)।

٣٨٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ اَنْبَانَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ رَبِيْعَةَ بْنَ كَعْبٍ الاَسْلَمِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِنَ اللَّيْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْهَوِىَّ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ .

৩৮৭৯। রবীআ ইবনে কাব আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দ্বারদেশে রাত যাপন করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে দীর্ঘ সময় ধরে বলতে শুনতেন, "বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ মহাপবিত্র", অতঃপর বলতেন ঃ "আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র এবং প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য" (আ, তি, না)।

٣٨٨٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

৩৮৮০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন"।

٣٨٨١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ عَلٰى طُهُوْرٍ ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَسَأَلَ اللّٰهَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا اَوْ مِنْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ .

৩৮৮১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন বান্দা পবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করলে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া বা আখেরাতের কিছু প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

বিপদকালে পড়ার দোয়া।

٣٨٨٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِىْ هِلاَلٌ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

৩৮৮২। আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিপদকালে পড়ার জন্য কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন ঃ "আল্লাহ, আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক করি না"।

٣٨٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ قَالَ وَكِيْعٌ مَرَّةً لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ فِيْهَا كُلِّهَا .

৩৮৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদকালে নিম্নোক্ত দোয়া করতেন ঃ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি পরম সহিষ্ণু, মহা সম্মানিত, পরম দয়ালু, মহান আরশের প্রভু আল্লাহ্ মহাপবিত্র, সাত আসমানের প্রভু ও মহান আরশের প্রভু আল্লাহ্ মহাপবিত্র" (বু, মু, তি, না)। একদা ওয়াকী (র) প্রতিটি বাক্যের সাথে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে যে দোয়া পড়বে।

٣٨٨٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ .

৩৮৮৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, পদস্খলন ঘটা থেকে, অত্যাচার করা থেকে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, অজ্ঞতা সুলভ আচরণ করা থেকে বা আমার প্রতি কারো অজ্ঞতা সুলভ আচরণ থেকে (আ, দা, তি, না, হা)।

٣٨٨٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ التُّكْلاَنُ عَلَى اللّٰهِ .

৩৮৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করা বা কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নেই। ভরসা আল্লাহ্‌র উপর"।

٣٨٨٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ ابْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ اَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلاَنِ بِهِ فَاِذَا قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ قَالاَ هُدِيْتَ وَاِذَا قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالاَ وُقِيْتَ وَاِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ قَالاَ كُفِيْتَ قَالَ فَيَلْقَاهُ قَرِيْنَاهُ فَيَقُوْلاَنِ مَاذَا تُرِيْدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ .

৩৮৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন লোক তার ঘরের বা বাড়ির দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়, তখন দু'জন ফেরেশতাকে তার সঙ্গী হিসাবে তার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন সে 'বিসমিল্লাহ' বলে তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, তোমাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে। যখন সে বলে, আল্লাহ ব্যতীত ক্ষতি রোধ করার বা বল্যাণ লাভ করার শক্তি কারো নাই, তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। যখন সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম, তখন তারা বলেন, তোমার জন্য (আল্লাহ) যথেষ্ট হয়েছেন। অতঃপর তার সাথে তার জন্য নিযুক্ত দুই সাথী সাক্ষাত করে। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তোমরা কি করতে চাও, যাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে, যাকে রক্ষা করা হয়েছে এবং যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন!

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ مَا يَدْعُوْ بِه اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যে দোয়া পড়বে।

٣٨٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِه وَعِنْدَ طَعَامِه قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِه قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ فَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِه قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ .

৩৮৮৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে শয়তান (তার সংগীদেরকে) বলে, তোমাদের রাত্রিবাস এবং রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হলো না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহ্কে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিবাসের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহ্কে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহার ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا سَافَرَ

কোন ব্যক্তি সফরের প্রাক্কালে যে দোয়া পড়বে।

٣٨٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ يَتَعَوَّذُ اِذَا سَافَرَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَزَادَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ فَاِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا .

৩৮৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওয়ানার প্রাক্কালে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার

নিকট সফরের ব্যর্থতা, প্রাচুর্যের পরে রিক্ততা, নির্যাতিতের বদদোয়া এবং পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি"। আবু মুআবিয়ার বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি ফিরে এসেও অনুরূপ বলতেন (মু, তি, না)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا رَاَى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

লোকে মেঘ-বৃষ্টি দেখে যে দোয়া পড়বে।

٣٨٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ الْمِقْدَامِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاى سَحَابًا مُقْبِلاً مِنْ اُفُقٍ مِنَ الْاٰفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ فِىْ صَلاَتِه حَتّٰى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِه فَاِنْ اَمْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً وَاِنْ كَشَفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ .

৩৮৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের কোন দিক থেকে মেঘ ভেসে আসতে দেখলে তাঁর হাতের কাজ ছেড়ে দিতেন, এমনকি নামাযে রত থাকলেও, অতঃপর মেঘমালার দিকে মুখ করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! এই মেঘমালাকে যে অনিষ্টসহ পাঠানো হয়েছে তা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি"। মেঘমালা বৃষ্টি বর্ষণ করলে তিনি দুইবার বা তিনবার বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! লাভজনক পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করুন"। মহান আল্লাহ যদি মেঘমালা সরিয়ে নিতেন এবং বৃষ্টি না হতো তবে সেজন্যও তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন (দা)।

٣٨٩٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيْئًا .

৩৮৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি একে লাভজনক পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণ বানাও"।

٣٨٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاٰى مَخِيْلَةً تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا اَمْطَرَتْ سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ

مَا رَاَتْ مِنْهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ هُوْدٍ (فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ) الاٰيَةَ .

৩৮৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘমালা দেখলে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে পরিবর্তিত হয়ে যেতো এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বেরিয়ে আসতেন, আর সামনে যেতেন এবং পিছনে আসতেন। বৃষ্টি বর্ষণের পর তাঁর এই অবস্থা দূরীভূত হতো। অধস্তন রাবী বলেন, আয়েশা (রা) তাঁর এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তুমি কী জানো, হয়তো তা সেই মেঘই হবে, যে সম্পর্কে হূদ (আ)-এর জাতি বলেছিলো, "অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখলো তখন বললো, এতো মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে। অথচ তা সেই আযাব যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছো" (সূরা আহ্কাফ ঃ ২৪)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا نَظَرَ اِلٰى اَهْلِ الْبَلاَءِ

কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত লোক দেখে যে দোয়া পড়বে।

٣٨٩٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ (وَلَيْسَ بِصَاحِبِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) مَوْلٰى اٰلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَجِئَهُ صَاحِبُ بَلاَءٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً عُوْفِيَ مِنْ ذٰلِكَ الْبَلاَءِ كَائِنًا مَّا كَانَ .

৩৮৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি হঠাৎ কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলবে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, তিনি তোমাকে যে বিপদে লিপ্ত করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তার অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন", তাহলে সে তার জীবৎকাল পর্যন্ত উক্ত বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে (তি)।

অধ্যায় ঃ ৩৫

كِتَابُ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا

(স্বপ্নের ব্যাখ্যা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ

যে উত্তম স্বপ্ন মুসলমান ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয়।

٣٨٩٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সৎলোকের উত্তম স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

٣٨٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

٣٨٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নেককার মুসলমান ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ।

٣٨٩٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِیْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ .

৩৮৯৬। উম্মু কুরয আল-কাবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নবুয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু মুবাশ্‌শিরাত (শুভ সংবাদ) অবশিষ্ট আছে।

٣٨٩٧- حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম স্বপ্ন নবুয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ।

٣٨٩٨- حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْیَى بْنِ اَبِیْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِیْ سَلَمَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ (لَهُمُ الْبُشْرٰى فِی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِی الْاٰخِرَةِ) قَالَ هِیَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ .

৩৮৯৮। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ" (১০ ঃ ৬৪) সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ ভালো স্বপ্ন যা মুসলিম ব্যক্তি দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়।

٣٨٩٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْاَيْلِیُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتَارَةَ فِیْ مَرَضِهِ وَالصُّفُوْفُ خَلْفَ اَبِیْ بَكْرٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ .

৩৮৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রোগগ্রস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা তুলে দেখলেন, লোকেরা সারিবদ্ধভাবে আবু বাক্‌র (রা)-এর পেছনে আছে। তিনি বললেন ঃ হে লোকসকল! মুসলিম ব্যক্তি যে

ভালো স্বপ্ন দেখে অথবা তাকে যে ভালো স্বপ্ন দেখানো হয়, তা ব্যতীত নবুয়াতের সুসংবাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْمَنَامِ

স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ।

٣٩٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فِى الْيَقْظَةِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ عَلٰى صُوْرَتِىْ .

৩৯০০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখালো, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখালো। কেননা শয়তান আমার স্বরূপ (সাদৃশ্য) ধারণ করতে পারে না।

٣٩٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ .

৩৯০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কেননা শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না।

٣٩٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لِلشَّيْطَانِ اَنْ يَّتَمَثَّلَ فِىْ صُوْرَتِىْ .

৩৯০২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা আমার স্বরূপ ধারণ শয়তানের পক্ষে সম্ভব নয়।

٣٩٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ .

৩৯০৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٣٩٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ اللَّخْمِيُّ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَكَاَنَّمَا رَاٰنِيْ فِي الْيَقْظَةِ اِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ بِيْ .

৩৯০৪। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে। কেননা আমার আকৃতি ধারণ করার সামর্থ্য শয়তানের নাই।

٣٩٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ ثَنَا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمَّارٍ هُوَ الدُّهْنِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِيْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِيْ .

৩৯০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ اَلرُّؤْيَا ثَلاَثٌ

স্বপ্ন তিন প্রকার।

٣٩٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ ثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَبُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ وَحَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّ اِنْ شَاءَ وَاِنْ رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلٰى اَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّيْ .

৩৯০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বপ্ন তিন প্রকার। (১) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২) বান্দার মনের খেয়াল এবং (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনমূলক কিছু। অতএব তোমাদের কেউ পছন্দনীয়

কিছু স্বপ্নে দেখলে তা ইচ্ছা করলে অপরের কাছে ব্যক্ত করতে পারে। আর সে অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে যেন তা ব্যক্ত না করে এবং উঠে নামায পড়ে।

٣٩٠٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبِيْدَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ مِنْهَا اَهَاوِيْلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ اٰدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِىْ يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ فِىْ مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৯০৭। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বপ্ন তিন প্রকার। (এক) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতিজনক স্বপ্ন যার দ্বারা সে আদম সন্তানকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।। (দুই) মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা দেখলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় স্বপ্নে তা দেখে। (তিন) স্বপ্ন হলো নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ। অধস্তন রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি কি ঐ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বললেন, এটা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, এটা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ رَاٰى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে।

٣٩٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ .

৩৯০৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, তিনবার আল্লাহ্‌র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সে যে দিকে কাঁৎ হয়ে শুয়েছিলো তা যেন পরিবর্তন করে।

٣٩٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَأٰى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ .

৩৯০৯। আবু কাদাতা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব তোমাদের কেউ স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে পাশে শোয়া ছিলো তা পরিবর্তন করে।

٣٩١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأٰى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا .

৩৯১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে সে যে কাতে শোয়া ছিলো তা যেন পরিবর্তন করে, তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহ্‌র নিকট স্বপ্নের কল্যাণ কামনা করে এবং তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِيْ مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ

ঘুমের মধ্যে যার সাথে শয়তান খেলা করে, সে যেন তা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে।

٣٩١١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ رَأْسِيْ ضُرِبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلٰى أَحَدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغْدُوْ يُخْبِرُ النَّاسَ .

৩৯১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথায় প্রহার করা হচ্ছে। আর প্রহারকারীকে দেখলাম যে, সে থর থর করে কাঁপছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শয়তান তোমাদের কারো সাথে তামাশা করে, যাতে সে ভয় পায়। অতঃপর সকাল বেলা সে লোকদের নিকট তা বলে বেড়ায়।

٣٩١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَاَنَّ عُنُقِيْ ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَاْسِيْ فَاتَّبَعْتُهُ فَاَخَذْتُهُ فَاَعَدْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِاَحَدِكُمْ فِيْ مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ .

৩৯১২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণদানরত অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, আমিও গত রাতে তদ্রূপ স্বপ্নে দেখলাম। আমার ঘাড়ে আঘাত করার ফলে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেলো। আমি সেটির অনুসরণ করে তা ধরে ফেললাম এবং পুনরায় ঘাড়ে স্থাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘুমের মধ্যে তোমাদের কারো সাথে শয়তান খেলা করলে সে যেন তা লোকের কাছে না বলে।

٣٩١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ .

৩৯১৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন ঘুমের মধ্যে তার সাথে শয়তানের খেলা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الرُّؤْيَا اِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ فَلاَ يَقُصُّهَا اِلاَّ عَلٰى وَادٍّ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হলে তা বাস্তবায়িত হয়। অতএব তা শুভাকাংখী ব্যতীত কারো কাছে বলবে না।

٣٩١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ عُدُسٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَبِيْ رَزِيْنٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَا

لَمْ تُعْبَرْ فَاِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ لاَ يَقُصُّهَا الاَّ عَلٰى وَادٍّ اَوْ ذِىْ رَاْىٍ .

৩৯১৪। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত তা উড়ন্ত পাখির পায়ে ঝুলন্ত জিনিস সদৃশ। তার ব্যাখ্যা করা হলে তা ছিটকে পড়ে যায় (বাস্তবায়িত হয়)। তিনি আরো বলেনঃ স্বপ্ন হচ্ছে নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন ঃ সে যেন বন্ধু অথবা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত কারো কাছে তা ব্যক্ত না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ عَلٰى مَا تُعْبَرُ بِهِ الرُّؤْيَا

কিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হবে?

٣٩١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اعْتَبِرُوْهَا بِاَسْمَائِهَا وَكَنُّوْهَا بِكُنَاهَا وَالرُّؤْيَا لِاَوَّلِ عَابِرٍ .

৩৯১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাদের নামসমূহ দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো, তাদের উপনাম দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো এবং প্রথম ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা মোতাবেক সাধারণত তা বাস্তবায়িত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا

যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে।

٣٩١٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا كُلِّفَ اَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَيُعَذَّبُ عَلٰى ذٰلِكَ .

৩৯১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে তাকে দু'টি যবের দানার মধ্যে গিট লাগাতে বাধ্য করা হবে এবং এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ اَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا

অধিক সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন অধিক পরিমাণে সত্য হয়।

٣٩١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَاَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৯১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন কচিৎই অবাস্তব হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا

স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

٣٩١٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ مُنْصَرَفَهُ مِنْ اُحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ سَمْنًا وَعَسَلاً وَرَاَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَاَيْتُ سَبَبًا وَاصِلاً اِلَى السَّمَاءِ رَاَيْتُكَ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ بِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ دَعْنِىْ اَعْبُرْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اعْبُرْهَا قَالَ اَمَّا الظُّلَّةُ

فَالاسْلاَمُ وَاَمَّا مَا يَنْطُفُ مِنْهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَهُوَ الْقُرْاٰنُ حَلاَوَتُهُ وَلِيْنُهُ وَاَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالاخِذُ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا وَقَلِيْلاً وَاَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ اِلَى السَّمَاءِ فَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلاَ بِكَ ثُمَّ يَاْخُذُهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ اٰخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ اٰخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهِ قَالَ اَصَبْتَ بَعْضًا وَاَخْطَاْتَ بَعْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُخْبِرَنِّيْ بِالَّذِيْ اَصَبْتُ مِنَ الَّذِيْ اَخْطَاْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُقْسِمْ يَا اَبَا بَكْرٍ .

৩৯১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফেরার পথে এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে একটি ছায়াদার মেঘ দেখেছি, যা থেকে ফোটায় ফোটায় ঘি ও মধু পড়ছিলো। লোকদেরকে দেখলাম যে, তারা হাতে তুলে নিয়ে তা পান করছে। কেউ বেশি পাচ্ছে এবং কেউ কম পাচ্ছে। আমি আরো দেখলাম যে, আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত একটি রশি ঝুলছে। আমি দেখলাম যে, আপনি তা ধরে উপরে উঠে গেছেন। আপনার পর আরেকজন তা ধরে উপরে উঠে গেল, তার পরে আরেকজন তা ধরে উপরে উঠে গেলো। তার পরে আরেকজন তা ধরলে রশিটি ছিড়ে গেলো। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেলো এবং সেও তা ধরে উপরে উঠে গেলো। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা, তুমি এর ব্যাখ্যা করো। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, মেঘখণ্ড হলো ইসলামের ছায়া। পতিত ঘি ও মধু হলো কুরআন এবং কুরআনের মাধুর্যতা বা কোমলতা। আর বেশি ও কম লাভকারী হলো কুরআন থেকে বেশি ও কম লাভকারী। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হলো সেই মহাসত্য যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। আপনি রশিটি ধরলেন এবং আল্লাহ আপনাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। আপনার পর তা আরেকজন ধরবে এবং আল্লাহ তাকেও উপরে তুলে নিবেন। তার পরে আরেকজন ধরবে, সেও তা ধরে উপরে উঠে যাবে। এরপর আরেকজন রশিটি ধরবে এবং তা ছিড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগবে এবং সেও তা ধরে উপরে উঠে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কিছু তো ঠিক বলেছো এবং কিছু বলেছো ভুল। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে বলে দিন, আমি কোথায় ঠিক করেছি এবং কোথায় ভুল করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! শপথ দিয়ে বলো না (বু, মু, তি)।

٣٩١٨(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلاً فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ .

৩৯১৮(১)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে আসমান-যমীনের মাঝে একটি ছায়াদার মেঘখণ্ড দেখলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝড়ে পড়ছে। .... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩৯১৯- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنْتُ اَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَاٰى مِنَّا رُؤْيَا يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ لِيْ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاَرِنِيْ رُؤْيَا يُعَبِّرُهَا لِي النَّبِيُّ ﷺ فَنِمْتُ فَرَاَيْتُ مَلَكَيْنِ اَتَيَانِيْ فَانْطَلَقَا بِيْ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ فَانْطَلَقَا بِيْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَاَخَذُوْا بِيْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ اَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ .

৩৯১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমি ছিলাম অবিবাহিত যুবক। আমি মসজিদেই রাত কাটাতাম। আমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে সে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করতো। আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার জন্য কোন কল্যাণ থাকলে তা আমাকে একটি স্বপ্নে দেখাও যার ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলে দিবেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে আমার নিকট দু'জন ফেরেশতাকে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন, পথিমধ্যে আরেকজন ফেরেশতা তাদের সাথে মিলিত হন। তিনি বলেন, তুমি ভয় পেয়ো না। ফেরেশতাদ্বয় আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চললো। তা ছিলো একটি কূপের ন্যায়। তাতে আমি কিছু সংখ্যক লোক দেখতে পেলাম, যাদের কতককে আমি চিনতে পেরেছি। তারা আমাকে ডান দিকে নিয়ে গেলো। ভোর হলে আমি বিষয়টি হাফসা (রা)-কে বললাম। হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বললেন। তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ একজন সৎলোক। সে যদি রাতে অধিক নামায পড়তো! যুহরী (র) বলেন, তখন থেকে আবদুল্লাহ (রা) রাতে বেশী বেশী নামায পড়তেন।

٣٩٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ الى شِيَخَةٍ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ الى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ الٰى هٰذَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقُمْتُ الَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْجَنَّةُ لِلّٰهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَّشَاءُ وَاِنِّىْ رَاَيْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُؤْيَا رَاَيْتُ كَاَنَّ رَجُلاً اَتَانِىْ فَقَالَ لِىْ انْطَلِقْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بِىْ فِىْ نَهْجٍ عَظِيْمٍ فَعُرِضَتْ عَلَىَّ طَرِيْقٌ عَلى يَسَارِىْ فَاَرَدْتُ اَنْ اَسْلُكَهَا فَقَالَ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِهَا ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَىَّ طَرِيْقٌ عَنْ يَمِيْنِىْ فَسَلَكْتُهَا حَتّٰى اذَا انْتَهَيْتُ الى جَبَلٍ زَلَقٍ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَزَجَّلَ بِىْ فَاذَا اَنَا عَلى ذُرْوَتِه فَلَمْ اَتَقَارَّ وَلَمْ اَتَمَاسَكْ وَاذَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ فِىْ ذُرْوَتِه حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَزَجَّلَ بِىْ حَتّٰى اَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ اسْتَمْسَكْتَ قُلْتُ نَعَمْ فَضَرَبَ الْعَمُوْدَ بِرِجْلِه فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتَ خَيْرًا اَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيْمُ فَالْمَحْشَرُ وَاَمَّا الطَّرِيْقُ الَّتِىْ عُرِضَتْ عَنْ يَّسَارِكَ فَطَرِيْقُ اَهْلِ النَّارِ وَلَسْتَ مِنْ اَهْلِهَا وَاَمَّا الطَّرِيْقُ الَّتِىْ عُرِضَتْ عَنْ يَّمِيْنِكَ فَطَرِيْقُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَمَّا الْجَبَلُ الزَّلَقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَاَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِىْ اسْتَمْسَكْتَ بِهَا فَعُرْوَةُ الْاِسْلَامِ فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتّٰى تَمُوْتَ فَاَنَا اَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاذَا هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ .

৩৯২০। খারাশা ইবনুল হুর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববীতে প্রবীণদের এক মজলিসে বসলাম। একজন প্রবীণ লোক তার লাঠিতে ভর দিয়ে আসলেন। লোকেরা বললো, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির দিকে তাকায়। তিনি খুঁটির পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন। আমি উঠে গিয়ে তাকে বললাম, লোকেরা এই এই বলেছে। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, জান্নাত আল্লাহ্‌র এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করাবেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি

দেখলাম, এক ব্যক্তি যেন আমার নিকট এসে আমাকে বললো, চলুন। আমি তার সাথে গেলাম। সে আমাকে একটি বিরাট প্রশস্ত রাস্তায় পৌঁছে দিলো। আমার বাঁ দিকে একটি পথ দেখনো হলো। আমি সেই পথ ধরে অগ্রসর হতে চাইলাম। সে বললো, তুমি এ পথের উপযুক্ত নও। অতঃপর আমার ডানে একটি রাস্তা দেখানো হলো। অমি সেই রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলাম। আমি একটি পিচ্ছিল পাহাড়ে পৌঁছলে সে আমার হাত ধরে আমাকে ধাক্কা দিলো এবং আমি এর চূড়ায় পৌঁছে গেলাম, কিন্তু আমি সেখানে স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। আমি এর চূড়ায় লোহার একটি খুঁটি দেখতে পেলাম। এর চূড়ায় ছিলো একটি সোনার হাতল। সে (ফেরেশতা) আমার হাত ধরে ধাক্কা দিলে আমি সেই হাতল ধরে ফেললাম। সে বললো, তুমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছ?। আমি বললাম, হাঁ। সে তার পা দ্বারা খুঁটিতে আঘাত করলে আমি হাতলটি দৃঢ়ভাবে ধরে ফেললাম। তিনি বললেন, আমি ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছো। বিরাট প্রশস্ত রাস্তাটি হলো হাশরের ময়দান। তোমার বাঁ দিকে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে তা হলো জাহান্নামীদের রাস্তা। তুমি জাহান্নামী নও। তোমার ডান দিক দিয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছে তা হলো জান্নাতীদের রাস্তা। পিচ্ছিল পাহাড়টি হলো শহীদদের মনযিল। যে হাতলটি তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে, সেটি হলো ইসলামের হাতল। অতএব তুমি আমৃত্যু এটি আঁকড়ে ধরে রাখবে। আশাঁ করি আমি জান্নাতবাসী হবো। স্বপ্নটি দেখেছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)।

٣٩٢١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ثَنَا بُرَيْدَةُ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ الٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِىْ الٰى اَنَّهَا يَمَامَةُ اَوْ هَجَرٌ فَاذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَاَيْتُ فِىْ رُؤْيَاىَ هٰذِهِ اَنِّىْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَاذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ فَاذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَاَيْتُ فِيْهَا اَيْضًا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَاذَاهُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ وَاِذَا مَا جَاءَ الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِىْ اٰتَانَا اللّٰهُ بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ .

৩৯২১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে খেজুর গাছ সমৃদ্ধ এক এলাকায় হিজরত করছি। আমার মনে হলো যে, সেই এলাকা ইয়ামামা অথবা হাজার। কিন্তু আসলে তা মদীনা, যার নাম ইয়াসরিব। আমি আমার এ স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, আমি তারবারি নাড়াচাড়া করছি এবং তা মাঝখান দিয়ে ভেংগে গেলো। আসলে তা ছিলো উহুদ যুদ্ধে মুমিনদের

উপর আগত বিপদ। আমি পুনরায় তরবারি নাড়া দিলে তা পূর্বাপেক্ষা আরো উত্তম রূপ ধারণ করলো। আসলে তা ছিলো আল্লাহ্ প্রদত্ত পরবর্তী সময়ের বিজয় (মক্কা বিজয়) এবং মুসলমানদের সম্মিলিত অভ্যুত্থান। আমি স্বপ্নে আরও দেখতে পেলাম একটি গাভী। আল্লাহ্ কল্যাণময়। এরা ছিলেন উহুদের যুদ্ধের শহীদ একদল মুমিন। তাও ভালো, যা আল্লাহ্ গনীমতের মাল হিসাবে পরে আমাদের দান করেছেন এবং তাও ভালো, যা সত্যের বিনিময় হিসাবে আল্লাহ্ আমাদের বদর যুদ্ধের দিন দান করেছিলেন।

٣٩٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ فِىْ يَدِىْ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُمَا فَاَوَّلْتُهُمَا هٰذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ مُسَيْلَمَةَ وَالْعَنْسِىَّ .

৩৯২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি স্বপ্নে আমার হাতে দু'টি সোনার চুড়ি দেখতে পেলাম। আমি ফুঁ দিতেই তা উড়ে চলে গেলো। আমি এই চুড়িদ্বয়ের এই ব্যাখ্যা করেছি যে, নবুয়াতের দুই মিথ্যা দাবিদারের আবির্ভাব হবে। তারা হলো ঃ মুসায়লামা ও আনসী (বু, মু, তি)।

٣٩٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوْسٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ الْفَضْلِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ كَاَنَّ فِىْ بَيْتِىْ عُضْوًا مِنْ اَعْضَائِكَ قَالَ خَيْرًا رَاَيْتِ تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا فَتُرْضِعِيْهِ فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا اَوْ حَسَنًا فَاَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمٍ قَالَتْ فَجِئْتُ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهِ فَبَالَ فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْجَعْتِ ابْنِىْ رَحِمَكِ اللّٰهُ .

৩৯২৩। কাবূস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল ফাদল (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে আপনার দেহের কোন একটি অঙ্গ আমার ঘরে দেখতে পেলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি ভালোই দেখেছো। ফাতেমা একটি সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে। অতএব ফাতেমা (রা) হুসায়ন অথবা হাসান (রা)-কে প্রসব করেন এবং তিনি তাকে কুছাম এর ভাগের দুধ পান করান। তিনি বলেন, আমি তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। সে পেশাব করে দিলে আমি তার কাঁধে আঘাত করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি আমার সন্তানকে কষ্ট দিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।

٣٩٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ امْرَاَةً

سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى قَامَتْ بِالْمَهْيَعَةِ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَاَوَّلْتُهَا وَبَاءً بِالْمَدِيْنَةِ فَنُقِلَ اِلَى الْجُحْفَةِ .

৩৯২৪। অবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এক কৃষ্ণকায় নারী নির্গত হয়ে মাহ্ইয়াআ অর্থাৎ জুহফায় পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলো। আমি স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করলাম যে, মদীনার মহামারী জুহফায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

٣٩٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اِسْلاَمُهُمَا جَمِيْعًا فَكَانَ اَحَدُهُمَا اَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْاٰخَرِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَكَثَ الْاٰخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِهِمَا فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَاَذِنَ لِلَّذِيْ تُوُفِّيَ الْاٰخِرَ مِنْهُمَا ثُمَّ خَرَجَ فَاَذِنَ لِلَّذِيْ اسْتُشْهِدَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيَّ فَقَالَ ارْجِعْ فَاِنَّكَ لَمْ يَاْنِ لَكَ بَعْدُ فَاَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجِبُوْا لِذٰلِكَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثُوْهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ مِنْ اَيِّ ذٰلِكَ تَعْجَبُوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا كَانَ اَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا ثُمَّ اسْتُشْهِدَ وَدَخَلَ هٰذَا الْاٰخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هٰذَا بَعْدَهُ سَنَةً قَالُوْا بَلٰى قَالَ وَاَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلّٰى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

৩৯২৫। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে উপস্থিত হলো। তারা ছিলো খাঁটি মুসলমান। তাদের একজন ছিলো অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হলো এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেলো। তালহা (রা) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি বেহেশতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এলো এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। সে পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। পরে সে আমার নিকট ফিরে এসে বললো, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার

পালা পরে। সকাল বেলা তালহা (রা) উক্ত ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হলো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানেও গেলো এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি বলেন ঃ কি কারণে তোমরা বিস্মিত হলে? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিধর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ সে একটি রমযান মাস পেয়েছে, রোযা রেখেছে এবং এক বছর যাবত এই এই নামায কি পড়েনি? তারা বললো, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আসমান-জমীনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চাইতে অধিক ব্যবধান।

٣٩٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْرَهُ الْغِلَّ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ .

৩৯২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে গলায় চাকতি দেখা অপছন্দ করি, কিন্তু আংটা পছন্দ করি। কারণ আংটা অর্থ দীনের উপর অবিচলতা।

অধ্যায় ঃ ৩৬

كِتَابُ الْفِتَنِ

(কলহ-বিপর্যয়)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তার উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা।

٣٩٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৯২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যাবত না তারা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)। তারা এটা বললে আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। কিন্তু দীন ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র।[1] তাদের চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণের ভার আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত।

٣٩٢٨- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

৩৯২৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" না বলা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে

---

১. দীন ইসলামের অধিকার বলতে বুঝায়, কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর অপরাধকর্মে লিপ্ত হলে ইসলামের বিধান মোতাবেক তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে (অনুবাদক)।

যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বললে আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। কিন্তু দীন ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তাদের চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণের বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত।

٣٩٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ ثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَوْسًا اَخْبَرَهُ قَالَ اِنَّا لَقُعُوْدٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُذَكِّرُنَا اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْتُلُوْهُ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبُوْا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَاِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حَرُمَ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ .

৩৯২৯। আওস (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাদেরকে (অতীতের) ঘটনাবলী উল্লেখপূর্বক উপদেশ দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁর সাথে একান্তে কিছু বললো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করো। লোকটি ফিরে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই"? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ যাও, তোমরা তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কারণ লোকেরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" না বলা পর্যন্ত আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা তাই করলে তাদের জান-মালে হস্তক্ষেপ আমার জন্য হারাম হয়ে গেলো।

٣٩٣٠- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ السُّمَيْطِ ابْنِ السَّمِيْرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ اَتٰى نَافِعُ بْنُ الاَزْرَقِ وَاَصْحَابُهُ فَقَالُوْا هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ مَا هَلَكْتُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ مَا الَّذِىْ اَهْلَكَنِىْ قَالُوْا قَالَ اللّٰهُ (وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ) قَالَ قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتّٰى نَفَيْنَاهُمْ فَكَانَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ اِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَاَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَلَمَّا لَقُوْهُمْ قَاتَلُوْهُمْ قِتَالاً

شَدِيْدًا فَمَنَحُوْهُمْ اَكْتَافَهُمْ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِيْ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنِّيْ مُسْلِمٌ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا الَّذِىْ صَنَعْتَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِىْ صَنَعَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِىْ قَلْبِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ اَعْلَمُ مَا فِىْ قَلْبِهِ قَالَ فَلاَ اَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَلاَ اَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِىْ قَلْبِهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى مَاتَ فَدَفَنَّاهُ فَاَصْبَحَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ فَقَالُوْا لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ اَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُوْنَهُ فَاَصْبَحَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ فَقُلْنَا لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوْا فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِاَنْفُسِنَا فَاَصْبَحَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ فَاَلْقَيْنَاهُ فِىْ بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ .

৩৯৩০। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফে ইবনুল আযরাক (রা) ও তার সাথীরা (আমার নিকট) এসে বললো, হে ইমরান! তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো। তিনি বলেন, আমি ধ্বংস হইনি। তারা বলেন, হাঁ (তুমি বরবাদ হয়েছো)। তিনি বলেন, কিসে আমাকে ধ্বংস করলো? তারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়" (৮ ঃ ৩৯)। তিনি বলেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে এতটা যুদ্ধ করেছি যে, তাদেরকে নির্বাসিত করেছি। ফলে আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। তারা বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি সামরিক বাহিনী মুশরিকদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। মুসলমানরা তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেলো। আমার এক বন্ধু পলায়নপর এক মুশরিকের উপর বর্শা দ্বারা হামলা করলো, তিনি তাকে পাকড়াও করলে সে বলতে লাগলো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। নিশ্চয় আমি একজন মুসলিম"। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে একবার বা দুইবার বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর তিনি যা করেছেন তা তার নিকট বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি তার পেট চিরে দেখলে না কেন? তাহলে তো তুমি তার অন্তরের খবর জানতে পারতে! তিনি

বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তার পেট চিরে ফেললেও তার অন্তরের খবর জানতে পারতাম না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি তার উচ্চারিত স্বীকারোক্তি কেন কবুল করলে না, অথচ তুমি তার অন্তরের খবর জানতে না? ইমরান (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অবশেষে লোকটি মারা গেলে আমরা তাকে দাফন করলাম। ভোরে উঠে আমরা দেখলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে যমীনের উপরে পড়ে আছে। তারা বললেন, হয়ত কোন শত্রু কবর খুঁড়ে একে বের করে তুলে রেখেছে। অতঃপর আমরা তাকে আবার দাফন করলাম এবং আমাদের যুবকদের তার কবর পাহারা দিতে নির্দেশ দিলাম। আমরা পরদিন ভোরবেলা দেখতে পেলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে যমীনের উপর পড়ে আছে। আমরা বললাম, হয়ত প্রহরীরা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা পুনরায় তাকে দাফন করলাম এবং নিজেরাই প্রহরায় রত হলাম। প্রত্যূষে আমরা দেখলাম, সে কবরের বাইরে যমীনের উপর পড়ে আছে। অবশেষে আমরা তাকে এক গিরিসংকটে নিক্ষেপ করলাম।

٣٩٣٠(١)- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَفْصٍ الاَيْلِىُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ السُّمَيْطِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ فَنَبَذَتْهُ الْاَرْضُ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اِنَّ الْاَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَحَبَّ اَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيْمَ حُرْمَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৩৯৩০(১)। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান। তাতে এক মুসলমান এক মুশরিকের উপর চড়াও হলো। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন...। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ যমীন তাকে উৎক্ষিপ্ত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দেওয়া হলো। তিনি বলেন ঃ যমীন তো অবশ্যি তার চেয়ে নিকৃষ্টি ব্যক্তিকেও গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেখাতে চান যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কত বেশী!

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ

মুমিন ব্যক্তির জান-মালের নিরাপত্তা।

٣٩٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَلاَ اِنَّ اَحْرَمَ

الاَيَّامِ يَوْمُكُمْ هٰذَا اَلاَ وَاِنَّ اَحْرَمَ الشُّهُوْرِ شَهْرُكُمْ هٰذَا اَلاَ وَاِنَّ اَحْرَمَ الْبَلَدِ بَلَدُكُمْ هٰذَا اَلاَ وَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ .

৩৯৩১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের এই দিন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত দিন। সাবধান তোমাদের এই মাস সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মাস। সাবধান! তোমাদের এই শহর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত শহর। সাবধান! তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের ইজ্জত-আবরু তোমাদের পরস্পরের জন্য এতো পবিত্র, যেমন এই দিন, এই মাস ও এই শহর। শোন! আমি কি (আল্লাহ্‌র পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? সমবেত জনমণ্ডলী বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

٣٩٣٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ بْنُ اَبِىْ ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِىُّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ النَّصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُوْلُ مَا اَطْيَبَكِ وَاَطْيَبَ رِيْحَكِ مَا اَعْظَمَكِ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَاَنْ نَظُنَّ بِهِ اِلاَّ خَيْرًا .

৩৯৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেন ঃ কত উত্তম তুমি হে কাবা! আকর্ষণীয় তোমার খোশবু, কত উচ্চ মর্যাদা তোমার (হে কাবা)! কত মহান সম্মান তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহ্‌র নিকট মুমিন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চাইতে অনেক বেশী। আমরা মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করি।

٣٩٣٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ وَيُوْنُسُ بْنُ يَحْىٰ جَمِيْعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

৩৯৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ও মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলমানের জন্য হারাম।

٣٩٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِىِّ اَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ .

৩৯৩৪। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন সেই ব্যক্তি যার হস্তক্ষেপ থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে মন্দ কাজ ও গুনাহ্ ত্যাগ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ النَّهْىِ عَنِ النُّهْبَةِ

লুট-তরাজ ও ছিনতাই নিষিদ্ধ।

٣٩٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِنَّا .

৩৯৩৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লুটতরাজ ও ছিনতাই করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣٩٣٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৩৯৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেনাকারী যখন যেনায় লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। মদ্যপ যখন মদ পানে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। আর লুটতরাজ ও ছিনতাইকারী যখন লুটতরাজ ও ছিনতাই করে এবং লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন সে মুমিন থাকে না।

٣٩٣٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا .

৩৯৩৭। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ছিনতাই ও লুটতরাজ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣٩٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ ابْنِ الْحَكَمِ قَالَ اَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُوْرَنَا فَمَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ .

৩৯৩৮। সালামা ইবনুল হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শত্রুপক্ষের মেষপালের নাগাল পেয়ে তা লুট করলাম। অতঃপর আমরা সেগুলোর গোশত পাতিলে করে রান্না করছিলাম। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাতিলগুলো অতিক্রমকালে (সেগুলো উল্টে) ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলে তা উল্টে ফেলে দেয়া হলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ লুটতরাজ করা হালাল নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

٣٩٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

٣٩٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْاَسَدِىُّ ثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

٣٩٤١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৪১। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّاراً يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না।

٣٩٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّاراً يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৩৯৪২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে লোকদেরকে নীরব নিস্তব্ধ করিয়ে বলেন ঃ আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না।

٣٩٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيْحَكُمْ اَوْ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّاراً يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৩৯৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের জন্য আফসোস! তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্য! আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না।

٣٩٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الصُّنَابِحِ الْاَحْمَسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِىْ .

৩৯৪৪। সুনাবিহী আল-আহমাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! আমি হাওযে কাওসারে তোমাদের আগেই

উপস্থিত থাকবো এবং আমি অন্যান্য উম্মাতদের উপর তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গৌরব প্রকাশ করবো। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ اَلْمُسْلِمُوْنَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

মুসলমানগণ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র যিম্মায় থাকে।

٣٩٤٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ اَبِيْ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَابِسٍ الْيَمَامِيِّ (الْيَمَانِيِّ) عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِيْ عَهْدِهِ فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهِ .

৩৯৪৫। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায় থাকলো। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র যিম্মাদারিকে নষ্ট করো না। যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে তলব করে এনে উল্টো মুখে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

٣٩٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৯৪৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো সে মহান আল্লাহ্‌র যিম্মায় রইলো।

٣٩٤٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُو الْمُهَزِّمِ يَزِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلاَئِكَتِهِ .

৩৯৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الْعَصَبِيَّةِ

গোত্রবাদ।

٣٩٤٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَيُّوبُ عَنْ غَيْلاَنَ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُوْ اِلٰى عَصَبِيَّةٍ اَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ

৩৯৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোকদেরকে গোত্রবাদের দিকে আহবান করে অথবা গোত্রবাদে উন্মত্ত হয়ে ভ্রষ্টতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে নিহত হলো সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।

٣٩٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْيُحْمِدِىُّ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ كَثِيْرٍ الشَّامِيِّ عَنِ امْرَاَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُّحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُعِيْنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ .

৩৯৪৯। ফাসীলা নাম্নী এক সিরীয় মহিলা বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিজ গোত্রের প্রতি ভালোবাসা কি গোত্রেবাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন ঃ না। তবে নিজ গোত্রকে অন্যের উপর অত্যাচারে সহায়তা করা গোত্রবাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ السَّوَادِ الْاَعْظَمِ

সর্ববৃহৎ দল।

٣٩٥٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَعَانُ ابْنُ رِفَاعَةَ السَّلاَمِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ خَلَفٍ الْاَعْمِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلٰى ضَلاَلَةٍ فَاِذَا رَاَيْتُمْ اخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ .

৩৯৫০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাত পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। তোমরা মতভেদ দেখতে পেলে অবশ্যই সর্ববৃহৎ দলের সাথে থাকবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْفِتَنِ

যেসব বিপর্যয় সংঘটিত হবে।

٣٩٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ رَجَاءٍ الاَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا صَلاَةً فَاَطَالَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا (اَوْ قَالُوْا) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلاَةَ قَالَ اِنِّيْ صَلَّيْتُ صَلاَةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَاَلْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاُمَّتِيْ ثَلاَثًا فَاَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً سَاَلْتُهُ اَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهُ اَنْ لاَ يُهْلِكَهُمْ غَرَقًا فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهُ اَنْ لاَ يَجْعَلَ بَاْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ .

৩৯৫১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। তিনি অবসর হলে আমরা বললাম, বা তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ আপনি নামায দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি আশাব্যঞ্জক ও ভীতিজনক নামায পড়েছি। আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিস প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে দু'টি দান করেছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করলাম যে, তাদের ব্যতীত তাদের উপর তাদের শত্রুপক্ষ যেন আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। তিনি আমাকে এটা দান করলেন। আমি তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা করলাম যে, আমার গোটা উম্মাত যেন পানিতে ডুবিয়ে মারা না হয়। তিনি এটাও আমাকে দান করেছেন। আমি তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা করলাম যে, আমার উম্মাত যেন পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি আমার এ প্রার্থনা আমাকে ফেরত দিলেন।

٣٩٥٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ الْجَرْمِيِّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ زُوِيَتْ

لِىَ الْاَرْضُ حَتّٰى رَاَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَصْفَرَ (اَوِ الْاَحْمَرَ) وَالاَبْيَضَ يَعْنِى الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقِيْلَ لِىْ اِنَّ مُلْكَكَ اِلٰى حَيْثُ زُوِىَ لَكَ وَاِنِّىْ سَاَلْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثًا اَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلٰى اُمَّتِىْ جُوْعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً وَاَنْ لاَ يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَاْسَ بَعْضٍ وَاِنَّهُ قِيْلَ لِىْ اِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَاِنِّىْ لَنْ اُسَلِّطَ عَلٰى اُمَّتِكَ جُوْعًا فَيُهْلِكَهُمْ فِيْهِ وَلَنْ اَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ اَقْطَارِهَا حَتّٰى يُفْنِىَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَاِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِىْ اُمَّتِىْ فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّ مِمَّا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِىْ اَئِمَّةً مُّضِلِّيْنَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىْ الْاَوْثَانَ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَاِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ دَجَّالِيْنَ كَذَّابِيْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ لَمَّا فَرَغَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَا اَهْوَلَهُ .

৩৯৫২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার জন্য পৃথিবীকে গুটিয়ে দেয়া হলো। ফলে আমি তার পূর্ব-পশ্চিম সবদিক দেখতে পেলাম। আমাকে হরিদ্রাভ বা লাল এবং সাদা বর্ণের দু'টি খনিজ ভাণ্ডার অর্থাৎ সোনা-রূপার ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে। আমাকে বলা হলো, পৃথিবীর যতখানি তোমার জন্য গুটানো হয়েছিল, তোমার রাজত্ব সেই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম ঃ আমার উম্মাত যেন ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে তার দ্বারা ধ্বংস না হয়। তাদেরকে দলে উপদলে বিচ্ছিন্ন করে তাদের এক দলকে অপর দলের সশস্ত্র সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন না করার আবেদন করলাম। আমাকে বলা হলো, "আমি কোন ফয়সালা করলে তা মোটেও পরিবর্তিত হওয়ার নয়। তবে আমি তোমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষপীড়িত করে তাদের ধ্বংস করবো না এবং তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল বিরোধী শক্তিকে যুগপৎ একত্র করবো না, যতক্ষণ না তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে এবং একে অপরকে হত্যা করে"। আমার উম্মাতের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হলে কিয়ামত পর্যন্ত আর অস্ত্রবিরতি হবে না। আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে অধিক ভয় করছি পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের। অচিরেই আমার উম্মাতের কোন কোন গোত্র বা সম্প্রদায় প্রতীমা পূজায় লিপ্ত হবে এবং আমার উম্মাতের কতক গোত্র মুশরিকদের সাথে যোগ দিবে। অচিরেই কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবি

করবে। আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মহান আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত নির্দেশ (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আবুল হাসান (র) বলেন, অতঃপর আবু আবদুল্লাহ (র) এই হাদীস বর্ণনাশেষে বললেন, কতই না ভয়াবহ এই হাদীস।

٣٩٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَعَقَدَ بِيَدَيْهِ عَشَرَةً قَالَ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ .

৩৯৫৩। যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তিমাভ মুখমণ্ডল নিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং তিনি বলছিলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই), ঘনিয়ে আশা দুর্যোগে আরবদের দুর্ভাগ্য। ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর এতোটুকু ফাঁক হয়ে গেছে। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে দশ সংখ্যার বৃত্ত করে দেখান। যয়নব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায় কি আমরা ধ্বংস হবো? তিনি বলেন ঃ (হাঁ) যখন পাপাচারের বিস্তার ঘটবে (বু,মু,তি,না)।

٣٩٥٤- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِى السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا اِلاَّ مَنْ اَحْيَاهُ اللّٰهُ بِالْعِلْمِ .

৩৯৫৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে যখন সকালবেলা মানুষ মুমিন থাকবে, বিকেলবেলা কাফের হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে দীনের জ্ঞানের বদৌলতে জীবিত রাখবেন তার কথা স্বতন্ত্র।

٣٩٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَقُلْتُ اَنَا قَالَ اِنَّكَ لَجَرِيٌّ قَالَ كَيْفَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ اِنَّمَا اُرِيْدُ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ اَوْ يُفْتَحُ قَالَ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ يُغْلَقَ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةَ اِنِّيْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ يَسْاَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ.

৩৯৫৫। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপর্যয় সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেছেন, তোমাদের মধ্যে কে সেগুলো অধিক স্মরণ রাখতে পেরেছ? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি। উমার (রা) বলেন, তুমি তো অবশ্যই বাহাদুর ছিলে। তিনি আরও বলেন, তা কিরূপ? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনে, সন্তান ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে বিপদ অর্থাৎ ক্রটিবিচ্যুতি হয়, এগুলোর কাফফারা হলো নামায, রোযা, দান-খয়রাত, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান। উমার (রা) বলেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি। আমি সেই ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাই যা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় মাথা তুলে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এই ফিতনা ও আপনার মধ্যে কি সম্পর্ক? আপনার ও সেই ফিতনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমার (রা) বলেন, সে দরজাটি কি ভাঙ্গা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযায়ফা (রা) বলেন, না, বরং তা ভাঙ্গা হবে। উমার (রা) বলেন, অতঃপর তা তো আর বন্ধ হওয়ার নয়। শাকীক (র) বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-কে বললাম, উমার (রা) কি সেই দরজা সম্পর্কে জানতেন? তিনি বলেন, হাঁ, এতটা জানতেন যেমনিভাবে আগামী কালকের দিন গত হওয়ার পর রাত আসা সম্পর্কে জানতেন। আমি তার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা ছিল নির্ভুল। অতঃপর আমরা হুযায়ফা (রা)-কে সেই দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমরা মাসরূক (র)-কে বললাম, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সেই দরজাটি ছিল উমার (রা) (বু,মু,তি)।

٣٩٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ

اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ اِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِىْ جَشَرِهِ اِذْ نَادٰى مُنَادِيْهِ اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ قَبْلِىْ اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَدُلَّ اُمَّتَهُ عَلٰى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَاِنَّ اُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِىْ اَوَّلِهَا وَاِنَّ اٰخِرَهُمْ يُصِيْبُهُمْ بَلاَءٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ثُمَّ تَجِئُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِئُ فِتْنَةٌ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَأْتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يَأْتُوْا اِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِيْنِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْاٰخَرِ قَالَ فَاَدْخَلْتُ رَاْسِىْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلٰى اُذُنَيْهِ فَقَالَ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ .

৩৯৫৬। আবদুর রহমান ইবনে আবদে রব্বিল কাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট পৌঁছে দেখলাম, তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় উপবিষ্ট এবং তার চারপাশে জনতার ভীড়। আমি তাকে বলতে শুনলাম, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। আমাদের কেউ তাঁবু টানাচ্ছিল, কেউ তীর-ধনুক ঠিক করছিলো এবং কেউ পশুপাল চড়াতে গেলো। এই অবস্থায় তাঁর মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য সমবেত হতে ডাক দিলেন। আমরা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে বলেন ঃ আমার পূর্বে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন, তিনিই তাঁর উম্মাতের জন্য কল্যাণকর বিষয় বলে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে লিপ্ত হতে তাদের নিষেধ করেছেন। আর তোমাদের এই উম্মাতের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে নিরাপত্তা এবং শেষ পর্যায়ে বলা-মুসীবত আসতে থাকবে এবং তোমাদের জ্ঞাত অন্যায় কার্যকলাপের প্রসার ঘটবে। তারপর এমনভাবে বিপদ আসতে থাকবে যে, একটি অপরটির (পূর্বেরটির) চাইতে লঘুতর মনে হবে। মুমিন ব্যক্তি

বলতে থাকবে, এই বিপদে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সেই বিপদ কেটে যাবে এবং আরেকটি বিপদ এসে পতিত হবে। তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, হায়! এই বিপদে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সেই বিপদও দূরীভূত হবে। অতএব যে ব্যক্তি দোযখ থেকে নাজাত পেয়ে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং লোকদের সাথে এমন ব্যবহার করে, যেমনটি সে নিজের জন্য কামনা করে। যে ব্যক্তি ইমামের নিকট আনুগত্যের বায়আত করলো এবং প্রতিশ্রুতি দিলো, সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। পরে অপর কেউ নেতৃত্ব দখলে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে এই শেষোক্ত জনকে হত্যা করো। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি (একথা শুনে) লোকদের ভীড় থেকে আমার মাথা বের করলাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই হাদীস শুনেছেন? তিনি তার হাত দ্বারা তার দুই কানের দিকে ইশারা করে বলেন, আমার দুই কান তাঁর নিকট এ হাদীস শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ التَّثْبِيْتِ فِى الْفِتْنَةِ

নৈরাজ্য ও বিপর্যয় চলাকালে অবিচল থাকা।

٣٩٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوْشِكُ اَنْ يَاْتِىَ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ فَاخْتَلَفُوْا وَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالُوْا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ قَالَ تَاْخُذُوْنَ بِمَا تَعْرِفُوْنَ وَتَدَعُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَتُقْبِلُوْنَ عَلٰى خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ اَمْرَ عَوَامِّكُمْ .

৩৯৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই এমন যুগ আসবে যখন উত্তম লোকদেরকে ছাটাই করা হবে এবং নিকৃষ্ট লোকেরা বহাল থাকবে, তাদের অংগীকার, প্রতিশ্রুতি ও আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা মতবিরোধে লিপ্ত হবে, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তিনি এই বলে তার আঙ্গুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যখন অবস্থা এরূপ হবে তখন আমরা কি করবো? তিনি বলেন ঃ যেসব বিষয় তোমরা উত্তম দেখবে তা গ্রহণ করবে এবং যা কিছু কদর্য লক্ষ্য করবে তা বর্জন করবে, নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করবে এবং সাধারণের কার্যকলাপ বর্জন করবে।

৩৯৫৮- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنِ الْمُشَعَّثِ ابْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ يَا اَبَا ذَرٍّ وَمَوْتًا يُصِيْبُ النَّاسَ حَتّٰى يُقَوَّمَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قُلْتُ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ تَصَبَّرْ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ وَجُوْعًا يُصِيْبُ النَّاسَ حَتّٰى تَاْتِىَ مَسْجِدَكَ فَلاَ تَسْتَطِيْعَ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى فِرَاشِكَ وَلاَ تَسْتَطِيْعَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ فِرَاشِكَ اِلٰى مَسْجِدِكَ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ اَوْ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ وَقَتْلاً يُصِيْبُ النَّاسَ حَتّٰى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِالدَّمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ قَالَ الْحَقْ بِمَنْ اَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اٰخُذُ بِسَيْفِىْ فَاَضْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ اِذاً وَلٰكِنِ ادْخُلْ بَيْتَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ دُخِلَ بَيْتِىْ قَالَ اِنْ خَشِيْتَ اَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَاَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلٰى وَجْهِكَ فَيَبُوْءَ بِاِثْمِهِ وَاِثْمِكَ فَيَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ .

৩৯৫৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু যার! যখন মানুষ মরতে থাকবে, এমনকি একটি কবরের মূল্য হবে এক গোলামের মূল্যের সমান, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন অথবা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন ঃ তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। পুনরায় তিনি বলেন ঃ যখন লোকেরা মারাত্মক দুর্ভিক্ষে পতিত হবে, এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় তুমি তোমার মসজিদে (নামায পড়তে) এসে (নামাযশেষে) নিজের বিছানায় ফিরে আসার শক্তি হারিয়ে ফেলবে অথবা তুমি তোমার বিছানা থেকে উঠে মসজিদে যেতে সক্ষম হবে না, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা ভালো মনে করেন। তিনি বলেন ঃ তখন তুমি অবশ্যই হারাম থেকে দূরে থাকবে। পুনরায় তিনি বলেন ঃ যখন ব্যাপক গণহত্যা চলবে, এমনকি "হিজারাতুয যাইত" রক্তে প্লাবিত হবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি যাদের (মদীনাবাসী) সাথে আছো তাদের দলে যুক্ত থেকো। আবু যার (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যারা গণহত্যা করবে, আমি কি তরবারির আঘাতে তাদের হত্যা করবো না? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি তাই করো, তাহলে তুমিও বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বরং তুমি নিজের ঘরে আশ্রয় নিবে। আমি বললাম,

যদি আমার ঘরে ঢুকে পড়ে? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি তরবারির চাকচিক্যে ভীত হও তবে তোমার চাদর দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে। (তুমি নিহত হলে) হত্যাকারী তার ও তোমার গুনাহের বোঝা বহন করবে এবং দোযখের বাসিন্দা হবে।

٣٩٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَوْفُ عَنِ الْحَسَنِ ثَنَا اَسِيْدُ بْنُ الْمُتَشَمِّسِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لَهَرْجًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَقْتُلُ الْاٰنَ فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَعَنَا عُقُوْلُنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُنْزَعُ عُقُوْلُ اَكْثَرِ ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُوْلَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ الْاَشْعَرِىُّ وَايْمُ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَظُنُّهَا مُدْرِكَتِىْ وَاِيَّاكُمْ وَايْمُ اللّٰهِ مَا لِىْ وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ اِنْ اَدْرَكَتْنَا فِيْمَا عَهِدَ اِلَيْنَا نَبِيُّنَا ﷺ اِلَّا اَنْ تَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيْهَا .

৩৯৫৯। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে "হারজ" হবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! "হারজ" কি? তিনি বলেন ঃ ব্যাপক গণহত্যা। কতক মুসলমান বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা এখন এই এক বছরে এত এত মুশরিককে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা মুশরিকদের হত্যা করা নয়, বরং তোমরা পরস্পরকে হত্যা করবে; এমনকি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে, চাচাতো ভাইকে এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত হত্যা করবে। কতক লোক বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অধিকাংশ লোকের জ্ঞান লোপ পাবে এবং অবশিষ্ট থাকবে নির্বোধ ও মূর্খরা। অতঃপর আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি ধারণা করেছিলাম যে, হয়তো এই যুগ তোমাদেরকে ও আমাদেরকে পেয়ে যাবে। আল্লাহ্র শপথ! যদি এই যুগ তোমাদেরকে ও আমাকে পেতো, তাহলে তা থেকে আমার ও তোমাদের বের হয়ে আসা মুশকিল হয়ে যেতো, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা ঐ অনাচারে যতো সহজে জড়িয়ে পড়বো তা থেকে আমাদের নিষ্ক্রমণ ততোধিক দুষ্কর হবে।

٣٩٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهُ بْنُ عُبَيْدٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ حُرْدَانَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عُدَيْسَةُ بِنْتُ أُهْبَانَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ هٰهُنَا الْبَصْرَةَ دَخَلَ عَلٰى اَبِىْ فَقَالَ يَا اَبَا مُسْلِمٍ اَلاَ تُعِيْنُنِىْ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ اَخْرِجِىْ سَيْفِىْ قَالَ فَاَخْرَجَتْهُ فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ فَاِذَا هُوَ خَشَبٌ فَقَالَ اِنَّ خَلِيْلِىْ وَابْنَ عَمِّكَ ﷺ عَهِدَ اِلَىَّ اِذَا كَانَتِ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَاِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْكَ وَلاَ فِىْ سَيْفِكَ .

৩৯৬০। উহ্‌বান কন্যা উদায়সা (র) বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এখানে বসরায় আসেন এবং আমার পিতার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, হে আবু মুসলিম! তুমি কি এই গোষ্ঠীর (সিরীয়দের) বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে না? আবু মুসলিম বলেন, হাঁ (করবো)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার এক দাসীকে ডেকে বলেন, হে দাসী! আমার তরবারিটা বের করো। রাবী বলেন, সে তরবারিটা বের করলো। আবু মুসলিম তা খাপের মধ্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের করলেন। দেখা গেলো যে, তা এক খণ্ড কাঠ। আবু মুসলিম বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তোমার চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই উপদেশ দেন যে, "মুসলমানদের মধ্যে বিবাধ-বিশৃংখলা চলাকালে তুমি একটি কাঠের তরবারি ধারণ করবে"। এখন আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে রওয়ানা হতে পারি। আলী (রা) বলেন, তোমাকেও আমার প্রয়োজন নেই এবং তোমার তরবারিও নয় (দা, তি)।

٣٩٦١- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ فَكَسِّرُوْا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا اَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا بِسُيُوْفِيْكُمُ الْحِجَارَةَ فَاِنْ دُخِلَ عَلٰى اَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ اٰدَمَ .

৩৯৬১। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার

ন্যায় চরম বিপর্যয় আসতে থাকবে। ঐ সময় সকাল বেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যাবেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সকাল বেলা কাফের হয়ে যাবে। এই সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেংগে ফেলো, ধনুকের ছিলা কেটে ফেলো এবং তোমাদের তরবারিগুলো পাথরের উপর আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলো। তোমাদের কারো ঘরে বিপর্যয় ঢুকে পড়লে সে যেন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই পুত্রের মধ্যে উত্তমজনের (হাবিল) ন্যায় হয়ে যায়।

٣٩٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بُكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ اَوْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ شَكَّ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلاَفٌ فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ اُحُدًا فَاضْرِبْهُ حَتّٰى يَنْقَطِعَ ثُمَّ اجْلِسْ فِىْ بَيْتِكَ حَتّٰى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ اَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৩৯৬২। আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই কলহ, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ ছড়িয়ে পড়বে। এই অবস্থা চলাকালে তুমি তোমার তরবারিসহ উহুদ পাহাড়ে আসো, তা তাতে আঘাত করো, যাতে তা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তুমি তোমার ঘরে বসে থাকো, যতক্ষণ না কোন বিদ্রোহী বা অনিষ্টকারী তোমাকে হত্যা করে বা তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) বলেন, সেই বিপর্যয় এসে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন আমি তাই করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِاَسْيَافِهِمَا

দুই মুসলমান পরস্পর সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হলে।

٣٩٦٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِاَسْيَافِهِمَا اِلاَّ كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ .

৩৯৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুইজন মুসলমান পরস্পর সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখে যাবে।

٣٩٦٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَسَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ .

৩৯৬৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই মুসলমান তাদের তরবারিসহ পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখে যাবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো হত্যাকারী, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি হলো? তিনি বলেন ঃ সেও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে উদ্যত ছিলো।

٣٩٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ اَحَدُهُمَا عَلٰى اَخِيْهِ السِّلاَحَ فَهُمَا عَلٰى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَاِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيْعًا .

৩৯৬৫। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই মুসলমান পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদের একজন অপরজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র বহন (ধারণ) করলে তারা উভয়ে জাহান্নামের পাদদেশে উপনীত হবে। অতঃপর তাদের একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করলে উভয়ে সম্পূর্ণরূপে দোযখে যাবে।

٣٩٦٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ السَّدُوْسِيِّ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ .

৩৯৬৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের আখেরাত বরবাদ করেছে, কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ كَفِّ اللِّسَانِ فِى الْفِتْنَةِ

কলহ-বিপর্যয় চলাকালে রসনা সংযত রাখা।

٣٩٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادٍ سِيْمِيْنَ كُوْشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِى النَّارِ اللِّسَانُ فِيْهَا اَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ .

৩৯৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন এক ফিতনার উদ্ভব হবে, যা সমগ্র আরবকে গ্রাস করবে। এই ফিতনায় নিহত ব্যক্তিরা হবে দোযখী। তখন জিহবা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক (দা,তি,না)।

٣٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ فَاِنَّ اللِّسَانَ فِيْهَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ .

৩৯৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কলহ-বিপর্যয় থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে। কেননা তাতে রসনা হবে তরবারির ন্যায় ধারালো।

٣٩٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ اِنَّ لَكَ رَحِمًا وَاِنَّ لَكَ حَقًّا وَاِنِّىْ رَاَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْاُمَرَاءِ وَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِىَّ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ

فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَاهُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَانْظُرْ وَيْحَكَ مَا ذَا تَقُوْلُ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ فَرُبَّ كَلاَمٍ قَدْ مَنَعَنِىْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ .

৩৯৬৯। আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার নিকট দিয়ে একজন শরীফ লোক যাচ্ছিলেন। আলকামা (র) তাকে বলেন, তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এবং অন্যবিধ অধিকারও আছে। আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি এসব আমীর-ওমরার নিকট যাতায়াত করো এবং তাদের সাথে তাদের মর্জিমাফিক কথাবার্তা বলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ অবশ্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, অথচ তার প্রতিদান সম্পর্কে সে জ্ঞাত নয়। আল্লাহ তায়ালা এই কথার বিনিময়ে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তোষ লিখে দেন। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, যার পরিণতি সম্পর্কে সে বেখবর। আল্লাহ এই কথার বিনিময়ে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন। আলকামা (র) বলেন, লক্ষ্য করো, ভেবে দেখ, তুমি কি বলছো এবং মুখ থেকে কি কথা বের করছো। বিলাল ইবনুল হারিস (রা)-র নিকট আমি যে হাদীস শুনেছি তা আমাকে অনেক কথাই বলতে বাধা দেয়।

٣٩٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الصَّيْدَلاَنِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الرَّقِّىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللّٰهِ لاَ يَرٰى بِهَا بَاْسًا فَيَهْوِىْ بِهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

৩৯৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে এবং তাকে দূষণীয় মনে করে না। অথচ এই কথার দরুন সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হতে থাকবে।

٣٩٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ .

৩৯৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা নীরব থাকে।

٣٩٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَامِرِىِّ اَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِىْ بِاَمْرٍ اَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا .

৩৯৭২। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবো। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "আল্লাহ্ আমার প্রভু," এবং এর উপর অবিচল থাকো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ব্যাপারে আপনি কোন্ জিনিসের অধিক ভয় করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জিহ্বা ধরে বলেন ঃ এটির।

٣٩٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النُّجُوْدِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيْرُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَاَلْتَ عَظِيْمًا وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَرَاَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتّٰى بَلَغَ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِرَاْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلٰى فَاَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ تَكُفُّ عَلَيْكَ هٰذَا قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّ لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ فِى النَّارِ اِلاَّ حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ .

৩৯৭৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। একদিন ভোরবেলা আমি তাঁর সাথে পথ

অতিক্রমকালে তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। তিনি বলেন ঃ তুমি এক কঠিন প্রশ্ন করলে। তবে বিষয়টি যার জন্য আল্লাহ্‌ সহজ করেন তার জন্য সহজ। তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, রমযান মাসের রোযা রাখো এবং আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথসমূহ বলে দিবো না? (তাহলো) রোযা ঢালস্বরূপ, যাকাত পাপরাশি মুছে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয় এবং মানুষের গভীর রাতের নামায। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ "তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশা ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে সে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে তারা খরচ করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ" (সূরা আস-সাজদা ঃ ১৬-১৭)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে কাজের মূল, তার স্তম্ভ ও শীর্ষ চূড়া সম্পর্কে অবহিত করবো না? তা হলো জিহাদ। তারপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এই সব কাজের নির্যাস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি তাঁর জিহবা ধরে বলেন ঃ তুমি এটা সংযত রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা যা কিছু বলি সেজন্য কি পাকড়াও হবো? তিনি বলেন ঃ হে মুআয! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক। মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

٣٩٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ ابْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُوْمِيَّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صُفَيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلاَمُ ابْنِ اٰدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ الاَّ الاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৯৭৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং মহান আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

٣٩٧٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِيْ يَعْلَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ قِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ اِنَّا نَدْخُلُ عَلى اُمَرَائِنَا فَنَقُوْلُ الْقَوْلَ فَاِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ النِّفَاقَ .

৩৯৭৫। আবুশ শাছা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে বলা হলো, আমরা আমাদের শাসকবর্গের নিকট যাতায়াত করি এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলি, কিন্তু আমরা সেখান থেকে বের হয়ে এসে উল্টো কথা বলি। তিনি বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এরূপ আচরণকে মোনাফিকী গণ্য করতাম।

٣٩٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ قُرَّةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَيُوئِيْلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ .

৩৯৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ الْعَزْلَةِ

নির্জনতা অবলম্বন।

٣٩٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ بَعَجَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ مَعَايِشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَطِيْرُ عَلٰى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ اِلَيْهَا يَبْتَغِى الْمَوْتَ اَوِ الْقَتْلَ مَظَانَّهُ وَرَجُلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ فِىْ رَاْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَافِ اَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اِلاَّ فِىْ خَيْرٍ

৩৯৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে তার জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম। যখনই শত্রুর উপস্থিতি বা শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার শব্দ শুনতে পায় তখন সে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে দ্রুত বের হয়ে পড়ে এবং যথাস্থানে পৌঁছে শত্রু নিধন ও শহীদ হওয়ার মর্যাদা সন্ধান করে। অথবা যে ব্যক্তি তার মেষপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বাস করে যথারীতি নামায কায়েম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাকে তার জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম। এই ধরনের লোক সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকে (মুসলিম ৪৭৩৫)।

٣٩٧٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا الزُّبَيْدِىُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ امْرُؤٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

৩৯৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, কোন্ লোক অধিক উত্তম? তিনি বলেন ঃ জান-মালসহ আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গিরিসংকটে অবস্থান করে মহান আল্লাহ্র ইবাদতে রত থাকে এবং মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

٣٩٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِيْ اِنْ اَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ قَالَ فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ اِمَامٌ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ كَذٰلِكَ.

৩৯৭৯। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের দরজাসমূহে আহ্বানকারী ফেরেশতাগণ থাকবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের নিকট তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তিনি বলেন ঃ তারা আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, তারা যদি আমাকে পায় তবে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন ঃ তুমি অপরিহার্যরূপে মুসলমানদের সংঘভুক্ত থাকবে এবং তাদের ইমামের আনুগত্য করবে। যদি মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ না থাকে এবং তাদের ইমামও না থাকে তাহলে তুমি তাদের সকল বিচ্ছিন্ন দল থেকে দূরে থাকো এবং কোন গাছের কাণ্ড আঁকড়ে ধরো এবং সেই অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু হয়।

٣٩٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৩৯৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা উত্তম সম্পদ হবে মেষ-বকরী। তারা ফিতনা-ফাসাদ থেকে তাদের দীন ও জীবন বাঁচাতে সেগুলো নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এবং পানির উৎস সমৃদ্ধ চারণভূমিতে পলায়ন করবে।

٣٩٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَازُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ فِتَنٌ عَلى اَبْوَابِهَا دُعَاةٌ اِلَى النَّارِ فَاِنْ تَمُوْتَ وَاَنْتَ عَاضٌّ عَلى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَتْبَعَ اَحَداً مِنْهُمْ .

৩৯৮১। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই এমন কতক নৈরাজ্যকর বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, যার সম্মুখভাগে থাকবে দোযখের দিকে আহবানকারীরা। এমন পরিস্থিতিতে তুমি যদি বৃক্ষের কাণ্ড আকড়ে ধরে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারো তবে তা তোমার জন্য ওদের কারো আহ্বানে সাড়া দেওয়া থেকে উত্তম।

٣٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .

৩৯৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

٣٩٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .

৩৯৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ الْوُقُوْفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা।

٣٩٨٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاَهْوَى بِاِصْبَعَيْهِ اِلى اُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ حَوْلَ الْحِمى يُوْشِكُ اَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً اَلاَ وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ اَلاَ وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ .

৩৯৮৪। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বশীর (রা)-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে তার হাতের দুই আঙ্গুলে দুই কানের দিকে ইশারা করে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, এতদুভয়ের মাঝখানে কতক সন্দেহজনক বিষয় আছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অজ্ঞাত। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকলো, সে তার দীন ও সম্ভ্রমকে পবিত্র রাখালো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহে জড়িয়ে পড়লো সে হারাম বিষয়ের মধ্যে পতিত হলো। যেমন কোন রাখাল রাষ্ট্রের সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে তার পশুপাল চরালে সেগুলো তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখো, প্রত্যেক শাসকের একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র চারণভূমি হচ্ছে তার হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখো! দেহের মধ্যে এক খণ্ড মাংসপিণ্ড আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সারা দেহও সুস্থ থাকে। যখন তা নষ্ট হয় তখন সারা দেহই নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো! সেটাই হচ্ছে কলব (অন্তর)।

٣٩٨٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَيَّ .

৩৯৮৫। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কলহ ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিরাজমান কালে ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার কাছে হিজরত করে চলে আসার সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ بَدَأَ الاِسْلاَمُ غَرِيْبًا

অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে।

٣٩٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ

اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَاَ الْاِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ .

৩৯৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।

٣٩٨٧- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاِسْلاَمَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ .

৩৯৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।

٣٩٨٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْاِسْلاَمَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ قَالَ قِيْلَ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ .

৩৯৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ مَنْ تُرْجٰى لَهُ السَّلاَمَةُ مِنَ الْفِتَنِ

যার জন্য অনাচার থেকে নিরাপদ থাকার আশা করা যায়।

٣٩٨٩- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عِيْسَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِىِّ

ﷺ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ اِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَاِنَّ مَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ .

৩৯৮৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক দিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে গিয়ে মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পাশে উপবিষ্ট অবস্থায় কান্নারত দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত কিছু বিষয় আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সামান্যতম কপটতাও শিরক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কোন বন্ধুর (ওলী) সাথে শত্রুতা করলো, সে যেন আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহভীরু আত্মগোপনকারী বান্দাদের, যারা দৃষ্টির অন্তরাল হলে কেউ তাদের খোঁজ করে না, সামনে উপস্থিত থাকলে কেউ তাদের আপ্যায়ন করে না এবং তাদের পরিচয়ও নেয় না। তাদের অন্তরসমূহ হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। তারা সব ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কদর্যতা থেকে নিরাপদে বের হয়ে যাবে।

٣٩٩٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسُ كَابِلٍ مِائَةٍ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً .

৩৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ শত উটের মত, যার মধ্যে তুমি হয়ত একটিও ভারবাহী (দায়িত্ব বহনে সক্ষম) লোক পাবে না (মুসলিম ৬২৬৮)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ افْتِرَاقِ الْاُمَمِ

উম্মাতের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ।

٣٩٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً .

৩৯৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইহূদী জাতি একাত্তর ফেরকায় (উপদলে) বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে (তি ২৫৭৭, দা,না, হা)।

٣٩٩٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارٰى عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَاِحْدٰى وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ .

৩৯৯২। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইহূদী জাতি একাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতী এবং অবশিষ্ট সত্তর ফেরকা জাহান্নামী। খৃস্টানরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একাত্তর ফেরকা জাহান্নামী এবং একটি ফেরকা জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি মাত্র ফেরকা হবে জান্নাতী এবং অবশিষ্ট বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ফেরকাটি জান্নাতী। তিনি বলেন ঃ জামাআত (একতাবদ্ধ দলটি)।

٣٩٩٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتْ عَلٰى اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاِنَّ اُمَّتِىْ سَتَفْتَرِقُ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ .

৩৯৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈল একাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। একটি ফেরকা ব্যতীত সকলেই হবে জাহান্নামী। সেটি হচ্ছে জামাআত।

٣٩٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ

قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِى جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فِيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ اِذًا .

৩৯৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (পথভ্রষ্ট হয়ে) তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে বাহুতে বাহুতে, হাতে হাতে, বিঘতে বিঘতে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢোকে, তবে তোমরাও অবশ্যই তাতে ঢোকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! (পূর্ববর্তীগণ কি) ইহূদী-খৃস্টান জাতি? তিনি বলেন ঃ তবে আর কারা!

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ فِتْنَةِ الْمَالِ

ধন-সম্পদ সৃষ্ট বিপর্যয়।

٣٩٩٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ وَهَلْ يَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ اَوَ خَيْرٌ هُوَ اِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَلاَتْ (امْتَدَّتْ) خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَاَكَلَتْ فَمَنْ يَاْخُذْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ وَمَنْ يَاْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ .

৩৯৯৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন ঃ না, আল্লাহ্র শপথ, হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে মোহনীয় পার্থিব ধন-সম্পদ নির্গত করবেন, তার অনিষ্ট ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে আমি অন্য কিছুর আশংকা করি না। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! সম্পদের প্রাচুর্য কি বিপর্যয় ডেকে আনবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষণিক নীরব থাকলেন, অতঃপর বলেন ঃ তুমি কি বলেছিলে? সে

বললো, আমি বলেছিলাম যে, সম্পদের প্রাচুর্য কি বিপর্যয় ডেকে আনবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কল্যাণ তো কল্যাণই বয়ে আনে। কল্যাণ (মাল) কি সম্পূর্ণই কল্যাণকর? নিশ্চয় বসন্ত ঋতু যা কিছু (ঘাসপাতা) উৎপন্ন করে তা (অপরিমিত ভোজে) মৃত্যু ঘটায় বা মৃতপ্রায় করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে), মলমুত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। যে ব্যক্তি সঙ্গত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে তাকে বরকত দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অসঙ্গত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

٣٩٩٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ اَيُّ قَوْمٍ اَنْتُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُوْلُ كَمَا اَمَرَنَا اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ تَتَنَافَسُوْنَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُوْنَ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُوْنَ فِيْ مَسَاكِيْنِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَتَجْعَلُوْنَ بَعْضَهُمْ عَلٰى رِقَابِ بَعْضٍ .

৩৯৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন পারস্য ও রোমের ধনভাণ্ডার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে! আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আল্লাহ আমাদের যেরূপ নির্দেশ দিবেন আমরা তদ্রূপ বলবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অন্য কিছু বলবে না? তখন তোমরা পরস্পরকে ঈর্ষা করবে, তারপর হিংসা করবে, তারপর সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তারপর শত্রুতা পোষণ করবে অথবা অনুরূপ কিছু করবে। অতঃপর তোমরা দরিদ্র মুহাজিরদের নিকট যাবে, তারপর তাদের কতককে কতকের উপর শাসক নিয়োগ করবে।

٣٩٩٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْمِصْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ

عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ قَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ .

৩৯৯৭। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আমের ইবনে লুয়াই-এর মিত্র ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে বাহরাইনে জিয্য়া আদায় করার জন্য পাঠান। তিনি বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এবং আলা ইবনুল হাদরামী (রা)-কে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছিলে। আবু উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে (মদীনায়) ফিরে আসেন। আনসারগণ তার আগমনের কথা শুনতে পেলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযান্তে ঘুরে বসলে তারা তাঁর সামনে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে মুচকি হাসি দিয়ে বলেন ঃ আমার মনে হয় তোমরা শুনতে পেয়েছো যে, আবু উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে এই আশা রাখো। আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। আমি তোমাদের ব্যাপারে আশংকা করি যে, তোমাদের পূর্বকালের লোকদের জন্য পৃথিবী যেমনিভাবে প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিলো, তদ্রূপ তা তোমাদের জন্যও প্রশস্ত হবে। অতঃপর তোমরাও তাদের মত (সম্পদের) প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে এই প্রতিযোগিতা তাদের মত তোমাদেরও ধ্বংস ডেকে আনবে (মু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

নারীদের সৃষ্ট বিপর্যয়।

٣٩٩٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَدَعُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

৩৯৯৮। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিক বিপর্যয়কর আর কিছু রেখে যাবো না।

٣٩٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ اِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ .

৩৯৯৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ভোর হয় তখন দুইজন ফেরেশতা ঘোষণা দেন যে, নারীদের কারণে পুরুষদের ধ্বংস অনিবার্য এবং পুরুষদের কারণে নারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

٤٠٠٠- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ ابْنِ جَدْعَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَكَانَ فِيْمَا قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ اَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ .

৪০০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ নিশ্চয় দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয়। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতে তোমাদেরকে খলীফা (শাসক) বানিয়েছেন। তিনি দেখবেন যে, তোমরা কেমন কাজ করো। সাবধান! দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের সম্পর্কেও সর্তক হও।

٤٠٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَتِ امْرَاَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِىْ زِيْنَةٍ لَهَا فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ

لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِى الْمَسْجِدِ فَانَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يُلْعَنُوْا حَتّٰى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّيْنَةَ وَتَبَخْتَرْنَ فِى الْمَسَاجِدِ .

৪০০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। ইতিমধ্যে মুযায়না গোত্রের এক নারী মোহনীয় সাজে সজ্জিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জৌলুসপূর্ণ ও চোখ ধাঁধানো পোশাক পরিহিত অবস্থায় মসজিদে আসতে নিষেধ করো। কেননা বনী ইসরাঈলের নারীরা জৌলুসপূর্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে মসজিদে না আসা পর্যন্ত তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়নি।

٤٠٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مَوْلٰى اَبِىْ رُهْمٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدٌ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ لَقِىَ امْرَاَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا اَمَةَ الْجَبَّارِ اَيْنَ تُرِيْدِيْنَ قَالَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا امْرَاَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ اِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتّٰى تَغْتَسِلَ .

৪০০২। আবু রুহমের মুক্তদাস উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) এক নারীকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে যেতে দেখলেন। তিনি বললেন, হে মহাপরাক্রমশালীর বান্দী! কোথায় যাচ্ছো? সে বললো, মসজিদে। তিনি বললেন, সেজন্য সুগন্ধি মেখেছ? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী সুগন্ধি মেখে মসজিদে যায় তার নামায কবুল হয় না, যাবত না সে (তা) ধুয়ে ফেলে।

٤٠٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَاَكْثِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فَاِنِّىْ رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِىْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ قَالَ اَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَاَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهٰذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىَ مَا تُصَلِّىْ وَتُفْطِرُ فِىْ رَمَضَانَ فَهٰذَا مِنْ نُقْصَانِ الدِّيْنِ .

৪০০৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করো এবং অধিক সংখ্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি তোমাদের বহু নারীকে দোযখবাসী দেখেছি। তাদের মধ্যকার এক বুদ্ধিমতী নারী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কি কসুর যে, আমাদের অধিক সংখ্যক দোযখবাসী হবে? তিনি বলেন ঃ তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পুরুষদের উপর বিজয়ী হতে পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। মহিলা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বিবেক-বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে কমতি কি? তিনি বলেন ঃ বুদ্ধির স্বল্পতা এই যে, তোমাদের দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর তোমাদের দীনের স্বল্পতা এই যে, তোমরা কয়েক দিন নামায থেকে বিরত থাকো এবং রমযান মাসের কয়েক দিন রোযা থেকে বিরত থাকো (তি ২৫৫১; মু ১৪৫)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ الاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকাজের নির্দেশদান এবং অসৎ কাজে বাধাদান করা।

٤٠٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مُرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوا فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

৪০০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে এমন সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।

٤٠٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَاُوْنَ هٰذِهِ الاٰيَةَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَاِنَّا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الْمُنْكَرَ لاَ يُغَيِّرُوْنَهُ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابِهِ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ مَرَّةً اُخْرٰى فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ .

৪০০৫। কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) দাঁড়ালেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো এই আয়াত তিলাওয়াত করো (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মাইদা ঃ ১০৫)। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ লোকেরা মন্দ কাজ হতে দেখে তা পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে অচিরেই আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান। আবু উসামা (র)-এর অপর সনদে এভাবে উক্ত হয়েছে ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।

٤٠٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَمَّا وَقَعَ فِيْهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرٰى اَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَاِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَاٰى مِنْهُ اَنْ يَّكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيْطَهُ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْاٰنُ فَقَالَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتّٰى بَلَغَ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ لاَ حَتّٰى تَاْخُذُوْا عَلٰى يَدَىِ الظَّالِمِ فَتَاْطِرُوْهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا .

৪০০৬। আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে এভাবে পাপাচারের সূচনা হয় যে, কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে পাপাচারে লিপ্ত দেখলে সে তাকে তা থেকে বারণ করতো। কিন্তু পরদিন সে তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখে নিষেধ করতো না, বরং তার সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করতো এবং তার সাথে পানাহারে অংশগ্রহণ করতো। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের পরস্পরের অন্তরকে মৃত্যুদান করেন। তাদের সম্পর্কে তিনি কুরআন মজীদে আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেনঃ "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এজন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের

সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম যে কারণে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহ্র প্রতি, নবীর প্রতি এবং যা তার প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী" (সূরা মাইদা ঃ ৭৮-৮১)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন ঃ না! তোমরা জালেমের হাত ধরে তাকে জোরপূর্বক সত্যের উপর দাঁড় করিয়ে দিবে।

٤٠٠٦(١)-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَمْلاَهُ عَلَيَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

৪০০৬(১)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (র)-আবু দাউদ-আলী-মুহাম্মাদ ইবনে আবুল ওয়াদ্দাহ-আলী ইবনে বাযীমা-আবু উবায়দা-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٠٠٧- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَكَانَ فِيْمَا قَالَ اَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ اَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ اِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكٰى اَبُوْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قَدْ وَاللّٰهِ رَاَيْنَا اَشْيَاءَ فَهِبْنَا .

৪০০৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ভাষণে বলেন ঃ সাবধান! মানুষের ভয় যেন কোন ব্যক্তিকে সজ্ঞানে সত্য কথা বলতে বিরত না রাখে। রাবী বলেন (এ হাদীস বর্ণনাকালে) আবু সাঈদ (রা) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা বহু কিছু লক্ষ্য করেছি কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছি।

٤٠٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْقِرْ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَحْقِرُ اَحَدُنَا نَفْسَهُ قَالَ يَرٰى اَمْرًا لِلّٰهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالٌ ثُمَّ لاَ يَقُوْلُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُوْلَ فِيْ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُوْلُ فَاِيَّايَ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ تَخْشٰى .

৪০০৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজেকে অপমানিত না করে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ নিজকে কিভাবে অপমানিত করতে পারে? তিনি

বলেন ঃ সে কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র বিধান অবহিত থাকা সত্ত্বেও তার পরিপন্থী কিছু হতে দেখেও সে সম্পর্কে কিছুই বললো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন ঃ অমুক অমুক ব্যাপারে কথা বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিলো? সে বলবে, মানুষের ভয়। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ আমাকেই তো তোমার ভয় করা উচিত ছিলো।

٤٠٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ هُمْ اَعَزُّ مِنْهُمْ وَاَمْنَعُ لاَ يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ .

৪০০৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাপাচারীদের বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান।

٤٠١٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُوَيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ اَلاَ تُحَدِّثُوْنِىْ بِاَعَاجِيْبِ مَا رَاَيْتُمْ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوْزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِيْنِهِمْ تَحْمِلُ عَلٰى رَاْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ فَجَعَلَ اِحْدٰى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلٰى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ اِذَا وَضَعَ اللّٰهُ الْكُرْسِىَّ وَجَمَعَ الاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَتَكَلَّمَتِ الاَيْدِىْ وَالاَرْجُلُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ اَمْرِىْ وَاَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا قَالَ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَتْ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللّٰهُ اُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيْفِهِمْ مِنْ شَدِيْدِهِمْ .

৪০১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রের মুহাজিরগণ (হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে, তিনি বলেন ঃ তোমরা হাবশায় যেসব অনিষ্টজনক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছো তা কি আমার নিকট ব্যক্ত করবে না? তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বললেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একদা আমরা বসা ছিলাম, আমাদের সামনে দিয়ে সেখানকার এক বৃদ্ধা রমনী মাথায় পানি ভর্তি কলসসহ যাচ্ছিল। সে তাদের এক যুবককে অতিক্রমকালে সে তার

কাঁধে তার এক হাত রেখে তাকে ধাক্কা দিলে সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং এর ফলে তার কলসটি ভেঙ্গে যায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো, হে দাগাবাজ! তুমি অচিরেই জানতে পারবে যখন আল্লাহ তাআলা ইনসাফের আসনে উপবিষ্ট হয়ে পূর্বাপর সকল মানুষকে সমবেত করবেন এবং হাত-পাগুলো তাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিবে তখন তুমিও জানতে পারবে সেদিন তোমার ও আমার অবস্থা কি হবে। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই বৃদ্ধা সত্য কথাই বলেছে, সত্য কথাই বলেছে। আল্লাহ তাআলা সেই উম্মাতকে কিভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হয় না।

٤٠١١- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُصْعَبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالاَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

৪০১১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা অধিক উত্তম জিহাদ।

٤٠١٢-حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْاُوْلٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَاَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَاَلَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِىْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

৪০১২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জামরাতুল উলাতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন জিহাদ অধিক উত্তম? তিনি তাকে কিছু না বলে নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপকালে সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলো। তিনি এবারও নিশ্চুপ থাকলেন। তিনি জামরাতুল আকাবা-তে কংকর নিক্ষেপ করলে পর বাহনে আরোহণের জন্য পাদানিতে পা রেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই যে আমি। তিনি বলেনঃ যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা (উত্তম জিহাদ)।

٤٠١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَاَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ اَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ وَبَدَاْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَاُ بِهَا فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ .

৪০১৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ঈদের দিন ঈদের মাঠে মিম্বার বের (স্থাপন) করলো এবং ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা দিলো। এক ব্যক্তি বললো, হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের বিপরীত করেছো, তুমি আজকের এই দিনে মিম্বার বের (স্থাপন) করেছো, অথচ এই দিন তা বের করা (ঈদের মাঠে মিম্বার নেয়া) হতো না। উপরন্তু তুমি নামাযের আগে খোতবা শুরু করেছো, অথচ নামাযের পূর্বে খোতবা দেয়া হতো না। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এই ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে এবং তার দৈহিক শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন তা সেভাবেই প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মুখের কথা দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন মনে মনে তাকে ঘৃণা করে। তা হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আত্মসংশোধনই তোমাদের কর্তব্য"।

٤٠١٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ عُتْبَةُ بْنُ اَبِيْ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَارِيَةَ عَنْ اَبِيْ اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ قَالَ اَيَّةُ اٰيَةٍ قُلْتُ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَالَ سَاَلْتُ عَنْهَا

خَبِيْراً سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْىٍ بِرَاْيِهِ وَرَاَيْتَ اَمْراً لاَ يَدَانِ لَكَ بِهِ فَعَلَيْكَ خُوَيْصَّةَ نَفْسِكَ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيْهِنَّ عَلٰى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلَ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُوْنَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ .

৪০১৪। আবু উমাইয়া আশ-শাবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালাবা আল-খুশানী (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, কোন আয়াত? আমি বললাম, এই আয়াত (অনুবাদ) ঃ "হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মাইদা ঃ ১০৫)। তিনি বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে অধিক অবহিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন ঃ বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ নিষেধ করতে থাকো। শেষে এমন এক যুগ আসবে যখন তুমি লোকদেরকে কৃপণতার আনুগত্য করতে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অহংকার করতে দেখবে। আর তুমি এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে যা প্রতিহত করার সমর্থ্য তোমার থাকবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে তুমি নিজেকে হেফাজত করো এবং সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মত কঠিন হবে। সে যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির সওয়াব তাকে দান করা হবে (তি, ২৯৯৭, দা)।

٤٠١٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ الرُّعَيْنِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى نَتْرُكُ الاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ اِذَا ظَهَرَ فِيْكُمْ مَا ظَهَرَ فِى الأُمَمِ قَبْلَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا ظَهَرَ فِى الأُمَمِ قَبْلَنَا قَالَ الْمُلْكُ فِىْ صِغَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِىْ كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِىْ رُذَالَتِكُمْ قَالَ زَيْدٌ تَفْسِيْرُ مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعِلْمُ فِىْ رُذَالَتِكُمْ اِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِى الْفُسَّاقِ .

৪০১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা কখন ত্যাগ করবো? তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের মাঝে সেইসব বিষয় প্রকাশ পাবে, যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের পূর্বেকার উম্মাতগণের যুগে কি কি বিষয় প্রকাশ পেয়েছিলো? তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট তরুণদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাবে। বয়স্ক লোক অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হবে এবং নিকৃষ্ট লোক জ্ঞানের অধিকারী হবে। রাবী যায়েদ (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ "নিকৃষ্ট ও নীচ ব্যক্তিরা জ্ঞানের অধিকারী হবে", এর তাৎপর্য হলো ঃ পাপাচারীরা জ্ঞানের বাহক হবে।

٤٠١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوْا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيْقُهُ .

৪০১৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির নিজেকে অপমানিত করা সমীচীন নয়। লোকেরা বললো, কিভাবে সে নিজেকে অপমানিত করতে পারে? তিনি বলেন ঃ যে বিপদ সহ্য করতে সে সক্ষম নয় তাতে তার লিপ্ত হওয়া।

٤٠١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ طُوَالَةَ ثَنَا نَهَارٌ الْعَبْدِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَيَسْاَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَقُوْلَ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَ الْمُنْكَرَ اَنْ تُنْكِرَهُ فَاِذَا لَقَّنَ اللّٰهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ .

৪০১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন অবশ্যই বান্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, শেষে বলবেন ঃ তুমি অন্যায় কাজ হতে দেখে তা প্রতিহত করোনি কেন? (সে জবাবদানে অসমর্থ হলে) আল্লাহ তাকে তার যথাযথ উত্তর শিখিয়ে দিবেন। তখন বান্দা বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার রহমাতের প্রত্যাশী হয়ে লোকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ الْعُقُوْبَاتِ

অপরাধের শাস্তি।

٤٠١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُمْلِيْ لِلظَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَاَ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ .

৪০১৮। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যালেমকে অবকাশ দেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "এরূপই তোমার রবের পাকড়াও, তিনি যখন কোন অত্যাচারী জনবসতিকে পাকড়াও করেন" (১১ঃ১০২)।

٤٠١٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خَمْسٌ اِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْاَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ اَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَئُوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ اَمْوَالِهِمْ اِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ اِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَاَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ بَاْسَهُمْ بَيْنَهُمْ .

৪০১৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন ঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা

পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামরী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যালেম শাসক তাদেরকে নিপীড়িত করে। যখন কোন জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভংগ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্র কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।

٤٠٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ .

৪০২০। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কতক লোক মদের ভিন্নতর নামাকরণ করে তা পান করবে। (তাদের পাপাসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গীত পরিবেশন করবে। আল্লাহ তাআলা এদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দিবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।

٤٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ قَالَ دَوَابُّ الْاَرْضِ .

৪০২১। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিসম্পাত করে" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৯)। রাবী বলেন, জীব-জানোয়ারের অভিশাপের কথা বুঝানো হয়েছে।

٤٠٢٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلاَّ الدُّعَاءُ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ

৪০২২। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সৎকর্ম ব্যতীত অন্য কিছু আয়ুষ্কাল বাড়াতে পারে না এবং দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না। মানুষ তার পাপকাজের দরুন তার প্রাপ্য রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلاَءِ

বিপদে ধৈর্যধারণ।

٤٠٢٣- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ وَيَحْىَ بْنُ دُرُسْتَ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلاَءً قَالَ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتَلٰى عَلٰى حَسَبِ دِيْنِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتّٰى يَتْرُكَهُ يَمْشِىْ عَلَى الْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ .

৪০২৩। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়? তিনি বলেন ঃ নবীগণের। অতঃপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, অতঃপর তাদের পরবর্তীগণের। বান্দাকে তার দীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দীনদারিতে অবিচল হয় তবে তার পরীক্ষাও হয় ততটা কঠিন। আর যদি সে তার দীনদারিতে নমনীয় হয় তবে তার পরীক্ষাও তদনুপাতে হয়। অতঃপর বান্দা অহরহ বিপদ-আপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গুনাহমুক্ত হয়ে পাকসাফ অবস্থায় বিচরণ করে।

٤٠٢٤-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَىَّ فَوْقَ اللِّحَافِ

فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ اِنَّا كَذٰلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاَءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْاَجْرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الْاَنْبِيَاءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ اِنْ كَانَ اَحَدُهُمْ لَيُبْتَلٰى بِالْفَقْرِ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُهُمْ اِلاَّ الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيْهَا وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاَءِ كَمَا يَفْرَحُ اَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ .

৪০২৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম, তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর উপর আমার হাত রাখলে তার গায়ের চাদরের উপর থেকেই তাঁর দেহের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কত তীব্র জ্বর আপনার। তিনি বলেনঃ আমাদের (নবী-রাসূলগণের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ আসে এবং দ্বিগুণ পুরস্কারও দেয়া হয়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কার উপর সর্বাধিক কঠিন বিপদ আসে? তিনি বলেন ঃ নবীগণের উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর কার উপর? তিনি বলেন ঃ তারপর নেককার বান্দাদের উপর। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্য পীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে তার পরিধানের কম্বলটি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের কেউ বিপদে এত শান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে।

٤٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَاَنِّي اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ

৪০২৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। তাঁর জাতি তাঁকে বেদম প্রহার করছে এবং তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন ঃ প্রভু! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা তারা জানে না।

٤٠٢٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِيَ .

৪০২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তুলনায় আমিই অধিক সংশয়ী হওয়ার যোগ্য। যখন তিনি বলেছিলেন ঃ "প্রভু! আমাকে একটু দেখাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করো। তিনি বলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না? তিনি বলেন, হাঁ, (নিশ্চয় আমি বিশ্বাস করি) তবে আমার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যে" (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)। আল্লাহ লূত (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী আশ্রয় কামনা করেছিলেন। ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘকাল জেলখানায় অন্তরীণ ছিলেন, আমি তত কাল অন্তরীণ থাকলে অবশ্যই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম।

٤٠٢٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشُجَّ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلٰى وَجْهِه وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِه وَيَقُوْلُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَيْءٌ .

৪০২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের সামনের পাটির চারটি দাঁতের একটি ভেংগে যাওয়ায় এবং তাঁর মাথায় আঘাত লাগায় তাঁর মুখমণ্ডল বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তিনি তাঁর মুখমণ্ডলের রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন ঃ যে জাতি তাদের নবীর মুখমণ্ডল রক্তরঞ্জিত করে সেই জাতি কিভাবে মুক্তি পেতে পারে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানাচ্ছেন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "এই বিষয়ে তোমার কিছু করণীয় নাই" (সূরা আল ইমরান ঃ ১২৮)।

٤٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْقٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَاتَ يَوْمٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِيْنٌ قَدْ خُضِبَ بِالدِّمَاءِ قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ اَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ فَعَلَ بِىْ هٰؤُلاَءِ وَفَعَلُوْا قَالَ اَتُحِبُّ اَنْ اُرِيَكَ اٰيَةً قَالَ نَعَمْ اَرِنِىْ فَنَظَرَ اِلٰى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِىْ قَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَدَعَاهَا فَجَاءَتْ تَمْشِىْ حَتّٰى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْه قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَرْجِعْ فَقَالَ لَهَا فَرَجَعَتْ حَتّٰى عَادَتْ اِلٰى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَسْبِىْ .

৪০২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। জৈনক মক্কাবাসী তাঁকে আঘাত করায় তিনি রক্তরঞ্জিত ছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনার কি হয়েছে? তিনি বলেন ঃ এই দুর্বৃত্তরা আমার সাথে এই এই আচরণ করেছে। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি চাইলে আমি আপনাকে একটি নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনি বলেনঃ হাঁ, দেখান। অতঃপর তিনি প্রান্তরের অপর পাশে একটি গাছের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, আপনি গাছটিকে ডাকুন। তিনি গাছটিকে ডাক দিলেন। সেটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। জিবরাঈল (আ) বলেন, একে স্বস্থানে ফিরে যেতে বলুন। তিনি গাছটিকে ফিরে যেতে বললে তা স্বস্থানে ফিরে গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

٤٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْصُوْا لِيْ كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْاِسْلاَمِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِائَةِ اِلَى السَّبْعِ مِائَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّكُمْ اَنْ تُبْتَلَوْا قَالَ فَابْتُلِيْنَا حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّيْ اِلاَّ سِرًّا .

৪০২৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা ইসলাম গ্রহণকারীদের আদমশুমারী করো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের উপর কোন বিপদাশংকা করছেন? অথচ (এখন) আমাদের সংখ্যা ছয় শত থেকে সাত শত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের জানা নেই যে, অচিরেই তোমরা বিপদে পতিত হবে। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা বিপদে পতিত হলাম, এমনকি আমাদের কেউ কেউ গোপনে নামায পড়তে বাধ্য হলো।

٤٠٣٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهِ وَجَدَ رِيْحًا طَيِّبَةً فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الطَّيِّبَةُ قَالَ هٰذِهِ رِيْحُ قَبْرِ الْمَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا قَالَ وَكَانَ بَدْءُ ذٰلِكَ اَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ اَشْرَافِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبٍ فِيْ صَوْمَعَتِهِ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الْاِسْلاَمَ فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ اَبُوْهُ امْرَاَةً فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ وَاَخَذَ عَلَيْهَا اَنْ لاَ تُعْلِمَهُ اَحَدًا وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ اَبُوْهُ اُخْرٰى فَعَلَّمَهَا وَاَخَذَ

عَلَيْهَا اَنْ لاَ تُعْلِمَهُ اَحَداً فَكَتَمَتْ اِحْدَاهُمَا وَاَفْشَتْ عَلَيْهِ الْاُخْرٰى فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتّٰى اَتٰى جَزِيْرَةً فِى الْبَحْرِ فَاَقْبَلَ رَجُلاَنِ يَحْتَطِبَانِ فَرَاٰيَاهُ فَكَتَمَ اَحَدُهُمَا وَاَفْشٰى الْاٰخَرُ وَقَالَ قَدْ رَاَيْتُ الْخَضِرَ فَقِيْلَ وَمَنْ رَاٰهُ مَعَكَ قَالَ فُلاَنٌ فَسُئِلَ فَكَتَمَ وَكَانَ فِىْ دِيْنِهِمْ اَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ الْكَاتِمَةَ فَبَيْنَمَا هِىَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ سَقَطَ الْمُشْطُ فَقَالَتْ تَعِسَ فِرْعَوْنُ فَاَخْبَرَتْ اَبَاهَا وَكَانَ لِلْمَرْاَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ فَرَاوَدَ الْمَرْاَةَ وَزَوْجَهَا اَنْ يَّرْجِعَا عَنْ دِيْنِهِمَا فَاَبَيَا فَقَالَ اِنِّىْ قَاتِلُكُمَا فَقَالاَ اِحْسَانًا مِنْكَ اِلَيْنَا اِنْ قَتَلْتَنَا اَنْ تَجْعَلَنَا فِىْ بَيْتٍ فَفَعَلَ فَلَمَّا اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَجَدَ رِيْحًا طَيِّبَةً فَسَاَلَ جِبْرِيْلَ فَاَخْبَرَهُ .

৪০৩০। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গমনের রাতে পরিচ্ছন্ন সুবাস লাভ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিবরাঈল! এই পরিচ্ছন্ন সুবাস কিসের? তিনি বলেন, এই সুগন্ধি এক কেশবিন্যাসকারিনী, তার পুত্রের ও তার স্বামীর কবর থেকে আসছে। রাবী বলেন, তিনি ঘটনার বর্ণনা এভাবে শুরু করেন ঃ খিযির বনী ইসরাঈলের অভিজাতবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি এক পাদ্রীর গীর্জার নিকট দিয়ে যাতায়াত করতেন। পাদ্রী তার সম্পর্কে জানতে পেরে তাকে দীন ইসলামের তালীম দিলেন। খিযির যৌবনে পদার্পণ করলে তার পিতা এক মহিলার সাথে তার বিবাহ দেন। খিযির এই মহিলাকে দীন ইসলামের তালীম দিলেন। তিনি তার থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে যেন কাউকে এই দীনের শিক্ষা না দেয়। তিনি নারীসঙ্গ পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দেন। অতঃপর তার পিতা অপর এক নারীর সাথে তার বিবাহ দেন। তিনি তাকেও দীন ইসলামের শিক্ষা দিলেন এবং তার থেকেও প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে যেন কারো কাছে এ কথা প্রকাশ না করে। এক নারী বিষয়টি গোপন রাখলো এবং অপরজন তা প্রকাশ করে দিলে তিনি দেশত্যাগ করে সমুদ্রের এক দ্বীপে পালিয়ে গেলেন। সেখানে দুই ব্যক্তি লাকড়ি সংগ্রহের জন্য এসে খিযিরকে দেখতে পায়। তাদের একজন খিযিরের অবস্থানের বিষয় গোপন রাখলেন এবং অপর জন ফাঁস করে দিলো এবং বললো, আমি খিযিরকে দেখেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সাথে তাকে আর কে দেখেছে? সে বললো, অমুক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বিষয়টি গোপন রাখলো। তাদের বিধানে মিথ্যাবাদীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। রাবী বলেন, অতঃপর সে দীন গোপনকারিনী মহিলাকে বিবাহ করলো। সেই মহিলা ফিরআওন তনয়ার কেশ বিন্যাসকালে তার হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেলো। আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, ফিরআওন নিপাত যাক। ফিরআওন তনয়া এই কথা তার পিতাকে অবহিত করে। এই মহিলার ছিল দুই পুত্র ও স্বামী। ফিরআওন তাদেরকে ডেকে এনে উক্ত মহিলা ও তার স্বামীকে তাদের দীন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়। তারা উভয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ফিরআওন বললো, আমি তোমাদের দু'জনকে হত্যা করবো। তারা বললো, আপনি

আমাদেরকে হত্যা করলে আমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করবেন যে, আমাদের দু'জনকে একই কবরে দাফন করবেন। সে তাই করলো। অতঃপর যে রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন তিনি পূত-পবিত্র সুঘ্রাণ পেয়ে জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে বিষয়টি অবহিত করেন।

٤٠٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ .

৪০৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিপদ যত তীব্র হবে, প্রতিদাও তদনুরূপ বিরাট হবে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসলে তাদের পরীক্ষা করেন। যে কেউ তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর যে কেউ তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি।

٤٠٣٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْىَ بْنِ وَثَّابٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ .

৪০৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে সে এমন মুমিন ব্যক্তির তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়, যে জনগণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করে না।

٤٠٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ وَقَالَ بُنْدَارٌ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ اَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ .

৪০৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সে-ই ঈমানের স্বাদ

পেয়েছে। (এক) যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় মানুষকে ভালোবাসে। (দুই) যে ব্যক্তির নিকট অন্যসব কিছুর তুলনায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক প্রিয়। (তিন) কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কুফরী থেকে বের করে আনার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়ার তুলনায় সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করে।

٤٠٣٤- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعِيْدٍ اَلْجَوْهَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالاَ ثَنَا رَاشِدٌ اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِىُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ اَنْ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .

৪০৩৪। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই উপদেশ দিয়েছেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করো না, যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করে ছিন্নভিন্ন করা হয় অথবা আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। তুমি স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করো না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে তার থেকে (আল্লাহ্‌র) যিম্মদারি উঠে যায়। তুমি মদ্যপান করো না। কেননা তা সর্বপ্রকার অনিষ্টের চাবিকাঠি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ شِدَّةِ الزَّمَانِ

যুগের কষ্টকাঠিন্য।

٤٠٣٥- حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحَبِىُّ اَنْبَاَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ رَبِّهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ بَلاَءٌ وَفِتْنَةٌ .

৪০৩৫। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়াতে বালা-মুসীবত ও ফিতনা-ফাসাদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

٤٠٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِىُّ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِى الْفُرَاتِ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيَخُوْنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِىْ اَمْرِ الْعَامَّةِ .

৪০৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই লোকদের উপর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ আসবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী গণ্য করা হবে, আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার আমানতদারকে খিয়ানতকারী গণ্য করা হবে এবং রুওয়াইবিয়া হবে বক্তা। জিজ্ঞাসা করা হলো, রুওয়াইবিয়া কি? তিনি বলেন ঃ নীচ প্রকৃতির লোক সে জনগণের হর্তাকর্তা হবে।

٤٠٣٧- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ الأَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ الاَّ الْبَلاَءُ .

৪০৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হায়! আমি যদি এই কবরবাসীর পরিবর্তে এই স্থানে থাকতাম। তার ধর্মের কারণে একথা বলবে না, বরং বালা-মুসীবতের কারণে বলবে।

٤٠٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ يَعْنِىْ مَوْلٰى مُسَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُنْتَقَوُنَّ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنْ اَغْفَالِهِ فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوْتُوْا اِنِ اسْتَطَعْتُمْ .

৪০৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের বাছাই করা হবে, যেভাবে ভালো খেজুর মন্দ খেজুর থেকে আলাদা করা হয়। তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকগুলো বিদায় নিবে এবং মন্দ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। অতএব সম্ভব হলে তোমরাও মরে যাও।

٤٠٣٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْجَنَدِىُّ عَنْ اَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْدَادُ الْاَمْرُ اِلاَّ شِدَّةً وَلاَ الدُّنْيَا اِلاَّ اِدْبَارًا وَلاَ النَّاسُ اِلاَّ شُحًّا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ عَلٰى شِرَارِ النَّاسِ وَلاَ الْمَهْدِىُّ اِلاَّ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ .

৪০৩৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দিনে দিনে বিপদাপদ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। দুনিয়াতে অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ বাড়তেই থাকবে এবং কৃপণতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। নিকৃষ্ট লোকদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-ই মাহ্দী।[২]

---

২. **"ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-ই মাহদী"** ঃ এই রিওয়ায়াতটি হাদীসের গন্থাবলীতে সন্নিবেশিত মাহদী সম্পর্কিত সমস্ত হাদীসের বিপরীত এবং এই রিওয়ায়াতের সমর্থনে দ্বিতীয় কোন হাদীস বিদ্যমান নেই। কাদিয়ানীদের রচিত তালিকা অনুযায়ী ৮ম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন, "এই রিওয়ায়াতটি মাহদী সম্পর্কিত সহীহ হাদীসের বিপরীত" (ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ৩৫৮)। আল্লামা কুরতবী (র) তার তাযকিরা গ্রন্থে লিখেছেন, "উপরোক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল"। উপরন্তু মহানবী (স)-এর অন্য যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মাহ্দী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশ তথা তার কন্যা ফাতিমা (রা)-র অধস্তন বংশধরদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। এসব হাদীস উপরোক্ত হাদীসটির তুলনায় অধিকতর সহীহ। তাই এটির পরিবর্তে ঐসব হাদীস মানতে হবে এও হতে পারে যে, "লা মাহদী ইল্লা ঈসা" বলে হয়ত রাসূলুল্লাহ (স) বুঝাতে চেয়েছেন যে, নিষ্পাপ হওয়ার গুণ সম্পন্ন পুর্ণাংগ মাহ্দী (সৎপথপ্রাপ্ত) কেবল হযরত ঈসা (আ) হবেন (আল-হাদী লিল-ফাতওয়া, পৃ. ৮৫-৮৬)।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) বলেন, "পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, হাদীসটি ঐ সমস্ত হাদীসের বিপরীত যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, মাহদী স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং ঈসা (আ)-ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তথাপি চিন্তা করলে জানা যায় যে, এ হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসসমূহের পরিপন্থী নয়, বরং এ কথার অর্থ এই যে, পূর্ণ হেদায়াত প্রাপ্ত, যেমন হওয়া উচিৎ , ঈসা (আ)-ই হবেন এবং তার অর্থ এই যে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি মাহ্দী হতে পারবেন না" (আল-হাদী লিল-ফাতওয়া, পৃ. ৮৬)।

কাদিয়ানীদের প্রণীত তালিকা অনুযায়ী ৯ম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) আল-যাজ্জাজাহ' (ইবনে মাজার ভাষ্যগ্রন্থ) এই হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক লিখেছেনঃ হাদীসটি গ্রহণের অযোগ্য। আল্লামা যাহাবী তার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে এটিকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস আখ্যায়িত করেছেন। কারণ হাদীসটির সনদসূত্র কর্তিত। কেননা ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে রাবী ইউনুসের সাক্ষাত হয়নি। ইমাম আওযাই (র) হাদীসের অধস্তন রাবী খালিদকে প্রত্যাখ্যাত রাবী আখ্যায়িত করেছেন। আল-হাকেম নীশাপুরী ও ইমাম বায়হাকী তাকে অখ্যাত ব্যক্তি বলেছেন । বায়হাকী হাদীসটিকেও প্রত্যাখাত (মুনকার) বলেছেন। অবশ্য আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাকে বিশ্বস্ত রাবী বলেছেন, কিন্তু তার মতে হাদীসের অর্থ তাই যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশিষ্ট ওলী হযরত শায়খ মুহাম্মদ আমরাম সাবিরীর 'ইকতিবাসুল আনওয়ার' নামক যে গ্রন্থের বরাত দিয়ে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর প্রেতাত্মা মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ হিসেবে তার মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, ঠিক সেই গ্রন্থেই আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে লেখা আছে যে, "হাদীসটির চুড়ান্তভাবে যঈফ" (পৃ. ৫২)। এই গ্রন্থের ৭২ নং পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলেন, "এক ফেরকা বলে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) আখিরী যামানার মাহ্দী যে হাদীসের ভিত্তিতে তারা একথা বলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ের একটি দূর্বল রিওয়ায়াত। কারণ সহীহ ও

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ اِشْرَاطِ السَّاعَةِ

কিয়ামতের আলামতসমূহ।

٤٠٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ .

৪০৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এবং কিয়ামত এমনভাবে প্রেরিত হয়েছি, এই বলে তিনি তাঁর দুইটি আংগুল একত্র করলেন।

٤٠٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدٍ قَالَ اطَّلَعَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ اٰيَاتٍ الدَّجَّالُ وَالدُّخَانُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৪০৪১। হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরা থেকে আমাদের পানে উকি দিয়ে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন ঃ দশটি আলামত প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তন্মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব, ধোঁয়া নির্গত হওয়া এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত।

٤٠٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنِىْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ حَدَّثَنِىْ عَوْفُ بْنُ

মুতাওয়াতির সুত্রে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন যে ফাতিমা (রা)-র বংশধর থেকে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) তার পেছনে ইকতিদা করে নামায পড়বেন। মহিমাময় আওলিয়া-দরবেশগন (আরিফীন) সকলে এ ব্যাপারে একমত।"

অতএব গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর দাবি যে সর্ব মিথ্যা তা অত্র আলোচনা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। কারণ তিনি সহীহ হাদীসগুলো অযৌক্তিক ভাবে প্রত্যাখান করেছেন এবং দুর্বলতম ও প্রত্যাখ্যান হাদীসটিকে সহীহ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন (অনুবাদক)।

مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ خِبَاءٍ مِنْ اَدَمٍ فَجَلَسْتُ بِفِنَاءِ الْخِبَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُدْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ بِكُلِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّكَ ثُمَّ قَالَ يَا عَوْفُ احْفَظْ خِلاَلاً سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ اِحْدَاهُنَّ مَوْتِيْ قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيْدَةً فَقَالَ قُلْ اِحْدٰى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيْكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللّٰهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّيْ بِهِ اَعْمَالَكُمْ ثُمَّ تَكُوْنُ الْاَمْوَالُ فِيْكُمْ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا وَفِتْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ لاَ يَبْقٰى بَيْتُ مُسْلِمٍ اِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِيْ الاَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُوْنَ بِكُمْ فَيَسِيْرُوْنَ اِلَيْكُمْ فِيْ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا .

৪০৪২। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর ভেতরে ছিলেন। আমি তাঁবুর আঙ্গিনায় বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আওফ! ভেতরে এসো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি সম্পূর্ণ প্রবেশ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ, সম্পূর্ণভাবে এসো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আওফ! কিয়ামতের পূর্বেকার ছয়টি আলামত স্মরণ রাখবে। সেগুলোর একটি হচ্ছে আমার মৃত্যু। আওফ (রা) বলেন, আমি একথায় অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, প্রথমটি। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের বংশধরকে ও তোমাদেরকে শাহাদত নসীব করবেন এবং তোমাদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করবেন। এরপর তোমাদের সম্পদের প্রাচুর্য হবে, এমনকি মাথাপিছু শত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেয়েও মানুষ সন্তুষ্ট হবে না। তোমাদের মধ্যে এমন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, যা থেকে কোন মুসলমানের ঘরই রেহাই পাবে না। এরপর বনু আসফার (রোমক খৃস্টান)-এর সাথে তোমাদের সন্ধি হবে। কিন্তু তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা তলে সজ্ঞবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য।

٤٠٤٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا عَمْرٌو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتُلُوْا اِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوْا بِاَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ .

৪০৪৩। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবে, পরস্পর সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক দুষ্ট ব্যক্তি তোমাদের পার্থিব বিষয়ের হর্তাকর্তা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٤٠٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُءُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِى الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِىْ خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ فَتَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ الاٰيَةَ .

৪০৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সাথে বসা ছিলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বলেন ঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে অধিক জ্ঞাত নয়। তবে আমি তোমাকে এর কতক আলামত সম্পর্কে অবহিত করবো। যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। যখন নগ্নপদ ও নগ্ন দেহবিশিষ্ট লোকেরা জনগণের নেতা হবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। যখন মেষপালের রাখালেরা সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করবে। এগুলো হলো কিয়ামতের আলামত। এমন পাঁচটি বিষয় আছে যে সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না সে কোন স্থানে মারা যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয় অবহিত" (সূরা লোকমান ঃ ৩৪)।

٤٠٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ اَحَدٌ بَعْدِىْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ .

৪০৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো না, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি? আমার পরে সেই হাদীস আর কেউ তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে না। আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, কিয়ামতের কতক আলামত এই যে, এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে, পুরুষ লোকের অধিক হারে মৃত্যু হবে, অধিক হারে নারীরা বেঁচে থাকবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে একজনমাত্র পুরুষ।

٤٠٤٦-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيُقْتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ .

৪০৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফোরাত নদীতে সোনার পাহাড় জেগে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং লোকজন সেখানে যুদ্ধ-সংঘাতে লিপ্ত হবে। তাদের প্রতি দশজনে নয়জন নিহত হবে।

٤٠٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَفِيْضَ الْمَالُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْقَتْلُ اَلْقَتْلُ اَلْقَتْلُ ثَلاَثًا .

৪০৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, কলহ-বিপর্যয়ের প্রকাশ ও হারাজ-এর আধিক্য না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। লোকজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হারাজ কি? তিনি বলেন ঃ গণহত্যা, গণহত্যা, গণত্যা, তিনবার (এ কথা বলেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ ذَهَابِ الْقُرْاٰنِ وَالْعِلْمِ

কুরআনসহ দীনের জ্ঞান লোপ পাবে।

٤٠٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ

الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ اَبْنَاؤُنَا اَبْنَاءَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاَرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَوَ لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَأُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَىْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا .

৪০৪৮। যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন ঃ এটা এলেম বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সময়ের কথা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এলেম কিভাবে বিলুপ্ত হবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানদের তা পড়াই এবং আমাদের সন্তানরাও তাদের সন্তানদের কিয়ামত পর্যন্ত তা শিক্ষা দিবে। তিনি বলেন ঃ হে যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক! আমি তোমাকে মদীনার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করতাম। এই যে ইহূদী ও খৃস্টানরা কি তাওরাত ও ইনজীল পড়ে না? কিন্তু তারা তো এই দু'টি কিতাবে যা আছে তদনুযায়ী কাজ করে না।

٤٠٤٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْرُسُ الْاِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْىُ الثَّوْبِ حَتّٰى لَا يُدْرٰى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرٰى عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقٰى فِى الْاَرْضِ مِنْهُ اٰيَةٌ وَتَبْقٰى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ يَقُوْلُوْنَ اَدْرَكْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِىْ عَنْهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيْهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا .

৪০৪৯। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, রোযা কি নামায কি, কোরবানী কি, যাকাত কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের

পূর্বপুরুষদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো। (তাবিঈ) সিলা (র) হুযায়ফা (রা)-কে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না নামায কি, রোযা কি, হজ্জ কি, কোরবানী কি এবং যাকাত কি? সিলা ইবনে যুফার (র) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে সিলা! এই কলেমা তাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দিবে, কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

٤٠٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ اَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ .

৪০৫০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রসার ঘটবে এবং হারজ অর্থাৎ গণহত্যা ব্যাপক আকারে হবে।

٤٠٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ اَلْقَتْلُ .

৪০৫১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে, যখন অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিস্তার ঘটবে, এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হারজ কি? তিনি বলেনঃ গণহত্যা।

٤٠٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ اَلْقَتْلُ .

৪০৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যমানা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, এলেম হ্রাস পাবে এবং কৃপণতার বিস্তার ঘটবে, কলহ-বিপর্যয়ের বিস্তার ঘটবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হারজ কি? তিনি বলেন, গণহত্যা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ ذَهَابِ الْاَمَانَةِ

(অন্তর থেকে) আমানত (বিশ্বস্ততা) তিরোহিত হবে।

٤٠٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاُخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ قَالَ الطَّنَافِسِيُّ يَعْنِيْ وَسْطَ قُلُوْبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمْنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمْنَا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُرْفَعُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا كَاَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُنْزَعُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا كَاَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ اَخَذَ حُذَيْفَةُ كَفًّا مِّنْ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى سَاقِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلاَ يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّي الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلاَنٍ رَجُلاً اَمِيْنًا وَحَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهُ وَاَجْلَدَهُ وَاَظْرَفَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَسْتُ اُبَالِيْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ اِسْلاَمُهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِاُبَايِعَ اِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا .

৪০৫৩। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করলেন, তার একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেছেন ঃ মানুষের হৃদয়মূলে আমানত (বিশ্বস্ততা) নাযিল হয়েছে। অতঃপর কুরআন নাযিল হয়েছে। আমরা কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি আমানত (বিশ্বস্ততা) তিরোহিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ মানুষ ঘুমিয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। তার একটা চিহ্নমাত্র কালো বিন্দুর আকারে তার অন্তরে থেকে যাবে। অতঃপর সে গভীর ঘুমে থাকা অবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানত তিরোহিত হয়ে যাবে, ফোসকা সদৃশ তার চিহ্নমাত্র রয়ে যাবে, যেমন তোমার পায়ে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হলে ফোসকা পড়ে। তুমি তা স্ফীত দেখতে পাও কিন্তু তার ভিতরে কিছুই থাকে না। অতঃপর হুযায়ফা (রা) হাতের মুঠ ভরে মাটি নিলেন এবং তা নিজের হাঁটুর নিচে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, লোকজন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমানত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে যে, অমুক গোত্রে একজন

বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক আছে। অবস্থা এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে, সে কত বড় জ্ঞানী, কত হুঁশিয়ার, কত সাহসী! অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। আমার উপর দিয়ে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমি তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতে চিন্তা করতাম না। কেননা, সে মুসলমান হলে তার দীন ইসলাম তাকে আমার প্রাপ্য ফেরত দিতে বাধ্য করতো। আর সে ইহূদী বা খৃস্টান হলে তার শাসক তার থেকে আমার প্রাপ্য আদায় করে দিতো। কিন্তু আজ-কাল আমি অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা করি না (তি ২৩২৪)।

٤٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ اَبِىْ شَجَرَةَ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَاِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ مَقِيْتًا مُمَقَّتًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ مَقِيْتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْاَمَانَةُ فَاِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْاَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَاِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ رَجِيْمًا مُلَعَّنًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ رَجِيْمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الْاِسْلاَمِ .

৪০৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার লজ্জা-শরম কেড়ে নেন। যখন তিনি তার লজ্জা-শরম কেড়ে নেন তখন থেকে তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। তার উপর আল্লাহ্র অসন্তোষ থাকার কারণে তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হয়। যখন তার থেকে আমানত তুলে নেয়া হয় তখন তুমি তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকরূপেই পাবে। তুমি যখন তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকরূপে পাবে তখন সে (আল্লাহ্র) দয়া বঞ্চিত হয়ে যায়। তুমি তাকে দয়া বঞ্চিত অবস্থায় পেলে তাকে সর্বদা অভিশপ্ত দেখতে পাবে। তুমি তাকে অভিশপ্ত দেখতে পেলে মনে করবে, তার ঘাড় থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ الْاٰيَاتِ

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী।

٤٠٥٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَبِى الطُّفَيْلِ الْكِنَانِىِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدٍ اَبِىْ سَرِيْحَةَ قَالَ اِطَّلَعَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ اٰيَاتٍ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدُّخَانُ وَالدَّابَّةُ وَيَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَخُرُوْجُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَثَلاَثُ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ اَبْيَنَ تَسُوْقُ النَّاسَ اِلَى الْمَحْشَرِ تَبِيْتُ مَعَهُمْ اِذَا بَاتُوْا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ اِذَا قَالُوْا .

৪০৫৫। আবু সারীহা হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হুজরা থেকে আমাদের দিকে উচি মেরে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন ঃ দশটি নিদর্শন (আলামত) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাওয়া, ইয়াজূয-মাজূজের আবির্ভাব, ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের (উর্দ্ধজগত থেকে) অবতরণ, তিনটি ভূমিধ্বস প্রাচ্যদেশে একটি, পাশ্চাত্যে একটি এবং আরব উপদ্বীপে একটি, এডেনের নিম্নভূমি আব্‌য়ান এর এক কূপ থেকে অগ্নুৎপাত হবে যা মানুষকে হাশরের ময়দানে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা রাতে নিদ্রা গেলে এই আগুন থেমে থাকবে এবং তারা চলতে থাকলে আগুনও তাদের অনুসরণ করবে (তারা দুপুরে বিশ্রাম নিলে, আগুনও তখন তাদের সাথে থেমে থাকবে)।

٤٠٥٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتًّا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْاَرْضِ وَالدَّجَّالَ وَخُوَيْصَّةَ اَحَدِكُمْ وَاَمْرَ الْعَامَّةِ .

৪০৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ছয়টি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সৎকাজে অগ্রবর্তী হও। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ধোয়াঁ নির্গত হওয়া, দাব্বাতুল আরদ-এর আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং বিশেষ বিপদ ও ব্যাপক বিপদ।

٤٠٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى بْنِ ثُمَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاٰيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ .

৪০৫৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের ক্ষুদ্র) আলামতসমূহ দুই শত বছর পর প্রকাশ পেতে থাকবে।[৩]

---

৩. আলামতসমূহ দুই শত বছর পর প্রকাশ পাবে ঃ কাদিয়ানীরা বলে যে, মসীহ্ মওউদ ও মাহ্দীর আত্মপ্রকাশের নিদর্শনসমুহ (হিজরী) ত্রয়োদশ শতক অতিবাহিত হওয়ার পর প্রকাশ পাবে। মোল্লা আলী আল-কারী ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানওস অনুরূপ কথা বলেছেন। অতএব কাদিয়ানীদের মতে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী চতুর্দশ হিজরী শতকে মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সুতরাং তিনিই সেই মসীহ ও মাহদী যার আবির্ভাবের কথা হাদীসে এসেছে।

প্রথম কথা হলো, এটি একটি মওযূ (মনগড়া) হাদীস। আল্লামা ইমাম ইবনুল জাওযী (র) তার 'আল-মাওদূআতুল কবীর' শীর্ষক গ্রন্থে এটাকে জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন, আওন ও ইবনূল মুছান্না উভয়ই হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আল্লামা যাহাবি বলেন, আওনের কারণে হাদীসটি দুর্বল । আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, এ হাদীস সহীহ নয়, যদি সহীহ হয় তবে ইমাম আহমদ ও তার অনুসারী মুহাদ্দিসগণ "খালকে কুরআন" মতবাদের বিরোধিতা করে যে কঠিন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, এ হাদীস সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রতি আরোপিত হবে (আয-যুজাজা)।

দ্বিতীয়ত, হাদীসটি সহীহ ধরে নেওয়া হলেও তা থেকে চতুর্দশ হিজরী শতকে মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব প্রমাণিত হয় না। কারণ হাদীসের শুধু এতটুকুই উল্লেখ আছে যে, দুই শত বছর পর কিয়ামতের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং এখানে মসীহ বা মাহদীর কোন নামোল্লেখ নেই। এই দুই শত বছর নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, প্রথম হিজরী থেকে, কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার বছর থেকে, আবার কেউ বলেন, মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের দিন থেকে (আশিআতুল লুমআত; মিরকাত, ১০খ ১৮২)। উভয় গ্রন্থকারের দুই শত বছর পর কিয়ামতের বড় বড় আলামতের ভূমিকা হিসেবে ছোট খাট আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করবে, যেমন মিথ্যাচারের প্রসার ঘটবে ইত্যাদি। মিরকাতের গ্রন্থকার আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (র) আরও বলেন, হয়তো 'আল-মিআতাইনে' -এর 'আল' (ال) আহ্দী হতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থ হবে 'বার শত বছর পর' অর্থাৎ এই সময় ইমাম মাহ্দী, দাজ্জাল ও ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব হবে (মিরকাত, ১০খ, পৃ. ১৮২)। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানও অনুরূপ অনুমান প্রসূত কথা বলেছেন। তাদের এই অনুমান প্রসূত (ইয়াহ্তামিলু) রায় হাদীসের পরিস্কার বক্তব্যের পরিপন্থী। তাছাড়া বার শত বছর অতিবাহিত হলেও ইমাম মাহ্দী ঈসা (আ) ও দাজ্জালের আবির্ভাব এখনও হয়নি। উপরন্তু কাদিয়ানীদের জন্য এই উভয় মনীষীরা অনুমান প্রসূত ব্যাখ্যা দলীল হতে পারে না। কারণ তাদের উভয়ের মতে ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ) স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি এবং দাজ্জাল তৃতীয় ব্যক্তি।

কিন্তু কাদিয়ানীদের মতে মাহ্দী ও মসীহ একই ব্যক্তি এবং তাদের মতে দাজ্জাল কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়। তাছাড়া গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তো চতুর্দশ হিজরী শতকে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অথচ উভয় মনীষীর ব্যাখ্যা মেনে নিলে ত্রয়োদশ হিজরী শতকে তার আত্মপ্রকাশ করা উচিৎ ছিল। সুতরাং তাদের অনুমান প্রসূত ব্যাখ্যা যে ভুল তা এই পঞ্চদশ হিজরী শতকের ঘটনাবলীও প্রমাণ করে। কারণ গোটা জগতবাসীকে প্রভাবিত করার মত কোন মাহদীও আত্মপ্রকাশ করেনি, না ঈসা (আ), আর না দাজ্জাল (অনুবাদক)।

٤٠٥٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمَّتِيْ عَلٰى خَمْسِ طَبَقَاتٍ فَاَرْبَعُوْنَ سَنَةً اَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ سَنَةٍ اَهْلُ تَرَاحُمٍ وَتَوَاصُلٍ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ اِلٰى سِتِّيْنَ وَمِائَةِ سَنَةٍ اَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُعٍ ثُمَّ الْهَرْجُ الْهَرْجُ النَّجَا النَّجَا .

৪০৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাত পাঁচটি কাল পর্যায়ে বিভক্ত হবে। (প্রথম) চল্লিশ বছর হবে সৎকর্মপরায়ণ ও আল্লাহভীরু লোকদের কাল পর্যায়। অতঃপর তাদের পরবর্তীদের পর্যায় হবে এক শত বিশ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তারা হবে পরস্পরের প্রতি দয়াপরবশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের পরবর্তী এক শত ষাট বছর হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদকারী ও আত্মকেন্দ্রিক লোকদের যুগ। তারা পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। এরপর চলবে গণহত্যা আর গণহত্যা। তা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে নাজাত চাও, নাজাত চাও।

٤٠٥٨(١)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا خَازِمٌ اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ مَعْنٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّتِيْ عَلٰى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ اَرْبَعُوْنَ عَامًا فَاَمَّا طَبَقَتِيْ وَطَبَقَةُ اَصْحَابِيْ فَاَهْلُ عِلْمٍ وَاِيْمَانٍ وَاَمَّا الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مَا بَيْنَ الْاَرْبَعِيْنَ اِلَى الثَّمَانِيْنَ فَاَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوٰى ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০৫৮(১)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত পাঁচটি কাল পর্যায়ে বিভক্ত হবে। প্রতিটি পর্যায় হবে চল্লিশ বছরের। অতএব আমার ও আমার সাহাবীদের কাল হবে জ্ঞানী-গুণী ঈমানদারদের কাল। আর দ্বিতীয় কাল পর্যায় হবে চল্লিশ বছর থেকে আশি বছর পর্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ ও মোত্তাকী লোকদের কাল। ....হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ الْخُسُوْفِ

ভূমিধ্বস।

٤٠٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا بَشِيْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ .

৪০৫৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধ্বস ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।

٤٠٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ .

৪০৬০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের শেষ যমানায় ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।

٤٠٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ثَنَا اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ فُلاَنًا يَقْرَؤُكَ السَّلاَمَ قَالَ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ قَدْ اَحْدَثَ فَلاَ تُقْرِئْهُ مِنِّى السَّلاَمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ (فِىْ هٰذِهِ الاُمَّةِ) مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ وَذٰلِكَ فِىْ اَهْلِ الْقَدَرِ .

৪০৬১। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-র নিকট এসে বললো, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম জানিয়েছে। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, সে নতুন জিনিস (বেদাত) উদ্ভাবন করেছে। যদি বাস্তবিকই সে নতুন কোন প্রথা উদ্ভাবন করে থাকে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিও না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের অথবা এই উম্মাতের মধ্যে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধ্বস ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে। এটা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত হবে।

٤٠٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ .

৪০৬২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ جَيْشِ الْبَيْدَاءِ

বায়দা-এর সামরিক বাহিনী।

٤٠٦٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَؤُمَّنَّ هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوْنَهُ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِاَوْسَطِهِمْ وَيَتَنَادٰى اَوَّلُهُمْ اٰخِرَهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ فَلاَ يَبْقٰى مِنْهُمْ اِلاَّ الشَّرِيْدُ الَّذِىْ يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ جَيْشُ الْحَجَّاجِ ظَنَنَّا اَنَّهُمْ هُمْ فَقَالَ رَجُلٌ اَشْهَدُ عَلَيْكَ اَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلٰى حَفْصَةَ وَاَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৪০৬৩। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ এই কাবা ঘর ভূপাতিত করতে একটি সামরিক বাহিনী উদ্যোগী হবে। তারা “বাইদা ” নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের মধ্যবর্তী দলকে ভূতলে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তখন অগ্রবর্তী দল পশ্চাদবর্তী দলকে ডাক দিবে। কিন্তু তারা সকলে ধ্বসে যাবে এবং এক দূত ব্যতীব তাদের আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সে গিয়ে জনগণকে খবর দিবে। আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (রা) বলেন, স্বৈরাচারী হাজ্জাজ বাহিনী আগমন করলে আমরা মনে করলাম, এই সেই বাহিনী। এক ব্যক্তি বললো, আমি তোমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি হাফসা (রা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করোনি এবং হাফসা (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ করেননি।

٤٠٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ ادْرِيْسَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هٰذَا الْبَيْتِ حَتّٰى يَغْزُوَ جَيْشٌ حَتّٰى اذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ (اَوْ بَيْدَاءَ مِنَ الاَرْضِ) خُسِفَ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ اَوْسَطُهُمْ قُلْتُ فَاِنْ كَانَ فِيْهِمْ مَنْ يُكْرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ عَلٰى مَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ .

৪০৬৪। সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা এই কাবা ঘর আক্রমণ করা থেকেও বিরত থাকবে না, এমনকি একটি সেনাদল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী দল ভূগর্ভে ধ্বসে যাবে এবং তাদের মধ্যবর্তী দলও রেহাই পাবে না। আমি বললাম, যদি কাউকে জোরপূর্বক এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়? তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের স্ব স্ব নিয়াত অনুসারে উত্থিত করবেন।

٤٠٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ الْجَيْشَ الَّذِىْ يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَعَلَّ فِيْهِمُ الْمُكْرَهُ قَالَ اِنَّهُمْ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ .

৪০৬৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সামরিক বাহিনীর উল্লেখ করলেন, যাদেরকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হয়তো সেই বাহিনীতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা লোকও থেকে থাকবে। তিনি বলেন ঃ তাদেরকে তাদের নিয়াত মোতাবেক উত্থিত করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ دَابَّةِ الْاَرْضِ

দাব্বাতুল আরদ (মাটির প্রাণী)।

٤٠٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَعَصَا مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا

السَّلاَمُ فَتَجْلُوْ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْطِمُ اَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتّٰى اَنَّ اَهْلَ الْحِوَاءِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُوْلُ هٰذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُوْلُ هٰذَا يَا كَافِرُ .

৪০৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একটি পশু আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে থাকবে দাঊদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর আংটি এবং মূসা ইবনে ইমরান (আ)-এর লাঠি। সে লাঠি দিয়ে মুমিন ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবে এবং আংটি দিয়ে কাফের ব্যক্তির নাকে চিহ্ন এঁকে দিবে। শেষে মহল্লাবাসী জমায়েত হয়ে একজন বলবে, হে মুমিন এবং অপরজন বলবে, হে কাফের।

٤٠٦٦(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ مَرَّةً فَيَقُوْلُ هٰذَا يَا مُؤْمِنُ وَهٰذَا يَا كَافِرُ .

৪০৬৬(১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-ইবরাহীম ইবনে ইয়াহ্ইয়া-মূসা ইবনে ইসমাঈল-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আছে ঃ এ বলবে, হে মুমিন এবং সে বলবে, হে কাফের!

٤٠٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذَهَبَ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَوْضِعٍ بِالْبَادِيَةِ قَرِيْبٍ مِنْ مَكَّةَ فَاِذَا اَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ هٰذَا الْمَوْضِعِ فَاِذَا فِتْرٌ فِيْ شِبْرٍ قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِسِنِيْنَ فَاَرَانَا عَصًا لَهُ فَاِذَا هُوَ بِعَصَايَ هٰذِهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا .

৪০৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মক্কার অদূরে এক জঙ্গলের একটি স্থানে নিয়ে গেলেন। স্থানটি ছিল শুষ্ক এবং তার চারপাশে ছিল বালু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই স্থান থেকে পশুটি আত্মপ্রকাশ করবে। স্থানটি ছিলো এক বিঘত পরিমাণ। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) বলেন, এর কয়েক বছর পর আমি হজ্জে গেলাম। আমার পিতা আমাকে তার লাঠি দেখিয়ে আমাকে বলেন, সেই পশুর লাঠি এতো মোটা ও এতো লম্বা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়।

٤٠٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِنْتِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذٰلِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ .

৪০৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তা উদিত হলে সমগ্র পৃথিবীবাসী তা দেখে ঈমান আনবে। কিন্তু পূর্বে যারা ঈমান আনেনি তাদের এই ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না।

٤٠٦٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو ظُنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ الْاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاَيَّتُهُمَا مَا خَرَجَتْ قَبْلَ الْاُخْرٰى فَالاُخْرٰى مِنْهَا قَرِيْبٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَلاَ اَظُنُّهَا اِلاَّ طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৪০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় এবং মধ্য দিনে মানুষের মাঝে দাব্বাতুল আরদ নামক পশুর আত্মপ্রকাশ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এই দুইটি আলামতের মধ্যে যেটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ পাবে, অপরটিও তার কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পাবে। আবদুল্লাহ (রা) আরো বলেন, আমার মনে হয় সর্বপ্রথম পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে।

٤٠٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ قِبَلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوْحًا عَرْضُهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً فَلاَ يَزَالُ ذٰلِكَ الْبَابُ مَفْتُوْحًا

لِلتَّوْبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ فَاِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا .

৪০৭০। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পশ্চিম দিকে একটি খোলা দরজা আছে, যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এই দরজা সর্বক্ষণ তওবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি ঈমান না আনলে অথবা ঈমান আনার পর সৎকর্ম না করে থাকলে, অতঃপর তার ঈমান আনায় কোন উপকার হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَخُرُوْجِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَخُرُوْجِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ

দাজ্জালের ফেতনা, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ এবং ইয়াজূজ-মাজূজের আত্মপ্রকাশ।

٤٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدَّجَّالُ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُسْرٰى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ .

৪০৭১। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাজ্জালের বাম চোখ হবে অন্ধ এবং তার মাথায় থাকবে পর্যাপ্ত চুল। তার সাথে থাকবে (কৃত্রিম) বেহেশত ও দোযখ। আসলে তার দোযখ হবে বেহেশত এবং বেহেশত হবে দোযখ।

٤٠٧٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالُوْا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ اَقْوَامٌ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ .

৪০৭২। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে বের হবে। এমন সব জাতি তার অনুসরণ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে ঢালের মত চেপ্টা ও মাংসল।

٤٠٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَاَلَ اَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَاَلْتُهُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ اَشَدَّ سُؤَالاً مِنِّيْ فَقَالَ لِيْ مَا تَسْاَلُ عَنْهُ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ .

৪০৭৩। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে আমার চাইতে অধিক কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি তার সম্পর্কে কি জানতে চাচ্ছো? আমি বললাম, লোকজন বলাবলি করে যে, তার সাথে অঢেল পানাহারের সামগ্রী থাকবে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট তা মামুলি ব্যাপার।

٤٠٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذٰلِكَ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ فَمِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهِ اَنِ اقْعُدُوْا فَاِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا قُمْتُ مُقَامِيْ هٰذَا لِاَمْرٍ يَنْفَعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ وَلٰكِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ اَتَانِيْ فَاَخْبَرَنِيْ خَبَرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُوْلَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ اَلاَ اِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِتَمِيْمٍ الدَّارِيِّ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ الرِّيْحَ اَلْجَاَتْهُمْ اِلٰى جَزِيْرَةٍ لاَ يَعْرِفُوْنَهَا فَقَعَدُوْا فِيْ قَوَارِبِ السَّفِيْنَةِ فَخَرَجُوْا فِيْهَا فَاِذَاهُمْ بِشَيْءٍ اَهْدَبَ اَسْوَدَ قَالُوْا لَهُ مَا اَنْتَ قَالَ اَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوْا اَخْبِرِيْنَا قَالَتْ مَا اَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ شَيْئًا وَلاَ سَائِلَتِكُمْ وَلٰكِنْ هٰذَا الدَّيْرُ قَدْ رَمَقْتُمُوْهُ فَاْتُوْهُ فَاِنَّ فِيْهِ رَجُلاً بِالْاَشْوَاقِ اِلٰى اَنْ تُخْبِرُوْهُ وَيُخْبِرَكُمْ فَاَتُوْهُ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَاِذَاهُمْ بِشَيْخٍ مُوْثَقٍ شَدِيْدِ الْوَثَاقِ يُظْهِرُ الْحُزْنَ شَدِيْدِ التَّشَكِّيْ فَقَالَ لَهُمْ مِنْ اَيْنَ قَالُوْا مِنَ الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ قَالُوْا نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ عَمَّ تَسْاَلُ قَالَ مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ خَرَجَ فِيْكُمْ قَالُوْا خَيْرًا نَاوٰى قَوْمًا فَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَاَمْرُهُمُ الْيَوْمَ

جَمِيْعٌ اِلٰهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ قَالَ مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوْا خَيْرًا يَسْقُوْنَ مِنْهَا زُرُوْعَهُمْ وَيَسْقُوْنَ مِنْهَا لِسَقْيِهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخْلٌ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوْا يُطْعِمُ ثَمَرَهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوْا تَدَفَّقُ جَنَبَاتُهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ قَالَ فَزَفَرَ ثَلاَثَ زَفَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَوِ انْفَلَتُّ مِنْ وَثَاقِيْ هٰذَا لَمْ اَدَعْ اَرْضًا اِلاَّ وَطِئْتُهَا بِرِجْلَيَّ هَاتَيْنِ اِلاَّ طَيْبَةَ لَيْسَ لِيْ عَلَيْهَا سَبِيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى هٰذَا يَنْتَهِيْ فَرَحِيْ هٰذِهِ طَيْبَةُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا فِيْهَا طَرِيْقٌ ضَيِّقٌ وَلاَ وَاسِعٌ وَلاَ سَهْلٌ وَلاَ جَبَلٌ اِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ سَيْفَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৪০৭৪। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার পর মিম্বারে আরোহণ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি জুমুআর দিন ব্যতীত মিম্বারে আরোহণ করেননি। বিষয়টি লোকজনের নিকট গুরুতর মনে হলো। তাদের মধ্যে কতক দাঁড়ানো ছিলো এবং কতক উপবিষ্ট ছিলো। তিনি তাঁর হাত দ্বারা তাদের ইশারা করলেন ঃ তোমরা বসো। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার এই স্থানে তোমাদের কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করতে অথবা ভয় দেখাতে দাঁড়াইনি। তবে তামীমুদ দারী আমার নিকট এসে আমাকে একটি বিষয় অবহিত করেছে, যার আনন্দে আমি দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করিনি। আমি তোমাদের নবীর সেই আনন্দের বিষয়টি তোমাদের জ্ঞাত করতে চাই। তামীমুদ দারীর চাচাতো ভাই আমাকে অবহিত করেছে যে, প্রবল বায়ু তাদেরকে এক অপরিচিত দ্বীপে নিয়ে গেলো। তারা জাহাজের ক্ষুদ্র নৌযানে চড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ তারা সেখানে ঘন কালো চুলধারী একটা কিছু দেখতে পেলো। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? সে বললো, আমি জাসসাসা (অনুসন্ধানকারী)। তারা বললো, আমাদেরকে তার সম্পর্কে কিছু তথ্য দাও। সে বললো, আমি তোমাদের নিকট কিছু বলবোও না, তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইবো না। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি সীমার ঐ ভূতখানায় যাও। সেখানে এমন ব্যক্তি আছে যে তোমাদের কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইবে। তারপর তারা সেখানে গেলো এবং তার নিকট উপস্থিত হলো। তারা সেখানে অতি বৃদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো, যে বয়সের ভারে কাঁপছিল। সে তার দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তার বিষয় ব্যক্ত করলো। সে তাদেরকে বললো, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বললো, সিরিয়া থেকে। সে বললো, আরবরা কি করছে? তারা বললো, আমরাই আরববাসী, যাদের তুমি জিজ্ঞেস করছো। সে বললো, তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত ব্যক্তি কি করছে? তারা বললো, ভালো কাজ করছেন। তিনি জাতির অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁকে তাদের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আজ তারা একই মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইলাহ এক এবং দীনও এক। সে বললো, যুগার (নামক) ঝর্ণাধারার খবর কি? তারা বললো, ভালো। লোকজন সেখান থেকে ক্ষেত-খামারে পানিসেচ করছে এবং খাবার পানি সংগ্রহ করছে। সে বললো, আম্মান ও বায়সানের মধ্যবর্তী খেজুর বাগানের অবস্থা কি?

তারা বললো, প্রতি বছর সেই বাগানে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। সে বললো, তাবারিয়া হ্রদের অবস্থা কি? তারা বললো, তার উভয় তীর ধরে প্রচুর পানি প্রবাহিত হচ্ছে। রাবী বলেন, এতে সে তিনটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো, অতঃপর বললো, আমি আমার এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলে তাইবা (মদীনা) ব্যতীত সর্বত্র আমার এই দুই পায়ে বিচরণ করতাম। কিন্তু সেখানে প্রবেশের ক্ষমতা আমার নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ কারণেই আমি অধিক আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এটা সেই পবিত্র শহর। মদীনার গলিপথ হোক অথবা রাজপথ, নরম স্থান হোক অথবা কংকরময়, সর্বত্র একজন ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত তরবারি হাতে মোতায়েন রয়েছেন।

٤٠٧٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ ابْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنُ نُفَيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِىَّ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضَ فِيْهِ وَرَفَعَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ فِىْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضْتَ فِيْهِ ثُمَّ رَفَعْتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ فِىْ طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ اَخْوَفُنِىْ عَلَيْكُمْ اِنْ يَّخْرُجْ وَاَنَا فِيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَاِنْ يَّخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِىْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ كَاَنِّىْ اُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ رَاٰهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَاْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللّٰهِ اثْبُتُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لُبْثُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ تَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ فَاقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا اِسْرَاعُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ قَالَ فَيَاْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ فَيَاْمُرُ السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَاْمُرُ الْاَرْضَ اَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَاَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَاْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوْا فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ مَا

بِاَيْدِيْهِمْ شَىْءٌ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا اَخْرِجِىْ كُنُوْزَكِ فَيَنْطَلِقُ فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا
كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً فَيَقْطَعُهُ
جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ
بَعَثَ اللّٰهُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِىَّ دِمَشْقَ بَيْنَ
مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاْطَاَ رَاْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ
يَنْحَدِرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ وَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ اِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ
يَنْتَهِىْ حَيْثُ يَنْتَهِىْ طَرْفُهُ فَيَنْطَلِقُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَاْتِىَ
نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ فَيَمْسَحُ وُجُوْهَهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِى
الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ يَا عِيْسٰى اِنِّىْ قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَاداً لِىْ لاَ
يَدَانِ لاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ وَاَحْرِزْ عِبَادِىْ اِلَى الطُّوْرِ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَهُمْ
كَمَا قَالَ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلٰى بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُوْنَ
مَا فِيْهَا ثُمَّ يَمُرُّ اٰخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ كَانَ فِىْ هٰذَا مَاءٌ مَرَّةً وَيَحْضُرُ نَبِىُّ اللّٰهِ
عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ رَاْسُ الثَّوْرِ لاَحَدِهِمْ خَيْراً مِّنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِاَحَدِكُمُ
الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ اِلَى اللّٰهِ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِىْ
رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَيَهْبِطُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ
فَلاَ يَجِدُوْنَ مَوْضِعَ شِبْرٍ اِلاَّ قَدْ مَلَاَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ فَيَرْغَبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ
سُبْحَانَهُ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ طَيْراً كَاَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ
ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَطَراً لاَ يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ فَيَغْسِلُهُ حَتّٰى يَتْرُكَهُ
كَالزَّلَقَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ اَنْبِتِىْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّىْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَاْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ
الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارِكُ اللّٰهُ فِى الرِّسْلِ حَتّٰى اِنَّ اللِّقْحَةَ
مِنَ الْاِبِلِ تَكْفِى الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكْفِى الْقَبِيْلَةَ وَاللِّقْحَةَ مِنَ
الْغَنَمِ تَكْفِى الْفَخِذَ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَاْخُذُ

تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ .

৪০৭৫। নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা তুলে ধরেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ওপাশেই অবস্থান করছে। আমরা বিকেলবেলা পুনরায় তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জাল-ভীতির আলামত লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভোরবেলা আপনি আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা এমন ভাষায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের মনে হলো যে, সে বোধ হয় খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে দাজ্জালই তোমাদের জন্য অধিক ভয়ংকর বিপদ। সে যদি আমার জীবদ্দশায় তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমার অবর্তমানে যদি সে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তোমরাই হবে তার প্রতিপক্ষ। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ্ই আমার পরিবর্তে সহায় হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক এবং আবদুল উযযা ইবনে কাতান সদৃশ। তোমাদের কেউ তাকে দেখলে সে যেন তার বিরুদ্ধে সূরা কাহ্ফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী খাল্লা নামক স্থান থেকে অত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর সে ডানে-বামে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়াবে। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকবে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে পৃথিবীতে কতো দিন অবস্থান করবে? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ দিন। তবে এর এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনগুলোর সমান। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে এক দিনের নামায পড়লেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন ঃ তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সে পৃথিবীতে কতো দ্রুত গতিতে বিচরণ করবে? তিনি বলেন ঃ বায়ু চালিত মেঘমালার গতিতে।

অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে নিজের দলে ডাকবে। তারা তার ডাকে সাড়া দিবে এবং তার উপর ঈমান আনবে। অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিবে এবং তদনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিবে এবং তদনুযায়ী ফসল উৎপাদিত হবে। অতঃপর বিকেল বেলা তাদের পশুপাল পূর্বের চেয়ে উচুঁ কুঁজবিশিষ্ট, মাংসল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হয়ে (খোঁয়াড়ে) ফিরে আসবে। অতঃপর অপর এক সম্প্রাদয়ের কাছে গিয়ে সে তাদেরকে আহবান জানাবে। কিন্তু তারা তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে। ফলে সে তাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে। পরদিন ভোরবেলা তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে এবং তাদের হাতে কিছুই

থাকবে না। অতঃপর সে এক নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভেতরের ভাণ্ডার বের করে দে।। অতঃপর সে যেখান থেকে প্রস্থান করবে এবং তথাকার ধনভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে, যেভাবে মৌমাছিরা রানী মৌমাছির অনুসরণ করে।

অতঃপর সে এক পূর্ণ যৌবন তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। তাকে সে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। তার দেহের প্রতিটি টুকরা দুই ধনুকের ব্যবধানে গিয়ে পড়বে। অতঃপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার কাছে এসে দাঁড়াবে। এ মতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-কে পাঠাবেন। তিনি হলুদ রং-এর দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুইজন ফেরেশতার পাখায় ভর করে দামিশকের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলে বা নোয়ালে ফোঁটায় ফোঁটায় মনিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস যে কাফেরকেই স্পর্শ করবে সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। আর তার নিঃশ্বাসবায়ু তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হবেন, শেষে "লুদ্দ" নামক স্থানের দ্বারদেশে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

অতঃপর আল্লাহ্র নবী ঈসা (আ) এমন এক সম্প্রদায়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত বুলাবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। তাদের এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআল তাঁর নিকট ওহী পাঠাবেন, হে ঈসা! আমি আমার এমন বান্দাদের পাঠাবো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নাই। অতএব তুমি আমার বান্দাদের তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও।

অঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলো ঃ "তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে" (সূরা আম্বিয়াঃ ৯৬)। এদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া হ্রদ অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দল এখান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয় কোন কালে এতে পানি ছিলো।

আল্লাহ্র নবী ঈসা (আ) তাঁর সংগীগণসহ অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন অবস্থায় পতিত হবেন যে, তখন একটি গরুর মাথা তাদের একজনের জন্য তোমাদের আজকের দিনের এক শত স্বর্ণ মুদ্রার চাইতেও মূল্যবান (উত্তম) মনে হবে। তারপর আল্লাহ্র নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়ে দোয়া করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে নাগাফ নামক কীটের সৃষ্টি করবেন। ভোরবেলা তারা এমনভাবে ধ্বংস হবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে।

তখন আল্লাহ্র নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সাথীগণ (পাহাড় থেকে) নেমে আসবেন। তারা সেখানে এমন এক বিঘত জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে নাই। তারা মহান আল্লাহ্র নিকট দোয়া করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। সেই পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলো তুলে নিয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছামত স্থানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘরবাড়ি, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোর ফল উৎপন্ন কর এবং তোর বরকত ফিরিয়ে দে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের আহারের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে। আল্লাহ তাআলা দুধেও এতো বরকত দিবেন যে, একটি দুধেল উষ্ট্রীর দুধ একটি বৃহৎ দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি বকরীর দুধ একটি ক্ষুদ্র দলের জন্য যথেষ্ট হবে।

তাদের এই অবস্থায় আচানক আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিয়ে মৃদুমন্দ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন। এই বায়ু তাদের বগলের অভ্যন্তরভাগ স্পর্শ করে প্রত্যেক মুসলমানের জান কবয করবে। তখন অবশিষ্ট নর-নারী গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে যেনায় লিপ্ত হবে। তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।

٤٠٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيُوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَنُشَّابِهِمْ وَاَتْرِسَتِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ .

৪০৭৬। নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানগণ অচিরেই ইয়াজূজ ও মাজূজের তীর-ধনুক, বর্শাফলক এবং ঢালসমূহ সাত বছর ধরে জ্বালানী কাঠরূপে ভষ্মীভূত করবে।

٤٠٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ الشَّيْبَانِيِّ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيْثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَّالِ وَحَذَّرَنَاهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ اَنْ قَالَ اِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ مُنْذُ ذَرَاَ اللّٰهُ ذُرِّيَّةَ اٰدَمَ اَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا اِلاَّ حَذَّرَ اُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَاَنَا اٰخِرُ الاَنْبِيَاءِ وَاَنْتُمْ اٰخِرُ الاُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيْكُمْ لاَ مَحَالَةَ وَاِنْ يَّخْرُجْ وَاَنَا بَيْنَ ظَهْرَنَيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَاِنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَعْدِىْ فَكُلُّ امْرِىءٍ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِىْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاِنَّهُ يَّخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَيَعِيْثُ يَمِيْنًا وَيَعِيْثُ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَاثْبُتُوْا فَاِنِّىْ سَاَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا اِيَّاهُ نَبِىٌّ قَبْلِىْ اِنَّهُ يَبْدَاُ فَيَقُوْلُ اَنَا نَبِىٌّ وَلاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ ثُمَّ يَثْنِىْ

فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ وَلاَ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتّٰى تَمُوْتُوْا وَاَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاَنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُوْمِنٍ كَاتِبٍ اَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ وَاَنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ ابْتُلِىَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللّٰهِ وَلْيَقْرَاْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُوْنَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلاَمًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاَنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يَقُوْلَ لِاَعْرَابِىٍّ اَرَاَيْتَ اِنْ بَعَثْتُ لَكَ اَبَاكَ وَاُمَّكَ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِىْ صُوْرَةِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ فَيَقُوْلاَنِ يَا بُنَىَّ اتَّبِعْهُ فَاِنَّهُ رَبُّكَ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يُّسَلَّطَ عَلٰى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ حَتّٰى يُلْقٰى شِقَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا فَاِنِّىْ اَبْعَثُهُ الْاٰنَ ثُمَّ يَزْعُمُ اَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِىْ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ وَيَقُوْلُ لَهُ الْخَبِيْثُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَاَنْتَ عَدُوُّ اللّٰهِ اَنْتَ الدَّجَّالُ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ اَشَدَّ بَصِيْرَةً بِكَ مِنِّى الْيَوْمَ قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِىُّ فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِىُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَرْفَعُ اُمَّتِىْ دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ .

قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ مَا كُنَّا نُرٰى ذٰلِكَ الرَّجُلَ اِلاَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ قَالَ الْمُحَارِبِىُّ ثُمَّ رَجَعْنَا اِلٰى حَدِيْثِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يَّاْمُرَ السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَاْمُرَ الاَرْضَ اَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يَّمُرَّ بِالْحَىِّ فَيُكَذِّبُوْنَهُ فَلاَ تَبْقٰى لَهُمْ سَائِمَةٌ اِلاَّ هَلَكَتْ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يَمُرَّ بِالْحَىِّ فَيُصَدِّقُوْنَهُ فَيَاْمُرَ السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَاْمُرَ الْاَرْضَ اَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ حَتّٰى تَرُوْحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذٰلِكَ اَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَاَعْظَمَهُ وَاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَاَدَرَّهُ ضُرُوْعًا وَاِنَّهُ لاَ يَبْقٰى شَىْءٌ مِنَ الْاَرْضِ اِلاَّ وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لاَ يَاْتِيْهِمَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا اِلاَّ لَقِيَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ بِالسُّيُوْفِ صَلْتَةً حَتّٰى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْاَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطَعِ السَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَلاَ يَبْقٰى مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ اِلاَّ خَرَجَ اِلَيْهِ فَتَنْفِى الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَيُدْعٰى ذٰلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلاَصِ .

فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيْكٍ بِنْتُ اَبِى الْعَكَرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيْلٌ وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا اِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الصُّبْحَ اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذٰلِكَ الاِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِى الْقَهْقَرٰى لِيَتَقَدَّمَ عِيْسَى يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيْسٰى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ اُقِيْمَتْ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ اِمَامُهُمْ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ يَهُوْدِيٍّ كُلُّهُمْ ذُوْ سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ فَاِذَا نَظَرَ اِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُوْلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِنَّ لِىْ فِيْكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِىْ بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِىِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ فَلاَ يَبْقٰى شَىْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللّٰهُ يَتَوَارٰى بِهِ يَهُوْدِىٌّ اِلاَّ اَنْطَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الشَّىْءَ لاَ حَجَرَ وَلاَ شَجَرَ وَلاَ حَائِطَ وَلاَ دَابَّةَ اِلاَّ الْغَرْقَدَةَ فَاِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لاَ تَنْطِقُ اِلاَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ الْمُسْلِمَ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ .

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ اَيَّامَهُ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَاٰخِرُ اَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْبِحُ اَحَدُكُمْ عَلٰى بَابِ الْمَدِيْنَةِ فَلاَ يَبْلُغُ بَابَهَا الْاٰخَرَ حَتّٰى يُمْسِىَ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الاَيَّامِ الْقِصَارِ قَالَ تَقْدُرُوْنَ فِيْهَا الصَّلاَةَ كَمَا تَقْدُرُوْنَهَا فِىْ هٰذِهِ الاَيَّامِ الطِّوَالِ ثُمَّ صَلُّوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَكُوْنُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ اُمَّتِىْ حَكَمًا عَدْلاً وَاِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلاَ يُسْعٰى عَلٰى شَاةٍ وَلاَ بَعِيْرٍ وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتّٰى يُدْخِلَ الْوَلِيْدُ يَدَهُ فِى الْحَيَّةِ فَلاَ تَضُرَّهُ وَتُفِرُّ الْوَلِيْدَةُ الْاَسَدَ فَلاَ يَضُرُّهَا وَيَكُوْنُ الذِّئْبُ فِى الْغَنَمِ كَاَنَّهُ كَلْبُهَا وَتُمْلاُ الْاَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلاُ الْاِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلاَ يُعْبَدُ اِلاَّ اللّٰهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ

أَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا وَتَكُوْنُ الْاَرْضُ كَفَاثُوْرِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ اٰدَمَ حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ وَيَكُوْنَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ وَتَكُوْنَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ قَالَ لاَ تُرْكَبُ لِحَرْبٍ اَبَدًا قِيْلَ لَهُ فَمَا يُغْلِي الثَّوْرَ قَالَ تُحْرَثُ الْاَرْضُ كُلُّهَا وَاِنَّ قَبْلَ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ ثَلاَثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيْبُ النَّاسَ فِيْهَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ يَاْمُرُ اللّٰهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْاُوْلٰى اَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَاْمُرُ الْاَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَاْمُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا وَيَاْمُرُ الْاَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَاْمُرُ اللّٰهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلاَ تَقْطُرُ قَطْرَةً وَيَاْمُرُ الْاَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلاَ تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلاَ تَبْقٰى ذَاتُ ظِلْفٍ اِلاَّ هَلَكَتْ اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ قِيْلَ فَمَا يُعِيْشُ النَّاسَ فِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ قَالَ التَّهْلِيْلُ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّحْمِيْدُ وَيُجْرٰى ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ اَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيَّ يَقُوْلُ يَنْبَغِيْ اَنْ يُّدْفَعَ هٰذَا الْحَدِيْثُ اِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتّٰى يُعَلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ .

৪০৭৭। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আমাদের উদ্দেশে দেয়া তাঁর দীর্ঘ ভাষণের অধিকাংশ ছিলো দাজ্জাল প্রসঙ্গে। তিনি আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন। তার সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে দাজ্জালের ফেতনার চাইতে মারাত্মক কোন ফেতনা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে না। আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে। আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হবো। আর যদি সে আমার পরে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার প্রতিনিধি।

নিশ্চয় সে সিরিয়া ও ইরাকের 'খাল্লা' নামক স্থান থেকে বের হবে। অতঃপর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা (দীনের উপর) অবিচল

থাকবে। কেননা আমি এখনই তোমাদের নিকট তার এমন সব নিকৃষ্ট অবস্থা বর্ণনা করবো যা আমার পূর্বে, বিশেষভাবে কোন নবীই তাঁর উম্মাতের নিকট বলেননি।

সে তার দাবির সূচনায় বলবে, আমি নবী। অথচ আমার পরে কোন নবী নাই। অতঃপর সে দাবি করবে, আমি তোমাদের রব। অথচ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে না। সে হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব মোটেই অন্ধ নন। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে "কাফের"। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই এই লেখাটি পড়তে সক্ষম হবে।

দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মধ্যে একটি এই যে, তার সাথে বেহেশত ও দোযখ থাকবে। তবে তার দোযখ হবে বেহেশত এবং তার বেহেশত হবে দোযখ। যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহ্‌ফ-এর প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তাহলে সেই দোযখ হবে তার জন্য শীতল আরামদায়ক, ইবরাহীম (আ)-এর বেলায় আগুন যেরূপ হয়েছিল।

দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে এক বেদুঈন বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে তোমার সামনে জীবিত করে তুলতে পারি তবে তুমি কি এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব? সে বলবে, হাঁ। তখন (দাজ্জালের নির্দেশে) দুইটি শয়তান তার পিতা-মাতার অবয়ব ধারণ করে হাযির হবে এবং বলবে, হে বৎস! তার অনুগত্য করো। সে-ই তোমার রব।

দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে হত্যা করবে। অতঃপর করাত দ্বারা তাকে ফেঁড়ে দুই টুকরা করে ছুড়ে মারবে। অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য করো, আমি একে এখনই জীবিত করবো। তারপরও কেউ বলবে কি যে, আমি ব্যতীত তার অন্য কেউ রব আছে? এরপর আল্লাহ তাআলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন (দাজ্জাল) খবীস তাকে বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। আর তুই তো আল্লাহ্‌র দুশমন। তুই তো দাজ্জাল। আল্লাহ্‌র শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারছি (যে, তুই-ই দাজ্জাল)।

আবুল হাসান আত-তানাফিসী (র) বলেন.... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে জান্নাতে সেই ব্যক্তির সর্বাধিক মর্যাদা হবে। রাবী বলেন, আবু সাঈদ (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা ধারণা করতাম যে, এই ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব, এমনকি তিনি শাহাদত বরণ করেন।

মুহারিবী (র) বলেন, এরপর আমরা আবু রাফে (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষাতে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি হবে এবং যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিলে ফসল উৎপাদিত হবে।

দাজ্জালের আরেকটি আনাচার এই যে, সে একটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। ফলে তাদের গবাদি পশু সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আরেকটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে।

অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিলে যমীন শস্য উৎপাদন করবে। যমীন পর্যাপ্ত ফসলাদি, ঘাসপাতা ও তৃণলতা উদগত করবে, এমনকি তাদের গবাদি পশু সেদিন সন্ধ্যায় মোটাতাজা এবং উদর পূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে।

অবস্থা এই হবে যে, সে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে এবং তা তার পদানত হবে, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত। এই দুই শহরের প্রবেশদ্বারে উন্মুক্ত তরবারিসহ সশস্ত্র অবস্থায় ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন। শেষে সে একটি ক্ষুদ্র লাল পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষভাগ।

এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মোনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে যোগ দিবে। এভাবে মদীনা তার ভেতরকার নিকৃষ্ট ময়লা বিদূরীত করবে, যেমনিভাবে হাঁপড় লোহার মরিচা দূর করে। সে দিনের নাম হবে "নাজাত দিবস"।

আবুল আকার-কন্যা উম্মু শুরাইক (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আরবের লোকেরা তৎকালে কোথায় থাকবে? তিনি বলেন ঃ তৎকালে তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদের অধিকাংশ (ঈমানদার) বান্দা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হবেন একজন নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়বেন। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) সেই সকালবেলা অবতরণ করবেন। তখন ইমাম পেছন দিকে সরে আসবেন যাতে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের নামাযে ইমামতি করতে পারেন। ঈসা (আ) তাঁর হাত ইমামের দুই কাঁধের উপর রেখে বলবেন ঃ আপনি অগ্রবর্তী হয়ে নামাযে ইমামতি করুন। কেননা এই নামায আপনার জন্যই কায়েম (শুরু) হয়েছে। অতএব তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন।

তিনি নামায থেকে অবসর হলে ঈসা (আ) বলবেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে এবং দরজার পেছনে দাজ্জাল অবস্থানরত থাকবে। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহূদী কারুকার্য খচিত ও খাপবদ্ধ তরবারিসহ। দাজ্জাল ঈসা (আ)-কে দেখামাত্র পানিতে লবণ বিগলিত হওয়ার ন্যায় বিগলিত হতে থাকবে এবং ভেগে পলায়ন করতে থাকবে। তখন ঈসা (আ) বলবেন ঃ তোর উপর আমার একটা আঘাত আছে, যা থেকে তোর বাঁচবার কোন উপায় নাই। তিনি লুদ্দ-এর পূর্ব ফটকে তার নাগাল পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইহূদীদের পরাজিত করবেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি যে কোন বস্তু—পাথর, গাছপালা, দেয়াল অথবা প্রাণী, যার আড়ালেই কোন ইহূদী লুকিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দান করবেন এবং সে ডেকে বলবে, হে আল্লাহ্‌র মুসলমান বান্দা! এই যে এক ইহূদী, এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছ কথা বলবে না। কারণ সেটা ইহূদীদের গাছ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দাজ্জাল চল্লিশ বছর বিপর্যয় ছড়াবে। তার এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান, এক বছর হবে এক মাসের সমান, এক মাস এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট কাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুমণ্ডলে উড়ে যাওয়ার মত দ্রুত অতিক্রান্ত হবে। তোমাদের কেউ সকালবেলা মদীনার এক ফটকে (প্রান্তে) থাকলে তার

অপর ফটকে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এতো ক্ষুদ্র দিনে আমরা কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বলেন ঃ তোমরা অনুমান করে নামাযের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে নামাযের সময় নির্ধারণ করে থাকো এবং এভাবে নামায আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন, এমনভাবে শূকর হত্যা করবেন যে, তার একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তিনি জিয্য়া মওকুফ করবেন, যাকাত আদায় বন্ধ করবেন এবং না বকরীর উপর যাকাত ধার্য করা হবে, আর না উটের উপর। লোকদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী বিষশূন্য হয়ে যাবে। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করবে না। এক ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে, তাও তার কোন ক্ষতি করবে না। নেকড়ে বাঘ মেষ পালের সাথে এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তা তার পাহারায় রত কুকুর। পানিতে পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার মত পৃথিবী শান্তিতে পূর্ণ হয়ে যাবে। সকলের কলেমা এক হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সাজসরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরাইশদের রাজত্বের অবসান হবে। পৃথিবী রূপার পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তাতে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন হবে যেমনটি আদম (আ)-এর যুগে উৎপাদিত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আংগুরের থোকার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই এই (উচ্চ) মূল্যের এবং ঘোড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হবে। লোকজন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঘোড়া সস্তা হবে কেন? তিনি বলেন ঃ কারণ যুদ্ধের জন্য কখনো কেউ অশ্বরোহী হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, গরু অতি মূল্যবান হবে কেন? তিনি বলেন ঃ সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তখন মানুষ চরমভাবে অন্নকষ্ট ভোগ করবে। প্রথম বছর আল্লাহ তাআলা আসমানকে তিন ভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং যমীনকে নির্দেশ দিলে তা এক-তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিলে, তা দুই-তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীনকে হুকুম দিলে তাও দুই-তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিলে তা শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবে। ফলে যমীনে কোন ঘাস জন্মাবে না, কোন সবজি অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, এ সময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বলেনঃ যারা তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) বলতে থাকবে এগুলো তাদের খাদ্যনালিতে প্রবাহিত করা হবে।

আবু আবদুল্লা ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আবুল হাসান আত-তানাফিসী (র) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রহমান আল-মুহারিবী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসখানি মকতবের উস্তাদগণের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন, যাতে তারা বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দিতে পারেন।

٤٠٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَاِمَامًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ اَحَدٌ .

৪০৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হিসাবে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্য়া মওকূফ করবেন এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে, এমনকি তা কেউ গ্রহণ করবে না।

٤٠٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ فَيَعُمُّوْنَ الْاَرْضَ وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى تَصِيْرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ مَدَائِنِهِمْ وَحُصُوْنِهِمْ وَيَضُمُّوْنَ اِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ حَتّٰى اَنَّهُمْ لَيَمُرُّوْنَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُوْنَهُ حَتّٰى مَا يَذَرُوْنَ فِيْهِ شَيْئًا فَيَمُرُّ اٰخِرُهُمْ عَلٰى اَثَرِهِمْ فَيَقُوْلُ قَائِلُهُمْ لَقَدْ كَانَ بِهٰذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاءٌ وَيَظْهَرُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ فَيَقُوْلُ قَائِلُهُمْ هٰؤُلاَءِ اَهْلُ الْاَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَلَنُنَازِلَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ فَيَقُوْلُوْنَ قَدْ قَتَلْنَا اَهْلَ السَّمَاءِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ فَتَاْخُذُ بِاَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوْتُوْنَ مَوْتَ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُوْنَ لاَ يَسْمَعُوْنَ لَهُمْ حِسًّا فَيَقُوْلُوْنَ مَنْ رَجُلٌ يَشْرِىْ نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوْا فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلٰى اَنْ

يَقْتُلُوْهُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتٰى فَيُنَادِيْهِمْ اَلاَ اَبْشِرُوْا فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيَخْلُوْنَ سَبِيْلَ مَوَاشِيْهِمْ فَمَا يَكُوْنُ لَهُمْ رَعْىٌ اِلاَّ لُحُوْمُهُمْ فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا كَاَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ اَصَابَتْهُ قَطُّ .

৪০৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়াজূজ-মাজূজকে ছেড়ে দেয়া হবে, অতঃপর তারা বের হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "উহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৬) এবং তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। মুসলমানগণ তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট মুসলমানরা তাদের শহরে ও দুর্গে আশ্রয় নিবে। সেখানে তারা তাদের গবাদি পশুও সাথে করে নিয়ে যাবে। ইয়াজূজ ও মাজূজের অবস্থা এই হবে যে, তাদের লোকগুলো একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর এদের দলের অবশিষ্টরা তাদের অনুসরণ করবে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, এখানে হয়তো কখনো পানি ছিলো। পৃথিবীতে তারা আধিপত্য বিস্তার করবে। অতঃপর তাদের কেউ বলবে, আমরা তো পৃথিবীবাসীদের থেকে অবসর হয়েছি। এবার আমরা আসমানবাসীদের বিরুদ্ধে লড়বো। শেষে এদের কেউ আকাশের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করবে। তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা আসমানবাসীদেরও হত্যা করেছি। তাদের এই অবস্থায় থাকতে আল্লাহ তাআলা টিড্ডি বাহিনী পাঠাবেন এবং সেগুলো এদের ঘাড়ে প্রবেশ করার ফলে এরা সকলে ধ্বংস হয়ে একে অপরের উপর পড়ে মরে থাকবে। মুসলমানগণ সকালবেলা উঠে তাদের বীভৎস চীৎকার শুনতে না পেয়ে বলবে, এমন কে আছে যে তার নিজের জীবনকে বিক্রয় করবে এবং ইয়াজূজ-মাজূজেরা কি করছে তা দেখে আসবে? তখন তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ইয়াজূজ-মাজূজ কর্তৃক নিহত হওয়ার পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে এসে এদেরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মুসলমানদের ডেকে বলবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে। লোকজন (তার ডাক শুনে) বের হয়ে আসবে এবং তাদের গবাদি পশু চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। সেগুলোর চারণভূমিতে ইয়াজূজ-মাজূজের গোশত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ওরা তাদের গোশত খেয়ে বেশ মোটাতাজা হবে, যেমন কখনো ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা তাজা হয়।

٤٠٨٠- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ يَحْفِرُوْنَ كُلَّ يَوْمٍ حَتّٰى اِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ ارْجِعُوْا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللّٰهُ اَشَدَّ مَا كَانَ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوْا حَتّٰى اِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ

ارْجِعُوْا فَسَتَحْفِرُوْنَهُ غَداً اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالى وَاسْتَثْنُوْا فَيَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِه حِيْنَ تَرَكُوْهُ فَيَحْفِرُوْنَهُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشِفُوْنَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِىْ حُصُوْنِهِمْ فَيَرْمُوْنَ بِسِهَامِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِىْ اجْفَظَّ فَيَقُوْلُوْنَ قَهَرْنَا اَهْلَ الْاَرْضِ وَعَلَوْنَا اَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ نَغَفًا فِىْ اَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه اِنَّ دَوَابَّ الْاَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُوْمِهِمْ .

৪০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় ইয়াজূজ-মাজূজ প্রতিদিন সুড়ঙ্গ পথ খনন করতে থাকে। এমনকি যখন তারা সূর্যের আলোকরশ্মি দেখার মত অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন তাদের নেতা বলে, তোমরা ফিরে চলো, আগামী কাল এসে আমরা খননকাজ শেষ করবো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা (রাতের মধ্যে) সেই প্রাচীরকে আগের চাইতে মযবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। যখন তাদের আবির্ভাবের সময় হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মানবকুলের মধ্যে পাঠাতে চাইবেন, তখন তারা খননকাজ করতে থাকবে। শেষে যখন তারা সূর্যরশ্মি দেখার মত অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাদের নেতা বলবে, এবার ফিরে চলো, ইনশাআল্লাহ আগামী কাল অবশিষ্ট খননকাজ সম্পন্ন করবো। তারা ইনশাআল্লাহ শব্দ ব্যবহার করবে। সেদিন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীর তাদের রেখে যাওয়া ক্ষীণ অবস্থায় থেকে যাবে। এই অবস্থায় তারা খননকাজ শেষ করে লোকালয়ে বের হয়ে আসবে এবং সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করবে। মানুষ তাদের ভয়ে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তারা আকাশপানে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে তা তাদের দিকে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীদের চরমভাবে পরাভূত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপরও বিজয়ী হয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে এক ধরনের কীট সৃষ্টি করবেন। কীটগুলো তাদের হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ভূপৃষ্ঠের গবাদি পশুগুলো সেগুলোর গোশত খেয়ে মোটাতাজা হয়ে মাংসল হবে।

٤٠٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِىْ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقِىَ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فَبَدَأُوْا بِاِبْرَاهِيْمَ فَسَاَلُوْهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سَاَلُوْا مُوْسٰى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَرُدَّ الْحَدِيْثُ اِلٰى عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ قَدْ عُهِدَ اِلَىَّ فِيْمَا

دُوْنَ وَجْبَتِهَا فَاَمَّا وَجْبَتُهَا فَلاَ يَعْلَمُهَا الاَّ اللّٰهُ فَذَكَرَ خُرُوْجَ الدَّجَّالِ قَالَ فَاَنْزِلُ فَاَقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ اِلٰى بِلاَدِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ فَلاَ يَمُرُّوْنَ بِمَاءٍ الاَّ شَرِبُوْهُ وَلاَ بِشَيْءٍ الاَّ اَفْسَدُوْهُ فَيَجْاَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ فَاَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يُّمِيْتَهُمْ فَتَنْتُنُ الْاَرْضُ مِنْ رِيْحِهِمْ فَيَجْاَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ فَاَدْعُو اللّٰهَ فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيُلْقِيْهِمْ فِى الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْاَرْضُ مَدَّ الْاَدِيْمِ فَعُهِدَ اِلَيَّ مَتٰى كَانَ ذٰلِكَ كَانَتِ السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الَّتِيْ لاَ يَدْرِيْ اَهْلُهَا مَتٰى تَفْجَؤُهُمْ بِوِلاَدَتِهَا قَالَ الْعَوَّامُ وَوُجِدَ تَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ .

৪০৮১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ গমনের রাতে ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁরা পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা প্রথমে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে কিয়ামত সম্পর্কিত কোন জ্ঞান তাঁর ছিলো না। অতঃপর তাঁরা মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরও এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিলো না। অতঃপর বিষয়টি ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ আমার থেকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে! কিন্তু কিয়ামতের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নেই। অতঃপর তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ আমি দুনিয়াতে অবতরণ করবো এবং দাজ্জালকে হত্যা করবো। অতঃপর লোকেরা তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। ইত্যবসরে তাদের নিকট ইয়াজূজ-মাজূজ আত্মপ্রকাশ করবে। তারা প্রতিটি উচুঁ ভূমি থেকে ছুটে আসবে। তারা যে পানির উৎসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তা পান করে শেষ করবে। এরা যে বস্তুর নিকট দিয়ে যাবে তা নষ্ট করে ফেলবে। তখন লোকেরা তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য আল্লাহ্র নিকট চীৎকার করে ফরিয়াদ করবে এবং আমিও দোয়া করবো। ফলে পৃথিবী তাদের (গলিত লাশের) গন্ধে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। লোকেরা আল্লাহ্র নিকট দোয়া করবে এবং আমিও দোয়া করবো। ফলে আল্লাহ অসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত করা হবে, পৃথিবীকে প্রশস্ত করা হবে, যেমন চামড়া প্রশস্ত করা হয়। তারপর আমাকে বলা হলো ঃ যখন এইসব বিষয় প্রকাশিত হবে তখন কিয়ামত মানুষের এত নিকটবর্তী হবে, যেমন গর্ভবতী নারী, যার পরিবারের লোকজন জানে না যে, কোন মুহূর্তে সে সন্তান প্রসব করবে। আওয়াম (র) বলেন, এই ঘটনার সত্যতা আল্লাহ্র কিতাবে বিদ্যমান আছে ঃ "এমনকি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং এরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৬)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ خُرُوْجِ الْمَهْدِيِّ

ইমাম মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব।

٤٠٨٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ فَلَمَّا رَاٰهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَرٰى فِىْ وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ فَقَالَ اِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللّٰهُ لَنَا الْاٰخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَاِنَّ اَهْلَ بَيْتِىْ سَيَلْقَوْنَ بَعْدِىْ بَلاَءً وَتَشْرِيْدًا وَتَطْرِيْدًا حَتّٰى يَاْتِىَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُوْدٌ فَيَسْاَلُوْنَ الْخَيْرَ فَلاَ يُعْطَوْنَهُ فَيُقَاتِلُوْنَ فَيُنْصَرُوْنَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَاَلُوْا فَلاَ يَقْبَلُوْنَهُ حَتّٰى يَدْفَعُوْهَا اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَؤُوْهَا جَوْرًا فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَاْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ .

৪০৮২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম, তখন হাশিম বংশীয় কতক যুবক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের দেখতে পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদয় অশ্রুসিক্ত হলো এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমরা সব সময় আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করি। তিনি বলেন ঃ আমাদের আহলে বাইত-এর জন্য আল্লাহ তাআলা পার্থিব জীবনের পরিবর্তে আখেরাতের জীবনকে পছন্দ করেছেন। আমার আহলে বাইত আমার পরে অচিরেই কঠিন বিপদে লিপ্ত হবে, কষ্ট-কাঠিন্যের শিকার হবে এবং দেশান্তরিত হবে। প্রাচ্যদেশ থেকে কালো পতাকাধারী কতক লোক তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। তারা কল্যাণ (গুপ্তধন) প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা তাদের দেয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। শেষে তাদেরকে তা দেয়া হবে, যা তারা চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করবে না। অবশেষে আমার আহলে বাইত-এর একজন লোকের নিকট তা সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুলুমে পূর্ণ করেছিলো। তোমাদের মধ্যে যারা সেই যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট চলে যায়।

٤٠٨٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ اَبِيْ حَفْصَةَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِيْ صِدِّيْقٍ النَّاجِيْ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِي الْمَهْدِيُّ اِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَاِلاَّ فَتِسْعٌ فَتَنْعَمُ فِيْهِ اُمَّتِيْ نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوْا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتٰى اُكُلَهَا وَلاَ تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوْسٌ فَيَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ يَا مَهْدِيُّ اَعْطِنِيْ فَيَقُوْلُ خُذْ .

৪০৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাহ্দী আমার উম্মাত থেকেই আবিভূর্ত হবে। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অন্যথা নয় বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। তার যুগে আমার উম্মাত অযাচিত প্রাচুর্যের অধিকারী হবে, ইতিপূর্বে কখনো তদ্রূপ হয়নি। পৃথিবী তার সর্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত উৎপন্ন করবে এবং কিছুই প্রতিরোধ করে রাখবে না। সম্পদের স্তূপ গড়ে উঠবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে মাহ্দী! আমাকে দান করুন। তিনি বলবেন, তোমার যতো প্রয়োজন নিয়ে যাও।

٤٠٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيْفَةٍ ثُمَّ لاَ يَصِيْرُ اِلٰى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُوْنَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لاَ اَحْفَظُهُ فَقَالَ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَاِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِيُّ .

৪০৮৪। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের একটি খনিজ সম্পদের নিকট পরপর তিনজন খলীফার পুত্র নিহত হবে। তাদের কেউ সেই খনিজ সম্পদ দখল করতে পারবে না। অতঃপর প্রাচ্যদেশ থেকে কালো পতাকা উড্ডীন করা হবে। তারা তোমাদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করবে যে, ইতিপূর্বে কোন জাতি তদ্রূপ করেনি। অতঃপর তিনি (স) আরও কিছু বলেছেন ঃ যা আমার মনে নাই। তিনি আরো বলেন ঃ তাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার সাথে যোগদান করবো। কারণ সে আল্লাহ্র খলীফা মাহ্দী।

٤٠٨٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ ثَنَا يَاسِيْنُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَهْدِىُّ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ .

৪০৮৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাহ্দী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে এক রাতে খিলাফতের যোগ্য করবেন।

٤٠٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الرَّقِّىُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اُمِّ سَلَمَةَ فَتَذَاكَرْنَا الْمَهْدِىَّ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَهْدِىُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ .

৪০৮৬। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। আমরা পরস্পর মাহ্দী সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মাহ্দী ফাতেমার বংশধর।

٤٠٨٧- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْيَمَامِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ وَلَدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِىٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِىُّ

৪০৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধর এবং বেহেশতবাসীর নেতা ঃ আমি, হামযা, আলী, জাফর, হাসান, হুসাইন ও মাহ্দী।

٤٠٨٨- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىَ الْمِصْرِىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِىُّ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ نَاسٌ مِّنَ الْمَشْرِقِ فَيُوَطِّئُوْنَ لِلْمَهْدِىِّ يَعْنِىْ سُلْطَانَهُ .

৪০৮৮। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায্ই আয-যাবীদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা মহ্দীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ الْمَلاَحِمِ

ভয়ংকর যুদ্ধ-সংঘর্ষ সম্পর্কে।

٤٠٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ ابْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُوْلٌ وَابْنُ اَبِىْ زَكَرِيَّا اِلى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا اِلى ذِىْ مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَسَاَلَهُ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُكُمُ الرُّوْمُ صُلْحًا اٰمِنًا ثُمَّ تَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتَنْتَصِرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ ثُمَّ تَنْصَرِفُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِىْ تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الصَّلِيْبِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُوْمُ اِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ .

৪০৮৯। হাসান ইবনে আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাকহূল, ইবনে যাকারিয়া এবং তাদের সাথে আমিও খালিদ ইবনে মাদান (র)-এর নিকট গেলাম। তিনি জুবাইর ইবনে নুফাইর (রা)-এর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, জুবাইর (রা) আমাকে বলেন, তুমি আমাদের সাথে যু মিখমারের নিকট চলো। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। আমিও তাদের দু'জনের সাথে গেলাম। তিনি তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই রোমকরা আমাদের সাথে শান্তি চুক্তি করবে। অতঃপর তোমরা (তাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে এবং তোমরা ও তারা (পরস্পরের) শত্রু হবে। এরপর তোমরা বিজয়ী হবে এবং গনীমতের মাল লাভ করবে। তোমরা নিরাপদ থাকবে এবং (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসবে। এমনকি তোমরা সবুজ-শ্যামল উচ্চ স্থানে অবতরণ করবে। তখন ক্রুশধারীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (ক্রুশ) উত্তোলন করে বলবে, সালীব (ক্রুশ) বিজয়ী হয়েছে। তখন এক মুসলমান ক্রোধান্বিত হয়ে ক্রুশের নিকট গিয়ে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। তখন রোমকরা সন্ধি চুক্ত ভংগ করবে এবং তাদের সকলে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে।

٤٠٨٩(١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ ابْنِ عَطِيَّةَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ فَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَاْتُوْنَ حِيْنَئِذٍ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا .

৪০৮৯(১)। আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম আদ-দিমাশকী-ওলীদ ইবনে মুসলিম-আওযাঈ-হাসসান ইবনে আতিয়্যা (র) তার সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় আরো আছে ঃ তারা যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আশিটি পতাকার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য।

٤٠٩٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيْبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ بَعَثَ اللّٰهُ بَعْثًا مِّنَ الْمَوَالِىْ هُمْ اَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا وَاَجْوَدُهُ سِلَاحًا يُؤَيِّدُ اللّٰهُ بِهِمُ الدِّيْنَ .

৪০৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা মাওয়ালীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে সর্বাধিক দক্ষ অশ্বারোহী এবং উন্নততর সমরাস্ত্রে সজ্জিত। আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বারা দীন ইসলামের সাহায্য করবেন।

٤٠٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتُقَاتِلُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تُقَاتِلُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تُقَاتِلُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ قَالَ جَابِرٌ فَمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتّٰى تُفْتَحَ الرُّوْمُ

৪০৯১। নাফে ইবনে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা তোমাদের অধীন করে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেখানেও তোমাদের বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তার বিরুদ্ধেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। জাবির (রা) বলেন, রোম বিজিত না হওয়া পর্যন্ত দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না।

٤٠٩٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ قُطَيْبٍ السَّكُوْنِىِّ (وَقَالَ الْوَلِيْدُ يَزِيْدُ بْنُ قُطْبَةَ) عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرٰى وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِىْ سَبْعَةِ اَشْهُرٍ .

৪০৯২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘোরতর যুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে হবে।

٤٠٩٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِى السَّابِعَةِ .

৪০৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুদ্ধ ও মদীনা (কনস্টান্টিনোপল) বিজয়ের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান হবে ছয় বছর এবং সপ্তম বর্ষে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

٤٠٩٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الْحُنَيْنِىُّ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكُوْنَ اَدْنٰى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ بِبَوْلاَءَ ثُمَّ قَالَ ﷺ يَا عَلِىُّ يَا عَلِىُّ يَا عَلِىُّ قَالَ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ قَالَ اِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُوْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ رُوْقَةُ الاِسْلاَمِ اَهْلُ الْحِجَازِ الَّذِيْنَ لاَ يَخَافُوْنَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَيَفْتَتِحُوْنَ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةَ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ فَيُصِيْبُوْنَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيْبُوْا مِثْلَهَا حَتّٰى يَقْتَسِمُوْا بِالاَتْرِسَةِ وَيَاْتِىْ اٰتٍ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَرَجَ فِىْ بِلاَدِكُمْ اَلاَ وَهِىَ كِذْبَةٌ فَالاٰخِذُ نَادِمٌ وَالتَّارِكُ نَادِمٌ .

৪০৯৪। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিকটবর্তী বাওলা নামক স্থান অস্ত্রসজ্জিত মুসলমানদের পদানত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আলী, হে

আলী! হে আলী! আলী (রা) বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। তিনি বলেন ঃ অচিরেই তোমরা বনু আসফারের (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পরবর্তী হিজাযের মুসলমানগণ ও যারা আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দায় কর্ণপাত করে না, যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, যতক্ষণ না তাদের কাছে ইসলামের শাশ্বত বিধান বিকশিত হয়। অতঃপর তারা তাসবীহ ও তাকবীর ধ্বনি দিয়ে কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। ফলে এতো অধিক পরিমাণে গনীমতের মাল তাদের হস্তগত হবে যতোটা ইতিপূর্বে কখনো তাদের হস্তগত হয়নি। এমনকি তারা খাঞ্চা ভর্তি করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করবে। অতঃপর এক আগন্তুক এসে বলবে, তোমাদের শহরে মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। সাবধান! সে খবরটি হবে মিথ্যা। সুতরাং এর গ্রহীতাও লজ্জিত হবে এবং অগ্রাহ্যকারীও লজ্জিত হবে।

٤٠٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ حَدَّثَنِىْ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الاَشْجَعِىُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُوْنَ بِكُمْ فَيَسِيْرُوْنَ اِلَيْكُمْ فِىْ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا

৪০৯৫। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই তোমাদের ও বনু আসফারের (রোমক) মধ্যে চুক্তি হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের জন্য) আশিটি পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবে। প্রতিটি পতাকার অধীন থাকবে বারো হাজার সৈন্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ التُّرْكِ

তুর্কীজাতি।

٤٠٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغَ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ

৪০৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত হয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমী পাদুকা পরিধান করে। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা হবে ক্ষুদ্র চোখবিশিষ্ট।

٤٠٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ ذُلْفَ الاُنُوْفِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ .

৪০৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুদ্র চোখ এবং উন্নত ও চেপ্টা নাকবিশিষ্ট এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের চেহারা হবে রক্তিম বর্ণ। তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাদের পাদুকা হবে পশমযুক্ত।

٤٠٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَاِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ .

৪০৯৮। আমর ইবনে তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে চওড়া ও রক্তিমাভ। কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শন এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমী জুতা পরিধান করে।

٤٠٩٩-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ اَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ وَيَتَّخِذُوْنَ الدَّرَقَ يَرْبِطُوْنَ خَيْلَهُمْ بِالنَّخْلِ .

৪০৯৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা ক্ষুদ্র চোখ ও চেপ্টা মুখাবয়ববিশিষ্ট এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ হবে ফড়িং-এর চোখের মত। তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিমাভ। তারা পশমী জুতা পরিধান করবে এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করবে। তারা তাদের ঘোড়াগুলো খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখবে।

অধ্যায় ঃ ৩৭

كِتَابُ الـزُّهْـدِ

(পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الزُّهْدِ فِى الدُّنْيَا

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি।

٤١٠٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا بِتَحْرِيْمِ الْحَلاَلِ وَلاَ فِىْ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنِ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا اَنْ لاَ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِىْ يَدِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ مِنْكَ فِيْهَا لَوْ اَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ قَالَ هِشَامٌ قَالَ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ يَقُوْلُ مِثْلُ هٰذَا الْحَدِيْثِ فِى الْاَحَادِيْثِ كَمِثْلِ الْاِبْرِيْزِ فِى الذَّهَبِ .

৪১০০। আবু যার আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়া এবং ধনসম্পদ ধ্বংস করা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহ্‌দ) নয়, বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হলো ঃ আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তার চাইতে তোমার নিকট যা আছে তার উপর অধিক নির্ভরশীল না হওয়া এবং তুমি কোন বিপদে পতিত হলে তার বিনিময়ে সওয়াবের আশার তুলনায় বিপদে পতিত না হওয়াটা তোমার নিকট অধিকতর কাঙ্ক্ষিত না হওয়া। হিশাম (র) বলেন, আবু ইদরীস আল-খাওলানী (র) বলেছেন, হাদীস ভাণ্ডারে এই হাদীসটি যেন স্বর্ণ খনির খাঁটি সোনা।

٤١٠١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ اَبِىْ خَلاَّدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ اُعْطِىَ زُهْدًا فِى الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَاِنَّهُ يُلْقِى الْحِكْمَةَ .

৪১০১। আবু খাল্লাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা এমন লোক দেখতে পাবে যাকে দুনিয়াতে যুহদ দান করা হয়েছে এবং স্বল্পভাষী করা হয়েছে, তখন তোমরা তার নৈকট্য ও সাহচর্য অবলম্বন করবে। কারণ তাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে।

٤١٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِى اللّٰهُ وَاَحَبَّنِى النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْمَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوْكَ .

৪১০২। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।

٤١٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ سَهْمٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلٰى اَبِىْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِيْنٌ فَاَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُوْدُهُ فَبَكٰى اَبُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيْكَ اَىْ خَالِ اَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ اَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ عَلٰى كُلٍّ لاَ وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَىَّ عَهْدًا وَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ اِنَّكَ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ اَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ اَقْوَامٍ وَاِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ .

৪১০৩। সামুরা ইবনে সাহ্ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হাশেম (রা) ইবনে উতবার কাছে গেলাম।[১] তিনি বর্শার আঘাতে আহত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। মুআবিয়া (রা)-ও তাকে দেখতে এলেন। আবু হাশেম (রা) কেঁদে দিলে তিনি বলেন, হে মামা! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে। আঘাতের যন্ত্রণা, নাকি পার্থিব কিছু? পার্থিব কিছু হলে তার

---

১. উতবা হলো আবু হাশেম (রা)-এর পিতা। এই উতবা হলো মুআবিয়া (রা)-র নানা। সে বদর যুদ্ধে হযরত আলী (রা) অথবা হযরত হামযা (রা)-র হাতে নিহত হয় (অনুবাদক)।

উৎকৃষ্ট অংশ তো অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বলেন, এর কোনটিই নয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তা অনুসরণ করতাম। তিনি বলেছিলেন ঃ "হয়তো তুমি পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী হবে যা তুমি জনগণের মধ্যে বিতরণ করবে। তখন তোমার জন্য একটি খাদেম এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট"। আমি সেই প্রাচুর্য লাভ করেছি কিন্তু তা (বিতরণ না করে) পুঞ্জীভূত করে রেখেছি।

٤١٠٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِى الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اشْتَكٰى سَلْمَانُ فَعَادَهُ سَعْدٌ فَرَاهُ يَبْكِىْ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا يُبْكِيْكَ يَا اَخِىْ اَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ اَلَيْسَ قَالَ سَلْمَانُ مَا اَبْكِىْ وَاحِدَةً مِنْ اثْنَتَيْنِ مَا اَبْكِىْ ضِنًّا لِلدُّنْيَا وَلاَ كَرَاهِيَةً لِلْاٰخِرَةِ وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَىَّ عَهْدًا فَمَا أُرَانِىْ اِلاَّ قَدْ تَعَدَّيْتُ قَالَ وَمَا عَهِدَ اِلَيْكَ قَالَ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ وَلاَ أُرَانِىْ اِلاَّ قَدْ تَعَدَّيْتُ وَاَمَّا اَنْتَ يَا سَعْدُ فَاتَّقِ اللّٰهَ عِنْدَ حُكْمِكَ اِذَا حَكَمْتَ وَعِنْدَ قَسْمِكَ اِذَا قَسَمْتَ وَعِنْدَ هَمِّكَ اِذَا هَمَمْتَ قَالَ ثَابِتٌ فَبَلَغَنِىْ اَنَّهُ مَا تَرَكَ اِلاَّ بِضْعَةً وَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ .

৪১০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে সাদ (রা) তাকে দেখতে যান। তিনি তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেননি? আপনি কি এই এই (ভালো কাজ) করেননি। সালমান (রা) বলেন, আমি এই দু'টির কোনটির জন্যই কাঁদছি না। আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আক্ষেপে বা আখেরাতের পরিণতির আশংকায় কাঁদছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, কিন্তু মনে হয় আমি তাতে সীমালংঘন করেছি। সাদ (রা) বলেন, তিনি আপনার থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন? সালমান (রা) বলেন, তিনি এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, "তোমাদের যে কোন ব্যক্তির একজন পর্যটকের সমপরিমাণ পাথেয় যথেষ্ট''। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, আমি সীমালংঘন করে ফেলেছি। হে ভাই সাদ! যখন তুমি বিচার মীমাংসা করবে, ভাগ-বাটোয়ারা করবে এবং কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। সাবিত (র) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, (মৃত্যুর সময়) সালমান (রা) তার ভরণপোষণের জন্য সঞ্চিত মাত্র বিশাধিক দিরহাম রেখে যান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

পার্থিব চিন্তা।

٤١٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ مَا بَعَثَ اِلَيْهِ هٰذِهِ السَّاعَةَ اِلاَّ لِشَيْءٍ سَالَ عَنْهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سَاَلَنَا عَنْ اَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَاْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ اَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ .

৪১০৫। আবান ইবনে উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট থেকে বের হয়ে এলে আমি ভাবলাম, নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এই সময় তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের শ্রুত কতক হাদীস শোনার জন্য মারওয়ান আমাদের ডেকেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি ঃ পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে।

٤١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِيْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِيْ اَيِّ اَوْدِيَتِهِ هَلَكَ .

৪১০৬। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার

চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হবে আখেরাত, তার পার্থিব চিন্তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় মোহগ্রস্ত থাকে তার যে কোন উপত্যকায় বা প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে আল্লাহ্র কোন পরোয়া নাই।

٤١٠٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَلاَ اَعْلَمُهُ الاَّ قَدْ رَفَعَهُ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ يَا ابْنَ ادَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ اَمْلاَ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلاَتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ .

৪১০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহাপবিত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবো এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করবো। তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর পেরেশানী দিয়ে পূর্ণ করবো এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করবো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا

দুনিয়ার উদাহরণ।

٤١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ اَخَا بَنِيْ فِهْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ الاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ .

৪১০৮। বনূ ফিহ্রের সদস্য মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আংগুল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে তা তুলে আনলো। সে লক্ষ্য করুক তার আংগুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে (তি, মু)।

٤١٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اضْطَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ فَاَثَّرَ فِيْ جِلْدِهِ فَقُلْتُ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اٰذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ

شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِنَّمَا اَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

৪১০৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তাঁর দেহের চামড়ায় (মাদুরের) দাগ বসে গেলো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য মাদুরের উপর কিছু বিছিয়ে দিতাম। তাহলে তা আপনাকে দাগ লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কি? আমি দুনিয়াতে এমন এক মুসাফির বৈ তো কিছু নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলো, অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের পানে চলে গেলো (আ, তি)।

٤١١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَمُحَمَّدُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ يَحْيٰى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا فَقَالَ اَتُرَوْنَ هٰذِهِ هَيِّنَةً عَلٰى صَاحِبِهَا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ عَلٰى صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً اَبَدًا .

৪১১০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে থাকাকালে একটি মৃত বকরী চীৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেলো। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কি ধারণা, এই বকরীটা তার মালিকের কাছে তুচ্ছ নয় কি? সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মৃত বকরীটা তার মালিকের নিকট যতোটা তুচ্ছ, অবশ্যই এই দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ। এই দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহ্র নিকট মশার একটি পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না।

٤١١١- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ ثَنَا الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ اِنِّيْ لَفِى الرَّكْبِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَتٰى عَلٰى سَخْلَةٍ مَنْبُوْذَةٍ قَالَ فَقَالَ اَتُرَوْنَ هٰذِهِ هَانَتْ عَلٰى اَهْلِهَا قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ هَوَانِهَا اَلْقَوْهَا اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ عَلٰى اَهْلِهَا .

৪১১১। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলার সাথে ছিলাম। তিনি রাস্তার পাশে ফেলে রাখা একটি বকরীর মৃত ছানার নিকট এসে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জানো, এই বকরীর মৃত বাচ্চাটি তার মালিকের নিকট কতো তুচ্ছ? বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মূল্যহীন হওয়ার দরুনই তারা এটাকে ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এটা তার মনিবের নিকট যতোটা মূল্যহীন, দুনিয়াটা আল্লাহ্‌র কাছে তার চাইতেও অধিক মূল্যহীন ও তুচ্ছ (তি ২২৬৩)।

٤١١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا اَبُوْ خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُوْلِيِّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلاَّ ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَالاَهُ اَوْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا .

৪১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহ্‌র যিকির এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ অনান্য আমল অথবা আলেম ও এলেম অন্বেষণকারী ব্যতীত (তি ২২৬৪)।

٤١١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

৪১১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের বেহেশতখানা।

٤١١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِىْ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ كَاَنَّكَ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ .

৪১১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দেহ স্পর্শ করে বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। তুমি নিজকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো (তি-২২৭৫, বু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ

লোকে যাকে গুরুত্ব দেয় না।

٤١١٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوْكِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ رَجُلٌ ضَعِيْفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُوْ طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ .

৪১১৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের বাদশাদের সম্পর্কে অবহিত করবো না। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ দু'টি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দুর্বল ও অনাহারী ব্যক্তি যাকে ধর্তব্যে আনা হয় না। কিন্তু সে কোন বিষয়ে আল্লাহ্র নামে শপথ করলে তিনি তা অবশ্যই পূর্ণ করেন (সে হবে জান্নাতের বাদশা)।

٤١١٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ .

৪১১৬। হারিসা ইবনে ওয়াহ্ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না যে, কারা বেহেশতী হবে? যারা দুর্বল এবং যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না যে, কারা দোযখী হবে? প্রত্যেক অবাধ্য, আহাম্মক ও দাম্ভিক ব্যক্তি দোযখে যাবে (আ, বু, মু,তি, না)।

٤١١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِىْ مُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنْ صَلاَةٍ غَامِضٌ فِى النَّاسِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرَ عَلَيْهِ عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيْهِ .

৪১১৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈর্ষণীয় হলো সেই মুমিন ব্যক্তি যার অবস্থা খুবই হালকা (স্বল্প সম্পদ ও ক্ষুদ্র পরিবার) এবং যে নামাযে মনোযোগী, মানুষের মাঝে অখ্যাত, তার কোন

গুরুত্ব দেয়া হয় না, আর নূন্যতম প্রয়োজন মাফিক তার রিযিক এবং তাতেই ধৈর্য ধারণকারী। অচিরেই তার মৃত্যু হয়, তার পরিত্যক্ত সম্পদও কম এবং তার জন্য বিলাপকারীর সংখ্যাও কম (তি)।

٤١١٨- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ قَالَ الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ يَعْنِى التَّقَشُّفَ .

৪১১৮। আবু উমামা আল-হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অনাড়ম্বর জীবন যাপনই ঈমান। রাবী বলেন, 'বাযাযাহ' -এর অর্থ কাশাফাহ অর্থাৎ বিলাস-বাসনা ত্যাগ করা, সাধামাঠা জীবন নির্বাহ করা (দা)।

٤١١٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

৪১১৯। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দিবো না? তারা বলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যাদের দেখলে মহান আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ

গরীবদের ফযীলাত।

٤١٢٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ قَالُوْا رَاْيَكَ فِىْ هٰذَا نَقُوْلُ هٰذَا مِنْ اَشْرَفِ النَّاسِ هٰذَا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُخَطَّبَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَرَّ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذَا قَالُوْا نَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ لَمْ يُنْكَحْ وَاِنْ شَفَعَ لاَ يُشَفَّعْ وَاِنْ قَالَ لاَ يُسْمَعْ لِقَوْلِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَهٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا .

৪১২০। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা এই লোকটি সম্পর্কে কি বলো? সাহাবীগণ বলেন, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত হবে যথার্থ। আমরা বলি, সে এতোই যোগ্য যে, লোকদের মধ্যে অভিজাত, সে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হয়। সে সুপারিশ করলে তা মঞ্জুর করা হয়। সে কথা বললে তা শোনা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। ইত্যবসরে আরেক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি বলো? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অমরা বলি যে, এই ব্যক্তি তো দীনহীন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সে এতই যোগ্য যে, সে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়, সুপারিশ করলে তা মঞ্জুর করা হয় না এবং কথা বললে তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের দ্বারা পৃথিবী ভরে গেলেও শেষোক্ত ব্যক্তি তাদের চেয়ে উত্তম (বু)।

٤١٢١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيْسَى ثَنَا مُوْسَى ابْنُ عُبَيْدَةَ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ .

৪১২১। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র যে মুমিন বান্দা দরিদ্র ও অধিক সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকে, তিনি তাকে ভালোবাসেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَنْزِلَةِ الْفُقَرَاءِ

দরিদ্রদের মর্যাদা।

٤١٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ .

৪১২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্র মুমিনগণ ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিন আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর অর্ধ দিনের পরিমাণ হবে পাঁচ শত বছর।

٤١٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِمِقْدَارِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ .

৪১২৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের বিত্তবানদের তুলনায় পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٤١٢٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا اَبُوْ غَسَّانَ بَهْلُوْلٌ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ عَلَيْهِمْ اَغْنِيَائَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اَلاَ اُبَشِّرُكُمْ اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ تَلاَ مُوْسَى هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ .

৪১২৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা দরিদ্র মুহাজিরদের উপর তাদের ধনীদের যে মর্যাদা (সম্পদের প্রাচুর্য) দান করেছেন, তারা সেই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এতে তিনি বলেন ঃ হে অভাবী সমাজ! আমি কি তোমাদেরকে এই সুসংবাদ দিবো না যে, দরিদ্র মুমিনগণ তাদের ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিন অর্থাৎ পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অতঃপর মূসা ইবনে উবায়দা (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সামান" (সূরা হজ্জ ঃ ৪৭)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ مُجَالَسَةِ الْفُقَرَاءِ

দরিদ্রদের সাথে মেলামেশা করা।

٤١٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ اَبُوْ يَحْىَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَبُوْ اِسْحَاقَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ

كَانَ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ اِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُوْنَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْنِيْهِ اَبَا الْمَسَاكِيْنِ .

৪১২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) ফকীর-মিসকীনদের মহব্বত করতেন, তাদের সাথে ওঠাবসা করতেন এবং তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। আর তারাও তার সাথে আলাপ-আলোচনা করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবুল মাসাকীন (দরিদ্রদের পিতা) উপাধি দেন।

٤١٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الاَحْمَرُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَبِى الْمُبَارَكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَحِبُّوا الْمَسَاكِيْنَ فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ .

৪১২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মিসকীনদের মহব্বত করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দোয়ায় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখো, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান করো এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্থিত করো"।

٤١٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِىْ سَعْدٍ الاَزْدِيِّ وَكَانَ قَارِئَ الاَزْدِ عَنْ اَبِى الْكَنُوْدِ عَنْ خَبَّابٍ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِلٰى قَوْلِهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ قَالَ جَاءَ الاَقْرَعُ بْنُ جَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فَوَجَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ صُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ قَاعِدًا فِىْ نَاسٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا رَاَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ حَقَرُوْهُمْ فَاَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ وَقَالُوْا اِنَّا نُرِيْدُ اَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا فَاِنَّ وُفُوْدَ الْعَرَبِ تَاْتِيْكَ فَنَسْتَحْيِىْ اَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هٰذِهِ الاَعْبُدِ فَاِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَاَقِمْهُمْ عَنْكَ فَاِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَاقْعُدْ مَعَهُمْ اِنْ شِئْتَ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا قَالَ فَدَعَا بِصَحِيْفَةٍ وَدَعَا عَلِيًّا

لِيَكْتُبَ وَنَحْنُ قُعُوْدٌ فِيْ نَاحِيَةٍ فَنَزَلَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ثُمَّ ذَكَرَ الاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ فَقَالَ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُوْلُوْا اَهٰؤُلاَءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ ثُمَّ قَالَ وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قَالَ فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتّٰى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلٰى رُكْبَتِهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ قَامَ وَتَرَكْنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (وَلاَ تُجَالِسِ الاَشْرَافَ) تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (يَعْنِيْ عُيَيْنَةَ وَالاَقْرَعَ) وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا (قَالَ هَلاَكًا) قَالَ اَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالاَقْرَعِ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ خَبَّابٌ فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِيْ يَقُوْمُ فِيْهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتّٰى يَقُوْمَ .

৪১২৭। খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী (অনুবাদ) ঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা আনআম ঃ ৫২)। তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, আকরা ইবনে হাবেস আত-তামীমী ও উয়াইনা ইবনে হিসন আল-ফাজারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মুমিনদের সাথে বসা দেখলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে তাদের উপবিষ্ট দেখে তাদেরকে হেয় জ্ঞান করলো। তারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে একান্তে তাঁকে বললো, আমরা চাই যে, আপনি আপনার সাথে আমাদের বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আপনার নিকট আরবের প্রতিনিধি দলসমূহ আসে। এই দাসদের সাথে আরবরা আমাদেরকে উপবিষ্ট দেখলে তাতে আমরা লজ্জাবোধ করি। অতএব আমরা যখন আপনার নিকট আসবো তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আমরা আপনার নিকট থেকে বিদায়

নেয়ার পর আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসুন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা! দেখা যাক। তারা বললো, আপনি আমাদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে দিন । রাবী বলেন, তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী (রা)-কে লেখার জন্য ডাকলেন। আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে জিবরীল (আ) এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন (অনুবাদ) ঃ "যারা তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা আনআম ঃ ৫২)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আকরা ইবনে হাবেস ও উয়াইনা ইবনে হিসন-এর সম্পর্কে নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "এইভাবেই আমি তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে, আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্পর্কে বিশেষ অবহিত নন" (সূরা আনআম ঃ ৫৩)?

অতঃপর আল্লাহ বলেন, "যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে তারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তুমি তাদের বলো ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন" (সূরা আনআম ঃ ৫৪)।

রাবী বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা তাঁর এতো নিকটবর্তী হলাম যে, আমাদের হাঁটু তাঁর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে বসতেন এবং যখন উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাদের ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদের সংসর্গে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তার সন্তোষ লাভের আশায় এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না" (সূরা কাহ্ফ ঃ ২৮)। আর তুমি অভিজাতদের সাথে বসো না এবং যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি তার অনুসরণ করো না। যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং কাজেকর্মে সীমা অতিক্রম করে (অর্থাৎ উয়াইনা ও আকরা) তার কৃতকর্ম বরবাদ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের সামনে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ও পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করেন (সূরা কাহ্ফের ৩২ নং ও ৪৫ নং আয়াত দ্র.) খাব্বাব (রা) বলেন, অতঃপর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসতাম। যখন তাঁর উঠার সময় হতো তখন আমরা তাঁর আগে উঠে যেতাম, অতঃপর তিনি উঠতেন।

٤١٢٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا سِتَّةٍ فِىَّ وَفِى ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَصُهَيْبٍ وَعَمَّارٍ وَالْمِقْدَادِ وَبِلَالٍ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لَا نَرْضٰى اَنْ نَكُوْنَ اَتْبَاعًا لَهُمْ فَاطْرُدْهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ

مَـا شَـاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْخُلَ فَـاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُـوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ الاٰيَةَ .

৪১২৮। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াত আমাদের ছয়জন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ আমি, ইবনে মাসউদ, সুহাইব, আম্মার, মিকদাদ ও বিলাল (রা)। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমরা এসব লোকের সাথে বসতে সম্মত নই। আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন। রাবী বলেন, এই কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহ্র মর্জি একটা ধারণার উদয় হলো। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ)ঃ "যারা তাদের রবকে সকাল্-সন্ধ্যায় ডাকে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা আনআম ঃ ৫২)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ فِى الْمُكْثِرِيْنَ

সম্পদশালীদের সম্পর্কে।

٤١٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِّلْمُكْثِرِيْنَ اِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا اَرْبَعٌ عَنْ يَّمِيْنِه وَعَنْ شِمَالِه وَمِنْ قُدَّامِه وَمِنْ وَّرَائِه .

৪১২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রাচুর্যের মালিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, তবে যারা ডানে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে (আল্লাহ্র পথে) নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তারা ব্যতীত।

٤١٣٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَكْثَرُوْنَ هُمُ الْاَسْفَلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ .

৪১৩০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্পদশালীরা কিয়ামতের দিন সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হবে। কিন্তু যারা নিজেদের মাল এদিক সেদিক (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে এবং পবিত্র পন্থায় তা উপার্জন করে তারা এর ব্যতিক্রম।

٤١٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَكْثَرُوْنَ هُمُ الْاَسْفَلُوْنَ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلاَثًا .

৪১৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিপুল প্রাচুর্যের মালিকরা হলো নীচু স্তরের লোক। তবে যারা বলেছে, এই দিকে, এই দিকে ও এই দিকে বিলিয়ে দাও তারা ব্যতীত। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন।

٤١٣٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ اُحُدًا عِنْدِيْ ذَهَبًا فَتَاْتِيْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلاَّ شَيْءٌ اَرْصُدُهُ فِيْ قَضَاءِ دَيْنٍ .

৪১৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি পছন্দ করি না যে, উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ আমার অধিকার থাক এবং তৃতীয় দিনেও তার কিছু আমার নিকট অবশিষ্ট থাক, তবে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া (বু, মু)।

٤١٣٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلاَنَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مَنْ اٰمَنَ بِيْ وَصَدَّقَنِيْ وَعَلِمَ اَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ اِلَيْهِ لِقَائَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِيْ وَلَمْ يُصَدِّقْنِيْ وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاَطِلْ عُمُرَهُ .

৪১৩৩। আমর ইবনে গাইলান আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান এনেছে, আমার সত্যতা স্বীকার করেছে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তা আপনার পক্ষ থেকে আগত সত্য বলে জ্ঞান করেছে, আপনি তার ধনবল ও জনবল হ্রাস করে দিন, আপনার সাক্ষাত তার জন্য প্রিয় বানিয়ে দিন এবং তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করুন। আর যে

ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি, আমাকে সত্য বলে মেনে নেয়নি এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তা আপনার পক্ষ থেকে আগত সত্য বলে জ্ঞান করেনি, আপনি তার ধনবল ও জনবল বৃদ্ধি করুন এবং তার আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করুন।

٤١٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزِيْنَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزِيْنَ ثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ السَّلِيْطِىِّ عَنْ نُقَادَةَ الاَسَدِىِّ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً فَرَدَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِىْ اِلٰى رَجُلٍ اٰخَرَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَلَمَّا اَبْصَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهَا وَفِيْمَنْ بَعَثَ بِهَا قَالَ نُقَادَةُ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا قَالَ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَ فُلاَنٍ لِلْمَانِعِ الاَوَّلِ وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلاَنٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ لِلَّذِىْ بَعَثَ بِالنَّاقَةِ .

৪১৩৪। নুকাদা আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উষ্ট্রী ধার আনার জন্য পাঠান। কিন্তু সে তাঁকে ধার দিলো না। অতঃপর তিনি আমাকে আরেক ব্যক্তির নিকট পাঠান। সে তাঁর জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীটি দেখে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও এবং যে ব্যক্তি এটা পাঠিয়েছে তাকেও"। নুকাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, যে ব্যক্তি এই উষ্ট্রী নিয়ে এসেছে তার জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি এটা নিয়ে এসেছে তাকেও (বরকত দান করুন)"। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলে উষ্ট্রীর দুধ দোহন করা হলো এবং তা পরিমানে পর্যাপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তির ধন বৃদ্ধি করুন, যে প্রথম নিষেধকারী। আর যে ব্যক্তি উষ্ট্রীটি পাঠিয়েছে তাকে দৈনিক হারে রিযিক দিন"।

٤١٣٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْقَطِيْفَةِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِ .

৪১৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দীনার ও দিরহাম দাসেরা ধ্বংস হোক, সুদৃশ্য চাদর ও কারুকার্যময় চাদরের দাসেরাও ধ্বংস হোক। তাকে দান করা হলে খুশী হয় এবং না দেয়া হলে (কৃত অঙ্গীকার) পূর্ণ করে না (বু)।

٤١٣٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تعس عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ .

৪১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও মূল্যবান চাদরের গোলামেরা ধ্বংস হোক। আল্লাহ এদেরকে অধমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নামের কাঁটার খোঁচা খেয়েও সে বের হতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ الْقَنَاعَةِ

অল্পে তুষ্টি।

٤١٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنى غِنَى النَّفْسِ .

৪১৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই ঐশর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশর্যই প্রকৃত ঐশর্য (বু, মু, তি)।

٤١٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ وَحُمَيْدِ بْنِ هَانِىءٍ الْخَوْلاَنِيِّ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلاَمِ وَرُزِقَ الْكَفَافَ وَقَنِعَ بِهِ .

৪১৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, যাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দান করা হয়েছে এবং যে তাতেই পরিতুষ্ট থাকে, সে-ই সফলকাম হয়েছে (মু, তি)।

٤١٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا .

৪১৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী (পরিমাণ) রিযিকের ব্যবস্থা করুন (বু, মু, তি)।

٤١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَيَعْلٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلاَ فَقِيْرٍ اِلاَّ وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهُ اُتِىَ مِنَ الدُّنْيَا قُوْتًا .

৪১৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ধনী-গরীব প্রত্যেকেই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি করবে যে, তাদেরকে যদি পৃথিবীতে জীবন ধারণোপযোগী রিযিক দান করা হতো।

٤١٤١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ شُمَيْلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِىْ جَسَدِهِ اٰمِنًا فِىْ سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

৪১৪১। সালামা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুস্থদেহে দিনাতিপাত করে, পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকট যদি সারা দিনের খোরাকী থাকে, তাহলে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াই একত্র করা হলো (তি ২২৮৮)।

٤١٤٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ .

৪১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পার্থিব ব্যাপারে তোমাদের চাইতে কম সমৃদ্ধশালী

লোকদের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তোমাদের চাইতে অধিক সমৃদ্ধশালী লোকদের প্রতি তাকিও না। তাহলে তোমাদেরকে দেয়া আল্লাহ্‌র নিআমত তোমাদের নিকট তুচ্ছ মনে হবে না (মু, তি)।

٤١٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ثَنَا يَزِيْدَ ابْنُ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلٰى اَعْمَالِكُمْ وَقُلُوْبِكُمْ .

৪১৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চেহারা ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ ও অন্তরের দিকে লক্ষ্য রাখেন (মু ৬৩১১)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَعِيْشَةِ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিজনবর্গের জীবন-জীবিকা।

٤١٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنَّا اٰلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نُوْقِدُ فِيْهِ بِنَارٍ مَا هُوَ اِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ (اِلاَّ اَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ نَلْبَثُ شَهْرًا) .

৪১৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ এক এক মাস এমনভাবে অতিবাহিত করতাম যে, আমাদের চুলায় আগুন জ্বালাতে পারতাম না। খেজুর ও পানিই হতো আমাদের জীবন ধারণের উপকরণ। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় "নালবাছু" শব্দ এসেছে "নামকুসু"-এর পরিবর্তে (অর্থ একই)।

٤١٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يَاْتِىْ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّهْرُ مَا يُرٰى فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِهِ الدُّخَانُ قُلْتُ فَمَا كَانَ طَعَامُهُمْ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ جِيْرَانُ صِدْقٍ وَكَانَتْ لَهُمْ رَبَائِبُ فَكَانُوْا يَبْعَثُوْنَ اِلَيْهِ اَلْبَانَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَانُوْا تِسْعَةَ اَبْيَاتٍ .

৪১৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিজনবর্গের কোন কোন মাস এমনভাবে অতিবাহিত হতো যে, তাদের কারো ঘরের চুলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যেতো না। আমি (আবু সালামা) জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের আহার্য কি ছিলো? তিনি বলেন, দু'টি কালো জিনিস ঃ খেজুর ও পানি। তবে আমাদের আনসারী প্রতিবেশীরা ছিলেন অত্যন্ত সত্যপ্রিয়। তারা বকরী পালতেন এবং বকরীর দুধ উপঢৌকন স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পাঠাতেন। রাবী মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) বলেন, তাঁর পরিবারবর্গ নয় ঘরে বিভক্ত ছিলো।

٤١٤٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْتَوِيْ فِي الْيَوْمِ مِنَ الْجُوْعِ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ .

৪১৪৬। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিনের বেলা ক্ষুধার তাড়নায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখেছি। তিনি তাঁর উদর পূর্তির জন্য এমনকি রদ্দি খেজুরও পেতেন না।

٤١٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِرَارًا وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا اَصْبَحَ عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلاَ صَاعُ تَمْرٍ وَاِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ

৪১৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন এমন অবস্থায় ভোরে উপনীত হতো যে, তাদের নিকট এক সা খাদ্যশস্য বা এক সা খেজুরও থাকতো না। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

٤١٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصْبَحَ فِيْ اٰلِ مُحَمَّدٍ اِلاَّ مُدٌّ مِّنْ طَعَامٍ اَوْ مَا اَصْبَحَ فِيْ اٰلِ مُحَمَّدٍ مُدٌّ مِّنْ طَعَامٍ .

৪১৪৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুহাম্মাদের পরিবারবর্গ এমন অবস্থায় সকালে উপনীত হতো যে, তাদের নিকট এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্যশস্যও থাকতো না।

٤١٤٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْاَكْرَمِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَكَثْنَا ثَلاَثَ لَيَالٍ لاَ نَقْدِرُ (اَوْ لاَ يَقْدِرُ) عَلٰى طَعَامٍ .

৪১৪৯। সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা তিন দিন যাবত খাদ্যের সংস্থান করতে পারিনি।

٤١٥٠- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ فَاَكَلَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا دَخَلَ بَطْنِيْ طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا .

৪১৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গরম টাটকা খাবার পেশ করা হলো। তিনি আহার করলেন এবং আহার শেষে বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। এতো দিন পর্যন্ত আমার উদরে কখনো এরূপ টাটকা উপাদেয় খাদ্য প্রবেশ করেনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ ضِجَاعِ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের বিছানা।

٤١٥١-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجَاعُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَدَمًا حَشْوُهُ لِيْفٌ .

৪১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী। তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিলো (বু, মু, তি, ই)।

٤١٥٢- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَهُمَا فِيْ خَمِيْلٍ لَهُمَا وَالْخَمِيْلُ الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصُّوْفِ قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَهَّزَهُمَا بِهَا وَوِسَادَةٍ مَحْشُوَّةٍ اِذْخِرًا وَقِرْبَةٍ .

৪১৫২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ও ফাতিমা (রা)-এর নিকট এলেন। তখন তারা তাদের একটি সাদা পশমী চাদরে আবৃত ছিলেন। তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিবাহের উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি আরও দিয়েছিলেন ইযখির ঘাস ভর্তি একটি বালিশ এবং পানির একটি মশক।

٤١٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ سِمَاكٌ اَلْحَنَفِيُّ اَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى حَصِيْرٍ قَالَ فَجَلَسْتُ فَاِذَا عَلَيْهِ اِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاِذَا الْحَصِيْرُ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ وَاِذَا اَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَقَرَظٍ فِيْ نَاحِيَةٍ فِى الْغُرْفَةِ وَاِذَا اِهَابٌ مُعَلَّقٌ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاىَ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَمَا لِيَ لاَ اَبْكِيْ وَهٰذَا الْحَصِيْرُ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِكَ وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ لاَ اَرٰى فِيْهَا اِلاَّ مَا اَرٰى وَذٰلِكَ كِسْرٰى وَقَيْصَرُ فِى الثِّمَارِ وَالْاَنْهَارِ وَاَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَصَفْوَتُهُ وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اَلاَ تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَنَا الْاٰخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلٰى .

৪১৫৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শোয়া ছিলেন। আমি বসে পড়লাম। তাঁর পরিধানে ছিলো একটি লুঙ্গি। এ ছাড়া আর কোন বস্ত্র তাঁর পরিধানে ছিলো না। তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিলো। আমি দেখলাম যে, তাঁর ঘরের এক কোণে ছিলো প্রায় একসা গম, বাবলা গাছের কিছু পাতা এবং ঝুলন্ত একটি পানির মশক। এ অবস্থা দেখে আমার দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি কেন কাঁদবো না! এই চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ কেটে দিয়েছে, আর এই হচ্ছে আপনার ধনভাণ্ডার, এতে যা আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এই কিসরা (পারস্যরাজ) ও কায়সার (রোম সম্রাট) বিরাট বিরাট উদ্যান ও ঝর্ণা সমৃদ্ধ অট্টালিকায় বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আর আপনার ধনভাণ্ডারের অবস্থা এই। তিনি বলেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের স্থায়ী সুখ-শান্তি এবং ওদের জন্য রয়েছে পার্থিব ভোগবিলাস? আমি বললাম, হাঁ।

٤١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اُهْدِيَتِ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَىَّ فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ اُهْدِيَتْ اِلاَّ مَسْكَ كَبْشٍ .

৪১৫৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাকে যেদিন আমার ঘরে তুলে আনা হলো সেদিন রাতে আমাদের বিছান ছিলো ছাগলের চামড়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ مَعِيْشَةِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের জীবন-জীবিকা।

٤١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَنْطَلِقُ اَحَدُنَا يَتَحَامَلُ حَتّٰى يَجِيْءَ بِالْمُدِّ وَاِنَّ لِاَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ اَلْفٍ قَالَ شَقِيْقٌ كَاَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ .

৪১৫৫। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিতেন। তাই আমাদের কেউ শ্রমিকের কাজ করতে যেতেন এবং এক মুদ্দ উপার্জন করে নিয়ে আসতেন (অতঃপর তা থেকে দান-খয়রাত করতেন)। আর আজকের দিনে তাদের কেউ কেউ লাখো দিরহামের মালিক। শাকীক (র) বলেন, তিনি উক্ত কথা দ্বারা নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

٤١٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِىْ نَعَامَةَ سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَاكُلُهُ اِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى قَرِحَتْ اَشْدَاقُنَا .

৪১৫৬। খালিদ ইবনে উমাইর (র) বলেন, উতবা ইবনে গায্ওয়ান (রা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতজনের মধ্যে সপ্তমজন ছিলাম। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের আহারের জন্য আমাদের সাথে আর কিছু ছিলো না। শেষে আমাদের মাড়ির ছাল উঠে গিয়েছিলো।

٤١٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمْ اَصَابَهُمْ جُوْعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ قَالَ فَاَعْطَانِى النَّبِىُّ ﷺ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ اِنْسَانٍ تَمْرَةٌ .

৪১৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সাতজন চরম অনাহারের শিকার হলেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে খেজুর দেয়ার জন্য আমাকে মোট সাতটি খেজুর দিলেন।

٤١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاَىُّ نَعِيْمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَاِنَّمَا هُوَ الاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ قَالَ اَمَا اِنَّهُ سَيَكُوْنُ .

৪১৫৮। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন "এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" (সূরা তাকাসুর ঃ ৮) শীর্ষক আয়াত নাযিল হলো, তখন যুবাইর (রা) বলেন, আমাদের নিকট এমন কি নিআমত আছে যে সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? আমাদের নিকট শুধুমাত্র দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর ও পানি আছে। তিনি বলেন ঃ তা অচিরেই (তোমাদের হস্তগত) হবে।

٤١٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ اَزْوَادَنَا عَلٰى رِقَابِنَا فَفَنِىَ اَزْوَادُنَا حَتّٰى كَانَ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ مِنَّا تَمْرَةٌ فَقِيْلَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا وَاَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاِذَا نَحْنُ بِحُوْتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

৪১৫৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিন শত লোককে (এক সামরিক অভিযানে) পাঠান। আমরা আমাদের রসদপত্র নিজ নিজ কাঁধে বহন করেছিলাম। আমাদের খাদ্য প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমাদের মাথাপিছু একটি করে খেজুর থাকলো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু আবদুল্লাহ! একটি মাত্র খেজুরে একজন লোকের কি হতো? তিনি বলেন, যখন মাথাপিছু

একটি করে খেজুরও শেষ হয়ে গেলো, তখন আমরা এর কদর বুঝতে পারলাম। আমরা সমুদ্রতীরে উপনীত হয়ে তথায় একটি বিরাটকায় মাছ দেখতে পেলাম, যেটিকে সমুদ্র তরঙ্গ তীরে নিক্ষেপ করেছিল। আমরা আঠারো দিন ধরে সেই মাছটি আহার করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ فِى الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ

ইমারত নির্মাণ ও ধ্বংস।

٤١٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هٰذَا فَقُلْتُ خُصٌّ لَنَا وَهِىَ نَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرَى الاَمْرَ الاَّ اَعجَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

৪১৬০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর মেরামত করছিলাম। তিনি বলেন ঃ এটা কি? আমি বললাম, আমাদের কুঁড়েঘর। সেটি আমরা মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি তো দেখছি মৃত্যু তার চেয়েও দ্রুত এসে যাচ্ছে।

٤١٦١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ابْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلٰى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالُوْا قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلاَنٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَالٍ يَكُوْنُ هكَذَا فَهُوَ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَلَغَ الْاَنْصَارِىَّ ذٰلِكَ فَوَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدُ فَلَمْ يَرَهَا فَسَالَ عَنْهَا فَاُخْبِرَ اَنَّهُ وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ عَنْكَ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ .

৪১৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর গোলাকার ঘরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কি? তারা বলেন, এটা অমুকের তৈরী একটি গোলাকার ঘর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরূপ যে কোন সম্পদ কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্য বিপদের কারণ হবে। এই কথা আনসারীর নিকট পৌঁছলে তিনি ঘরখানি ভেঙ্গে ফেলেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পথে যেতে ঘরটি না দেখতে পেয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জানানো হলো, আপনার কথা তার

কানে পৌঁছার পর সে তা ভেঙ্গে ফেলেছে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন।

٤١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَنَيْتُ بَيْتًا يُكِنُّنِىْ مِنَ الْمَطَرِ وَيُكِنُّنِىْ مِنَ الشَّمْسِ مَا اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ خَلْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪১৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, আমি রোদ-বৃষ্টি থেকে আশ্রয়ের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেছি। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কেউ আমাকে সহযোগিতা করেনি।

٤١٦٣- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ اَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُوْدُهُ فَقَالَ لَقَدْ طَالَ سَقَمِىْ وَلَوْ لاَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَقَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِىْ نَفَقَتِهِ كُلِّهَا اِلاَّ فِى التُّرَابِ اَوْ قَالَ فِى الْبِنَاءِ .

৪১৬৩। হারিসা ইবনে মুদাররির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা)-কে দেখতে এলাম। তখন তিনি বলেন, আমার অসুস্থাবস্থা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনতাম ঃ "তোমরা মৃত্যুর আকাংখা করো না", তাহলে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয় বান্দা তার প্রতিটি ব্যয়ের জন্য প্রতিদান পাবে, মাটিতে ব্যয় করার বা ইমারত নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ التَّوَكُّلِ وَالْيَقِيْنِ

তাওয়াক্কুল (আল্লাহ ভরসা) ও ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়)।

٤١٦٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا .

৪১৬৪। উমার (রা) বলেন ,আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযিক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে।

٤١٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلاَّمِ ابْنِ شُرَحْبِيْلَ اَبِى شُرَحْبِيْلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَىْ خَالِدٍ قَالاَ دَخَلْنَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَاَعَنَّاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لاَ تَيْاَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوْسُكُمَا فَاِنَّ الاِنْسَانَ تَلِدُهُ اُمُّهُ اَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৪১৬৫। খালিদের পুত্রদ্বয় হাব্বাহ ও সাওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি কিছু মেরামত করছিলেন। আমরা তাঁকে তাতে সহায়তা করলাম। তিনি বলেন ঃ যতক্ষণ তোমাদের মাথা সুস্থ থাকবে (তোমরা জীবিত থাকবে), তোমরা রিযিকের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। মানুষকে তো তার মা রক্তাপ্লুত ও ক্ষীণ চামড়াযুক্ত অবস্থায় প্রসব করে, সেই অবস্থায়ও মহান আল্লাহ তাকে রিযিক দান করেন।

٤١٦٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا اَبُوْ شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ رُزَيْقٍ الْعَطَّارُ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِىُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَىِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ .

৪১৬৬। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের অন্তরের প্রতিটি ময়দানে অনেক পথ রয়েছে। যে ব্যক্তি তার অন্তরের প্রতিটি ময়দানের সকল পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে যে কোন ময়দানে ধ্বংস করতে পরোয়া করেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, সে সর্বপ্রকার পথ থেকে মুক্তি পায়।

٤١٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَمُوْتَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ .

৪১৬৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ করা ব্যতিরেকে মারা না যায়।

٤١٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَلاَ تَعْجِزْ فَاِنْ غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَاِيَّاكَ وَاللَّوْ فَاِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

৪১৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শক্তিমান মুমিন ব্যক্তি দুর্বল মুমিন ব্যক্তির তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যে কল্যাণ আছে। তোমাদের জন্য উপকারী প্রতিটি উত্তম কাজের প্রতি আগ্রহী হও এবং অলস বা গাফিল হয়ো না। কোন কাজ তোমাকে পরাভূত করলে তুমি বলো, আল্লাহ নির্দ্ধারণ করেছেন এবং নিজ মর্জি মাফিক করে রেখেছেন। "যদি" শব্দ সম্পর্কে সাবধান থাকো। কেননা 'যদি' শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে।[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ الْحِكْمَةِ

হিকমত (প্রজ্ঞা)।

٤١٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا .

৪১৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার অধিকারী (তি ২৬২৪)।

٤١٧٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ .

২. আরও দ্র. ৭৯ নং হাদীস, মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৩২।

৪১৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি নিয়ামত আছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পতিত ঃ সুস্বাস্থ্য ও সুসময় বা অবসর।[৩]

٤١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ وَاَوْجِزْ قَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ وَلاَ تَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَاَجْمِعِ الْيَاْسَ عَمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ .

৪১৭১। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সংক্ষেপে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াবে, তখন এমনভাবে নামায পড়ো, যেন এটাই তোমার শেষ নামায। তুমি এমন কথা বলো না, যার জন্য তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও।

٤١٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ اِلاَّ بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى رَاعِيًا فَقَالَ يَا رَاعِىْ اَجْزِرْنِىْ شَاةً مِّنْ غَنَمِكَ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ بِاُذُنِ خَيْرِهَا فَذَهَبَ فَاَخَذَ بِاُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ .

৪১৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মজলিসে বসে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনলো, অতঃপর সে তার বন্ধুর নিকট খারাপ কথা বর্ণনা করলো এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলো গোপন রাখলো, সে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনীয় যে কোন রাখালের নিকট গিয়ে বললো, হে রাখাল! তোমার পাল থেকে আমাকে একটি বকরী দাও। রাখাল বললো, তুমি যাও এবং তোমার পছন্দমত পালের মধ্যকার উত্তম বকরীটি নাও। কিন্তু সে গিয়ে বকরীর পালের (পাহারারত) কুকুরের কান ধরে নিয়ে এলো।

---

৩. তিরমিযী ২২৪৬, বুখারী ৫৯৬৪।

٤١٧٢(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا مُوْسى ثَنَا حَمَّادُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ بِأُذُنِ خَيْرِهَا شَاةً .

৪১৭২(১)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-মূসা-হাম্মাদ (র) সূত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكِبْرِ وَالتَّوَاضُعِ

অহমিকা বর্জন এবং বিনয়-নম্রতা অবলম্বন।

٤١٧٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ .

৪১৭৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও (সামান্যতম) অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না।[৪]

٤١٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِيْ مَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِداً مِنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِيْ جَهَنَّمَ .

৪১৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এই দুইটির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো (দা)।

---

৪. তিরমিযী ১৯৪৮, ইবনে মাজা ৬৯, মুসলিম ১৬৮।

٤١٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَهَارُوْنُ بْنُ اسْحَاقَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِداً مِنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ .

৪১৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এই দুইটির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো।

٤١٧٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللّٰهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً حَتّٰى يَجْعَلَهُ فِيْ اَسْفَلِ السَّافِلِيْنَ .

৪১৭৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এক স্তর বিনয়ী হবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর উঁচু করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এক স্তর অহংকার করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর নীচু করে দিবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে হীনতমে পরিণত করবেন।

٤١٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنْ كَانَتِ الْاَمَةُ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَاْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتّٰى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَاجَتِهَا .

৪১৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার কোন দাসী নিজ প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে তাঁকে নিজ ইচ্ছামত মদীনার কোন স্থানে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতেন না (তার সাথে যেতেন)।

٤١٧٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الاَعْوَرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ

وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ عَلَى حِمَارٍ وَيَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِرَسَنٍ مِنْ لِيْفٍ وَتَحْتَهُ اِكَافٌ مِنْ لِيْفٍ .

৪১৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্নকে দেখতে যেতেন, জানাযায় শরীক হতেন, ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন এবং গাধার পিঠে সওয়ার হতেন। তিনি বনূ কুরায়যা ও বনূ নাদীরের যুদ্ধের দিন একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। খায়বারের যুদ্ধের দিনও তিনি নাসারন্দ্রে খেজুর গাছের বাকলের তৈরী লাগাম বাঁধা গাধায় সওয়ার ছিলেন। তার নিচে ছিল খেজুর গাছের বাকলের আঁশ দ্বারা তৈরী গদি (তিরমিযী)।

٤١٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ مَطَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ .

৪১৭৯। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহ আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, নম্রতা অবলম্বন করো, এমনকি একজন যেন অপরজনের উপর অহংকার প্রকাশ না করে (মু ৬৯৪৬, ই ৪২১৪)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الْحَيَاءِ

লজ্জাশীলতা।

٤١٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عُتْبَةَ مَوْلَى لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُئِيَ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِهِ .

৪১৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দানশীন কুমারীর চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারায় প্রতিভাত হতো বা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেতো।

٤١٨١- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلاَمِ اَلْحَيَاءُ .

৪১৮১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি ধর্মেরই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আর ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'লজ্জাশীলতা'।

٤١٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَاِنَّ خُلُقَ الْاِسْلاَمِ اَلْحَيَاءُ .

৪১৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় প্রতিটি ধর্মের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'লজ্জাশীলতা'।

٤١٨٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرٍو اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৪১৮৩। আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী থেকে যা পেয়েছে তার মধ্যে আছে, "তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো"।

٤١٨٤- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ .

৪১৮৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ। আর ঈমানের অবস্থান হলো জান্নাত। আর অশ্লীলতা হলো অত্যাচার (জুলুম), আর অত্যাচার থাকবে জাহান্নামে।

٤١٨٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلاَّ شَانَهُ وَلاَ كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلاَّ زَانَهُ .

8১৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল কর্দযতাই বৃদ্ধি করে এবং লজ্জা-শরম কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে (তি ৯২৪)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الْحِلْمِ

সহনশীলতা।

٤١٨٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِيْ اَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ .

8১৮৬। মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা রেখেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং বেহেশতের যে কোন হূর নিজের ইচ্ছামত বেছে নেয়ার অধিকার দান করবেন (তি ১৯৭০)।

٤١٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَارَةَ الْعَبْدِيِّ ثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَتْكُمْ وُفُوْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ وَمَا يَرٰى اَحَدٌ فِيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءُوْا فَنَزَلُوْا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَقِيَ الاَشَجُّ الْعَصَرِيُّ فَجَاءَ بَعْدُ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَاَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَشَجُّ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ اَلْحِلْمَ وَالتُّؤَدَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَشَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ اَمْ شَيْءٌ حَدَثَ لِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ شَيْءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ .

৪১৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের নিকট আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল এসেছে। কিন্তু তখনও আমাদের সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না। এই অবস্থায় আমাদের কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো। ইতিমধ্যে তারা এসে পৌঁছলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলো, কেবল আশাজ্জ আল-আসারী তখনো পৌঁছেননি। পরে তিনি এসে পৌঁছে একটি স্থানে অবতরণ করে তার উষ্ট্রী বাঁধলেন, নিজের কাপড় একপাশে রাখলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে আশাজ্জ! তোমার মধ্যে এমন দু'টি উত্তম স্বভাব বিদ্যমান, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ঃ সহনশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মধ্যে তা কি প্রকৃতিগত না সৃষ্টিগত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বরং প্রকৃতিগত।

٤١٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَاوِيُّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلاَشَجِّ الْعَصَرِيِّ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ .

৪১৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাজ্জ আল-আসারীকে বলেন ঃ নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি উত্তম স্বভাব বিদ্যমান, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ঃ সহনশীলতা ও লজ্জাশীলতা।

٤١٨٩- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ جُرْعَةٍ اَعْظَمُ اَجْرًا عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ.

৪১৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু হালাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা অন্য কিছু সংবরণে নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ

দুশ্চিন্তা ও কান্নাকাটি।

٤١٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اَرٰى مَا لاَ تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ السَّمَاءَ اَطَّتْ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْاَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ .

৪১৯০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি দেখি যা তোমরা দেখো না এবং আমি শুনি যা তোমরা শোনো না। আসমান চড়চড় করছে এবং চড়চড় করাই তার কর্তব্য। তাতে চার আংগুল পরিমাণ জায়গাও খালি নাই, যেখানে একজন না একজন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র জন্য সিজদায় তার কপাল লুটিয়ে দেননি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে, বরং অধিক কাঁদতে, বিছানায় স্ত্রীদের সম্ভোগ করতে না এবং চীৎকার করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে করতে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে। আল্লাহ্‌র শপথ! আহা, আমি যদি একটি গাছ হতাম এবং তা কেটে ফেলা হতো!

٤١٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْوَارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً .

৪১৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে খুব কমই হাসতে এবং প্রচুর কাঁদতে।

٤١٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيِّ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ اَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اِسْلاَمِهِمْ وَبَيْنَ اَنْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يُعَاتِبُهُمُ اللّٰهُ بِهَا اِلاَّ اَرْبَعُ سِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ .

৪১৯২। আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (র) তাকে অবহিত করেন যে, তার পিতা তাকে অবহিত করেছেন যে, তাদের ইসলাম গ্রহণ এবং তাদেরকে তিরস্কার করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিলের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান ছিলো

(অনুবাদ) ঃ "এরা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়ায় তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী" (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)।

٤١٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ .

৪১৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা অধিক হাসবে না। কারণ অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায়।

٤١٩٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَاْ عَلَىَّ فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ بِسُوْرَةِ النِّسَاءِ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا. فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ .

৪১৯৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। আমি যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম (অনুবাদ) ঃ "যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো, তখন কী অবস্থা হবে" (সূরা নিসা ঃ ৪১), তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

٤١٩٥- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جِنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلٰى شَفِيْرِ الْقَبْرِ فَبَكٰى حَتّٰى بَلَّ الثَّرٰى ثُمَّ قَالَ يَا اِخْوَانِىْ لِمِثْلِ هٰذَا فَاَعِدُّوْا .

৪১৯৫। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কবরের কিনারে বসে কাঁদলেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "হে ভাইসব! তোমাদের অবস্থাও তার মতই হবে, সুতরাং তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো"।

٤١٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْكُوْا فَانْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا .

৪১৯৬। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কান্নাকাটি করো, যদি কাঁদতে না পারো তবে কান্নার ভান করো বা কাঁদতে চেষ্টা করো।

٤١٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِىْ حَمَّادُ بْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ الزُّرَقِىُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَاِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ تُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ الاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ .

৪১৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুমিন বান্দার দু'চোখ থেকে আল্লাহ্‌র ভয়ে পানি বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, এবং তা কাপোলে বেয়ে পড়ে, তাতে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ التَّوَقِّىْ عَلَى الْعَمَلِ

আমল সম্পর্কে আশংকা।

٤١٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَعْدٍ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَهُوَ الَّذِىْ يَزْنِىْ وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ لاَ يَا بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ (اَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ) وَلٰكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّىْ وَهُوَ يَخَافُ اَنْ لاَ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ .

৪১৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (অনুবাদ) "এবং যারা তাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান

করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে" (সূরা মুমিনূন ঃ ৬০), এর দ্বারা কি এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং মদ্যপান করে? তিনি বলেন ঃ না, হে আবু বাকরের কন্যা, হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে রোযা রাখে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, নামায পড়ে এবং আশংকা করে যে, তার এইসব ইবাদত কবুল হলো কি না?

٤١٩٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عِمْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَبْدِ رَبِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ كَالْوِعَاءِ اِذَا طَابَ اَسْفَلُهُ طَابَ اَعْلَاهُ وَاِذَا فَسَدَ اَسْفَلُهُ فَسَدَ اَعْلَاهُ .

৪১৯৯। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমল হলো পাত্রের মত। পাত্রের তলা অক্ষত থাকলে তার উপরিভাগও অক্ষত থাকে এবং তার তলা নষ্ট হয়ে গেলে তার উপরিভাগও নষ্ট হয়ে যায়।

٤٢٠٠- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ذَكْوَانَ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلّٰى فِى الْعَلَانِيَةِ فَاَحْسَنَ وَصَلّٰى فِى السِّرِّ فَاَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذَا عَبْدِيْ حَقًّا .

৪২০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায পড়লে মহান আল্লাহ বলেন, সে-ই আমার প্রকৃত বা যথার্থ বান্দা।

٤٢٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَا ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيْهِ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ .

৪২০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সব ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করো এবং

বাড়াবাড়ি ত্যাগ করো। কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও না? তিনি বলেন ঃ আমিও না, তবে আল্লাহ্‌র রহমাত ও করুণা যদি আমাকে ঢেকে নেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

কপটতা ও খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা।

٤٢٠٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِيْ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِيْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ وَهُوَ لِلَّذِيْ أَشْرَكَ .

৪২০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের (মুশরিকদের) শেরেক হতে মুক্ত। যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন কাজ করলো এবং তাতে আমি ব্যতীত অন্য কিছুকে শরীক করলো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সেই কাজ তার জন্য যাকে সে শরীক করেছে (মু ৭২০৫)।

٤٢٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ أَبِيْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ لَهُ لِلّٰهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ .

৪২০৩। আবু সাদ ইবনে আবু ফাদালা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন কিয়ামতের দিন, যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নাই, পূর্বাপর সকলকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে এর মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন গাইরুল্লাহর নিকট নিজের সওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা শরীকদের শেরেক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত (তি ৩০৯২)।

٤٢٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الاَحْمَرُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلٰى فَقَالَ اَلشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ .

৪২০৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলেন, আমরা তখন মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি (স) বলেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন বিষয় অবহিত করবো না, যা আমার মতে তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর? রাবী বলেন, আমরা বললাম, হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন ঃ গুপ্ত শেরেক। মানুষ নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুন্দরভাবে নামায পড়ে।

٤٢٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِىْ اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ اَمَا اِنِّىْ لَسْتُ اَقُوْلُ يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا وَلاَ قَمَرًا وَلاَ وَثَنًا وَلٰكِنْ اَعْمَالاً لِغَيْرِ اللّٰهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً .

৪২০৫। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য যেসব বিষয়ের ভয় করি তার মধ্যে অধিক আশংকাজনক হচ্ছে আল্লাহ্র সংগে শেরেক করা। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে, তারা সূর্য, চন্দ্র বা প্রতীমার পূজা করবে, বরং আল্লাহ ব্যতীত অপরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা এবং গোপন পাপাচার।[৫]

٤٢٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُّسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُّرَاءِ يُرَاءِ اللّٰهُ بِهِ

---

৫. মুসনাদে আহমাদ, নাওয়াদিরুল উসূল ও মুসতাদরাক হাকেম গ্রন্থত্রয়ে আছে ঃ জিজ্ঞেস করা হলো, গোপন পাপাচার কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভোরে উপনীত হবে এবং তার প্রবৃত্তি তাকে পরাভূত করবে। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং রোযা ত্যাগ করবে (অনুবাদক)।

৪২০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি অন্বেষণের জন্য কাজ করবে, আল্লাহ তার কাজের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে আল্লাহ তাকে সেটাই দেখাবেন (তি ২৩২২)।

٤٢٠٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرَاءِ يُرَاءِ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللّٰهُ بِهِ .

৪২০৭। জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহ্ও তাকে সেটাই দেখাবেন এবং যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির অন্বেষণে আমল করবে, আল্লাহ্ও তার আমল প্রচার করে দিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ الْحَسَدِ

হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা।

٤٢٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

৪২০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে তা সৎকাজে ব্যয় করার মনোবলও দিয়েছেন। (দুই) যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তদ্বারা (সঠিক) মীমাংসা করে এবং তা (লোককে) শিক্ষা দেয় (বু ১৩১৭ ও ৬৬৪২)।

٤٢٠٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ

رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ .

৪২০৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত ঈর্ষা করা জায়েয নেই। এক যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন এবং সে দিন-রাত সর্বক্ষণ তার উপর কায়েম থাকে। (দুই) যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিন-রাত সর্বক্ষণ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে।

٤٢١٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ وَاَحْمَدُ بْنُ الاَزْهَرِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ اَبِىْ عِيْسَى الْحَنَّاطِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحَسَدُ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلاَةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ .

৪২১০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন জ্বালানী কাঠ খেয়ে ফেলে। দান-খায়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে বিলীন করে (নিভিয়ে) দেয়। নামায মুমিনের নূর (আলো) এবং রোযা দোযখ থেকে আত্মরক্ষার ঢাল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الْبَغْىِ

বিদ্রোহ ও দুরাচার।

٤٢١١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ .

৪২১১। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত মারাত্মক আর কোন গুনাহ নাই, যার শাস্তি আল্লাহ ত্বরিতে দুনিয়াতে দেন এবং আখেরাতের জন্যও জমা রাখেন (তি ২৪৫১)।

٤٢١٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوْسى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَاَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوْبَةً الْبَغْيُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ .

৪২১২। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব দ্রুত পাওয়া যায় এবং দুরাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দ্রুত কার্যকর হয়।

٤٢١٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَسْبُ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ .

৪২১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলমান ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে (তি ১৮৭৭)।

٤٢١٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا وَلاَ يَبْغِيْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ .

৪২১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা নম্রতা অবলম্বন করো, বিনয়ী হও এবং তোমাদের কেউ যেন কারো প্রতি সীমালংঘন না করে (মু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوٰى

আল্লাহভীতি ও ধার্মিকতা।

٤٢١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ

وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لاَ بَاْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَاْسُ .

৪২১৫। আতিয়্যা আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় বৈধ অক্ষতিকর বিষয় ত্যাগ না করা পর্যন্ত মোত্তাকীদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না (তি ২৩৯৩)।

٤٢١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ثَنَا مُغِيْثُ ابْنُ سُمَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِىُّ النَّقِىُّ لاَ اِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ .

৪২১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন ঃ সে হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নাই, নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা।

٤٢١٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ اَشْكَرَ النَّاسِ وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَاَقِلَّ الضَّحِكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ .

৪২১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! তুমি আল্লাহভীরু হয়ে যাও, তাহলে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হতে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ হতে পারবে। তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করবে, তাহলে পূর্ণ মুমিন হতে পারবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী ও দয়াপরবশ হও, তাহলে মুসলমান হতে পারবে। তোমার হাসি কমাও, কেননা অধিক হাসি অন্তরাত্মাকে ধ্বংস করে।

٤٢١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ الْمَاضِى ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ .

৪২১৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তদবীরের (বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা) তুল্য কোন জ্ঞান নেই,[৬] নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার তুল্য ধার্মিকতা নেই এবং সচ্চরিত্র তুল্য কোন আভিজাত্য নেই।

٤٢١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلاَّمُ بْنُ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوٰى .

৪২১৯। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আভিজাত্য হলো সম্পদ এবং মহত্ব ও মহানুভবতাই তাকওয়া।

٤٢٢٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَعْرِفُ كَلِمَةً (وَقَالَ عُثْمَانُ اٰيَةً) لَوْ اَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَّةُ اٰيَةٍ قَالَ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

৪২২০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এমন একটি বাক্য বা আয়াত জানি, সকলেই যদি তা গ্রহণ করতো তবে অবশ্যই তাদের জন্য তা যথেষ্ট হতো। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কোন আয়াত? তিনি বলেন ঃ তা হলো (অনুবাদ) ঃ "যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করলে তিনি তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন" (সূরা তালাক ঃ ২)।

---

৬. তদবীর শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রধানত কাজ উদ্ধারের ফন্দি-ফিকির অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এর অর্থ ঃ বন্দোবস্ত করা, ব্যবস্থা করা, পরিকল্পনা, কার্য পরম্পরা, কার্যধারা, বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতা ইত্যাদি। হাদীসে শেষোক্ত দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ

সুধারণা ও সুপ্রশংসা।

٤٢٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِىُّ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرِ الثَّقَفِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّبَاوَةِ اَوِ الْبَنَاوَةِ (قَالَ وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ) قَالَ يُوْشِكُ اَنْ تَعْرِفُوْا اَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالُوْا بِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ .

৪২২১। আবু যুহাইর আস-সাকাফী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবাওয়াহ বা বানাওয়াহ নামক স্থানে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। রাবী বলেন, নাবাওয়াহ তায়েফের একটি স্থানের নাম। তিনি বলেন ঃ অচিরেই তোমরা জান্নাতী লোকদেরকে জাহান্নামীদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে পারবে। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কিভাবে? তিনি বলেন ঃ সুপ্রশংসা ও কুপ্রশংসা দ্বারা। তোমরা যে মৃতের প্রশংসা করবে সে জান্নাতী এবং যে মৃতের দুর্নাম করবে সে দোযখী। তোমরা (পৃথিবীতে) পস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাক্ষী।

٤٢٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُوْمٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِىْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ اَنِّىْ قَدْ اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَاْتُ اَنِّىْ قَدْ اَسَاْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا قَالُوْا اِنَّكَ قَدْ اَسَاْتَ فَقَدْ اَسَاْتَ .

৪২২২। কুলসূম আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ভালো কাজ করলে তা কিভাবে জানতে পারবো যে, আমি ভালো কাজ করেছি এবং মন্দ কাজ করলেই বা কিভাবে বুঝবো যে, আমি মন্দ কাজ করেছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমার প্রতিবেশী বলে যে, তুমি ভালো কাজ করেছো, তবেই তুমি ভালো কাজ করেছো এবং যখন তারা বলে যে, তুমি মন্দ করেছো তবেই তুমি মন্দ কাজ করেছো।

٤٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ لِيْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَاْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ اَنْ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَاْتَ فَقَدْ اَسَاْتَ .

৪২২৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমি কিভাবে জানবো, যখন আমি ভালো কাজ করি এবং যখন আমি মন্দ কাজ করি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো কাজ করেছো, তবেই তুমি ভালো কাজ করেছো। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছো, তবেই তুমি মন্দ কাজ করেছো।

٤٢٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَزَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ قَالاَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ اَبِيْ ثُبَيْتٍ عَنْ اَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلاَ اللّٰهُ اُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ وَاَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاَ اُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ .

৪২২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ মানুষের উত্তম প্রশংসায় যার দুই কান পূর্ণ করেছেন এবং সেও তা শুনতে পেয়েছে, এমন ব্যক্তিই জান্নাতের অধিবাসী। তিনি যার কান মানুষের দুর্নামে পূর্ণ করেছেন এবং সেও তা শুনতে পেয়েছে, এমন ব্যক্তিই দোযখী।

٤٢٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلّٰهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ ذٰلِكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ .

৪২২৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, কোন ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় কাজ করে এবং লোকজন তার সেই কাজের জন্য তাকে ভালোবাসে। তিনি বলেন ঃ এটা তো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আগাম সুসংবাদ (মু ৬৪৮০)।

٤٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ اَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِيْ قَالَ لَكَ اَجْرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلاَنِيَةِ .

৪২২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কোন কাজ করি, তা লোকের গোচরিভূত হয়ে যায়, তাতে আমি আনন্দবোধ করি। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। গোপনে করার সওয়াব এবং প্রকাশ হয়ে পড়ার সওয়াব (তি ২৩২৫)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ النِّيَّةِ

নিয়াত (অভিপ্রায়)।

٤٢٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالاَ اَنْبَانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

৪২২৭। আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জনগণের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যাবতীয় কাজের ফল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়াত (অভিপ্রায়) অনুযায়ী ফলাফল রয়েছে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হয়। আর যার হিজরত পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য, সে তাই লাভ করবে অথবা তার হিজরত কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হলে সে যে উদ্দেশ্যে হিজতর করেছে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যের জন্য গণ্য হবে।[৭]

٤٢٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ الاَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

৭. বুখারী, ওহী, ১, ইতক ২৩৪৫, মানাকিবুল আনসার ৩৬১১, আয়মান ৬২২২, হিয়াল ৬৪৭০; মুসলিম, ইমারা, ৪৭৭৩, আবু দাউদ, তালাক ১২, নাসাঈ, তাহারাত ৬০, তালাক ২৩, আয়মান ১৯ (বাব), তিরমিযী, ফাদইলুল জিহাদ, ১৫৭৪।

ﷺ مَثَلُ هٰذِهِ الأُمَّةِ كَمَثَلِ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِيْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِيْ حَقِّهِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ هٰذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُمَا فِي الْاَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِيْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِيْ غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللّٰهُ عِلْمًا وَلاَ مَالاً فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلَ هٰذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ .

৪২২৮। আবু কাবশা আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাতের দৃষ্টান্ত চার ব্যক্তি সদৃশ। (এক) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার জ্ঞান দ্বারা তার মাল ব্যবহার করে, যথার্থ খাতে তা ব্যয় করে। (দুই) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু সম্পদ দান করেননি। সে বলে, ঐ ব্যক্তির অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত তা কাজে লাগাতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই দু'জন সমান পুরস্কার লাভের অধিকারী। (তিন) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে তার মালে ভ্রষ্টনীতি গ্রহণ করে, তা অন্যায় পথে ব্যয় করে। (চার) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান ও সম্পদ কোনটাই দান করেননি। সে বলে, তার অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত তা (ভ্রষ্ট) কাজে লাগাতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই দুই ব্যক্তি সমান অপরাধী।

٤٢٢٨(١)- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ (مُعَمَّرٌ) عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪২২৮(১)। ইসহাক ইবনে মানসূর-আবদুর রাযযাক-মামার (মুআম্মার)-মানসূর-সালেম ইবনে আবুল জাদ-ইবনে আবু কাবশা-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পুনরায় মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে সামুরা-আবু উসামা-মুফাদ্দাল-মানসূর-সালেম ইবনে আবুল জাদ-ইবনে আবু কাবশা-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٢٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ .

৪২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের (হাশরের দিন) তাদের নিয়াত (অভিপ্রায়) অনুসারে উঠানো হবে।

٤٢٣٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ اَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ .

৪২৩০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকজনকে তাদের নিয়াত (উদ্দেশ্য) অনুসারে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ الاَمَلِ وَالاَجَلِ

আশা-আকাংখা ও মৃত্যু।

٤٢٣١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالاَ ثَنَا يَحْيٰى ابْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ يَعْلٰى عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطًّا وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخُطُوْطًا اِلٰى جَانِبِ الْخَطِّ الَّذِىْ وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطًّا خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ الْخَطُّ الْاَوْسَطُ وَهٰذِهِ الْخُطُوْطُ اِلٰى جَنْبِهِ الْاَعْرَاضُ تَنْهَشُهُ (اَوْ تَنْهَسُهُ) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَاِنْ اَخْطَاَهُ هٰذَا اَصَابَهُ هٰذَا وَالْخَطُّ الْمُرَبَّعُ الْاَجَلُ الْمُحِيْطُ وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْاَمَلُ

৪২৩১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বর্গাকৃতির চতুর্ভুজ আঁকলেন, এর মধ্যভাগে একটি সরল রেখা টানলেন, অতঃপর চতুর্ভুজের মধ্যবর্তী এই রেখার দুই দিকে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রেখা টানলেন, অতঃপর চতুর্ভুজের বহির্ভাগে একটি সরল রেখা টানলেন যা বর্গক্ষেত্রকে ছেদ করে অন্য প্রান্ত ভেদ

করেছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জানো, এটা কি? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ এই মধ্যবর্তী রেখাটি হলো মানুষ। আর সরল রেখার দুই দিকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা আছে, এগুলো হলো বিপদাপদ, যা তাকে অহরহ দংশন করে। সে একটি বিপদ থেকে মুক্তি পেলে আরেকটি বিপদ তার উপর পতিত হয়। বর্গক্ষেত্রটি হলো তার জীবনকালের সীমা, যা তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর (বর্গক্ষেত্র ভেদ করে) বাইরে আসা রেখাটি হলো তার কামনা-বাসনা (বু, তি ২৩৯৬, না)।

٤٢٣٢- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا ابْنُ ادَمَ وَهٰذَا اَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ وَبَسَطَ يَدَهُ اَمَامَهُ ثُمَّ قَالَ وَثَمَّ اَمَلُهُ .

৪২৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই হলো আদম সন্তান এবং এই হলো তার মৃত্যু, তার ঘাড়ের নিকট। তিনি তাঁর হাত তাঁর সামনের দিকে প্রসারিত করে বললেন ঃ এই পর্যন্ত (হায়াতের চেয়েও বেশি) তার আকাঙ্খা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

٤٢٣٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ فِىْ حُبِّ اثْنَتَيْنِ فِىْ حُبِّ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ .

৪২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি জিনিসের ভালোবাসায় বৃদ্ধের মন যুবকই থেকে যায়। বেচেঁ থাকার লালসা ও সম্পদের প্রাচুর্য।

٤٢٣٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ ادَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ .

৪২৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার দু'টি স্বভাব যুবকই থেকে যায়ঃ সম্পদের লোভ ও বেচেঁ থাকার লালসা (বু, মু, তি)।

٤٢٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لاِبْنِ اٰدَمَ

وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَهُ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

৪২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম সন্তান দুই উপত্যকা ভর্তি সম্পদের অধিকারী হলেও সে এর সাথে তৃতীয়টি পাওয়ার আকাংখা করবে। মাটি ছাড়া অন্য কিছু তার দেহ ভর্তি করতে পারে না। কোন ব্যক্তি তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।[৮]

٤٢٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَعْمَارُ اُمَّتِىْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى السَّبْعِيْنَ وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ .

৪২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের (গড়) আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এই বয়স অতিক্রম করবে (তি ২২৭৩)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

নিয়মিত আমল পছন্দনীয়।

٤٢٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِى ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ مَا مَاتَ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِى يَدُوْمُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِنْ كَانَ يَسِيْرًا .

৪২৩৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে গিয়েছেন, তিনি ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ সময় (নফল) নামায বসে পড়তেন। বান্দা যে নেক আমল নিয়মিত করে তা অল্প হলেও তাঁর নিকট পছন্দনীয় ছিল।

٤٢٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِىْ اِمْرَاَةٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ

৮. বুখারী, রিকাক, নং ৫৯৮৭, তিরমিযী, যুহদ, নং ২২৭৯, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুসলিম, যাকাত।

هٰذه قُلتُ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ (تَذْكُرُ منْ صَلاَتهَا) فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰه لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا قَالَتْ وَكَانَ اَحَبَّ الدِّيْنَ اِلَيْه الَّذِىْ يَدُوْمُ عَلَيْه صَاحِبُهُ .

৪২৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এক মহিলা উপস্থিত থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই মহিলা কে? আমি বললাম, অমুক মহিলা, সে রাতে ঘুমায় না। তিনি তার নামাযের কথা উল্লেখ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরে থামো! তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করা তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ (পুরস্কার প্রদানে) অবসন্ন হন না, যতক্ষণ না তোমরা অবসন্ন হয়ে পড়ো। আয়েশা (রা) বলেন, কোন ব্যক্তির নিয়মিত আমলই তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দীন ছিল।

٤٢٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ التَّمِيْمِىِّ الاُسَيِّدِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ فَذَكَرَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتّٰى كَاَنَّا رَاَىَ الْعَيْنِ فَقُمْتُ اِلٰى اَهْلِىْ وَوَلَدِىْ فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ قَالَ فَذَكَرْتُ الَّذِىْ كُنَّا فِيْهِ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ نَافَقْتُ نَافَقْتُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّا لَنَفْعَلُهُ فَذَهَبَ حَنْظَلَةُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ اَوْ عَلٰى طُرُقِكُمْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ .

৪২৩৯। হানযালা আল-কাতিব আত-তামীমী আল-উসায়্যিদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের বেহেশত-দোযখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এমনভাবে নসীহত করলেন, যেন আমরা তা চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমি উঠে পরিবার ও সন্তানদের নিকট ফিরে আসি এবং আনন্দ স্ফুর্তি করি। রাবী বলেন, আমি আমাদের এই অবস্থার কথা স্মরণ করছিলাম, অতঃপর (ঘর থেকে) বের হয়ে গিয়ে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, আমি মোনাফেক হয়ে গেছি, মোনাফেক হয়ে গেছি। আবু বাক্র (রা) বলেন, আমরাও তো তাই করি। অতঃপর হানযালা (রা) গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন ঃ হে হানযালা! তোমরা আমার নিকট উপস্থিত থাকলে যেরূপ থাকো, সর্বদা তদ্রূপ থাকলে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় অথবা পথিমধ্যে তোমাদের সাথে মোসাফাহা করতো। হে হানযালা! সেই অবস্থা সময় সময় হয়ে থাকে (মু, তি ২৪৫৪)।

٤٢٤٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ .

৪২৪০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যথাসাধ্য আমল করো। কেননা সেই আমলই উত্তম যা নিয়মিত করা যায়, তা পরিমাণে কম হলেও।

٤٢٤١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشْعَرِىُّ عَنْ عِيْسَى ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ يُصَلِّىْ عَلٰى صَخْرَةٍ فَاَتٰى نَاحِيَةَ مَكَّةَ فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّىْ عَلٰى حَالِهِ فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثَلاَثًا فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا .

৪২৪১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খণ্ড পাথরের উপর নামাযরত এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। তিনি মক্কার এক প্রান্তে পৌঁছে সেখানে কিছুক্ষণ কাটালেন। অতঃপর তিনি ফেরার পথে ঐ লোকটিকে পূর্বাবস্থায় নামাযরত দেখতে পেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর দুই হাত একত্র করে বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। কথাটা তিনি তিনবার বলেন। কেননা তোমরা অবসাদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ প্রতিদান দিতে ক্ষান্ত হন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوْبِ

পাপের স্মরণ।

٤٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ اُخِذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ .

৪২৪২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে যা করেছি, সে সম্পর্কে কি আমাদের জাবাবদিহি করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যারা ইসলাম গ্রহণের পর ভালো কাজ করেছে তাদেরকে জাহিলী যুগের কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তাকে পূর্বাপর সকল কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

٤٢٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ مُسْلِمِ ابْنِ بَانَكَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْاَعْمَالِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا .

৪২৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আয়েশা! ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও। কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

٤٢٤٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِهِ فَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَاِنْ زَادَ زَادَتْ فَذٰلِكَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

৪২৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে তওবা করলে, পাপকাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরও গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন (অনুবাদ) ঃ "কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে" (সূরা আল-মুতাফফিফীন ঃ ১৪)।[৯]

٤٢٤٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ الرَّمْلِىُّ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ خَدِيْجٍ الْمَعَافِرِىُّ عَنْ اَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْاَلْهَانِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِىْ يَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ اَمْثَالِ

৯. তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২৭১।

جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُوْرًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا اَنْ لاَ نَكُوْنَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ قَالَ اَمَا اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَاْخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَاْخُذُوْنَ وَلٰكِنَّهُمْ اَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللّٰهِ انْتَهَكُوْهَا .

৪২৪৫। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ্ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন ঃ তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।

٤٢٤٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ قَالَ التَّقْوٰى وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ الْاَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ .

৪২৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিসের বদৌলতে বেশীর ভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন ঃ তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের বদৌলতে। তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক দোযখে যাবে? তিনি বলেন ঃ দু'টি অংগ—মুখ ও লজ্জাস্থান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ

তওবা সম্পর্কে আলোচনা।

٤٢٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَالَّتِهِ اِذَا وَجَدَهَا .

৪২৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার হারানো উট প্রাপ্তিতে যতো আনন্দিত হয়, তোমাদের কারো তওবায় মহান আল্লাহ্ ততোধিক আনন্দিত হন।

٤٢٤٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِىُّ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ بُرْقَانٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ اَخْطَاْتُمْ حَتّٰى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ .

৪২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যদি পাপাচার করতে, এমনকি তোমাদের পাপ আকাশের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো, অতঃপর তোমরা তওবা করতে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের তওবা কবুল করতেন।

٤٢٤٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ اَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَالْتَمَسَهَا حَتّٰى اِذَا اَعْىٰ تَسَجّٰى بِثَوْبِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَاِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ .

৪২৪৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা বিজন প্রান্তরে তার বাহনের উট হারিয়ে ফেললো, অতঃপর তার অনুসন্ধান করতে করতে শেষে নিরাশ ও অবসন্ন হয়ে তার কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। এই অবস্থায় হঠাৎ সে তার হারিয়ে যাওয়া বাহনের আওয়াজ শুনতে পেয়ে নিজের মুখমণ্ডল থেকে তার কাপড় সরিয়ে তার উট তার সামনে উপস্থিত দেখতে পেয়ে যতো আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় ততোধিক আনন্দিত হন।

٤٢٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىُّ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ .

৪২৫০। আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তিতুল্য।

٤٢٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ .

৪২৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীগণ উত্তম।

٤٢٥٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّدَمُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ اَبِيْ اَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ .

৪২৫২। ইবনে মাকিল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "অনুতপ্ত হওয়াই তওবা"। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি নিজে কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, "অনুতপ্ত হওয়াই তওবা"? তিনি বলেন, হাঁ।

٤٢٥٣- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ اَنْبَاَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ .

৪২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত মহামহিম আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন (তি, নং ৩৪৬৭)।

٤٢٥٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ سَمِعْتُ اَبِيْ ثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ اَصَابَ مِنَ امْرَاَةٍ قُبْلَةً فَجَعَلَ يَسْاَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَاَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِيْ هٰذِهِ فَقَالَ هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِيْ

৪২৫৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো যে, সে এক বেগানা মহিলাকে চুমা দিয়েছে। সে এর কাফফারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকলো। কিন্তু তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না। তখন মহামহিম আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন (অনুবাদ) ঃ "দিনের দুই প্রান্তভাগে

এবং রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয় সৎকাজ অসৎ কাজকে দূরীভূত করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য উপদেশ" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। লোকটি বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই নির্দেশ কি কেবল আমার জন্যই সীমিত? তিনি বলেন ঃ আমার উম্মাতের যে কেউ এর উপর আমল করবে, তার জন্যই।

٤٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَلاَ اُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثَيْنِ عَجِيْبَيْنِ اَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰى بَنِيْهِ فَقَالَ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِيْ ثُمَّ ذَرُّوْنِيْ فِي الرِّيْحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّيْ لَيُعَذِّبُنِيْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ اَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوْا بِهِ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلْاَرْضِ اَدِّيْ مَا اَخَذْتِ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ اَوْ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ فَغَفَرَ لَهُ لِذٰلِكَ .

৪২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক ব্যক্তি নিজের উপর যুলুম (পাপাচার) করলো। তার মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পুত্রদের ওসিয়াত করে বললো, আমি মারা যাওয়ার পর তোমরা আমাকে আগুনে ভস্মীভূত করবে, অতঃপর ছাই পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে, তারপর সমুদ্রে প্রবল বায়ুর মধ্যে সেগুলো নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমার রব আমাকে পাকড়াও করতে পারেন তাহলে আমাকে এমন ভয়াবহ শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার পুত্ররা তার ওসিয়াত মত কাজ করলো। আল্লাহ তায়ালা জমীনকে বলেন, তুমি তার দেহ থেকে যা গ্রহণ করেছো, তা ফেরত দাও। ফলে সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই কাজ করতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করেছে? সে বললো, হে প্রভু! আপনার ভয়। এজন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন (মু ৬৭২৮)।

٤٢٥٦- قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَخَلَتِ امْرَاَةٌ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ اَرْسَلَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِئَلاَّ يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلاَ يَيْاَسَ رَجُلٌ .

৪২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, এমতাবস্থায় তাকে আহারও করায়নি এবং একে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে

কীট-পতংগ খেতে পারতো । ফলে সেটি অনাহারে মারা গেলো। যুহরী (র) বলেন, মানুষকে (নিজের আমলের উপর) ভরসা করাও উচিত নয় এবং (আল্লাহ্‌র রহমাত থেকে) নিরাশ হওয়াও উচিত নয়।

٤٢٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَسَلُوْنِى الْمَغْفِرَةَ فَاَغْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِىْ بِقُدْرَتِىْ غَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُوْنِى الْهُدٰى اَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ اِلاَّ مَنْ اَغْنَيْتُ فَسَلُوْنِىْ اَرْزُقْكُمْ وَلَوْ اَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَاَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلٰى قَلْبِ اَتْقٰى عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ لَمْ يَزِدْ فِىْ مُلْكِىْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلٰى قَلْبِ اَشْقٰى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِىْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَاَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوْا فَسَاَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ اُمْنِيَّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِىْ اِلاَّ كَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهَا اِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا ذٰلِكَ بِاَنِّىْ جَوَادٌ مَاجِدٌ عَطَائِىْ كَلاَمٌ اِذَا اَرَدْتُّ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ .

৪২৫৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যাদের ক্ষমা করেছি তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই গুনাহ্‌গার। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করবো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। আমি যাদের হেদায়াত করেছি তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব তোমরা আমার নিকট সৎপথ প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করবো। আমি যাদের ধনবান করেছি তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই দরিদ্র। তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের রিযিক দান করবো। তোমাদের জীবিত, মৃত, আগের ও পরের, সিক্ত ও শুষ্ক (স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল) নির্বিশেষে সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। পক্ষান্তরে তারা সকলে যদি একত্রে আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক পাপী বান্দার মত হয়ে

যায়, তবুও তাতে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের সৌন্দর্যহানি ঘটবে না। তোমাদের জীবিত, মৃত, আগের ও পরের, সিক্ত ও শুষ্ক সকলে যদি একত্র হয়ে প্রত্যেকে তার পূর্ণ চাহিদামত আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের চাহিদামত সবকিছু দান করি, তবুও আমার রাজত্বের কিছুই কমবে না, তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে তাতে একটি সুঁই ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তাতে সমুদ্রের পানি যতটুকু হ্রাস পাবে। কারণ আমি হলাম দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তাই করি। আমার দান হলো আমার কথা (এবং আমার আযাব হলো আমার নির্দেশ)। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি তখন বলি, "হয়ে যাও", অমনি তা হয়ে যায় (তি ২৪৩৬)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْاِسْتِعْدَادَ لَهُ

মৃত্যুকে স্মরণ এবং তার প্রস্তুতি।

٤٢٥٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ .

৪২৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার অধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করো (তি ২২৪৯)।

٤٢٥٩- حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ فَرْوَةَ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْضَلُ قَالَ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ فَاَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْيَسُ قَالَ اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا اُوْلٰئِكَ الْاَكْيَاسُ .

৪২৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে সালাম দিলো। অতঃপর বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? তিনি বলেন ঃ স্বভাব-চরিত্রে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক উত্তম। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কে? তিনি

বলেন ঃ তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই সর্বাধিক বুদ্ধিমান।

٤٢٦٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ يَعْلٰى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ .

৪২৬০। আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ও অকর্মন্য সেই ব্যক্তি যে তার নফসের দাবির অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট বৃথা আশা করে (তি ২৪০১)।

٤٢٦١-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ ثَنَا سَيَّارٌ ثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُو اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَخَافُ ذُنُوْبِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ الاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ .

৪২৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কেমন লাগছে? সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে (ক্ষমার) আশাবাদী ও ভীত-শংকিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই দুইটি জিনিস (আশা ও শংকা) যে বান্দার অন্তরেই একত্র হয়, সে যা আশা করে, আল্লাহ তাকে তা দান করবেন এবং সে যা আশংকা করে তা থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন।

٤٢٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوْا اُخْرُجِىْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اُخْرُجِىْ حَمِيْدَةً وَاَبْشِرِىْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ فُلاَنٌ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ

الطَّيِّبِ اُدْخُلِيْ حَمِيْدَةً وَاَبْشِرِيْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى يُنْتَهٰى بِهَا اِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ فِيْهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ قَالَ اُخْرُجِيْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اُخْرُجِيْ ذَمِيْمَةً وَاَبْشِرِيْ بِحَمِيْمٍ وَغَسَّاقٍ وَاٰخَرَ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَلاَ يُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا فَيُقَالُ فُلاَنٌ فَيُقَالُ لاَ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ ارْجِعِيْ ذَمِيْمَةً فَاِنَّهَا لاَ تُفْتَحُ لَكِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ .

৪২৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত্যুর সময় মানুষের নিকট ফেরেশতা আগমন করেন। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তি উত্তম লোক হলে তারা বলেন, হে পবিত্র আত্মা! পবিত্র দেহ থেকে প্রশংসিত অবস্থায় বের হয়ে এসো এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। রূহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহবান জানাতে থাকে। অতঃপর রূহ বের হয়ে আসলে তারা তা নিয়ে আসমানে আরোহণ করেন। এই রূহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, সে কে? ফেরেশতাগণ বলেন, অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মাকে স্বাগতম, যা ছিল পবিত্র দেহে। প্রশংসিত অবস্থায় তুমি প্রবেশ করো, আল্লাহ্‌র রহমাত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তাকে অবিরতভাবে এই সংবাদ প্রদান করা হয়, যাবত না তা মহামহিম আল্লাহ যে আসমানে অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছে যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তি পাপাচারী হলে ফেরেশতা বলেন, হে নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মা! নিন্দিত অবস্থায় বের হয়ে আয় এবং উত্তপ্ত গরম পানি ও রক্ত-পুঁজের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর এবং অনুরূপ বহু বিষাক্ত বস্তুর। রূহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহবান জানাতে থাকেন। অতঃপর তারা রূহসহ ঊর্দ্ধাকাশে আরোহণ করেন। কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হয় না। জিজ্ঞেস করা হয়, এই ব্যক্তি কে? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মার জন্য নাই কোন সাদর সম্ভাষণ। তুই নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যা। কারণ তোর জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খোলা হবে না। অতঃপর একে আসমান থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তা কবরে ফিরে আসে।

٤٢٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيْدَةَ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَجَلُ اَحَدِكُمْ بِاَرْضٍ اَوْثَبَتْهُ اِلَيْهَا

الْحَاجَةُ فَاذَا بَلَغَ اَقْصى اَثَرِهِ قَبَضَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ فَتَقُوْلُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبِّ هٰذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِىْ .

৪২৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কারো মৃত্যু কোন এলাকায় নির্ধারিত হয়, তখন কোন প্রয়োজন তাকে সেখানে যেতে বাধ্য করে। সে যখন উক্ত এলাকায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায় তখন মহান আল্লাহ তার জান কবয করেন। কিয়ামতের দিন জমীন বলবে, হে প্রভু! এই তোমার আমানত যা আমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলে।

٤٢٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللّٰهِ فِىْ كَرَاهِيَةِ لِقَاءِ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لاَ اِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَمَغْفِرَتِهِ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

৪২৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করা। অতএব আমাদের সকলেই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে। তিনি বলেন ঃ তা নয়, এটা মৃত্যুর সময়ের ব্যাপার। যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্‌র রহমাত ও ক্ষমার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যখন কোন বান্দাকে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

٤٢٦٥- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ .

৪২৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার উপর পতিত বিপদাপদের কারণে মৃত্যু

কামনা না করে। অবশ্যই কেউ যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায়, তবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! যাবৎ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, তাবৎ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হবে তখন আমাকে মৃত্যুদান করুন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَالْبِلٰى

কবর ও তার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি।

٤٢٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْاِنْسَانِ اِلاَّ يَبْلٰى اِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একটি হাড় ব্যতীত গোটা মানবদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। সেটি হলো পাছার হাড় এবং এই হাড় থেকেই কিয়ামতের দিন সৃষ্টির দৈহিক কাঠামো পুনর্গঠিত করা হবে।

٤٢٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَحِيْرٍ عَنْ هَانِىءٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ يَبْكِىْ حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلاَ تَبْكِىْ وَتَبْكِىْ مِنْ هٰذَا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ .

৪২৬৭। উসমান (রা)-র মুক্তদাস হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এতো কাঁদতেন যে, তার দাঁড়ি ভিজে যেতো। তাকে বলা হলো, আপনি বেহেশত-দোযখের কথা স্মরণ করেন তখন তো এভাবে কান্নাকাটি করেন না, অথচ কবর দেখলেই কাঁদেন! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় কবর হলো আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যকার সর্বপ্রথম মনযিল। কেউ যদি এখান থেকে রেহাই পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো কবরের চেয়েও সহজতর হবে। আর সে যদি এখান থেকে রেহাই না পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো ভয়াবহ হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কখনও এমন কোন দৃশ্য অবলোকন করিনি যার তুলনায় কবর অধিক ভয়ংকর নয়।

٤٢٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِىْ قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْغُوْفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِى الْاِسْلاَمِ فَيُقَالُ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَاَيْتَ اللّٰهَ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّرَى اللّٰهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَا وَقَاكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِىْ قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوْفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ فَيُقَالُ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَا صَرَفَ اللّٰهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৪২৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে এবং সে সৎকর্মপরায়ণ লোক হলে তাকে ভীতিশূন্য ও দুশ্চিন্তামুক্ত অবস্থায় তার কবরে বসানো হয়। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কিসের অনুসারী ছিলে? সে বলবে, আমি ইসলামের অনুসারী ছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আমাদের নিকট এসেছিলেন এবং আমরা তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছি। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আল্লাহ্‌কে দেখেছিলে? সে বলবে, আল্লাহ্‌কে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে যে, তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। তাকে বলা হবে, দেখে নাও, যা থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ

পথ খুলে দেওয়া হবে। সে তথাকার পুষ্প উদ্যান ও অন্যান্য সবকিছু দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, এই হলো তোমার স্থায়ী বাসস্থান। তাকে আরো বলা হবে, তুমি ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছো এবং ইনশাআল্লাহ ঈমানসহ হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে।

পক্ষান্তরে দুষ্কর্মপরায়ণ লোককে ভীতিকর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় উঠিয়ে তার কবরে বসানো হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কিসের অনুসারী ছিলে? সে বলবে, আমি জানি না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, আমি লোকজনকে একটা কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। অতঃপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে তথাকার পুষ্প উদ্যান ও অন্যান্য সবকিছু দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, দেখো যা থেকে আল্লাহ তোকে বঞ্চিত করেছেন। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে যে, দোযখের এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। অতঃপর তাকে বলা হবে, এটা হলো তোর স্থায়ী আবাসস্থল। তুই সংশয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলি, সংশয়ী অবস্থায় মরেছিস এবং আল্লাহ্‌র মর্জি সংশয়ী অবস্থায় তোকে উঠানো হবে।

٤٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ [يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ] قَالَ نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللّٰهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ [يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ] .

৪২৬৯। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)। তিনি বলেন যে, এই আয়াত কবর আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কবরস্থ ব্যক্তিকে বলা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য (অনুবাদ) ঃ "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবনে এবং আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)।

٤٢٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلٰى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কেউ মারা যাওয়ার পর তার সামনে সকাল-সন্ধ্যায় তার বসবাসের ঠিকানা তুলে ধরা হয়। সে জান্নাতী হয়ে থাকলে জান্নাতীদের অবস্থান দেখানো হয় এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের অবস্থান দেখানো হয়। তাকে বলা হয়, কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠানোর পর থেকে এটাই হবে তোমার আবাস।

٤٢٧١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَانَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ كَعْبٍ الاَنْصَارِيُّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ

৪২৭১। আবদুর রহমান ইবনে কাব আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির রূহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষে যুক্ত থাকবে। শেষে উত্থিত হওয়ার দিন তার রূহ তার দেহে ফিরে আসবে।

٤٢٧٢- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَفْصٍ الاُبُلِّيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُوْنِىْ اُصَلِّىْ .

৪২৭২। আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে সে সূর্যকে অস্তমিত দেখতে পায়। তখন সে উঠে বসে এবং তার চক্ষুদ্বয় মলতে মলতে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামায পড়বো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ ذِكْرِ الْبَعْثِ

পুনরুত্থানের আলোচনা।

٤٢٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ صَاحِبَىِ الصُّوْرِ بِاَيْدِيْهِمَا اَوْ فِىْ اَيْدِيْهِمَا قَرْنَانِ يُلاَحِظَانِ النَّظَرَ مَتٰى يُؤْمَرَانِ .

৪২৭৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শিংগাধারী দুই ফেরেশতা তাদের দুই হাতে দুইটি শিংগা নিয়ে অপেক্ষায় আছেন, কখন তাদের প্রতি (ফুৎকারের) নির্দেশ আসে।

٤٢٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَدَهُ فَلَطَمَهُ قَالَ تَقُوْلُ هٰذَا وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ [وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ] فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ اَرَفَعَ رَاْسَهُ قَبْلِىْ اَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ .

৪২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার বাজারে এক ইহূদী বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি মূসা আলাইহিস সালামকে সমগ্র মানবজাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এক আনসারী তার হাত তুলে তাকে সজোরে চর মেরে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় তুমি একথা বলছো! বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে" (সূরা যুমার ঃ ৬৮)। আমি হবো মাথা উত্তোলনকারী প্রথম ব্যক্তি। আমি মূসা আলাইহিস সালামকে আরশের একটি পায়া আকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতে পাবো। আমি জানি না, তিনি কি আমার আগে তাঁর মাথা তুলেছেন, না আল্লাহ তাআলা তাঁকে অজ্ঞান হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আর যে ব্যক্তি বলে যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা আলাইহিস সালাম অপেক্ষা উত্তম, সে মিথ্যা বলে।

٤٢٧٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَاْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَاَرَضِيْهِ بِيَدِهِ وَقَبَضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ قَالَ وَيَتَمَايَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ

شِمَالِه حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ اَسْفَلِ شَىْءٍ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَقُوْلُ اَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪২৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তাঁর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে তাঁর হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে তা মুষ্টিবদ্ধ করবেন, অতঃপর তা সংকুচিত ও প্রসারিত করতে থাকবেন, অতঃপর বলবেন, আমিই মহাপ্রতাপশালী, আমিই রাজাধিরাজ। প্রতাপশালী দাম্ভিকেরা কোথায়? রাবী বলেন, এই কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে বামে ঝুঁকছিলেন। শেষে আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিম্বারের নিম্নাংশ তাকে নিয়ে দুলছে, এমনকি আমি বলতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নিচে পড়ে যান কিনা।

٤٢٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الاَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ جُفَاةً عُرَاةً قُلْتُ وَالنِّسَاءُ قَالَ وَالنِّسَاءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا نَسْتَحْيِىْ قَالَ يَا عَائِشَةُ الاَمْرُ اَهَمُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ .

৪২৭৬। কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মানবজাতিকে কি অবস্থায় সমবেত করা হবে? তিনি বলেন ঃ নগ্নপদে উলঙ্গ বদনে। আমি বললাম, নারীরাও? তিনি বলেন ঃ নারীরাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এতে কি আমরা লজ্জিত হবো না? তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তখনকার অবস্থা হবে খুবই ভয়ংকর। কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার মত অবস্থায় থাকবে না।

٤٢٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَ عَرَضَاتٍ فَاَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ وَاَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِى الْاَيْدِىْ فَاٰخِذٌ بِيَمِيْنِه وَاٰخِذٌ بِشِمَالِه .

৪২৭৭। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনবার পেশ করা হবে। প্রথম দুইবার বাক-বিতণ্ডা ও ওজর-আপত্তি পেশের জন্য। তৃতীয়বারে প্রত্যেকের আমলনামা উড়ে এসে হাতের নাগালে পৌঁছবে এবং কেউ তা ডান হাতে, কেউ তা বাম হাতে গ্রহণ করবে।

٤٢٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَاَبُوْ خَالِدٍ الاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ] قَالَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهِ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ .

৪২৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "যেদিন মানবজাতি জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে" (সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ৬) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ তাদের এক একজন নিজ দেহ নিঃসৃত ঘামের মধ্যে দুই কান বরাবর ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

٤٢٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ [يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ] فَاَيْنَ تَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ .

৪২৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট "যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বলেন ঃ পুলসিরাতের উপর।

٤٢٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ بْنِ الْعُتْوَارِىِّ اَحَدِ بَنِىْ لَيْثٍ قَالَ وَكَانَ فِىْ حَجْرِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَعْنِىْ اَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ عَلٰى حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ثُمَّ يَسْتَجِيْزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوْجٌ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ وَمَنْكُوْسٌ فِيْهَا .

৪২৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুলসিরাত জাহান্নামের দুই তীরের সাথে যুক্ত থাকবে। তাতে থাকবে সাদান বৃক্ষের কাঁটা সদৃশ কাঁটাসমূহ। লোকজন তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। কতক মুসলমান নিরাপদে তার উপড় দিয়ে অতিক্রম করবে, কতক কাঁটার আঁচড় খেয়ে, কতক কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে থাকার পর নাজাত পাবে এবং কতক মুখ থুবড়ে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হবে।

٤٢٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اُمِّ مُبَشِّرٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لاَرْجُوْ

اَلاَّ يَدْخُلَ النَّارَ اَحَدٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ [وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا] قَالَ اَلَمْ تَسْمَعِيْهِ يَقُوْلُ [ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا] .

৪২৮১। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই আশা করি আল্লাহ্‌র মর্জি যারা বদর ও হুদায়বিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত ছিল তাদের কেউ দোযখে যাবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ তাআলা কি বলেননি ঃ "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রভুর অনিবার্য সিদ্ধান্ত" (সূরা মরিয়ম ঃ ৭১)? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি কি শোননি যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ "পরে আমি মোত্তাকীদের উদ্ধার করবো এবং যালেমদের সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো" (সূরা মরিয়ম ঃ ৭২)!

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের বৈশিষ্ট্য।

٤٢٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ سِيْمَاءُ اُمَّتِىْ لَيْسَ لِاَحَدٍ غَيْرِهَا .

৪২৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তারা (আমার উম্মাত) শুভ্র হস্তপদ ও উজ্জল চেহারায় আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এটা হবে আমার উম্মাতের নিদর্শন, অন্য কোন উম্মাতের নয়।[১০]

٤٢٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ فَقَالَ

---

১০. নামাযের জন্য উযু করার কারণে অঙ্গগুলো উজ্জল রূপ ধারণ করবে। এই নিদর্শন দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিনতে পারবেন যে, এরা তাঁর উম্মাত। তিনি এদের জন্য শাফাআত করবেন (অনুবাদক)।

اَتَرْضَـوْنَ اَنْ تَكُوْنُواْ رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَـالَ اَتَرْضَـوْنَ اَنْ تَكُوْنُواْ ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُواْ نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا الاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ فِىْ اَهْلِ الشِّرْكِ الاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ .

৪২৮৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি তাঁবুর মধ্যে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তোমরা জান্নাতীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি আবার বলেন ঃ তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তোমরা জান্নাতীদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হবে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীদের অর্ধেক হবে তোমরা। এজন্য যে, জান্নাতে কেবল মুসলিম ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। তোমরা মুশরিকদের তুলনায় কালো ষাঁড়ের চামড়ায় সাদা লোম সদৃশ অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ায় কালো লোম সদৃশ (বু, মু, তি-২৪৮৬)।

٤٢٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيْئُ النَّبِىُّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ وَيَجِيْئُ النَّبِىُّ وَمَعَهُ الثَّلاَثَةُ وَاَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَاَقَلُّ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُدْعٰى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ فَيُقَالُ مَنْ شَهِدَ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاُمَّتُهُ فَتُدْعٰى اُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ اَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ بِذٰلِكَ اَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوْا فَصَدَّقْنَاهُ قَالَ فَذٰلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالٰى [وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا] .

৪২৮৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) একজন নবী আসবেন, তাঁর সাথে থাকবে একজন মাত্র অনুসারী। আবার কোন নবীর সাথে থাকবে দুইজন অনুসারী। আবার কোন নবীর সাথে থাকবে তিনজন বা তার কম-বেশী অনুসারী। তাঁকে বলা হবে, তুমি কি তোমার জাতির নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন ঃ হাঁ। তার জাতিকে ডাকা হবে এবং বলা হবে, তিনি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়েছিলেন? তারা বলবে, না। তাঁকে বলা হবে, তোমার সাক্ষী কারা? তিনি বলবেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাত। তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

উম্মাতকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, নবী কি (তাঁর উম্মাতের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী) পৌছিয়েছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। তাদের আবার জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা তা জানলে কিভাবে? তারা বলবে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছিলেন যে, নিশ্চয় রাসূলগণ আল্লাহ্‌র বাণী পৌছে দিয়েছেন। আমরা তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করেছি। তোমাদের জন্য এ কথার প্রমাণ হলো মহান আল্লাহ্‌র বাণী (অনুবাদ) ঃ "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষীস্বরূপ হতে পারে" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)।

٤٢٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْىَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدَّدُ اِلاَّ سُلِكَ بِهِ فِى الْجَنَّةِ وَاَرْجُوْ اَلاَّ يَدْخُلُوْهَا حَتّٰى تَبَوَّؤُا اَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِى الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ .

৪২৮৫। রিফাআ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সফর থেকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফিরে এলে তিনি বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এমন কোন বান্দা নেই, যে ঈমান আনার পর তার উপর অবিচল থেকেও জান্নাতের দিকে পরিচালিত হবে না। আমি আশা করি যে, তোমরা ও তোমাদের সৎকর্মপরায়ণ সন্তানরা জান্নাতে নিজ নিজ স্থানে না পৌছা পর্যন্ত অন্য লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মহান প্রভু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

٤٢٨٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الاَلْهَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ سُبْحَانَهُ اَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ .

৪২৮৬। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার মহান প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তাদের কোনরূপ শাস্তিও হবে না। প্রতি হাজারের

সাথে থাকবে আরও সত্তর হাজার করে এবং আরো থাকবে আমার মহান প্রতিপালকের তিন মুঠো পরিমাণ।

٤٢٨٧- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قَالاَ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِيْنَ اُمَّةً نَحْنُ اٰخِرُهَا وَخَيْرُهَا .

৪২৮৭। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মাত সত্তর সংখ্যা পূর্ণ করবে। আমারা হবো এর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম উম্মাত।

٤٢٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ وَفَّيْتُمْ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَى اللّٰهِ .

৪২৮৮। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় তোমরা উম্মাতের সংখ্যা সত্তরে পূর্ণ করেছো। এদের মধ্যে তোমরাই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক উত্তম ও মর্যাদাবান উম্মাত।

٤٢٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْاَصْبَهَانِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ .

৪২৮৯। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতীদের এক শত বিশটি কাতার হবে। তন্মধ্যে এই উম্মাতের হবে আশিটি কাতার এবং অন্যান্য উম্মাতের হবে চল্লিশটি।

٤٢٩٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَحْنُ اٰخِرُ الْاُمَمِ وَاَوَّلُ مَنْ يُّحَاسَبُ يُقَالُ اَيْنَ الْاُمَّةُ الْاُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا فَنَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ .

৪২৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমরা হলাম সর্বশেষ উম্মাত এবং সর্বপ্রথম আমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

বলা হবে, উম্মী (নিরক্ষর) নবীর উম্মাত এবং তাদের নবী কোথায়? সুতরাং আমরা হলাম সর্বশেষ উম্মাত (দুনিয়াতে আগমনের দিক থেকে) এবং সর্বপ্রথম উম্মাত (জান্নাতে প্রবেশের দিক থেকে)।

٤٢٩١- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ اَبِى الْمُسَاوِرِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلاَئِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُذِنَ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِى السُّجُوْدِ فَيَسْجُدُوْنَ لَهُ طَوِيْلاً ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوْا رُؤُوْسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ .

৪২৯১। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টিকে একত্র করলে পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে সিজদারত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। তারা দীর্ঘক্ষণ তাঁর উদ্দেশে সিজদারত থাকবে। অতঃপর বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। আমি তোমাদের সমসংখ্যককে (কাফেরকে) জাহান্নামের ফিদয়া স্বরূপ দিয়েছি।

٤٢٩٢-حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الاُمَّةَ مَرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِاَيْدِيْهَا فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ اِلٰى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُقَالُ هٰذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ .

৪২৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাত হলো অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এদের দ্বারাই এদের শাস্তি হবে (পারস্পরিক হানাহানির মাধ্যমে)। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমানকে একজন করে মুশরিক সোপর্দ করা হবে এবং বলা হবে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এই হলো তোমার ফিদ্য়া।[১১]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ مَا يُرْجٰى مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র রহমাত লাভের আশা করা যায়।

٤٢٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً

১১. এক হাদীসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের জন্য দুইটি স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা আছে ঃ একটি জান্নাতে, অপরটি দোযখে। কোন ব্যক্তি জান্নাতে গেলে তার দোযখের স্থানে যাবে ক্ষমার অযোগ্য পাপী। একেই বলা হয়েছে মুমিনের ফিদ্য়া বা বিকল্প (অনুবাদক)।

بَيْنَ جَمِيْعِ الْخَلاَئِقِ فَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلٰى اَوْلاَدِهَا وَاَخَّرَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার এক শত রহমাত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি রহমাত তিনি সারা সৃষ্টির মধ্যে বণ্টন করেছেন। এই একটি রহমাতের কারণেই তারা একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এর দ্বারা জীব-জন্তু তার বাচ্চার প্রতি মমতায় উদ্বুদ্ধ হয়। তিনি অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমাত কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য রেখেছেন।

٤٢٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَجَعَلَ فِى الْاَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلٰى وَلَدِهَا وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ وَالطَّيْرُ وَاَخَّرَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَكْمَلَهَا اللّٰهُ بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ .

৪২৯৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন এক শত রহমাত সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে থেকে তিনি মাত্র একটি রহমাত পৃথিবীতে বিতরণ করেছেন। এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মা তার সন্তানের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে এবং জীবজন্তু, পক্ষীকুল ইত্যাদিও পরস্পরের প্রতি সহানভূতি প্রদর্শন করে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমাত তিনি কিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন তিনি এটি দ্বারা এক শত রহমাত পূর্ণ করবেন।

٤٢٩٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلٰى نَفْسِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ تَغْلِبُ غَضَبِىْ .

৪২৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন তখন নিজ হাতে নিজের ব্যাপারে লিখেছেন ঃ "আমার রহমাত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকবে"।

٤٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ وَاَنَا عَلٰى حِمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَهُمْ

৪২৯৬। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি অধিকার রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর বান্দার কি অধিকার রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ্‌র অধিকার এই যে, বান্দাহ তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপর বান্দার অধিকার এই যে, তারা (বান্দা) তদনুযায়ী আচরণ করলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

٤٢٩٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَعْيَنَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقَالُوْا نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ وَامْرَاَةٌ تَحْصِبُ تَنُّوْرَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَاِذَا ارْتَفَعَ وَهَجُ التَّنُّوْرِ تَنَحَّتْ بِهِ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلٰى قَالَتْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْاُمِّ بِوَلَدِهَا قَالَ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ الْاُمَّ لاَ تُلْقِىْ وَلَدَهَا فِى النَّارِ فَاَكَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِىْ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ اِلَيْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ اِلاَّ الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِىْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَاَبٰى اَنْ يَّقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৪২৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কারা এই সম্প্রদায়? তারা বলেন, আমরা মুসলমান। এক স্ত্রীলোক তার চুলায় আগুন ধরাচ্ছিল এবং তার সাথে তার এক শিশু পুত্রও ছিল। চুলা থেকে ধোঁয়া বের হলে এবং আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে সে তার পুত্রকে সরিয়ে নিলো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আপনি কি আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সে বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আল্লাহ তাআলা কি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু নন? তিনি বলেন ঃ অবশ্যই। স্ত্রীলোকটি বললো, সন্তানের প্রতি মা যতোটা দয়াপরবশ, আল্লাহ কি তাঁর

বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অধিক দয়াপরবশ নন? তিনি বলেন ঃ অবশ্যই। সে বললো, নিশ্চয় মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে না। একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা অবনত করে কেঁদে দিলেন, অতঃপর মাথা তুলে তাকে বলেন ঃ যে ব্যক্তি অবাধ্য, উদ্ধত, বিদ্রোহী, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে অস্বীকার করে, সে ব্যতীত আল্লাহ তার অপরাপর বান্দাদের শাস্তি দিবেন না।

٤٢٩٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ الاَّ شَقِىٌّ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنِ الشَّقِىُّ قَالَ مَنْ لَّمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً .

৪২৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুর্ভাগা হতভাগা ব্যতীত কেউ দোযখে যাবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হতভাগা কে? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক কাজ করেনি এবং তাঁর অবাধ্যাচারিতা ত্যাগ করেনি।

٤٢٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخُوْ حَزْمٍ الْقُطَعِيِّ ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ اَوْ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتَّقٰى فَلاَ يُجْعَلَ مَعِىْ اِلٰهٌ اٰخَرُ فَمَنِ اتَّقٰى اَنْ يَّجْعَلَ مَعِىْ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَنَا اَهْلٌ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ .

৪২৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ বা তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৫৬), অতঃপর বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, আমিই উপযুক্ত যে, কেবল আমাকেই ভয় করতে হবে। অতএব আমার সাথে যেন অন্য ইলাহ যোগ না করা হয়। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোন ইলাহ যোগ করা পরিহার করবে, আমি তাকে ক্ষমা করার যোগ্য।

٤٢٩٩(١)-قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَبُّكُمْ اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتَّقٰى فَلاَ يُشْرَكَ بِىْ غَيْرِىْ وَاَنَا اَهْلٌ لِمَنِ اتَّقٰى اَنْ يُّشْرَكَ بِىْ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ .

৪২৯৯(১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান (রা)-আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। "একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী" (সূরা মুদ্দাসসির) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমিই উপযুক্ত যে, আমাকেই ভয় করতে হবে, আমার সাথে অন্যকে শরীক করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা পরিহার করেছে আমিই তাকে ক্ষমা করার যোগ্য।

٤٣٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَاِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِىْ كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِىْ كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبِطَاقَةُ الرُّقْعَةُ وَاَهْلُ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ لِلرُّقْعَةِ بِطَاقَةً .

৪৩০০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার এক উম্মাতকে ডাকা হবে, অতঃপর তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর পেশ করা হবে। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এর কোন কিছু অস্বীকার করো? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর আমলনামা লেখক আমার ফেরেশতাগণ কি জুলুম করেছে? অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার নিকট কি কোন নেকী আছে? সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, হাঁ, আমার নিকট তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ তোমার উপর জুলুম করা হবে না। অতঃপর তার সামনে একটি চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল"। সে বলবে, হে আমার রব! এতো বৃহৎ দফতরসমূহের তুলনায় এই ক্ষুদ্র চিরকুট আর কি উপকারে আসবে! তিনি বলবেন, তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে না। অতঃপর সেই বৃহদাকার দফতরসমূহ এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। এতে বৃহদাকার দফতরসমূহের পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং ক্ষুদ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলেন, বিতাকা (চিরকুট) অর্থ রুক্আ (টুকরা), মিসরবাসী রুকআকে বিতাকা বলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ ذِكْرِ الْحَوْضِ

হাওজ কাওসারের আলোচনা।

٤٣٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا ثَنَا عَطِيَّةُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِىْ حَوْضًا مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ اَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ اٰنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ وَاِنِّىْ لَاَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪৩০১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার জন্য বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ঝর্ণা আছে। এর পানি দুধের ন্যায় সাদা এবং এর পানপাত্র তারকাপুঞ্জের ন্যায় অসংখ্য। কিয়ামতের দিন অন্য সকল নবী-রাসূলের অনুসারীর চাইতে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে অনেক বেশী।

٤٣٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ سَعْدِ ابْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَوْضِىْ لَاَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ اِلٰى عَدَنَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاٰنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَلَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَذُوْدُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ الْاِبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ لِاَحَدٍ غَيْرِكُمْ .

৪৩০২। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার হাওয কাওসারের পরিধি আয়লা থেকে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই হাওযের পানপাত্রের সংখ্যা হবে নক্ষত্ররাজির চেয়েও অধিক। এর পানি হবে দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি এই হাওযের তীর থেকে একদল লোককে তাড়িয়ে দিবো, যেমন কোন লোক অপরিচিত উটকে তার কূপ থেকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাদের চিনতে পারবেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমরা উযু করার কারণে তোমাদের উযুর অঙ্গসমূহ উজ্জল অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হবে। তোমাদের ব্যতীত অন্য কারো এরূপ হবে না।

٤٣٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ نُبِّئْتُ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ الْحَبَشِيِّ قَالَ بَعَثَ اِلَىَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَاَتَيْتُهُ عَلٰى بَرِيْدٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ يَا اَبَا سَلاَّمٍ فِىْ مَرْكَبِكَ قَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ وَلٰكِنْ حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَوْضِ فَاَحْبَبْتُ اَنْ تُشَافِهَنِىْ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِىْ ثَوْبَانُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ حَوْضِىْ مَا بَيْنَ عَدَنَ اِلٰى اَيْلَةَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ اَكَاوِيْبُهُ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَاْ بَعْدَهَا اَبَدًا وَاَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ عَلَىَّ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الدُّنْسُ ثِيَابًا وَالشُّعْثُ رُءُوْسًا الَّذِيْنَ لاَ يَنْكِحُوْنَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلاَ يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ قَالَ فَبَكٰى عُمَرُ حَتّٰى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ ثُمَّ قَالَ لٰكِنِّىْ قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ وَفُتِحَتْ لِىَ السُّدَدُ لاَ جَرَمَ اَنِّىْ لاَ اَغْسِلُ ثَوْبِى الَّذِىْ عَلٰى جَسَدِىْ حَتّٰى يَتَّسِخَ وَلاَ اَدْهُنُ رَاْسِىْ حَتّٰى يَشْعَثَ .

৪৩০৩। আবু সাল্লাম আল-হাবাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি একটি খচ্চরের পিঠে সাওয়ার হয়ে তার নিকট আসি। আমি তার নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, হে আবু সাল্লাম! আমি আপনার বাহনের ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। তিনি বলেন, হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! হে আমীরুল মুমিনীন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিলো না। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি হাওয কাওসার সম্পর্কিত একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আমি সেই হাদীসখানি আপনার মুখে শুনতে আগ্রহী। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার হাওয এডেন থেকে আয়লা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এর পাত্রসংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান। যে কেউ এই হাওয থেকে এক ঢোক পানি পান করতে পারবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। দরিদ্র মুহাজিরগণ সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য লাভ করবে, যাদের মাথার চুল উস্কখুস্ক, পোশাক ধুলি মলিন, যারা ধনবান পরিবারের মেয়েদের বিবাহ করতে পারেনি এবং যাদের আপ্যায়নের জন্য ঘরের দরজাসমূহ খোলা হয়নি। রাবী বলেন, (এ হাদীস শুনে) উমার (র) কেঁদে দিলেন, এমনকি তার দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। তিনি বলেন, আমি তো ধনীর দুলালী বিবাহ করেছি এবং আমার জন্য সব দরজাই তো উন্মুক্ত। এখন

থেকে আমি আমার পরিধয়ের বস্ত্র ময়লাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করবো না এবং মাথার চুল উষ্কখুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত তৈল ব্যবহার করবো না (আ, তি)।

٤٣٠٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِيْ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَعَمَّانَ .

৪৩০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার হাওযের দুই তীরের ব্যবধান (ইয়ামনের রাজধানী) সানআ ও মদীনার মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা মদীনার ও আম্মানের মধ্যকার দূরত্বের সমান।

٤٣٠٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يُرٰى فِيْهِ أَبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ .

৪৩০৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেখানে (হাওয কাওসারের তীরে) আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের সমান সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পানপাত্রসমূহ দৃশ্যমান থাকবে।

٤٣٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ثُمَّ قَالَ لَوَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ وَإِخْوَانِي الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِيْ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ فَأُنَادِيْهِمْ أَلَا هَلُمُّوْا فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ وَلَمْ يَزَالُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ فَأَقُوْلُ أَلَا سُحْقًا سُحْقًا .

৪৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে এসে কবরবাসীদের সালাম দিলেন এবং বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহু তাআলা বিকুম লাহিকূন" (ঈমানদার কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহ্‌র মর্জি আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমাদের আকাঙ্খা এই যে, আমরা আমাদের ভাইদের দেখতে পাবো। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার সাহাবী। আর যারা আমাদের পরে আসবে তারা আমার ভাই। আমি তোমাদের আগেই হাওযের নিকট উপস্থিত হবো। তারা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এমন লোকদের আপনার উম্মাতরূপে কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি? তিনি বলেন ঃ তোমরা কি দেখো না, যদি কোন ব্যক্তির একটি সাদা পদ ও সাদা পেশানীযুক্ত ঘোড়া অপর ব্যক্তির কালো ঘোড়ার পালে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াটি চিনতে পারবে না? তারা বলেন, হাঁ, নিশ্চয় চিনতে পারবে। তিনি বলেন ঃ তারা কিয়ামতের দিন উযুর বদৌলতে সাদা পেশানী ও সাদা হাত-পাবিশিষ্ট অবস্থায় আসবে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি তোমাদের আগেই হাওয কাওছারে উপস্থিত হবো। একদল লোক আমার হাওয থেকে বিতাড়িত হবে, যেমন পথভোলা উট বিতাড়িত হয়। আমি তাদেরকে ডেকে বলবো ঃ তোমরা এদিকে এসো তোমরা এদিকে এসো। তখন বলা হবে, এসব লোক আপনার পরে (দীনকে) পরিবর্তন করেছে এবং অবিরত তারা তাদের পশ্চাতে ফিরে গেছে । তখন আমি বলবো ঃ সাবধান! দূর হও দূর হও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

শাফাআতের আলোচনা।

٤٣٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَاِنِّىْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ فَهِىَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا .

৪৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে দোয়া আছে যা কবুল করা হয়। আর প্রত্যেক নবীই সেই বিশেষ দোয়াটি করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি আমার দোয়াটি আমার উম্মাতের শাফাআতের জন্য জমা রেখেছি। অতএব আমার উম্মাতের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র সাথে শীরক না করে মারা যাবে তারা আমার শাফাআত প্রাপ্ত হবে।

٤٣٠٨- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى وَاَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالاَ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ

سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلاَ فَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ .

৪৩০৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আদম সন্তানদের সরদার, তাতে গর্বের কিছু নেই। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার জন্য জমীন বিদীর্ণ হবে (কবর থেকে সর্বপ্রথম আমিই উঠবো), এতে গর্বের কিছু নাই। আমিই হবো সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সর্বাগ্রে আমার শাফাআত কবুল করা হবে। এতেও কোন গর্ব নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে। এতেও গর্বের কিছু নেই।

٤٣٠٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالاَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ اَهْلُهَا فَلاَ يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ وَلٰكِنْ نَاسٌ اَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوْبِهِمْ اَوْ بِخَطَايَاهُمْ فَاَمَاتَتْهُمْ اِمَاتَةً حَتّٰى اِذَا كَانُوْا فَحْمًا اُذِنَ لَهُمْ فِى الشَّفَاعَةِ فَجِىْءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوْا عَلٰى اَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَقِيْلَ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اَفِيْضُوْا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُوْنُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ فِى الْبَادِيَةِ .

৪৩০৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আহা দোযখবাসী, যারা দোযখবাসী তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। তবে কতক লোক তাদের ভুলত্রুটি ও গুনাহের কারণে দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। আগুন তাদের দগ্ধীভূত করবে, ফলে তারা কয়লাবত হয়ে যাবে। তখন তাদের শাফাআতের অনুমতি দেয়া হবে। তাদের দলে দলে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে এবং জান্নাতের ঝরনার নিকট ছড়িয়ে রাখা হবে। তখন বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদের উপর পানি ছিটিয়ে দাও। ফলে তারা প্লাবনের পর উর্বর মাটিতে চারাগাছ গজানোর মত গজিয়ে উঠবে। রাবী বলেন, উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন বন-বাদারে বসবাস করতেন।

٤٣١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ .

৪৩১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত হবে আমার উম্মাতের কবীরা গুনাহগারদের জন্যই।

٤٣١١- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِى الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِاَنَّهَا اَعَمُّ وَاَكْفٰى اَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِيْنَ لاَ وَلٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِيْنَ الْخَطَّائِيْنَ الْمُتَلَوِّثِيْنَ .

৪৩১১। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে শফাআত করার অথবা আমার উম্মাতের অর্ধেক জান্নাতী হওয়ার মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। আমি শাফাআতকে গ্রহণ করেছি। কেননা তা ব্যাপক বিস্তৃত এবং অধিক ফলপ্রসূ। তোমরা কি মনে করো যে, শাফাআত মুত্তাকীদের জন্য? না, বরং তা গুনাহগার, অপরাধে অভিযুক্ত এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে মিশ্রণকারীদের জন্য।

٤٣١٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْهَمُوْنَ اَوْ يَهُمُّوْنَ شَكَّ سَعِيْدٌ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ تَشَفَّعْنَا اِلٰى رَبِّنَا فَاَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ يُرِحْنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ وَيَشْكُوْ اِلَيْهِمْ ذَنْبَهُ الَّذِىْ اَصَابَ فَيَسْتَحْيِىْ مِنْ ذٰلِكَ وَلٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا فَاِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَيَسْتَحْيِىْ مِنْ ذٰلِكَ وَلٰكِنِ ائْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ اِبْرَاهِيْمَ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَاَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ النَّفْسَ بِغَيْرِ النَّفْسِ وَلٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ وَرُوْحَهُ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ فَيَاْتُوْنِىْ فَاَنْطَلِقُ قَالَ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَرْفَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فَاَمْشِىْ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ ثُمَّ عَادَ اِلٰى

حَدِيْث اَنَسٍ قَالَ فَاسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فَيُؤْذَنُ لِىْ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعْ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَداً فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّانِيَةَ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ لِىْ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ فَاَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَداً فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّىْ وَقَعْتُ سَاجِداً فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ فَاَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَداً فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِىَ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ قَالَ يَقُوْلُ قَتَادَةُ عَلٰى اَثَرِ هٰذَا الْحَدِيْث وَحَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ .

৪৩১২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দারা সমবেত হবে। তখন তাদের অন্তরে ইলহাম করা হবে এবং তারা বলবে, কেউ যদি আমাদের প্রভুর নিকট আমাদের জন্য শাফাআত করতো তাহলে তিনি আমাদের এই অবস্থা থেকে শান্তি দিতে পারতেন। অতএব তারা আদম আলাইহিস সালামের নিকট এসে বলবে, আপনি আদম, মানবজাতির পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনি আমাদের এ অবস্থা থেকে নাজাতের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকটে শাফাআত করুন। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের একাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাদের নিকট নিজের কৃত গুনাহ্র কথা উল্লেখ করে আক্ষেপ করবেন এবং এতে লজ্জিত হবেন। বরং তোমরা নূহ আলাইহিস সালামের নিকট যাও। কেননা তিনি ছিলেন পৃথিবীবাসীর প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত প্রথম রাসূল। অতএব তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। তিনি অজ্ঞাতে আল্লাহ্র নিকট যে নিবেদন করেছিলেন, তা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন। বরং তোমরা

দয়াময় রহমানের প্রিয় বান্দা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট যাও। অতএব তারা তাঁর নিকট আসলে তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। বরং তোমরা মূসা আলাইহিস সালামের নিকট যাও। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা, তাঁর সাথে আল্লাহ বাক্যালাপ করেছেন এবং তাঁকে তাওরাত কিতাব দান করেছেন। অতএব তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তিনি একটি অন্যায় হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করবেন। তোমরা বরং আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল, তাঁর বাক্য, তাঁর দেয়া রূহ ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট যাও। অতএব লোকেরা তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। বরং তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও, যাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন তারা আমার নিকট আসবে এবং আমি রওয়ানা হবো। রাবী বলেন, হাসান (র)-এর সনদে এই শব্দাবলী বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেন, আমি মুমিনদের দুইটি সারির মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে থাকবো। কাতাদা (র) বলেন, তারপর রাবী আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলীতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি আমার প্রভুর নিকট (শাফাআতের) অনুমতি প্রার্থনা করবো এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাকে দেখামাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, বলো শোনা হবে এবং চাও দেয়া হবে, শাফাতাত করো কবুল করা হবে। অতএব তিনি যা আমাকে শিখিয়ে দিবেন সেই বাক্যে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। অতঃপর আমি শাফাআত করবো। তবে আমার জন্য শাফাআতের একটি সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতপ্রাপ্তদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি পুনরায় আমার প্রভুর নিকট ফিরে আসবো এবং তাঁকে দেখামাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত রাখবেন। অতঃপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, বলো শোনা হবে; চাও দেয়া হবে; শাফাআত করো কবুল করা হবে। তিনি আমাকে যে বাক্য শিখিয়ে দিবেন, আমি সেই বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো, অতঃপর শাফাআত করবো। আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতপ্রাপ্তদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি তৃতীয় বারের মত ফিরে যাবো এবং আমার প্রভুকে দেখামাত্র সিজদায় পতিত হবো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত রাখবেন। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও; বলো শোনা হবে; প্রার্থনা করো কবুল করা হবে; শাফাআত করো মঞ্জুর করা হবে। আমি আমার মাথা উঠাবো এবং তাঁর শিখানো বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো এবং তারপর আমি শাফাআত করবো এবং আমাকে একটা সীমা বেঁধে দেয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতকৃতদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি চতুর্থবার গিয়ে বলবো, হে প্রভু! কুরআন যাদের আটক করে রেখেছে তারা ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। রাবী বলেন, কাতাদা (র) এই হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষে এমন ব্যক্তিকে দোযখ থেকে বের করা হবে যে শুধু বলেছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) এবং যার অন্তরে একটি গমের দানা পরিমাণ নেক আমল

থাকবে। আর এমন ব্যক্তিকেও দোযখ থেকে বের করে আনা হবে যে বলেছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং যার অন্তরে থাকবে বার্লির দানা পরিমাণ নেক আমল (ঈমান)। এমন ব্যক্তিকেও দোযখ থেকে বের করা হবে যে বলেছে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ নেক আমল থাকবে।

٤٣١٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِلاَقِ بْنِ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ .

৪৩১৩। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফাআত করবে। নবীগণ, অতঃপর আলেমগণ, অতঃপর শহীদগণ।

٤٣١٤- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّىُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ .

৪৩১৪। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি হবো নবীগণেব ইমাম, তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশকারী এবং তাদের প্রধান সুপারিশকারী, তাতে কোন গর্ব নেই।

٤٣١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِىْ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ .

৪৩১৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার শাফাআতের বদৌলতে 'জাহান্নামী' নামের একদল জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।

٤٣١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وُهَيْبٌ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْجَدْعَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَكْثَرُ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَاىَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا سَمِعْتُهُ .

৪৩১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবুল জাদআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির শাফাআতে তামীম গোত্রের জনসংখ্যার চাইতেও অধিক লোক জান্নাতে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই ব্যক্তি কি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ? তিনি বলেন ঃ আমি ব্যতীত। আমি (আবদুল্লাহ ইবনে আবুল জাদআ) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট শুনেছি।

٤٣١٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ ابْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا خَيَّرَنِى رَبِّىَ اللَّيْلَةَ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ خَيَّرَنِى بَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِىَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاَخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُدْعُ اللّٰهَ يَجْعَلَنَا مِنْ اَهْلِهَا قَالَ هِىَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৪৩১৭। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি জানো, আমার প্রভু আজ রাতে আমাকে কোন্ বিষয়ে অবকাশ দিয়েছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বলেন ঃ তিনি (আল্লাহ্) আমাকে এই অবকাশ দিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের অর্ধেক সংখ্যক জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা তাদের নাজাতের জন্য শাফাআতের অনুমতি থাকবে। আমি শাফাআতের অবকাশ গ্রহণ করলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদেরকে শাফাআত লাভের যোগ্য বানান। তিনি বলেন ঃ এই শাফাআত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ صِفَةِ النَّارِ

দোযখের বর্ণনা।

٤٣١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَيَعْلَى قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ نَارَكُمْ هٰذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَوْ لاَ اَنَّهَا اُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا وَاِنَّهَا لَتَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لاَ يُعِيْدَهَا فِيْهَا .

৪৩১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ (উত্তাপের দিক থেকে)। যদি সেই আগুনকে দু'বার পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করা না হতো তবে তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে না। এ আগুন মহামহিম আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছে যেন আবার তাকে জাহান্নামে ফেরত না নেওয়া হয়।

٤٣١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٌ فِى الصَّيْفِ فَشِدَّةُ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيْرِهَا وَشِدَّةُ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُوْمِهَا .

৪৩১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নাম তার প্রভুর নিকট অভিযোগ করে বললো, হে আমার রব! আমার একাংশ অপরাংশকে গ্রাস করেছে। তখন আল্লাহ্ তাকে দু'বার নিঃশ্বাস নেয়ার অনুমতি দিলেন ঃ একটি শীতকালে অপরটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা দুনিয়াতে যে ঠাণ্ডা অনুভব করো তা হলো দোযখের হীম শীতলতা থেকে এবং যে গরম অনুভব করো তা হলো দোযখের আগুনের উষ্ণতা থেকে (বু, মু, তি)।

٤٣٢٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُوْقِدَتِ النَّارُ اَلْفَ سَنَةٍ فَابْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَتْ اَلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَتْ ثُمَّ اُوْقِدَتْ اَلْفَ سَنَةٍ فَاسْتَوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ .

৪৩২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দোযখের আগুন হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর তা সাদা রং ধারণ করে। আবার তা হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর লাল রং ধারণ করে। আবার হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর তা কালো বর্ণ ধারণ করে। এখন তা গভীর অন্ধকার রাতের মতো অন্ধকার অবস্থায় আছে।

٤٣٢١- حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ فَيُقَالُ اغْمِسُوْهُ فِى النَّارِ غَمْسَةً

فَيُغْمَسُ فِيهَا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اَىْ فُلاَنُ هَلْ اَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ مَا اَصَابَنِىْ نَعِيمٌ قَطُّ وَيُؤْتَى بِاَشَدِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ضُراًّ وَبَلاَءً فَيُقَالُ اغْمِسُوْهُ غَمْسَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً فَيُقَالُ لَهُ اَىْ فُلاَنُ هَلْ اَصَابَكَ ضُرٌّ قَطُّ اَوْ بَلاَءٌ فَيَقُوْلُ مَا اَصَابَنِىْ قَطُّ ضُرٌّ وَّلاَ بَلاَءٌ .

৪৩২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়েছে। বলা হবে, তোমরা (ফেরেশতারা) একে দোযখে একটি চুবান দাও। অতএব তাকে দোযখে একটি চুবান দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে অমুক! তুমি কি কখনো সুখের ছোঁয়া পেয়েছো? সে বলবে, না, আমি কখনো সুখের ছোঁয়া পাইনি। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) ঈমানদারদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে জীবন কাটিয়েছে। বলা হবে, একে একটু জান্নাত দেখাও। অতঃপর তাকে জান্নাত দেখানো হবে। এরপর তাকে বলা হবে, হে অমুক! তোমাকে কি কখনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ স্পর্শ করেছে? সে বলবে, আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি।

٤٣٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتّٰى اِنَّ ضِرْسَهُ لاَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ وَفَضِيْلَةُ جَسَدِهِ عَلٰى ضِرْسِهِ كَفَضِيْلَةِ جَسَدِ اَحَدِكُمْ عَلٰى ضِرْسِهِ .

৪৩২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাফেরদের দেহ হবে অস্বাভাবিক মোটা, এমনটি তার এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়ো। আর তার দেহ হবে তার দাঁতের তুলনায় এতো বিরাট, যেমন তোমাদের কারো দাঁতের তুলনায় তার দেহ অনেক বড় হয়ে থাকে।

٤٣٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ اَبِىْ هِنْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَبِىْ بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ اُقَيْشٍ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَئِذٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ اَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ وَاِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّعْظُمُ لِلنَّارِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَحَدَ زَوَايَاهَا .

৪৩২৩। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (র) বলেন, এক রাতে আমি আবু বুরদা (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে হারিস ইবনে উকাইস (রা) আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। হারিস (রা) সেই রাতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও হবে যার শাফাআতে মুদার গোত্রের লোকসংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও হবে, যে দোযখের জন্য এতো হৃষ্টপুষ্ট হবে যে, এমনকি তার এক কোণা ভরে যাবে।

٤٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى اَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُوْنَ حَتّٰى يَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ ثُمَّ يَبْكُوْنَ الدَّمَ حَتّٰى يَصِيْرَ فِىْ وُجُوْهِهِمْ كَهَيْئَةِ الْاُخْدُوْدِ لَوْ اُرْسِلَتْ فِيْهِ السُّفُنُ لَجَرَتْ .

৪৩২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখীদের জন্য পাঠানো হবে কেবল কান্নাকাটি। তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের চোখ দিয়ে ঝরতে থাকবে রক্তাশ্রু। ফলে তাদের মুখমণ্ডলে বিরাটকায় গর্ত সদৃশ গর্ত সৃষ্টি হবে। তাতে নৌযান ছেড়ে দিলে অব্যশই তা অনায়াসে চলতে পারবে।

٤٣٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) وَلَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِى الْاَرْضِ لاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيْشَتَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ .

৪৩২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পড়লেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১০২)। যাককূমের একটি বিন্দুও যদি পৃথিবীতে পতিত হতো তাহলে দুনিয়াবাসীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে যেতো। আর এটাই যাদের খাদ্য হবে তাদের কি অবস্থা হবে (তি, না)![১২]

---

১২. যাক্কুম হলো দোযখীদের খাদ্য। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপিষ্ঠদের খাদ্য, গলিত তামার মত। তাদের উদরে ফুটতে থাকবে পানির মত" (সূরা দুখান ঃ ৪৩-৪৬)। আরও দ্র. ৩৭ ঃ ৬২ এবং ৫৬ ঃ ৫২ আয়াত (অনুবাদক)

٤٣٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَاكُلُ النَّارُ ابْنَ اٰدَمَ اِلاَّ اَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ .

৪৩২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোযখের আগুন সিজদার চিহ্নসম্বলিত স্থান ব্যতীত আদম সন্তানের সমস্ত দেহ খেয়ে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা সিজদার চিহ্নসমূহ গ্রাস করা দোযখের আগুনের জন্য হারাম করেছেন।

٤٣٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَيُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ وَجِلِيْنَ اَنْ يُّخْرَجُوْا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ فَرِحِيْنَ اَنْ يُّخْرَجُوْا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيْقَيْنِ كِلاَهُمَا خُلُوْدٌ فِيْمَا تَجِدُوْنَ لاَ مَوْتَ فِيْهَا اَبَدًا .

৪৩২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ “মৃতু” নামক সৃষ্টিকে এনে কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর স্থাপন করা হবে। অতঃপর ডাকা হবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আবির্ভূত হবে, না জানি তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর বলা হবে, হে দোযখবাসীরা! তারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, হয়তো তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। অতঃপর বলা হবে, তোমরা কি একে চিনো? তারা বলবে, হাঁ, এ হলো “মৃত্যু”। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলে তাকে পুলসিরাতের উপর যবেহ করা হবে। অতঃপর বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের বলা হবে, তোমরা উভয় দল স্ব স্ব স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করো। এখানে কখনো মৃত্যু নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

জান্নাতের বর্ণনা।

٤٣٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَمِنْ بَلْهَ مَا قَدْ اَطْلَعَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اقْرَاُوْا اِنْ شِئْتُمْ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) قَالَ وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْرَؤُهَا مِنْ قُرَّاتِ اَعْيُنٍ .

৪৩২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরের কল্পনা তার ধারণাও করতে পারেনি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যেসব উপকরণাদির কথা আল্লাহ তাআলা তোমাদের বলেছেন সেগুলোর কথা বাদ দিয়েও বরং তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পারো ঃ "কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ" (সূরা আস-সাজদা ঃ ১৭)। আবু হুরায়রা (রা) قُرَّةِ اَعْيُنٍ-এর স্থলে قُرَّاتِ اَعْيُنٍ পড়তেন।

٤٣٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَشِبْرٌ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا (اَلدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا) .

৪৩২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতের এক বিঘত পরিমাণ স্থান সমগ্র পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে উত্তম।

٤٣٣٠-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

৪৩৩০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা, পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

٤٣٣١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ وَاِنَّ اَعْلاَهَا الْفِرْدَوْسُ وَاِنَّ اَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ وَاِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ مِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَاِذَا مَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ .

৪৩৩১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের একশ তলা রয়েছে। এক তলা থেকে অপর তলার ব্যবধান আসমান-জমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। নিশ্চয় এর শীর্ষ স্তরে রয়েছে ফিরদাওস এবং মধ্যবর্তী স্তরও ফিরদাওস। আল্লাহ্‌র আরশ ফিরদাওসের উপরে অবস্থিত। এখান থেকে জান্নাতের ঝরনাসমূহ প্রবাহিত। তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে তখন তাঁর নিকট ফিরদাওস নামক জান্নাত প্রার্থনা করবে।

٤٣٣٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُهَاجِرٍ الاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لاَصْحَابِهِ اَلاَ مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ فَاِنَّ الْجَنَّةَ لاَ خَطَرَ لَهَا هِىَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْرٌ يَتَلاَلاُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَقَصْرٌ مَشِيْدٌ وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ وَفَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ نَضِيْجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيْلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِيْرَةٌ فِىْ مَقَامٍ اَبَدًا فِىْ حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ فِىْ دُوْرٍ عَالِيَةٍ سَلِيْمَةٍ بَهِيَّةٍ قَالُوْا نَحْنُ الْمُشَمِّرُوْنَ لَهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُوْلُوْا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ .

৪৩৩২। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ আছে না কি কেউ জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী? কেননা জান্নাতের বিকল্প বা সমতুল্য কিছু নেই। কাবার প্রভুর শপথ! তার আলো ঝলমল করে বিচ্ছুরিত হয়। পুষ্পরাজি ঘ্রাণ ছড়ায়। সুরম্য অট্টালিকাসমূহ, বহমান স্রোতস্বিনী, সুমিষ্ট ফলের প্রাচুর্য, অলংকারে সজ্জিতা পরমা সুন্দরী স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থানে সবুজ শ্যামলিমায় নিয়ামতে ভরপুর, গগনচুম্বী নিরাপদ ও মনোরম বাড়িঘর। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা এই জান্নাতের জন্য কোমর বাঁধলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা "ইনশাআল্লাহ" বলো। অতঃপর তিনি জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাতে যোগদানে উৎসাহিত করেন।

٤٣٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى ضَوْءِ اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ اضَاءَةً لاَ يَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتْفُلُوْنَ اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الاَلُوَّةُ اَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ اَخْلاَقُهُمْ عَلٰى خُلُقِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا .

৪৩৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বপ্রথম দলের লোকদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের পূর্ণ চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। তাদের পরবর্তী দলের চেহারা হবে আকাশের উজ্বল তারকারাজির মত। জান্নাতবাসীগণ পেশাব করবে না, পায়খানাও করবে না। তাদের নাকে শ্লেষ্মা হবে না এবং থুথুও ফেলবে না। তাদের চিরুনী হবে সোনার তৈরী। তাদের শরীর থেকে নির্গত ঘাম মিশকের ন্যায় সুগন্ধময় হবে। তাদের জন্য চন্দন কাঠ ও আগরবাতি জ্বালানো থাকবে। তাদের স্ত্রীগণ হবে আয়তলোচনা হূর। তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হবে একই ব্যক্তির ন্যায়। তারা তাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামের অবয়বে ষাট হাত লম্বা হবে (তি ২৪৭৬)।

٤٣٣٣(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ .

৪৩৩৩(১)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা (র)-আবু মুআবিয়া-আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ... উমারার সূত্রে ইবনে ফুদাইল (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٤٣٣٤- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوْتِ وَالدُّرِّ تُرْبَتُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ .

৪৩৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাওসার হলো জান্নাতের একটি ঝরনা। এর উভয় তীর স্বর্ণপাতে মোড়ানো। এর পানি প্রবাহিত হবে নীলকান্ত মনি ও মুক্তার উপর দিয়ে। তার মাটি কস্তুরীর চাইতেও সুগন্ধযুক্ত, পানি মধুর চাইতেও সুমিষ্ট এবং বরফের চাইতেও অধিক সাদা।

٤٣٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَلاَ يَقْطَعُهَا وَاقْرَاُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ .

৪৩৩৫। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতে একটি প্রকাণ্ড গাছ আছে। এর ছায়া যে কোন আরোহী শত বছর ধরে অতিক্রম করতে থাকবে, কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা চাইলে এ আয়াত পড়তে পারো (অর্থ) ঃ "সম্প্রসারিত ছায়া" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৩০)।

٤٣٣٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ لَقِىَ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَسْاَلُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ فِىْ سُوْقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيْدٌ اَوَفِيْهَا سُوْقٌ قَالَ نَعَمْ اَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ اَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِىْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُوْرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدّٰى لَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ اَدْنَاهُمْ وَمَا فِيْهِمْ دَنِىٌّ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ مَا يُرَوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَرَاسِىِّ بِاَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لاَ قَالَ كَذٰلِكَ لاَ تَتَمَارَوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَبْقٰى فِىْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ اَحَدٌ اِلاَّ حَاضَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً حَتّٰى اِنَّهُ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ اَلاَ تَذْكُرُ يَا فُلاَنُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ فِى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَفَلَمْ تَغْفِرْ لِىْ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِىْ بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَاَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ ثُمَّ يَقُوْلُ قُوْمُوْا اِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ قَالَ فَنَاْتِىْ سُوْقًا قَدْ حُفَّتْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ فِيْهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ اِلٰى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْاٰذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوْبِ قَالَ فَيُحْمَلُ

لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهِ شَيْءٌ وَلاَ يُشْتَرٰى وَفِىْ ذٰلِكَ السُّوْقِ يَلْقٰى اَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَمَا فِيْهِمْ دَنِىٌّ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرٰى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِىْ اٰخِرُ حَدِيْثِهِ حَتّٰى يَتَمَثَّلَ لَهُ عَلَيْهِ اَحْسَنُ مِنْهُ وَذٰلِكَ اَنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّحْزَنَ فِيْهَا قَالَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ اِلٰى مَنَازِلِنَا فَتَلْقَانَا اَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَاَهْلاً لَقَدْ جِئْتَ وَاِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيْبِ اَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُوْلُ اِنَّا جَلَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحِقُّنَا اَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا .

৪৩৩৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ (র) বলেন, বেহেশতে কি বাজারও আছে? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবহিত করেছেন যে, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে সেখানে স্থান পাবে। অতঃপর দুনিয়ার সময় অনুসারে এক জুমুআর দিন তাদেরকে (তাদের প্রভুকে দেখার) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের মহামহিম আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। বেহেশতের কোন এক উদ্যানে তাদের সামনে তাদের প্রভুর (তাজাল্লীর) প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মনিমুক্তা, পদ্মরাগমনি, যমরূদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিম্বার স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতবাসীও কস্তুরী ও কর্পূরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন বা নীচ হবে না। মিম্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাববে না।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের প্রভুর দর্শন লাভ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন ঃ ঠিক সেরূপ তোমরা তোমাদের মহামহিম প্রভুর দর্শন লাভেও তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে না। সেই মজলিসে উপস্থিত এমন কোন লোক থাকবে না যার সামনে মহামহিম আল্লাহ উদ্ভাসিত না হবেন। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি অমুক দিন এরূপ এরূপ কাজ করেছ, তা তোমার স্মরণ আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কতক নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে তখন বলবে, হে আমার প্রভু! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি। তিনি বলবেন, হাঁ, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এই স্থানে পৌঁছতে পেরেছ। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা থেকে তাদের উপর সুঘ্রাণ (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেরূপ সুঘ্রাণ তারা ইতিপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। অতঃপর তিনি বলবেন, ওঠো! আমি

তোমাদের সম্মানে মেহমানদারির আয়োজন করেছি, সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় গ্রহণ করো। তখন আমরা একটি বাজারে এসে উপস্থিত হবো যা ফেরেশতাগণ পরিবেষ্টন করে রাখবেন। সেখানে এমন সব পণ্যসামগ্রী থাকবে যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং কখনো অন্তরের কল্পনা জগতে ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইবো তাই তুলে দেয়া হবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেই বাজারে বেহেশতবাসীগণ পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করবে। উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন বেহেশতবাসী সামনে অগ্রসর হয়ে তার চাইতে অল্প মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতবাসীর সাথে সাক্ষাত করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উচুঁ-নীচু বোধ থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে পেরেশান হয়ে যাবেন। একথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে করতে থাকবেন যে, তার পরনেও পূর্বাপেক্ষা উত্তম পোশাক শোভা পাচ্ছে। আর এরূপ এজন্যই হবে যে, সেখানে কাউকে দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না।

অতঃপর আমরা নিজেদের জায়গায় ফিরে আসবো এবং স্ব স্ব স্ত্রীর সাক্ষাত পাবো। তারা বলবে, মারহাবা স্বাগতম। কি ব্যাপার! যে আকর্ষণীয় রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তদপেক্ষা উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছো। আমরা বলবো, আজ আমরা আমাদের মহাপ্রতাপশালী মহিমাময় প্রভুর সাথে মজলিসে বসেছিলাম। তাই আমাদের এই পরিবর্তন ঘটেছে এবং এরূপ ঘটাই ছিলো স্বাভাবিক (তি ২৪৮৮)।

٤٣٣٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ أَبُوْ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ اِلاَّ زَوَّجَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِنْ مِيْرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ اِلاَّ وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكَرٌ لاَ يَنْثَنِيْ قَالَ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ مِيْرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَعْنِيْ رِجَالاً دَخَلُوا النَّارَ فَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ نِسَاءَهُمْ كَمَا وُرِثَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ .

৪৩৩৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ যাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাদের প্রত্যেককেই বাহাত্তরজন স্ত্রীর সাথে বিবাহ দিবেন। তাদের মধ্যে দু'জন হবে আয়তলোচনা হূর এবং সত্তরজন হবে জাহান্নামীদের থেকে ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের প্রত্যেকের স্ত্রী অঙ্গ হবে অত্যন্ত কামাতুর এবং পুরুষের অঙ্গ হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় অটল। হিশাম ইবনে খালিদ (র) বলেন, জাহান্নামীদের থেকে প্রাপ্ত স্ত্রী বুঝতে সেইসব পবিত্রা নারীদের বুঝানো হয়েছে যাদের স্বামীরা জাহান্নামী হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীরা ঈমানদার হওয়ার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। যেমন ফেরাউনের স্ত্রী জান্নাতী।

٤٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِيْ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ اِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِى سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِى .

৪৩৩৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুমিন ব্যক্তি বেহেশতে সন্তান কামনা করলে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক (আ, তি, দার)। এসব কিছু মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

٤٣٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيُقَالُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَىْ فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلْاَىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَىْ فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلاَىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَىْ فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنَّهَا مَلْاَىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُ بِىْ اَوْ اَتَضْحَكُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يُقَالُ هٰذَا اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً .

৪৩৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সবশেষে দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে এবং সবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে আমি তাকে অবশ্যই চিনি। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে বলা হবে, তুমি যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ করো। অতএব সে তথায় পৌছার পর তার মনে হবে ইতিপূর্বেই তা ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! আমি তা ভরপুর পেলাম। মহান আল্লাহ বলবেন, যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ করো। সে পুনরায় তথায় ফিরে যাবে এবং তার মনে হবে যে, বেহেশত ইতিপূর্বেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মহিমাময় আল্লাহ বলবেন, তুমি যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ করো। তথায় পৌছে তার মনে হবে, বেহেশত পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! তা ভরপুর হয়ে গেছে। আল্লাহ বলবেন, তোমাকে দেয়া হলো পৃথিবী পরিমাণ স্থান এবং তার দশ গুণ

অথবা তোমার জন্য রয়েছে পৃথিবীর দশ গুণ। তখন সে বলবে, আপনি মালিক হয়ে আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন। রাবী বলেন, একথা বলার পর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখলাম। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হলো। অতঃপর বলা হতো, এই ব্যক্তিই হবে মর্যাদায় সর্বনিম্ন স্তরের বেহেশতী (বু, মু, তি)।

٤٣٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ .

৪৩৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করলে জান্নাত বলে, "হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও"। আবার কোন ব্যক্তি তিনবার দোযখ থেকে নিস্কৃতি লাভের প্রার্থনা করলে দোযখ বলে, "হে আল্লাহ! তাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দাও"।

٤٣٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ لَهُ مَنْزِلاَنِ مَنْزِلٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِى النَّارِ فَاِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى (اُوْلٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ) .

৪৩৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দু'টি করে আবাস রয়েছে। একটি আবাস জান্নাতে এবং একটি জাহান্নামে। অতএব কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর দোযখে প্রবেশ করলে তার জান্নাতের আবাস জান্নাতীরা ওয়ারিসী সূত্রে লাভ করবে। এটাই হলো আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য (অনুবাদ) ঃ "তারাই হবে ওয়ারিস" (সূরা মুমিনূন ঃ ১০)।

وَهٰذَا اٰخِرُ سُنَنِ الْاِمَامِ الْحَافِظِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِيْنِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ . وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ .

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

সুনান ইবনে মাজা

(চার খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ১০৮০ নং হাদীস)

দ্বিতীয় খণ্ড

(১০৮১ নং হাদীস থেকে ২১৩৬ হাদীস)

তৃতীয় খণ্ড

(২১৩৭ নং হাদীস থেকে ৩২৫০ নং হাদীস)